প্রথম প্রকাশ —১৩৫৭

প্রকাশক :
শ্রীপরাণচন্দ্র মণ্ডল
ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রক :
শ্রীরণজিৎ সামুই
বাণী-শ্রী প্রিণ্টার্স
৮৩ বি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬

মুখবন্ধ

ইভান সের্গেয়েভিচ তুর্গেনেভের (১৮১৮-১৮৮৩) রচনা—রুশ সাহিত্যের অন্যতম শিখরদেশ। এই মহান কথাশিল্পীর গদ্যরচনার বৈশিষ্ট্য হল বিস্ময়কর সঙ্গীতধর্ম, সর্বব্যাপ্ত গীতধর্মিতা। তিনি ছিলেন মানুষ ও তার জীবনে, ঐতিহাসিক প্রগতিতে প্রবল আস্থাবান এক মানবতাবাদী লেখক। তুর্গেনেভের জীবৎকাল ছিল স্বদেশের ও বিশ্ব ইতিহাসের সংকটজনক যুগগুলির একটি, তিনি বেশ কয়েক দশক ধরে সমকালীন সামাজিক ও সাহিত্যিক আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন। তিনি তাঁর রচনার মাধ্যমে রুশ জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী সমস্ত বিষয়ের উপর মন্তব্য প্রকাশ করেন, সামাজিক সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন এবং বলতে গেলে স্বাধীনতা ও প্রগতির জন্য সমগ্র জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়ান। জীবদ্দশায়ই তিনি বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন। বহু দেশের মানুষ তাঁর রচনা পাঠ করেছেন, তাঁকে শ্রদ্ধা করেছেন, ভালোবেসেছেন। বলা হত, তুর্গেনেভই সারা দুনিয়ার পাঠকসমাজের কাছে রুশ সাহিত্যকে জনপ্রিয় করে তোলেন। রুশ ও বিশ্ব সাহিত্য বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব বিরাট।

তুর্গেনেভ ৬টি উপন্যাস, বহুসংখ্যক আখ্যান, ছোট গল্প ও কবিতা রচনা করেন।

তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস—'বাবুদের বাসা'—মাত্র ছয় মাস কালের মধ্যে, ১৮৫৮ সনে লিখিত হয়। রচনার কেন্দ্রস্থলে আছে লিজা কালিতিনা ও ফিওদর লাভরেৎস্কির ট্র্যাজিক প্রেমের ঘটনা। লাভ্‌রেৎস্কি বিবাহিত ব্যক্তি, যদিও স্ত্রী তাঁর কাছে একেবারেই পর এবং বস্তুত দুজনের মধ্যে ছাড়াছাড়িও হয়ে গেছে, তথাপি আনুষ্ঠানিক যে-বন্ধন তাঁদের এখনও বেঁধে রেখেছে তা লিজা ও লাভরেৎস্কির গভীর অনুভূতিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে। পরস্পরকে ভালোবেসেও তাঁরা নিজেরাই মনে মনে তা স্বীকার করতে ভয় পান।

লাভরেৎস্কির স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদ আসার পর প্রণয়ী-প্রণয়িনী যুগল সুখের আশায় উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। কিন্তু সংবাদটি মিথ্যা প্রতিপন্ন হল। আশা পরিণত হল হতাশায়---সুখ অসম্ভব। গভীর ধর্মবিশ্বাসী মেয়ে লিজা এই আঘাতকে দণ্ডস্বরূপ জ্ঞান করে এবং তপস্বিনীর ব্রত অবলম্বন করে। লাভরেৎস্কির জীবনও ভগ্নদশাগ্রস্ত। উপন্যাসের এই মূল প্লটটি--মোটের ওপর একেবারেই ব্যক্তিগত জীবনকাহিনী। তুর্গেনেভের মতো লেখক উপন্যাস রচনাকালে এর মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছেন বলে মনে হয় না। বস্তুতই, 'বাবুদের বাসা' বহুসংখ্যক সূক্ষ্মতম সূত্রের সাহায্যে আধুনিক কালের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। এই উপন্যাসে তুর্গেনেভ কালের জরুরী সমস্যার উত্তর দানের চেষ্টা করেছেন। আর সেই সময় রাশিয়া যে-পর্বের মধ্য দিয়ে যায় তা ছিল অসাধারণ। জনসাধারণের কাছে 'দণ্ডধারী' নামে পরিচিত, স্বৈরাচারী জার প্রথম নিকলাইয়ের তিরিশ বছরব্যাপী শৃঙ্খলবন্ধন থেকে দেশ সবে বেরিয়ে এসেছে। সকলেই অপেক্ষা করছিল পরিবর্তনের, সর্বোপরি কোটি কোটি রুশ কৃষকের দাসত্ববন্ধন -ভূমিদাসপ্রথা উচ্ছেদের। জনৈক সমৃদ্ধিশালী রুশ জমিদারের সন্তান তুর্গেনেভকে শৈশবেই জমিদারী স্বেচ্ছাচারের বর্বর দৃশ্যের প্রত্যক্ষদর্শী হতে হয়, তিনি সারা জীবন ভূমিদাসপ্রথার প্রতি ঘৃণা বহন করে চলেন। জন-জীবনের পিতৃতান্ত্রিক বনিয়াদকে তিনি মোটেই আদর্শায়িত করেন নি, জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, তাদের দৈন্যদশা সম্পর্কে ভাবনাচিন্তাকে তিনি প্রতিটি মানুষের নীতিবোধের মাপকাঠি বলে মনে করেন। নিজের রচনার সমস্ত চরিত্রেরও বিচার তিনি করেন এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তৎকালীন বহু শ্রেষ্ঠ রুশ ব্যক্তির সঙ্গে তুর্গেনেভও উত্তর খোঁজেন সমকালীন দুটি মূল প্রশ্নের—'কী করা উচিত?' এবং 'কে করবে?' তুর্গেনেভেব পক্ষে বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ ছিল দ্বিতীয় প্রশ্নটি। সমাজের সক্রিয় শক্তি যাঁরা হতে পারেন এমন মানুষের সন্ধানে লেখক নিরন্তর রুশ জীবনে মনোনিবেশ করেন।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে লিজা কালিতিনা। লিজা কালিতিনা--লেখকের সুপরিচিত বহু রুশ নারী ও তরুণীর চরিত্রবৈশিষ্ট্যের সমবায়ে গঠিত এক আদর্শের রূপায়ণ। লিজার প্রোটোটাইপ রূপে যাঁদের উল্লেখ করা হয় তাঁদের মধ্যে আছেন তুর্গেনেভের আত্মীয়া, প্রতিভাময়ী কবি ইয়েলিজাভেতা শাখোভা— যিনি ব্যর্থ প্রেমের কারণে মঠে আশ্রয় গ্রহণ করেন, আছেন সামাজিক জীবনে লেখকের পরিচিতা মহিলা কাউণ্টেস ইয়েলিজাভেতা

লাম্বের্ত এবং মহান রুশ লেখক ও বিপ্লবী আলেক্সান্দর গের্ৎসেনের প্রথমা পত্নী— নাতালিয়া গের্ৎসেন।

লিজা—লেখকের পরম প্রিয় নায়িকা। সে হল রুশ জাতীয় চরিত্রের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর প্রতিমূর্তি। তার মধ্যে আছে অসাধারণ নৈতিক পরিশুদ্ধতা ও শক্তি, সত্যনিষ্ঠা, অকৃত্রিম নারীসুলভ মনোহারিত্ব। তার মধ্যে আছে অশেষ লাবণ্য, কমনীয়তা, নম্রতা, আন্তরিকতা। মানুষের প্রতি তার সমবেদনা ও সহৃদয়তা, জনগণের প্রতি, স্বদেশের প্রতি তার ভালোবাসা আমাদের মুগ্ধ করে। সে আপসহীনতা ও কঠোর তপশ্চর্যার সীমান্তবর্তী, দৃঢ় মনোবল ও উচ্চ কর্তব্যবোধের অধিকারিণী। অন্যকে কষ্ট দেওয়ার চেয়ে নিজের সুখ বিসর্জন দেওয়া তার পক্ষে সহজতর। কিন্তু তুর্গেনেভ যে কেবলই তাঁর নায়িকার গুণে মুগ্ধ তা নয়। তিনি তার বিচারও করেছেন। ধর্মীয় শিক্ষা লিজার অন্তঃকরণে আত্মসমর্পণ, তিতিক্ষা ও অদৃষ্টের আজ্ঞানুবর্তিতার মতো ভিত রচনা করেছে। ঠিকই, লিজা মঠে যায় কেবল হতাশার বশবর্তী হয়ে নয়, শুদ্ধি ও প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আত্মনিবেদন এবং জাগতিক অনিষ্ট সংশোধনের উদ্দেশ্য নিয়েও বটে। অথচ তার কাজ কোনো মানুষের মনেই সুখ আনে না।

লিজার চরিত্রটিই যেন অন্যভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে তুর্গেনেভের অপর এক নায়িকার প্রতিরূপে—তাঁর পরবর্তী উপন্যাস 'পূর্বক্ষণ'এর ইয়েলেনা স্তাখোভা চরিত্রের মধ্যে। উক্ত নায়িকার মধ্যে প্রেম ও নাগরিক কর্তব্যের অনুভূতির সুসমন্বয় ঘটেছে।

লিজার চরিত্রের অভ্যন্তরে যে উচ্চ নৈতিক শক্তি নিহিত ছিল অগ্রণী রুশ সমালোচকমহলও তার বড় সমাদর করেছেন। যেমন, লেখক ও বিপ্লবী সের্গেই স্তেপ্নিয়াক-ক্রাভ্চিন্স্কি 'বাবুদের বাসা' উপন্যাসের ইংরেজি সংস্করণের ভূমিকায় লিজা সম্পর্কে লিখেছেন যে 'এই গভীর কুমারী হৃদয়ের অন্তরালে রয়েছে ভবিষ্যতের বিরাট বিরাট আভাস' এবং 'যে-দেশে পুরুষেরা এ-ধরনের নারীদের সহায়তার উপর ভরসা করতে পারে, সৌভাগ্যের আশা করার অধিকার সে-দেশের আছে'।

'বাবুদের বাসা'র আরও একটি প্রধান চরিত্র—প্রাচীন রুশ অভিজাত বংশে জাত এবং একই কালে সাধারণ কৃষক রমণীর সন্তান—ফিওদর লাভরেৎস্কি। ইনি বুদ্ধিমান ও সদাশয় ব্যক্তি, অনুভবশক্তি এবং ভাবনাচিন্তা করার ক্ষমতাও তাঁর আছে। লাভরেৎস্কি সুশিক্ষিত। তাঁর মধ্যে আছে

তুর্গেনেভের নিজের অনেককিছু, লেখকের অনুভূতি ও চিন্তাভাবনা। এই চরিত্ররূপে লেখক দেখাতে চেয়েছেন রুশ অভিজাতসমাজের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিকে। ইনি সত্যিই এমন এক মানুষ, যার কাছে কর্তব্যের সমস্যা, তথা ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্তব্যের সমস্যা—জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, আর বিশ্বাসের অনুভূতি, সত্যের প্রতি, উচ্চ আদর্শের প্রতি বিশ্বাসের অনুভূতি—জীবনের মূল চাহিদা। তিনি বিশ্বসংসারে নিজ কর্মের অন্বেষণে বদ্ধপরিকর হলেন এবং তার সন্ধান পেলেন নিজের কৃষকদের জীবনযাত্রা সংগঠনের তত্ত্বাবধানের মধ্যে। লিজার সঙ্গে লাভরেৎস্কির প্রভেদ এই যে লাভরেৎস্কির কাছে সুখ ও কর্তব্যের ধারণা পরস্পরবিরোধী নয়। কেবল বিরুদ্ধ পরিবেশের প্রতিবন্ধকতা, সেই সঙ্গে লিজার অটল ধর্মবিশ্বাসের ফলে আপন সুখ হারানোর ক্ষতি তিনি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। নিজের উপন্যাসের নায়কের প্রতি তুর্গেনেভ সহানুভূতিসম্পন্ন, কিন্তু চরিত্রটিকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করার পর তিনি স্বয়ং এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে নূতন ঐতিহাসিক পর্বের কর্মবীর রূপে লাভরেৎস্কি অচল, যথেষ্ট পরিমাণ ইচ্ছাশক্তি, আত্মত্যাগ, দৃঢ়তা তাঁর নেই, তাঁর কর্মক্ষমতা স্বল্প। তুর্গেনেভের উপন্যাসে সমাজের কর্মশক্তি গণতন্ত্রীকরণের অপরিহার্যতা সম্পর্কে ভাবনাচিন্তার সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। এর তিন বছর বাদে 'পিতা ও পুত্র' উপন্যাসে তুর্গেনেভ অঙ্কন করেন নূতন এক ঐতিহাসিক কর্মবীরের—অভিজাত সমাজ-বহির্ভূত বুদ্ধিজীবী বাজারোভের চরিত্র।

'বাবুদের বাসা' উপন্যাসের সমালোচনা প্রসঙ্গে তার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরো দু'একটি কথা বলতে হয়: উপন্যাসটি আক্ষরিক অর্থে সঙ্গীতরসসিক্ত, সঙ্গীতধর্মী—তুর্গেনেভের আর একটি রচনাও এমন নয়। এখানে সঙ্গীত বিষয়ে অনেক কথা আছে, সঙ্গীতের সঙ্গে সম্পর্ক দিয়ে বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয়েছে বহু চরিত্রের, উপন্যাসের ভাষাই সঙ্গীতধর্মী; তাছাড়া ধ্বনিচিত্র—প্রাকৃতিক দৃশ্যসম্পন্ন গীতিকাব্যের অত্যাবশ্যক উপাদানও বটে। বৃদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ লেমের লিরিক সুরমূর্ছনা—উপন্যাসের সঙ্গীতধর্মী প্রাকৃতিক শক্তির চরম বলতে হয়। যাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের সমগ্র ভাবপরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে সেই পরম তাৎপর্যমণ্ডিত বিষয়ের—সুখের এ যেন এক প্রতীকী রূপ। তুর্গেনেভের কাছে সঙ্গীত ছিল সবচেয়ে প্রিয় শিল্প। 'বাবুদের বাসা' উপন্যাসে লেখক সাহিত্যের মাধ্যমে

সঙ্গীতের ভাবাবেগপূর্ণ প্রভাবের শক্তি সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন। লেমের চরিত্রটি মর্মস্পর্শী, মনোমুগ্ধকর। তাঁর অন্তঃকরণ অকলঙ্ক, তিনি বড় সঙ্গীতজ্ঞ, কিন্তু দুঃখের বিষয়—জীবনে ব্যর্থ। উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের নৈতিক মর্ম উদ্ঘাটনের, বিবেকের আদালতে তাদের বিচারের অধিকার তুর্গেনেভ তাঁকেই দিয়েছেন।

'বাবুদের বাসা' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা সমালোচকমহল ও পাঠকসমাজে প্রশংসাসূচক সাড়া জাগায়। উপন্যাসটি সম্পর্কে বিপুলসংখ্যক প্রবন্ধ ও সমালোচনা তার বিশিষ্ট সামাজিক ও সাহিত্যিক তাৎপর্যের সাক্ষ্য দেয়। এই উপন্যাস তুর্গেনেভকে প্রভূত যশের অধিকারী করে। স্বয়ং লেখক স্বীকার করেন যে 'বাবুদের বাসা' যে বিরাট সাফল্যের সূচনা করে তা তাঁর ভাগ্যে কদাচিৎ ঘটেছে।

'বাবুদের বাসা' পাঠ করার পর লেখক মিখাইল সাল্তিকভ-শ্যেদ্রিন 'এই উপন্যাসের প্রতিটি ধ্বনিতে প্রবহমান উজ্জ্বল কাব্যরসে' গভীর আবেগ অনুভব করেন।

তুর্গেনেভ 'বাবুদের বাসা' রচনা করার পর থেকে একশ বিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু উপন্যাস আগের মতোই জীবন্ত। আর তুর্গেনেভের সমসাময়িকদের মতোই আমাদের কাছেও আপন তাঁর নায়ক-নায়িকাদের নৈতিক সৌন্দর্য, তাদের অনুভূতির উজ্জ্বল কাব্যরূপ, মানবিক অশান্তি, শুভবুদ্ধির বিজয়ের প্রতি গভীর আস্থার সঙ্গে, মানুষের সুন্দর ভবিষ্যতের প্রতি আস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাদের অন্বেষা!

আর্তুর তল্স্তিয়াকোভ

১

বসন্তের এক সুন্দর দিন শেষ হয়ে আসছে। পরিষ্কার আকাশে টুকরো-টুকরো গোলাপি মেঘ মনে হয় যেন ভেসে যাচ্ছে না, গলে যাচ্ছে নীল আকাশের গভীরে।

ও.. সহরের (এটা ১৮৪২-এর কথা) সহরতলির এক সুন্দর বাড়ির খোলা জানালার সামনে দুটি মহিলা বসে; একজনের বয়স প্রায় পঞ্চাশ, অন্যজন সত্তর বছরের বৃদ্ধা।

প্রথমোক্তার নাম মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না কালিতিনা। তাঁর স্বামী ছিলেন ভূতপূর্ব প্রাদেশিক সরকারী উকিল। কর্মপটু, তুখোড়, একগুঁয়ে ও রাগী প্রকৃতির মানুষ হিসেবে তাঁর জীবদ্দশায় তিনি বিখ্যাত ছিলেন। দশ বছর আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ভালো লেখাপড়া তিনি শিখেছিলেন, পাশ করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে; কিন্তু দরিদ্র পরিবারে জন্মাবার দরুন অল্প বয়সেই তিনি জীবনে উন্নতি করা ও টাকা কামানোর প্রয়োজনীয়তা বুঝেছিলেন। মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না তাঁকে ভালোবেসেই বিয়ে করেছিলেন: লোকটা এমনিতে ছিল সুপুরুষ, বুদ্ধিমান এবং প্রয়োজনমতো অমায়িক। বাল্যাবস্থাতেই মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না (কুমারী অবস্থার নাম পেস্তোভা) তাঁর পিতামাতাকে হারান। মস্কোর এক মেয়েদের কলেজে তিনি কয়েক বছর কাটান। সেখান থেকে ফিরে ও... সহর থেকে প্রায় পঞ্চাশ ভার্স্ট দূরের পক্রভস্কয়ে নামে গ্রামে তাঁর পিসী এবং এক বড় ভাইয়ের সঙ্গে পারিবারিক জমিদারীতে তিনি বসবাস করেন। অল্প দিনের মধ্যেই এই ভাইটি সেণ্ট পিটার্সবুর্গে চলে যান। সেখানে তিনি সরকারি চাকরি করতেন। যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন তিনি নিজের বোন ও পিসীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে গেছেন। উত্তরাধিকারসূত্রে মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না পেয়েছিলেন পক্রভস্কয়ে। সেখানে কিন্তু তিনি বেশী দিন ছিলেন না; কালিতিন তাঁর

হৃদয় জয় করেছিলেন মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে। কালিতিনের সঙ্গে বিয়ে হবার এক বছর পরে পক্রভস্কয়েকে আরো একটি বেশী লাভজনক জমিদারীর সঙ্গে বিনিময় করা হয়। সে জায়গাটা কিন্তু সুন্দর ছিল না, সেখানে তাঁদের গৃহসংলগ্ন জমিও ছিল না। সেই-সময়ে কালিতিন ও... সহরে একটি বাড়ি নিয়েছিলেন। সেইখানে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। বাড়িটি ছিল বিরাট এক বাগানের মধ্যে; তার একদিকে খোলা মাঠ। কালিতিন গ্রাম্য নিস্তব্ধতা ভালোবাসতেন না। তিনি স্থির করলেন, 'আর গ্রামে যাওয়া নয়।' মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না প্রায়ই মন কেমন করত তাঁর সুন্দর পক্রভস্কয়ে, সেখানকার হাসিখুশি নদী, উদার প্রান্তর আর সবুজ কুঞ্জবনের জন্য। কিন্তু কখনোই তিনি কোনোভাবে তাঁর স্বামীর ইচ্ছার বিরোধিতা করেন নি, তাঁর স্বামীর সাংসারিক জ্ঞানবুদ্ধির উপর তাঁর ছিল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। কিন্তু পনেরো বছরের বিবাহিত জীবনের পর যখন এক ছেলে আর দুই মেয়ে রেখে তাঁর স্বামী মারা যান, মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না ততদিনে তাঁর বাড়ি এবং সহুরে জীবনে এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, ও... সহর ছেড়ে যাবার তাঁর কোনো রকম ইচ্ছেই হল না।

যৌবনে সোনালী চুলের জন্য মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্নার খ্যাতি ছিল; স্ফীত ও জৌলুসহীন হলেও পঞ্চাশ বছর বয়সেও তাঁর মুখাবয়বের লাবণ্য লুপ্ত হয় নি। দয়ালুর চেয়েও তিনি ছিলেন বেশী ভাবালু প্রকৃতির এবং পরিণত বয়সেও তাঁর কলেজ জীবনের মুদ্রাদোষগুলি ছিল বর্তমান; শরীরের উপর তাঁর ছিল বিশেষ যত্ন, সহজেই তিনি উঠতেন চটে, এবং এমন কি, অভ্যাসের ব্যাঘাত ঘটলে তাঁর চোখ জলে ভরে উঠত; কিন্তু তাঁকে খোশামোদ করলে এবং কেউ তাঁর প্রতিবাদ না করলে তিনি খুব দয়াবতী আর প্রসন্নও হয়ে উঠতে পারতেন। সহরের সবচেয়ে মনোরম বাড়িগুলির অন্যতম ছিল তাঁর বাড়িটা। তাঁর টাকাকড়িও যথেষ্ট ছিল; সেটা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া নিজের সম্পত্তি ততটা নয়, যতটা তাঁর স্বামীর উপার্জন। দুই মেয়েই তাঁর সঙ্গে থাকত; ছেলে সেণ্ট পিটার্সবুর্গের কোনো এক বিখ্যাত কলেজে পড়ত।

মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্নার সঙ্গে জানালায় যে বৃদ্ধা বসেছিলেন, তিনি সেই পিসী, যাঁর সঙ্গে একদা তিনি পক্রভস্কয়েতে নিভৃতে কয়েক বছর কাটিয়েছিলেন। তাঁর নাম মার্ফা তিমোফেয়েভ্না পেস্তোভা। স্বাধীন স্বভাবের পাগলাটে বুড়ি হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল, কারুর সামনেই তিনি রেখে-ঢেকে কথা কইতেন না এবং অতি সামান্য সঙ্গতি সত্ত্বেও তিনি

বড়মানুষী ঠাট বজায় রাখতেন। কালিতিনকে তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। তাঁর ভাইঝি কালিতিনকে বিয়ে করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর ছোটো গ্রামে ফিরে গিয়েছিলেন। সেখানে পুরো দশ বছর ধরে তিনি এক চাষীর জীর্ণ কুটিরে বাস করেছিলেন। মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না তাঁকে খানিকটা ভয়ই করতেন। মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌নার নাকটা ছিল চোখা, চুলগুলো কালো, চোখদুটি তীক্ষ্ন। মানুষটি তিনি ছোটখাট। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি দ্রুত পায়ে হাঁটতেন, সোজা হয়ে দাঁড়াতেন এবং উঁচু রিনরিনে স্বরে দ্রুত ও পরিষ্কার করে কথা কইতেন। সর্বদাই তাঁকে দেখা যেত সাদা লেসের টুপি আর সাদা জ্যাকেটে।

মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌নাকে অকস্মাৎ তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কী হয়েছে? দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছিস কেন, বাছা?'

অন্যজন উত্তর দিলেন, 'এমনি! কী চমৎকার মেঘ!'

'ওগুলোর জন্যেই তোর অত মন খারাপ?'

মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না কোনো উত্তর দিলেন না।

'তা গেদেওনভ্‌স্কি আসছে না কেন?' বোনার কাঁটাগুলোকে দ্রুত চালাতে চালাতে মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌না বললেন (তিনি একটা পশমের বড় স্কার্ফ বুনছিলেন)। 'তোর সঙ্গে সেও নিঃশ্বাস ফেলত—নয়তো বানিয়ে বানিয়ে বলত কিছু একটা।'

'সর্বদাই তাঁর সম্বন্ধে আপনি কড়া কথা বলেন! সের্গেই পেত্রোভিচ মানী লোক।'

'মানী!' নীরস কণ্ঠে বৃদ্ধা বললেন।

মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না বললেন, 'আর আমার স্বামীর কী অনুগতই না তিনি ছিলেন! তাঁর কথা বলতে গেলে আজও তাঁর গলা মনে আসে।'

'তা আবার নয়? তাকে তো সে আঁস্তাকুড় থেকে তুলে এনেছিল, তাই না?' মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌না বিড়বিড় করে বললেন, তাঁর বোনার কাঁটাগুলো আরো দ্রুত চলতে লাগল।

আবার তিনি বলতে শুরু করলেন, 'দেখতে তো গোবেচারার মতো, চুলগুলোও সব সাদা। কিন্তু মুখ খুললেই হয় মিথ্যে কথা নয়তো পরনিন্দা বেরিয়ে আসে। আবার কি না কাউন্সিলার! ছ্যাঃ, আসলে এক গেঁয়ো পুরুতের ছেলে ছাড়া আর কিছু নয়!'

'দোষত্রুটি কারই বা না আছে, পিসী! সত্যিই ওটা তাঁর দুর্বলতা।

সের্গেই পেত্রোভিচ লেখাপড়া শেখেন নি। স্বীকার করছি, ফরাসী বলতে তিনি পারেন না; কিন্তু, যাই বলুন না কেন, ভারি অমায়িক লোক তিনি।'

'তোর হাতে কেবলই চুমু খায় সে। ফরাসী বলতে না পারলে কী আসে যায়! আমি নিজেও ভালো ফরাসী আওড়াতে পারি না। ভালো হত, কোনো ভাষাতেই কোনোকিছু সে বলতে না পারলে—তাহলে তাকে মিথ্যে কথা বলতে হত না। কিন্তু ওই ও আসছে—স্মরণ করলেই শয়তান হাজির হয়,' রাস্তার দিকে তাকিয়ে মার্ফা তিমোফেয়েভ্না বললেন। 'ওই যে তোমার অমায়িক লোকটি বুক ফুলিয়ে হাঁটছে। একেবারে সারসের মতো রোগা প্যাঁকাটিসার!'

মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না তাঁর কোঁকড়া চুলগুলো ঠিকঠাক করে নিলেন। ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে মার্ফা তিমোফেয়েভ্না তাঁকে দেখতে লাগলেন।

'ওটা কী রে বাছা, নিশ্চয়ই পাকা চুল, তাই না? তোর পালাশ্কাকে ধমকানো দরকার। বাস্তবিক, সে কি চোখের মাথা খেয়েছে?'

'সত্যি পিসী, আপনি সব সময়ই...' আহত কণ্ঠে মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না বললেন এবং চেয়ারের হাতলের উপর আঙুল দিয়ে করে চললেন টকটক শব্দ।

'সের্গেই পেত্রোভিচ গেদেওনভ্স্কি!' দরজার ভিতরে মাথা ঢুকিয়ে লাল গালওলা এক বাচ্চা চাকর বলল।

২

দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি প্রবেশ করলেন, পরনে তাঁর পরিষ্কার ফ্রক কোট, খাটো ট্রাউজার, ধূসর স্যুয়েডের দস্তানা আর দুটো গলাবন্ধ—ওপরেরটা কালো, তলারটা সাদা। তাঁর সমস্ত হাবভাবের মধ্যে রয়েছে শিষ্ট আর সম্ভ্রান্ততার আভাস, সুশ্রী মুখাবয়ব আর মসৃণ করে বুরুশ করা জলফির চুল থেকে চ্যাপ্টা-গোড়ালিওয়ালা জুতোজোড়া পর্যন্ত। প্রথমে তিনি বাড়ির গৃহিণীকে নত হয়ে অভিবাদন করলেন, তারপর করলেন মার্ফা তিমোফেয়েভ্নাকে, এবং ধীরে ধীরে দস্তানাগুলো খুলে মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্নার হাতের উপর ঝুঁকে পড়লেন। সসম্ভ্রমে হাত চুম্বন করে, আর সত্যি বলতে কি দু'-দু'বার চুম্বন করে একটা চেয়ারে ধীরেসুস্থে তিনি বসলেন, এবং আঙুলের ডগাগুলো ঘষে মৃদু হেসে বললেন:

'ইয়েলিজাভেতা মিখাইলভ্না ভালো আছেন তো?'

মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ। সে বাগানে রয়েছে।'

'আর ইয়েলেনা মিখাইলভ্না?'

'লেনোচ্কাও বাগানে। নতুন কোনো খবর আছে নাকি?'

'কিছু আছে বৈকি,' ধীরে ধীরে মিটমিট করে চাইতে চাইতে ঠোঁটজোড়া টান টান করে আগন্তুক প্রত্যুত্তরে বললেন। 'হুম!.. খবর আছে বৈকি, তা অবাক করার মতোই খবর। লাভরেৎস্কি ফিওদর ইভানিচ ফিরে এসেছেন।'

'কী বলিস? ফেদিয়া!' চেঁচিয়ে উঠলেন মার্ফা তিমোফেয়েভ্না। 'বানাচ্ছিস না তো, বাপু?'

'বানাতে যাব কেন? আমি নিজে তাঁকে দেখেছি।'

'তা থেকে কোনোকিছু প্রমাণ হয় না।'

'তাঁর চেহারা ফিরেছে,' মার্ফা তিমোফেয়েভ্নার মন্তব্য শুনতে না পাবার ভান করে গেদেওনভ্স্কি বলে চললেন। 'কাঁধগুলো চওড়া হয়েছে, লালচে গাল।'

'চেহারা ফিরেছে,' ধীরে ধীরে মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না কথাগুলো আওড়ালেন। 'চেহারা ভালো হবার কোনো কারণ আছে বলে তো মনে হয় না।'

'বাস্তবিকই তাই,' গেদেওনভ্স্কি কথাটা কেড়ে নিলেন। 'তাঁর জায়গায় অন্য কেউ হলে সমাজে মুখ দেখাবার আগে বেশ দ্বিধা করত।'

'এ কী কথা?' মার্ফা তিমোফেয়েভ্না বলে উঠলেন। 'ও আবার কী আজেবাজে কথা! ভদ্রলোক নিজের দেশে ফিরে এসেছেন—কোথায় তিনি যাবেন শুনি? এখন আমার সন্দেহ হয় বাস্তবিকই তাঁর কোনো দোষ ছিল কি না!'

'কারুর স্ত্রীর আচরণ খারাপ হলে সব সময় স্বামীরই সেটা দোষ, আমার এ-কথাটা আপনাকে ভরসা করে বলতে পারি ঠাকরুন।'

'এটা তুই বাপু বলছিস নিজে কখনো বিয়ে করিস নি বলে।'

গেদেওনভ্স্কি কাষ্ঠহাসি হেসে উঠলেন।

খানিক নিস্তব্ধতার পর প্রশ্ন করলেন, 'আমার ঔৎসুক্যকে যদি ক্ষমা করেন তাহলে কি প্রশ্ন করতে পারি, কার জন্যে ওই সুন্দর গলাবন্ধটা বুনছেন?'

মার্ফা তিমোফেয়েভ্না চকিতে একবার তাঁর দিকে তাকালেন।

'এটা এমন লোকের জন্যে যে পরচর্চা করে না, যে চালাকি করে না এবং যে মিথ্যে কথা বলে না। পৃথিবীতে এ-রকম লোক আছে কি না জানি না। ফেদিয়াকে আমি খুব ভালো করে চিনি; ওর একমাত্র দোষ স্ত্রীকে খুব প্রশ্রয় দিয়েছিল। অবশ্য প্রেম করে বিয়ে করেছিল। কিন্তু এই সব প্রেম করে বিয়ে করার ফল কখনোই ভালো হয় না,' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে আড়চোখে মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না্র দিকে চেয়ে বৃদ্ধা বলে উঠলেন। 'এবার বাছা যে-কোনো লোকেরই মুণ্ডপাত করতে পারিস, এমন কী আমারও, আমার কিছুই যায় আসে না। আমি চললাম, ব্যাঘাত ঘটাব না।'

এই বলে মার্ফা তিমোফেয়েভ্না বেরিয়ে গেলেন।

'উনি সর্বদা ওই-ধরনেরই,' দৃষ্টি দিয়ে তাঁর পিসীকে অনুসরণ করতে করতে মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না বললেন। 'চিরকালই!'

'আপনি তো জানেন আপনার পিসীর বয়েস বাড়ছে... এর কোনো উপায় নেই!' গেদেওনভ্স্কি মন্তব্য করলেন। 'চালাকি-মারা নিয়ে উনি কী যেন বললেন। কিন্তু আজকাল কে ও-রকম নয়? আজকাল সংসারটাই ও-রকম। আমার এক বন্ধু—জেনে রাখবেন যা তা লোক নন, বেশ গণ্যমান্য লোক, বলতেন যে আজকালকার দিনে একটা মুর্গীও চালাকি না করে দানা খুঁটে তোলে না—সব সময়েই সেটার দিকে সে এগোয় পাশ থেকে। কিন্তু আপনার দিকে তাকালে যেন দেখতে পাই এক দেবীর প্রতিচ্ছবি; আপনার তুষার-ধবল হাতে চুম্বন করার অনুমতি দিন।'

মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না মৃদু হেসে তাঁর নিটোল হাতটা তুলে কড়ে আঙুলটা এগিয়ে দিলেন। তিনি সেটির উপর তাঁর ঠোঁট চেপে ধরলেন। মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না তাঁর কাছে চেয়ারটা সরিয়ে এনে সামনে সামান্য ঝুঁকে ফিসফিস করে প্রশ্ন করলেন:

'তাহলে আপনি তাঁকে দেখেছেন? সত্যিই ভালো আছেন, না? হাসিখুশি?'

'হ্যাঁ, বেশ হাসিখুশি,' গেদেওনভ্স্কি ফিসফিস করে বললেন।

'আপনি শোনেন নি তাঁর স্ত্রী এখন কোথায়?'

'হালে তিনি প্যারিসে ছিলেন; এখন শোনা যাচ্ছে যে ইতালিতে আস্তানা নিয়েছেন।'

'ফেদিয়ার অবস্থাটা বাস্তবিকই সাংঘাতিক; তিনি কী করে সহ্য করছেন ভাবতে অবাক লাগে। অবশ্য যে-কোনো লোকেরই কপালে দুর্ভাগ্য জুটতে

পারে; কিন্তু তাঁর কথা যে বলতে গেলে, সারা ইউরোপের সবাইকার মুখে-মুখে ঘুরছে।'

গেদেওনভ্স্কি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'বাস্তবিকই তাই। আপনি তো জানেন, লোকে বলছে তাঁর স্ত্রী নাকি অভিনেতা আর পিয়ানো-বাজিয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করছেন—যেমন ওখানে লোকে বলে—যত রাজ্যের বাঘ-ভালুকের সঙ্গে। লজ্জা বলে তাঁর মধ্যে কোনো বস্তুই নেই।'

মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না বললেন, 'আমার কিন্তু ভারি দুঃখ হয়। হাজার হলেও আমাদের পরিবারেরই তো একজন তিনি—আপনি তো জানেন, সের্গেই পেত্রোভিচ, তিনি আমার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়।'

'খুব জানি। মাফ করবেন। আপনাদের পরিবারের কোন কথাটাই বা আমি জানি না?'

'আমাদের সঙ্গে তো তিনি দেখা করতে আসবেন, কী মনে হয় আপনার?'

'আমার তো মনে হয় আসবেন; যদিও শুনেছি তিনি তাঁর গ্রামে যাবেন বলে ভাবছেন।'

মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না চোখ তুলে তাকালেন।

'ওঃ, সের্গেই পেত্রোভিচ, সের্গেই পেত্রোভিচ, যখনি ভাবতে বসি তখনি মনে হয়—আমরা যারা মেয়ে, তাদের কী রকম সাবধান হওয়া উচিত!'

'মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না, সব মেয়েই সমান নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এমনকিছু মেয়ে আছে—উড়ুউড়ু ভাব, জানেন তো... তাছাড়া এটা হল বয়েসেরও দোষ; আর তারপর ছেলেবেলা থেকে তারা ভালো শিক্ষাও পায় নি।' (সের্গেই পেত্রোভিচ নীল চেক-কাটা একটা রুমাল পকেট থেকে বার করে ভাঁজ খুলতে লাগলেন।) 'হ্যাঁ, ও-ধরনের মেয়ে আছে বৈকি।' (সের্গেই পেত্রোভিচ তাঁর রুমালের একটা কোণ দিয়ে একবার এ-চোখ একবার ও-চোখ মুছলেন।) 'কিন্তু মোটামুটি, কথাটা যদি বলা যায়, মানে... সহরে বিশ্রী ধুলো উড়ছে,' বলে কথাটা তিনি শেষ করলেন।

'Maman, maman,' বলে ডাকতে ডাকতে একটি এগারো বছরের হাসিখুশি মেয়ে ছুটে ঘরে এল; 'ভ্লাদিমির নিকোলাইচ ঘোড়ায় চেপে আসছেন!'

মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না উঠে দাঁড়ালেন; সের্গেই পেত্রোভিচও উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করলেন। 'ইয়েলেনা মিখাইলভ্না, আমার শুভেচ্ছা

গ্রহণ করো,' বলে ভদ্রতার জন্য ঘরের এক কোণে সরে গিয়ে তাঁর দীর্ঘ সোজা নাকটা ঝাড়তে শুরু করলেন।

'কী চমৎকার তাঁর ঘোড়াটা!' ছোট মেয়েটি বলে চলল। 'এইমাত্র তিনি বেড়ার কাছে এসে লিজা আর আমাকে বললেন যে গাড়ি-বারান্দার দিকে তিনি ঘুরে আসছেন।'

নিকটবর্তী খুরের শব্দ শোনা গেল, তারপর পথে দেখা গেল চমৎকার বাদামী রঙের ঘোড়ার পিঠে বসে আছে সুন্দর চেহারার এক যুবক। উন্মুক্ত জানালার পাশে তিনি থামলেন।

৩

'মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না, কেমন আছেন?' গমগমে মধুর স্বরে অশ্বারোহী চেঁচিয়ে উঠলেন। 'আমার নতুন সওদাকে আপনার কেমন লাগছে?'

মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না জানালার কাছে সরে এলেন।

'নমস্কার ভোল্দেমার। বাঃ, কী চমৎকার ঘোড়াটা! কোথা থেকে কিনলেন?'

'সামরিক ঠিকাদারের কাছ থেকে কিনেছি... শয়তানটা আমাকে সাংঘাতিক দুয়ে নিয়েছে।'

'এটার নাম কী?'

'অরল্যান্ডো... নামটা বোকা-বোকা; নামটা বদলাতে চাই... Eh bien, eh bien mon garçon...* কী অস্থির জানোয়ার!'

ঘোড়াটা নাক দিয়ে শব্দ করে, লাফিয়ে উঠে ফেনায়িত চিবুকটা নাড়াতে লাগল।

'লেনোচ্কা, ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দ্যাখো। ভয় পেয়ো না।'

জানালা দিয়ে বাচ্চা মেয়েটি হাত বাড়াল, কিন্তু অকস্মাৎ অরল্যান্ডো পিছু হঠে চমকে এক পাশে সরে গেল। অশ্বারোহী সম্পূর্ণ অবিচলিতভাবে তার ঘাড়ে একবার চপটি মারলেন এবং তার আপত্তি সত্ত্বেও নিজের পা দিয়ে তার দু'পাশে খোঁচা মেরে আবার তাকে নিয়ে এলেন জানালার পাশে।

* ফরাসী ভাষায়—এই, এই, ছেলেটা।

'Prenez garde, prenez garde,'* মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না বলে চললেন।

যুবকটি বলল, 'নাও এবার ওকে আদর করো, লেনোচ্‌কা—ওকে আর নড়তে দিচ্ছি না।'

মেয়েটি আবার ভয়ে ভয়ে হাত বাড়িয়ে কড়মড় শব্দ-করা অস্থির ঘোড়াটার কম্পিত নাকটা চাপড়াতে লাগল।

মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না চেঁচিয়ে বললেন, 'সাবাস! এবারে কিন্তু নেমে পড়ে ভেতরে আসুন।'

অশ্বারোহী দক্ষতার সঙ্গে ঘোড়ার মাথাটা ঘুরিয়ে জুতোর কাঁটাটা দিয়ে তাকে সামান্য খোঁচা মারলেন এবং রাস্তা দিয়ে দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে উঠোনে ঢুকলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে চাবুকটা ঘোরাতে ঘোরাতে হল-ঘরের দরজা দিয়ে দৌড়ে বৈঠকখানায় ঢুকলেন; সঙ্গে সঙ্গে অন্য দরজায় দেখা দিল উনিশ বছরের লম্বা, ছিপছিপে, কাল চুলওলা একটি মেয়ে—মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌নার বড় মেয়ে লিজা।

৪

যে-যুবকের সঙ্গে এইমাত্র আমরা পাঠকের পরিচয় করালাম তিনি হলেন ভ্লাদিমির নিকোলাইচ পানশিন। তিনি সেণ্ট পিটার্সবুর্গের বেসামরিক কর্মচারী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ কাজে নিযুক্ত। ও... সহরে তিনি এসেছিলেন অস্থায়ী সরকারী কাজে এবং লাটসাহেব জেনারেল জন্নেনবার্গের অধীনে আছেন। পানশিন তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয়। পানশিনের বাবা সারা জীবন কাটিয়েছিলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে। তিনি ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত অশ্বারোহিবাহিনীর ক্যাপটেন এবং কুখ্যাত জুয়াড়ী। তাঁর চোখ ছিল ঢুলুঢুলু, রেখাঙ্কিত মুখ, স্নায়বিক দুর্বলতার জন্য ঠোঁট কুঁচকে উঠত। দুই রাজধানীর ইংরেজদের ক্লাবগুলোয় তিনি হানা দিতেন। ক্রীড়ানিপুণ বলে লোকটার খ্যাতি ছিল, খুব ভরসা করা যায় না, তবে খাসা ফুর্তিবাজ লোক। নৈপুণ্য আর দক্ষতা সত্ত্বেও প্রায় সর্বদাই তিনি থাকতেন প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থায়। তাঁর একমাত্র ছেলের জন্য তিনি নানাভাবে বন্ধক-দেওয়া সামান্য সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন। অবশ্য এক দিক

* ফরাসী ভাষায়—সাবধান, সাবধান।

দিয়ে তাঁর ছেলের শিক্ষার ব্যবস্থা তিনি করে গিয়েছিলেন: ভ্যাদিমির নিকোলাইচ চমৎকার ফরাসী বলতেন, ইংরেজি বলতেন ভালো এবং সামান্য জার্মান। এটাই ছিল তখনকার রীতি: সম্ভ্রান্ত লোকরা মনে করতেন ভালো জার্মান বলা আদব-কায়দার বিরোধী; তবে কখন-সখন, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কৌতুক করে, দু'একটা জার্মান বুলি আওড়ানোটা ছিল আদব-কায়দা দস্তুর, পিটার্সবুর্গের প্যারিসীয় ভাবাপন্ন লোকদের ভাষায় যাকে বলে c'est même très chic*। পনেরো বছর বয়সে ভ্যাদিমির নিকোলাইচ বীনা দ্বিধায় যে-কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের বৈঠকখানায় প্রবেশ করতে পারতেন, হাসিমুখে সেখানে পারতেন উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়িয়ে ঠিক সময়ে বেরিয়ে আসতে। পানশিনের বাবা ছেলের সঙ্গে নানা লোকের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। দুই 'রাবারে'র মাঝখানে তাস ভাঁজতে ভাঁজতে কিংবা সফল 'গ্র্যান্ড স্লামে'র পর জুয়ারসিক কোনো হোমরাচোমরার কাছে তাঁর 'ভলোদকা'র** জন্য দু'চার কথা বলবার সুযোগ কখনো হারাতেন না। ভ্যাদিমির নিকোলাইচও নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকবার সময়—যেখান থেকে তিনি বি. এ. পাশ করেছিলেন—নানা সম্ভ্রান্ত যুবকের সঙ্গে পরিচয় করেছিলেন এবং সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবারে নিমন্ত্রিত হতেন। সর্বত্রই তিনি হতেন স্বাগত; চেহারাটা খুব সুন্দর, বেপরোয়া হাবভাব, আমুদে স্বভাব, সর্বদাই ভালো স্বাস্থ্য আর সবকিছুতে রাজী; উপযুক্ত স্থানে তিনি হতেন বিনয়ী, ইচ্ছে হলে হতেন দুঃসাহসী; চমৎকার বন্ধু, un charmant garçon*** । জীবন তাঁর প্রতি প্রসন্ন ছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই পানশিন সম্ভ্রান্ত সমাজের গুপ্ত রহস্য জেনে ফেললেন; তার আদব-কায়দার প্রতি তিনি সত্যিই শ্রদ্ধা দেখাতে পারতেন; তুচ্ছ মৌখিক জিনিস নিয়ে কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে তিনি পারতেন অনর্থক সময় কাটাতে এবং গুরুতর ব্যাপার সম্বন্ধে ভান করতেন যেন সেটা নেহাৎই তুচ্ছ; চমৎকার নাচতে পারতেন তিনি আর বেশভূষা করতেন ইংরেজদের মতো। অল্প দিনের মধ্যেই সেন্ট পিটার্সবুর্গের সবচেয়ে অমায়িক এবং মার্জিত যুবকদের অন্যতম হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন

* ফরাসী ভাষায়—ভারি লাগসই, খাসা।

** ভ্যাদিমিরের ডাক-নাম।

*** ফরাসী ভাষায়—মনোহর তরুণ।

করেন। বাস্তবিকই পানশিন ছিলেন অত্যন্ত চালাক, তাঁর বাবার চেয়েও; কিন্তু তা বলে তাঁর মেধাও কম ছিল না। যে-কোনো কাজই তিনি করতে পারতেন: চমৎকার গান গাইতে পারতেন তিনি, আঁকতেন দক্ষতার সঙ্গে, কবিতা রচনা করতেন এবং অভিনয় ভালোই করতেন। তাঁর বয়স মাত্র আঠাশ, কিন্তু ইতিমধ্যেই কাম্মেরজুঙ্কার* হয়ে বেশ ভালো চাকরি করছিলেন। নিজের উপর, নিজের বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতার উপর পানশিনের সম্পূর্ণ আস্থা ছিল; তিনি নিজের পথ করে নিয়েছিলেন সাহসে ফুর্তিতে, তুড়ি মেরে; তাঁর জীবন ছিল নিষ্কণ্টক। বয়স্ক এবং তরুণ উভয়ের কাছেই সমান প্রিয় তিনি ছিলেন এবং ভাবতেন মানুষ চিনতে পারেন তিনি, বিশেষ করে মেয়েদের: তাদের সাধারণ দুর্বলতার কথা অবশ্যই তিনি জানতেন। শিল্প সম্বন্ধে আসক্তি থাকায় তিনি এক সহজাত উদ্দীপনা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন—এক কল্পনাপ্রবণ ঔৎসুক্য, এমন কি উল্লাসের ফলে যা বিধিসঙ্গত নয় এমন নানা কাজ তিনি করেছিলেন: যৌবনে তিনি ছিলেন উচ্ছৃঙ্খল, এমন লোকদের সঙ্গে তিনি মিশেছিলেন যারা ছিল ভদ্র সমাজের বাইরে। এক কথায় বলতে গেলে তাঁর ভাবভঙ্গী ছিল ঢিলেঢালা ধরনের; কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণ ছিল নিরুত্তাপ এবং মনে মনে তিনি ছিলেন চতুর। সবচেয়ে হৈ-হল্লা-ফুর্তির মধ্যেও যাকিছু ঘটছে সব সতর্কভাবে লক্ষ্য করত তাঁর বাদামী চোখদুটো; এই বেপরোয়া স্বাধীনচেতা যুবক কখনোই কোনো তীব্র আবেগে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভাসিয়ে দিতে পারতেন না। অবশ্য তাঁর স্বপক্ষেও বলার কথা আছে, কখনোই নিজের সাফল্য নিয়ে তিনি গর্ব করতেন না। ও... সহরে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সোজা মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্‌নার বাড়িতে এসে হাজির হয়ে সেটাকে যেন নিজের ঘরবাড়ি বানিয়ে ফেললেন। তাঁকে মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্‌নার দারুণ পছন্দ হয়ে গেল।

ঘরের সবাইকে পানশিন সসম্ভ্রমে অভিবাদন করলেন, করমর্দন করলেন মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্‌না ও লিজাভেতা মিখাইলভ্‌নার সঙ্গে, আলতোভাবে কাঁধ চাপড়ালেন গেদেওনভ্‌স্কির, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে লেনোচ্‌কার মাথা ধরে তার কপালে এঁকে দিলেন এক চুম্বন।

মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্‌না প্রশ্ন করলেন, 'ও-রকম ভয়ঙ্কর ঘোড়ায় চড়তে আপনার ভয় করে না?'

* রাজপ্রাসাদের ক্ষমতাপন্ন কর্মচারী।

'আসলে ওটা খুব শান্ত; কিন্তু আমার আসল ভয়ের কথাটা বলি: সেগেই পেত্রোভিচের সঙ্গে হুইস্ট খেলতে ভয় করে; গতকাল বেলোনিৎসিনদের বাড়িতে তিনি আমাকে গো-হারান হারিয়েছেন।'

তোয়াজ করে গেদেওনভ্স্কি মৃদু হাসলেন। সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে আসা এবং লাটসাহেবের প্রিয়পাত্র এই সুন্দর তরুণ কর্মচারীর অনুগ্রহভাজন হবার চেষ্টা করছিলেন তিনি। মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্নার সঙ্গে গল্প করার সময় বারবার তিনি পানশিনের আশ্চর্য নানা গুণের উল্লেখ করতে লাগলেন। বললেন, 'বাস্তবিক, এঁকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। এই যুবক জীবনের উঁচু উঁচু নানা ক্ষেত্রে কৃতকার্য হচ্ছেন, তিনি আদর্শ কর্মচারী আর একটুও চালিয়াৎ নন।' সত্যি কথা বলতে গেলে সেণ্ট পিটার্সবুর্গেও পানশিন এক সুদক্ষ কর্মচারী হিসেবে বিবেচিত হতেন: অসাধারণ কাজ করতে পারতেন তিনি; নিজের কাজের কথা তিনি বলতেন নিতান্ত সহজভাবে উচ্চ সমাজের লোকদের মতো, যাঁরা নিজেদের পরিশ্রমের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন 'দক্ষ আজ্ঞাপালক'। উপরিওলারা এ-ধরনের অধীনস্থ কর্মচারী পছন্দ করেন; তাঁর নিজের এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না যে, ইচ্ছে করলে যথাসময়ে তিনি মন্ত্রিত্বের পদ পাবেন।

গেদেওনভ্স্কি বললেন, 'মশাই, আপনি বলছেন যে আপনাকে আমি গো-হারান হারিয়েছি। কিন্তু সেদিন আমার কাছ থেকে কে বারো রুবল জিতেছিল শুনি? আর তাছাড়া...'

'আপনি ভারি শয়তান, মশাই,' বাধা দিয়ে পানশিন বললেন সদয় অথচ ঘৃণামেশানো বেপরোয়াভাবে, তারপর তাঁর দিক থেকে ফিরে লিজার কাছে গেলেন।

তিনি বলতে শুরু করলেন, ''ওবেরন'-এর বাজনার প্রস্তাবনাটি আমি পাই নি। তাঁর কাছে সব ক্ল্যাসিক্যাল বাজনা আছে বলে বেলোনিৎসিনা শুধু বড়াই-ই করেছিলেন—আসলে তাঁর কাছে পোল্কা আর ওয়াল্জ ছাড়া আর কিছু নেই। যাই হোক, মস্কোতে আমি লিখেছি। এক সপ্তাহের মধ্যেই আপনি প্রস্তাবনাটি পাবেন। ভালো কথা,' তিনি বলে চললেন, 'গতকাল আমি নিজে একটি গান রচনা করেছি, তার কথাগুলোও আমার। আপনি কি শুনবেন? আমি জানি না কেমন হয়েছে; বেলোনিৎসিনা বলছিলেন 'ভালো হয়েছে'। কিন্তু তাঁর মতামতের বিশেষ কোনো দাম নেই। আপনার কেমন লাগে জানতে চাই। তবে আশা করি সেটা পরে হবে...'

মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না বাধা দিয়ে উঠলেন, ‘পরে কেন? এখনই শোনা যাক না।’

‘আপনাদের যা ইচ্ছে,’ মধুর আনন্দোজ্জ্বল হাসি হেসে পানশিন উত্তর দিলেন। যে-রকম অকস্মাৎ সে হাসি তাঁর মুখে ফুটে উঠেছিল সে-রকম অকস্মাৎই সেটা মিলিয়ে গেল। হাঁটু দিয়ে টুলটা ঠেলে পিয়ানোর কাছে তিনি বসলেন, তারপর কয়েকবার টুং-টাং করে কথাগুলো পরিষ্কার উচ্চারণ করে গাইতে শুরু করলেন:

কাঁদুনে উইলো-ঢাকা উপত্যকার উপর উঠেছে চাঁদ
মেঘের ভিতর দিয়ে সে ঝলমল করছে;
আকাশ থেকে তার যাদু-রশ্মি দিয়ে
শাসন করছে সে সমুদ্রের লবণাক্ত ঢেউদের।

হে আমার প্রেমিকা, তুমি হলে সেই চাঁদ,
আমার হৃদয়ের জোয়ারের মধ্যে তোলো আলোড়ন—
আলোড়ন তোলো সেখানকার অসীম সমুদ্রে;
তোমার সঙ্গে সুর মিলিয়ে
এই সমুদ্রে আনন্দ-বেদনার জোয়ার-ভাটা আসে,
সেখানে অপেক্ষা করে রয়েছে চড়া।

আমার হৃদয় চাইছে তোমাকে, তোমার জন্যে করছে বিলাপ
প্রেমের আবেগে আমি মূর্ছা যাই,
কিন্তু তোমাকে দেখতে পারছি শান্ত আর প্রসন্নভাবে থাকতে
ঐ সুন্দরী চাঁদের মতো।

দ্বিতীয় কবিতাটি পানশিন বিশেষ জোর আর আবেগ দিয়ে গাইলেন; যন্ত্রের বিক্ষুব্ধ শব্দ সমুদ্রের ঢেউয়ের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। ‘প্রেমের আবেগে আমি মূর্ছা যাই’ কথাগুলির পর তিনি মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, দৃষ্টি করলেন আনত আর তাঁর গলাটা নামিয়ে আনলেন—morendo* । শেষ করবার পর সুরের প্রশংসা করল লিজা। মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না বললেন, ‘চমৎকার!’ এবং গেদেওনভ্‌স্কি এমন কি চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘আশ্চর্য সুন্দর!

* ইতালীয় ভাষায়—স্বর মৃদু থেকে মৃদুতর করে মিলিয়ে দিয়ে।

সুর আর কথা দুই-ই আশ্চর্য সুন্দর!..' গায়কের দিকে শিশুসুলভ শ্রদ্ধা-ভয় মেশানো চোখে লেনোচ্‌কা তাকাতে লাগল। এক কথায়, সবাই এই তরুণ শিল্পীর রচনাটি শুনে খুব খুশি হলেন। কিন্তু বৈঠকখানার দরজার কাছে এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে ছিলেন। স্পষ্টতই সবে তিনি এসেছেন। তাঁর বিষণ্ণ মুখ ও কাঁধের ভঙ্গী থেকে বোঝা যায় যে পানশিনের সঙ্গীত সুন্দর হলেও তা থেকে তিনি একেবারেই আনন্দ পান নি। একটা শস্তা রুমাল দিয়ে তাঁর বুটের উপরকার ধুলো ঝাড়তে গিয়ে অকস্মাৎ তাঁর ভ্রূ কুঁচকে উঠল। বিষণ্ণভাবে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে তিনি তাঁর কুঁজো শরীরকে আরো কুঁজো করে ধীরে ধীরে বৈঠকখানায় ঢুকলেন।

'আরে! ক্রিস্তোফার ফিওদরিচ, নমস্কার!' বলে পানশিন চিৎকার করে সবাইকার আগে আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। 'আপনি যে এখানে আছেন সে-কথা আমি জানতাম না—আপনার সামনে গান গাইবার দুঃসাহস আমার কখনোই হত না। আমি জানি, হালকা গান আপনি পছন্দ করেন না।'

'আমি ওটা শুনি নি,' নবাগত খুব খারাপ রুশ ভাষায় বললেন। তারপর উপস্থিত সবাইকে ঝুঁকে পড়ে অভিবাদন করে ঘরের মাঝখানে অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না বললেন, 'মঁসিয়ে লেম্‌, আপনি তো লিজাকে গান শেখাতে এসেছেন, তাই না?'

'না, লিজাফেত্‌ মিখাইলভ্‌নাকে নয়, ইয়েলেন্‌ মিখাইলভ্‌নাকে।'

'বেশ। লেনোচ্‌কা, মঁসিয়ে লেমের সঙ্গে ওপরে যাও।'

বৃদ্ধ ছোটো মেয়েটির পিছন পিছন যাবার উপক্রম করতেই পানশিন পথ আগলে দাঁড়ালেন।

বললেন, 'ক্রিস্তোফার ফিওদরিচ, শেখানো শেষ হলে চলে যাবেন না। লিজাভেতা মিখাইলভ্‌না ও আমি বিটোফেনের একটা সোনাটা বাজাব।'

বৃদ্ধ বিড়বিড় করে কী যেন বললেন। পানশিন ভুল উচ্চারণ করে জার্মান ভাষায় বলে চললেন:

'আপনি যে ধর্মমূলক কাণ্টাটাটি* লিজাভেতা মিখাইলভ্‌নাকে উৎসর্গ করেছেন সেটি তিনি আমাকে দেখিয়েছেন—চমৎকার জিনিস! দয়া করে ভাববেন না যে আমি গম্ভীর সঙ্গীতের রস গ্রহণ করতে অসমর্থ। একেবারেই তার উলটো: মাঝেমাঝে একঘেয়ে, কিন্তু ভারি প্রয়োজনীয়।'

* গাম্ভীর্যমূলক সঙ্গীত, মাঝেমাঝে কোনো বিশেষ ব্যক্তির প্রতি উৎসর্গীকৃত।

বৃদ্ধের কর্ণমূল পর্যন্ত আরক্ত হয়ে উঠল। আড়চোখে লিজার দিকে তাকিয়ে দ্রুতপদে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পানশিনকে আবার তাঁর গানটা গাইতে মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না অনুরোধ করলেন; তিনি কিন্তু বিনীতভাবে বললেন, যে পণ্ডিত জার্মান ভদ্রলোকের কানে যন্ত্রণা দিতে তিনি চান না। তার পরিবর্তে লিজাকে তিনি বললেন বিটোফেনের সোনাটা বাজাতে সাহায্য করবেন বলে। সে-কথা শুনে মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না দীর্ঘশ্বাস ফেলে গেদেওনভ্স্কিকে বললেন তাঁর সঙ্গে বাগানে বেড়াতে। তিনি বললেন, 'আমার ইচ্ছে আলোচনাটা চালিয়ে যেতে। বেচারা ফেদিয়া সম্বন্ধে আপনার উপদেশ চাই।' গেদেওনভ্স্কি কৃত্রিম হাসি হেসে, ঝুঁকে অভিবাদন করে দু' আঙুল দিয়ে তাঁর টুপিটা তুলে নিলেন। সেটার কানায় সাবধানে ভাঁজ-করা তাঁর দস্তানাজোড়াটা ছিল। তারপর তিনি মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্নার পিছন পিছন ঘরের বাইরে চলে গেলেন। শুধু পানশিন আর লিজা রইলেন ঘরের মধ্যে। লিজা সোনাটাটা বার করে খুলে ধরল; নিঃশব্দে বসল তারা পিয়ানোটার কাছে। উপর থেকে অস্পষ্ট বাজনার শব্দ শোনা যেতে লাগল, বাচ্চা লেনোচ্কা অপটু আঙুলে বাজনা অভ্যেস করছে।

৫

দরিদ্র সঙ্গীতজ্ঞদের পরিবারে ক্রিস্তোফার থিওডর গোট্লিব লেম্ ১৭৮৬-তে কিংডম অব স্যাক্সনিতে হেম্নিৎস সহরে জন্মেছিলেন। তাঁর বাবা বাজাতেন ফরাসী শিঙা, মা বাজাতেন হার্প। মাত্র যখন তাঁর চার বছর বয়স, তিনি তখন তিনটি বিভিন্ন যন্ত্র বাজানো অভ্যেস করতেন। আট বছর বয়সে তিনি পিতামাতাকে হারান এবং দশ বছরে তাঁর বিদ্যার সাহায্যে তিনি রুজি রোজগার করতে শুরু করেন। বহুকাল ধরে তিনি পর্যটকের জীবন যাপন করেন, যেখানে পারতেন বাজাতেন—সরাইখানায়, মেলায়, চাষীদের বিয়েবাড়িতে আর নাচের আসরে; অবশেষে তিনি এক অর্কেস্ট্রা দলে ভিড়ে পড়েন। সেখানে ক্রমশ উন্নতি করতে করতে শেষ পর্যন্ত সঙ্গীত পরিচালকের পদ পান। বাজিয়ে হিসেবে তিনি মোটেই ভালো ছিলেন না, কিন্তু সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর পাকা জ্ঞান ছিল। সাতাশ বছর বয়সে তিনি রাশিয়ায় চলে আসেন। এক অতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক তাঁকে নিমন্ত্রণ

করেছিলেন। তিনি নিজে সঙ্গীত বরদাস্ত করতে পারতেন না, কিন্তু বাইরের ঠাট বজায় রাখার জন্য তিনি এক অর্কেস্ট্রা দল রেখেছিলেন। তাঁর কাছে অর্কেস্ট্রার ডিরেক্টার হিসেবে লেম্ সাত বছর ছিলেন। তাঁর সঙ্গ যখন তিনি ছাড়লেন তখন নিজের কপর্দকশূন্য অবস্থা। উক্ত ভদ্রলোক দেউলিয়া হয়ে যান। লেম্‌কে তিনি এক হুন্ডি দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরে তাও দিতে অস্বীকার করেন—এক কথায়, লেম্‌কে তিনি কানাকড়িও দেন নি। লেম্‌কে সবাই পরামর্শ দিল রাশিয়া পরিত্যাগ করার; কিন্তু রাশিয়া থেকে ভিক্ষুকের মতো দেশে ফিরতে তিনি চাইলেন না; সেই বিখ্যাত রাশিয়া থেকে, যেটা হল শিল্পীদের স্বর্গ। স্থির করলেন, সেখানে থেকে নিজ ভাগ্য পরীক্ষা করবেন। কুড়ি বছর ধরে এই বেচারা জার্মান তাঁর ভাগ্য পরীক্ষা করে চলেছেন: নানা সম্ভ্রান্ত পরিবারের কাছে তিনি থেকেছেন, মস্কো এবং নানা প্রাদেশিক সহরে তিনি বাস করেছেন, ভোগ করেছেন দারিদ্র্য, দুর্ভাগ্যের সঙ্গে করেছেন লড়াই। কিন্তু তাঁর সব দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেও নিজের দেশে ফিরে যাবার কথাটা কখনো তিনি ভোলেন নি। শুধু ওই কল্পনার জন্যই সবকিছু তিনি সহ্য করেছিলেন। কিন্তু জীবনের এই সর্বশেষ ও সর্বপ্রথম সুখ তিনি ভাগ্যের কাছ থেকে পান নি: পঞ্চাশ বছর বয়সে, অসময়ে রুগ্ন ও অসমর্থ হয়ে পড়ে ও... সহরে তিনি একেবারে অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়লেন। সেইখানেই তিনি থেকে গেলেন বরাবরের জন্য। রাশিয়া পরিত্যাগ করার সব আশাই তিনি জলাঞ্জলি দিলেন। রাশিয়াকে তিনি তখন ঘৃণা করলেন। শিক্ষাদান করে তিনি কোনো রকমে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করতে লাগলেন। লেমের চেহারাটা দেখতে সুন্দর নয়। চেহারাটা বেঁটে আর কুঁজো, কাঁধগুলো বাঁকা আর পেটটা ঢুকে গেছে, পাগুলো বড় বড়, পায়ের চেটোগুলো চ্যাপ্টা আর নীল শিরা বার-করা লাল হাতদুটোর কড়া-পড়া আড়ষ্ট আঙুলগুলোর ডগায় নীলচে সাদা নখ; রেখাঙ্কিত তাঁর মুখ, গাল বসা আর ঠোঁটদুটো শক্ত করে বোজা। এই ঠোঁটদুটোকে ক্রমাগত তিনি সংকুচিত করতেন ও কামড়াতেন। এগুলো তাঁর প্রকৃতিগত স্বল্প-ভাষিতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রায় ভয়াবহ এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত। তাঁর পাকা চুলগুলো এলোমেলোভাবে গোছা গোছা হয়ে পড়ত নীচু কপালটার উপর, তাঁর ছোটো ছোটো স্থির চোখগুলো জ্বলত যেন নিভে-আসা কয়লার টুকরোর মতো। হাঁটতেন অতি কষ্টে ধীরে ধীরে, প্রতি পদক্ষেপে তাঁর ভারি শরীরটা সামনে ঝুঁকে পড়ত। তাঁর কয়েকটা ভাবভঙ্গী দেখলে মনে হত যেন খাঁচায় বন্ধ এক

বুড়ো প্যাঁচা পালক খুঁটতে খুঁটতে টের পেয়েছে যে লোকে তাকে লক্ষ্য করছে, আর তাই সে তার বড় বড় ভীরু তন্দ্রালু হলদে চোখ মেলে অসহায়ভাবে চেয়ে আছে। এক গভীর যন্ত্রণাদায়ক দুঃখ এই হতভাগ্য সঙ্গীতজ্ঞের উপর এক অনপনেয় ছাপ রেখে গেছে, তাঁর এমনিতেই কুৎসিত চেহারাটাকে বাঁকিয়ে চুরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু প্রথম দর্শনের ধারণার দ্বারা যাঁরা প্রভাবান্বিত হন না, তাঁরা এই অর্ধ-বিধ্বস্ত মানুষটির ভিতর ভালো, সৎ এবং অসামান্য কিছু একটার আভাস পেতেন। তিনি ছিলেন বাখ্ এবং হেণ্ডেলের ভক্ত ও তাঁর বিদ্যায় সুদক্ষ। তাঁর কল্পনাশক্তি ছিল প্রখর, আর জার্মান জাতিসুলভ ছিল তাঁর মানসিক শক্তি। কে জানে, যদি জীবনের ধারা তাঁর প্রতি প্রসন্ন হত, তাহলে, লেম্ হয়তো তাঁর দেশের বিখ্যাত সঙ্গীত-রচয়িতাদের সমপর্যায়ে পড়তেন। কিন্তু তাঁর জন্মলগ্নে কোনো শুভ নক্ষত্রের প্রভাব ছিল না! বয়সকালে তিনি প্রচুর সঙ্গীত রচনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর একটি রচনাকেও প্রকাশিত হতে তিনি দেখেন নি। ঠিকভাবে তিনি বৈষয়িক ব্যাপার পরিচালনা করতে পারতেন না, উপযুক্ত স্থানে করতে পারতেন না তোষামোদ, এবং উপযুক্ত মুহূর্তে হতে পারতেন না তৎপর। একদা, বহুকাল আগে তাঁর এক ভক্ত ও বন্ধু—তিনিও জার্মান ও দরিদ্র—নিজের খরচে তাঁর দুটি সোনাটা প্রকাশিত করেছিলেন। কিন্তু গানের দোকানের তাকে পুরো সংস্করণটাই তোলা ছিল। বিস্মৃতি তাদের গ্রাস করেছিল, কেউ যেন রাতারাতি তাদের ফেলে দিয়েছিল নদীতে। অবশেষে লেম্ নিজেকে ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করেছিলেন। বয়সও তাঁর বেড়ে উঠেছিল। তাঁর হাতের মতোই তাঁর মন উদাস এবং অসাড় হয়ে পড়েছিল। ও... সহরে কালিতিনদের বাড়ির কাছাকাছি ছোট একটি বাড়িতে তিনি একলা থাকতেন এক বৃদ্ধা রাঁধুনির সঙ্গে। তাকে তিনি অনাথাশ্রম থেকে এনেছিলেন (বিয়ে তিনি কখনও করেন নি)। পায়ে হেঁটে তিনি দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করতেন, বাইবেল, প্রোটেস্টাণ্ট স্তোত্র অথবা শ্লেগেল-অনূদিত শেক্সপিয়রের তর্জমা পড়তেন। বহুকাল ধরে কোনো সঙ্গীত তিনি রচনা করেন নি। কিন্তু স্পষ্টতই তাঁর সবচেয়ে ভালো ছাত্রী লিজা তাঁকে তাঁর নিশ্চেষ্টতা থেকে জাগিয়ে তুলতে পেরেছিল। পানশিন যে-কাণ্টাটার উল্লেখ করেছিলেন সেটা তিনি রচনা করেছিলেন লিজার জন্য। এই কাণ্টাটার কথাগুলি তিনি ধার করেছিলেন তাঁর ধর্ম সঙ্গীতের বই থেকে, তার সঙ্গে তিনি স্বরচিত কয়েকটি কবিতা যোগ করেছিলেন। দুটি গায়ক-দলের জন্য সেটি রচিত হয়েছিল—একটি গায়ক-দল সুখী লোকদের, আর

একটি অসুখী লোকদের। শেষাংশে এই দুটি গায়ক-দল পরস্পর যুক্ত হয়ে একসঙ্গে গেয়ে উঠেছে এই কথা বলে: 'হে দয়ালু প্রভু, পাপীদের তুমি ক্ষমা কোরো এবং আমাদের উদ্ধার কোরো মন্দ চিন্তা এবং পার্থিব আকাংক্ষা থেকে।' উক্ত বইয়ের নামাঙ্কিত প্রথম পাতায়, সযত্নে এবং সুন্দর করে এই কথাগুলি লেখা ছিল: 'শুধু ধার্মিকরাই হলেন সৎ লোক। ধর্মমূলক কাণ্টাটা। আমার প্রিয় ছাত্রী কুমারী ইয়েলিজাভেতা কালিতিনার জন্য রচিত ও তাকে উৎসর্গ করেছে তার শিক্ষক, ক্র. থ. গ. লেম্'। 'শুধু ধার্মিকরাই হলেন সৎ লোক' এবং 'ইয়েলিজাভেতা কালিতিনা'—এই কথাগুলি বৃত্তাকার রশ্মির মধ্যে লেখা ছিল। তলায় এই কথাগুলি জুড়ে দেওয়া হয়েছিল: 'শুধু আপনারই জন্য, für Sie allein '। এ-কারণেই লেম্ আরক্ত হয়ে উঠে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে লিজার দিকে তাকিয়েছিলেন। তাঁর সামনে পানশিন যখন তাঁর কাণ্টাটার উল্লেখ করেছিলেন তখন তিনি অত্যন্ত আহত হয়েছিলেন।

৬

পানশিন জোরে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে সোনাটার প্রথম সুরগুলি বাজালেন (তিনি সঙ্গত করেছিলেন), লিজা কিন্তু আরম্ভ করে নি। তিনি বাজনা থামিয়ে লিজার দিকে তাকালেন। তাঁর মুখের উপর নিবদ্ধ লিজার দৃষ্টিতে বিরক্তি ফুটে উঠেছিল; ঠোঁটে হাসি নেই, মুখের ভাব কঠিন, প্রায় বিষণ্ণ।

পানশিন প্রশ্ন করলেন, 'হল কী?'

লিজা বলল, 'কেন আপনি কথা রাখেন নি? ক্রিস্তোফার ফিওদরিচের কাণ্টাটা আপনাকে এই চুক্তিতে দেখিয়েছিলাম যে সেটি সম্বন্ধে কোনো কথা আপনি তাঁকে বলবেন না।'

'লিজাভেতা মিখাইলভ্না, আমি দুঃখিত। কথাগুলো মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে।'

'ওঁকে আপনি গভীর দুঃখ দিয়েছেন, আমাকেও। এখন আমাকেও আর তিনি বিশ্বাস করবেন না।'

'লিজাভেতা মিখাইলভ্না, নিজেকে আমি সামলাতে পারি নি। ছোটবেলা থেকেই জার্মানদের আমি দেখতে পারি না। পেছনে লাগবার জন্যে সব সময়েই আমার মন উসখুস করে।'

'ভ্লাদিমির নিকোলাইচ, এ-ধরনের কথা কী করে বলতে পারলেন! এই জার্মান ভদ্রলোক গরিব। সংসারে তাঁর কেউ নেই, ভারি অসুখী মানুষ— তাঁর জন্যে আপনার দুঃখ হয় না? তাঁর পেছনে লাগতে আপনার ইচ্ছে করে?'

পানশিনকে লজ্জিত বলে মনে হল।

তিনি বললেন, 'আপনার কথাই ঠিক, লিজাভেতা মিখাইলভ্না। এটা আমার চিরকালের গোঁয়ার্তুমি। না, প্রতিবাদ করবেন না; আমি নিজেই এ-কথাটা জানি। অবিবেচকের মতো কাজ করায় আমার প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। এজন্যেই লোকে আমাকে বলে স্বার্থপর।'

পানশিন থামলেন। যে-কোনো বিষয়েই কথাবার্তা শুরু করুন না কেন, সচরাচর নিজের কথায় এসে তিনি থামেন। আর এটা তাঁর বেলায় হত কেমন যেন মধুর ও কোমল, অকপট—যেন নিজের মনেই বলছেন।

তিনি বলে চললেন, 'আপনাদের বাড়ির কথাই ধরুন না কেন। আপনার মা অবশ্য আমাকে পছন্দ করেন, বাস্তবিক তিনি ভারি স্নেহময়ী; আপনি... আমি অবশ্য জানি না আমার সম্বন্ধে আপনি কী ভাবেন; আর আপনার পিসী তো আমাকে সহ্য করতেই পারেন না। সম্ভবত আমার কোনো অবিবেচক বাচালতায় তিনি চটেছেন। তিনি আমাকে পছন্দ করেন না তাই না?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে লিজা স্বীকার করল, 'না, তিনি পছন্দ করেন না।'

পিয়ানোর চাবিগুলোর উপর পানশিন দ্রুত হাত বোলালেন। তাঁর ঠোঁটে অস্পষ্ট বিদ্রূপের হাসি খেলে গেল।

তিনি বললেন, 'আর আপনি? আপনিও কি আমাকে স্বার্থপর বলে মনে করেন?'

লিজা উত্তর দিল, 'আপনাকে আমি খুব কমই চিনি। তাহলেও আপনাকে স্বার্থপর বলে আমার মনে হয় না। উল্টে, বরঞ্চ আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত...'

'আমি জানি, আপনি কী বলতে যাচ্ছেন আমি জানি,' আর একবার চাবিগুলোর উপর হাত বুলিয়ে পানশিন বাধা দিয়ে উঠলেন। 'স্বরলিপি, অন্য যে-সব বই আপনাকে আমি দিয়ে থাকি, আপনার অ্যালবামে যে-সব বাজে ছবি এঁকে দিই, ইত্যাদি, ইত্যাদির জন্যে। ও-সব করা সত্ত্বেও আমি কিন্তু স্বার্থপর হতে পারি। আশা করি, আমাকে দেখে আপনি বিরক্ত হন

না কিংবা আমাকে খারাপ লোক বলেও আপনার মনে হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও হয়তো আপনি ভাবেন যে আমি সেই যে বলে না—বন্ধু কিংবা বাবাকেও ঠাট্টা করতে ছাড়ি না।'

লিজা বলল, 'উঁচু সমাজের সব লোকদেরই মতো আপনি অমনোযোগী আর ভুলো স্বভাবের। এছাড়া আর কিছু নয়।'

পানশিন সামান্য ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন।

তিনি বললেন, 'যাক, আমাকে নিয়ে আলোচনাটা থামানো যাক। আসুন, সোনাটাটা শুরু করি। অবশ্য, আপনাকে একটা কথা জিগ্‌গেস করতে ইচ্ছে করে,' স্বরলিপি রাখার স্ট্যান্ডের উপরকার স্বরলিপির বইয়ের পাতাগুলো মসৃণ করতে করতে তিনি বললেন, 'আপনার যা খুশি তাই আমাকে আপনি ভাবুন, এমন কি স্বার্থপরও বলতে পারেন—তাই বলুন! আমাকে কিন্তু উঁচু সমাজের জীব বলে ভাববেন না। ওই খেতাবটা বিশ্রী... Anch'io sono pittore* । আমি একজন শিল্পীও বটি, হয়তো বাজে শিল্পী, আর আমি যে বাজে শিল্পী সে-কথাটা এখনই আপনার কাছে প্রমাণ করব। আসুন, শুরু করা যাক।'

লিজা বলল, 'হ্যাঁ, শুরু করা যাক।'

প্রথম adagio** মন্দ উৎরোল না, যদিও পানশিন প্রায়ই ভুল করছিলেন। তাঁর নিজের রচনা এবং নিজের অভ্যস্ত সঙ্গীত তিনি চমৎকার বাজাতে পারেন, কিন্তু স্বরলিপি দেখে সঙ্গীত তিনি ভালো বাজাতে পারেন না। সোনাটার দ্বিতীয় অংশটি—বেশ দ্রুত তালের allegro***—একেবারে বাজে হল। বিংশ মাত্রায়, পানশিন, যিনি ছিলেন দু' মাত্রা পিছনে, বাজনা থামিয়ে, হেসে নিজের চেয়ারটা পিছনে ঠেলে দিলেন।

তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'কোনো লাভ নেই! আজ বাজাতে পারছি না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, লেম্ শুনতে পান নি। শুনলে তিনি মূর্ছা যেতেন।'

লিজা উঠে পড়ে, পিয়ানোটা বন্ধ করে পানশিনের দিকে ফিরল।

প্রশ্ন করল, 'কী করা যায় এবার?'

'প্রশ্নটা ঠিক আপনারই মতো! আপনি এক মুহূর্তও হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারেন না। ভালো কথা, যদি ইচ্ছে করেন তাহলে আলো যতক্ষণ

---

* ইতালীয় ভাষায়—আমিও শিল্পী।

** বিলম্বিত তালের অংশ।

*** দ্রুত তাল।

আছে ততক্ষণ খানিক আঁকা যাক। হয়তো শিল্পের অন্য অধিষ্ঠাত্রী দেবী—অঙ্কনবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী—তাঁর নামটা যেন কী? মনে পড়ছে না... হয়তো আমার ওপর বেশী প্রসন্ন হবেন। আপনার অ্যালবামটা কোথায়? যদি ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে মনে হচ্ছে আমার সেই প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিটা শেষ হয় নি।'

অ্যালবামটা আনতে লিজা পাশের ঘরে গেল। আর একা পড়ে পানশিন পকেট থেকে একটা ক্যামব্রিকের রুমাল বার করে, নখগুলো ঘষে সামান্য ভ্রূ কুঁচকে নিজের হাতগুলো দেখতে লাগলেন। হাতদুটো তাঁর ফরসা আর ভারি সুন্দর। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে একটি সোনার পেঁচালো আংটি। লিজা ফিরে এল। জানালার পাশে পানশিন বসে অ্যালবামটা খুললেন।

বললেন, 'আরে! আপনি তাহলে আমার প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিটা নকল করতে শুরু করেছেন—খুব ভালো কথা। বাস্তবিক, খুব ভালো কথা! শুধু এইখানটায়—আমাকে একটা পেন্সিল এগিয়ে দিন—ছায়ার অংশগুলো যথেষ্ট গাঢ় হয় নি। এদিকে দেখুন।'

পানশিন তারপর তাড়াতাড়ি বার কয়েক দীর্ঘ রেখা টানলেন। চিরকালই তিনি একটিই প্রাকৃতিক দৃশ্য এঁকে থাকেন: সামনের অংশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি বড় বড় গাছ, পিছনে এক টুকরো মাঠ আর দিগন্তের কাছে খাঁজ-কাটা পাহাড়। তাঁর ঘাড়ের উপর দিয়ে লিজা লক্ষ্য করে চলল।

মাথাটা প্রথমে ডাইনে পরে বাঁয়ে বেঁকিয়ে পানশিন বললেন, 'আঁকবার বেলায় যেমন, জীবনের বেলাতেও তাই—প্রথম কথা হল, একটা লঘুতা আর স্পর্ধা।'

ঠিক সেই মুহূর্তে লেম্ ঘরে প্রবেশ করলেন, এবং আড়ষ্টভাবে ঝুঁকে পড়ে অভিবাদন করে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করলেন; পানশিন কিন্তু অ্যালবাম আর পেন্সিলটা এক পাশে ছুঁড়ে ফেলে তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়ালেন।

'কোথায় যাচ্ছেন ক্রিস্তোফার ফিওদরিচ? চায়ের জন্যে থাকবেন না?'

লেম্ নীরস কণ্ঠে বললেন, 'বাড়ি চলি, মাথা ব্যথা করছে।'

'আরে, সে কী কথা—থেকে যান। শেক্সপিয়র সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব।'

বৃদ্ধ আবার বললেন, 'আমার মাথা ব্যথা করছে।'

এক হাত দিয়ে তাঁকে সাদরে জড়িয়ে, মিষ্টি হেসে পানশিন বলে

চললেন, 'এখানে আপনার সাহায্য না নিয়ে আমরা বিটোফেনের সোনাটা শুরু করেছিলাম, কিন্তু একেবারেই বাজাতে পারি নি। বিশ্বাস করবেন কি, পর পর দুটি সুরও আমি নির্ভুলভাবে বাজাতে পারি নি।'

'আপনি সেই গানাটা ফিন্ করে তো আচ্ছা হোবে,' বিদ্রূপ করে বলে পানশিনের হাতটা সরিয়ে তিনি চলে গেলেন।

তাঁর পিছন পিছন ছুটল লিজা। গাড়ি-বারান্দার তলায় তাঁকে সে ধরে ফেলল।

'আমার দোষ, ক্রিস্তোফার ফিওদরিচ,' তাঁর সঙ্গে উঠোনের সবুজ ঘাসে-ঢাকা জমি পেরিয়ে ফটকের দিকে চলতে চলতে সে জার্মান ভাষায় বলতে লাগল, 'দয়া করে ক্ষমা করুন।'

লেম্ কোনো উত্তর দিলেন না।

'আপনার কাণ্টাটা ভ্লাদিমির নিকোলাইচকে আমি দেখিয়েছিলাম; আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম যে তিনি ওটার কদর করবেন—আর বাস্তবিকই তাঁর খুব ভালো লেগেছে।'

লেম্ থামলেন।

'না, না, আমি কিছু মনে করি নি,' রুশ ভাষায় তিনি বললেন। তারপর তাঁর মাতৃভাষায় তিনি যোগ করে দিলেন, 'কিন্তু তিনি কিছুই বুঝতে পারেন না। এটা আপনি ধরতে পারেন না? ওঁর জ্ঞান নেহাৎই ভাসা-ভাসা—তার বেশী কিছু নয়!'

লিজা প্রতিবাদ করে বলল, 'ওঁর প্রতি আপনি অবিচার করছেন। উনি সবকিছু বোঝেন আর প্রায় সবকিছুই নিজে করতে পারেন।'

'হ্যাঁ, কিন্তু সে সমস্তই দ্বিতীয় শ্রেণীর, হালকা ধরনের, খেলো কাজ। লোকে সে-ধরনের জিনিস পছন্দ করে, তাঁকেও করে পছন্দ, আর নিজেও তিনি এতে খুশি—অতএব সবকিছুই ঠিক আছে। আমি রাগ করি নি। ওই কাণ্টাটা আর আমি—দুজনেই আমরা বোকা বুড়ো। আমি সামান্য লজ্জিত হয়েছি, কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না।'

লিজা আবার নীচু স্বরে বলল, 'ক্রিস্তোফার ফিওদরিচ, আমাকে ক্ষমা করুন।'

'থাক, থাক, ও কিছু না,' আবার তিনি রুশ ভাষায় বললেন; 'আপনি ভালো মেয়ে... কিন্তু এদিকে কে যেন আসছেন। চলি! আপনি খুব ভালো মেয়ে।'

লেম্‌ ফটকের দিকে দ্রুত পা চালালেন। সেখান দিয়ে প্রবেশ করলেন এক অচেনা ভদ্রলোক। তাঁর গায়ে ধূসর রঙের কোট, মাথায় চওড়া-কিনারওলা খড়ের টুপি। তাঁকে ভদ্রভাবে ঝুঁকে অভিবাদন করে (সর্বদাই তিনি অচেনা লোকদের অভিবাদন করে থাকেন; পথে পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হলে তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন—এটাই তাঁর স্বভাব), লেম্‌ বেরিয়ে গিয়ে বেড়ার আড়ালে অদৃশ্য হলেন। অপরিচিত ভদ্রলোকটি লেমের পশ্চাৎ-অপসারী মূর্তির দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে লিজাকে ভালো করে দেখলেন, তারপর তার কাছে সোজা এগিয়ে এলেন।

৭

নিজের টুপিটা খুলে তিনি বললেন, 'আমাকে আপনি চিনতে পারছেন না। কিন্তু আট বছর আগে দেখা সত্ত্বেও আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি। তখন আপনি ছিলেন একেবারে বাচ্চা। আমার নাম লাভরেৎস্কি। আপনার মা বাড়িতে আছেন? তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করতে পারি কি?'

লিজা বলল, 'আপনাকে দেখে মা খুব খুশি হবেন। আপনার পৌঁছবার খবর তিনি শুনেছেন।'

গাড়ি-বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে লাভরেৎস্কি বললেন, 'আপনার নাম বোধ হয় ইয়েলিজাভেতা, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার কথা খুব ভালো মনে আছে। এমন কি তখনো আপনার মুখটা এমন ছিল, লোকে যা সহজে ভোলে না। আপনার জন্যে আমি মিষ্টি নিয়ে আসতাম।'

আরক্ত হয়ে উঠে লিজা মনে মনে ভাবল: কী অদ্ভুত লোক! হল-ঘরে লাভরেৎস্কি মুহূর্তের জন্য থামলেন। লিজা গেল বৈঠকখানায়। সেখান থেকে পানশিনের হাসি আর কথা ভেসে আসছিল। তিনি সহরের একটা গুজব মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না ও গেদেওনভ্‌স্কিকে বলছিলেন। ইতিমধ্যেই শেষোক্ত ব্যক্তিরা বাগান থেকে বেড়িয়ে ফিরেছিলেন। পানশিন নিজের গল্পে নিজেই উচ্চ স্বরে হাসছিলেন। লাভরেৎস্কির নাম শুনে মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না ঘাবড়ে উঠে, ফ্যাকাশে হয়ে এগিয়ে এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য।

অবসন্ন, প্রায় ধরা-গলায় তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কেমন আছেন, ভাই! আপনাকে দেখে ভারি খুশি হয়েছি!'

তাঁর হাতে বন্ধুত্বপূর্ণ চাপ দিয়ে লাভরেৎস্কি বললেন, 'আপনি কেমন আছেন, দিদি! সময় কেমন কাটছে?'

'বসুন, বসুন! ফিওদর ইভানিচ। আমি ভারি খুশি হয়েছি। প্রথমত আমার মেয়ের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই, লিজা...'

লাভরেৎস্কি বাধা দিয়ে বললেন, 'লিজাভেতা মিখাইলভ্‌নার কাছে ইতিমধ্যেই আমি নিজের পরিচয় দিয়েছি।'

'মঁসিয়ে পানশিন... সের্গেই পেত্রোভিচ গেদেওনভ্‌স্কি... বসুন, বসুন! তাহলে এখানে আপনি ফিরে এলেন। বাস্তবিকই, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না! কেমন আছেন?'

'দেখতেই পাচ্ছেন, আমি ভালোই আছি। আর বলতে নেই, আপনাকেও বেশ ভালোই দেখাচ্ছে। এই আট বছর কেটে গেলেও আপনার চেহারা বিশেষ কিছু বদলায় নি।'

চিন্তিতভাবে মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না বললেন, 'সত্যি, কতদিন কেটে গেল। কোথা থেকে আপনি আসছেন? কোথায় রেখে এলেন... মানে, আমি বলছিলাম কি,' তিনি নিজেকে সামলে নিলেন, 'মানে, অনেক দিন থাকবেন বলে এসেছেন কি?'

লাভরেৎস্কি উত্তর দিলেন, 'আমি সবে বার্লিন থেকে এখানে পেঁছেছি। কালকেই যাচ্ছি গ্রামে—সম্ভবত অনেক দিনের জন্যে।'

'নিশ্চয়ই আপনি লাভরিকিতে থাকবেন, তাই না?'

'না, লাভরিকিতে নয়; এখান থেকে প্রায় পঁচিশ ভার্স্ট দূরে আমার এক গ্রাম আছে। সেখানে যাব বলে ঠিক করেছি।'

'এটাই কি সেই জায়গা যেটাকে আপনি উত্তরাধিকারসূত্রে গ্লাফিরা পেত্রোভ্‌নার কাছ থেকে পেয়েছিলেন?'

'সেটাই।'

'কিন্তু ফিওদর ইভানিচ! আপনার লাভরিকির বাড়িটা ভারি চমৎকার!'

লাভরেৎস্কি সামান্য ভ্রূ কোঁচকালেন।

'হ্যাঁ... কিন্তু এ গ্রামে একটা ছোটো বাড়ি আছে। আপাতত আমার আর বেশীকিছু লাগবে না, ও জায়গাটাই আমার পক্ষে এখন সবচেয়ে ভালো।'

মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না এতো বিভ্রান্ত হলেন যে নিজের চেয়ারে আড়ষ্ট
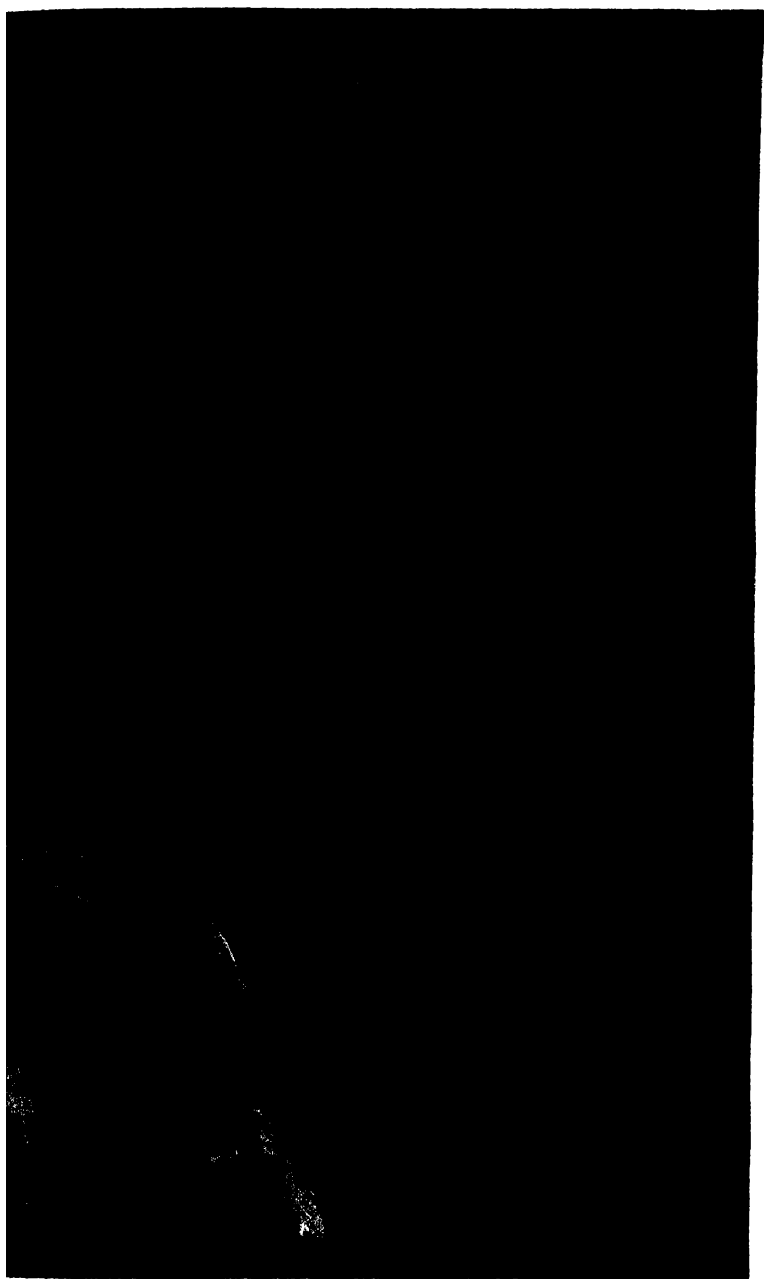
হয়ে বসে তিনি হতাশার ভঙ্গী করলেন। পানশিন তাঁকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসে লাভরেৎস্কিকে কথাবার্তায় ব্যস্ত করে রাখলেন। মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন। তাঁর হাতলওলা চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন। মাঝেমাঝে দু'একটা কথা বলতে বলতে অতিথির দিকে এমন অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন, এমন সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ও বিষণ্নভাবে মাথা নাড়াতে লাগলেন যে শেষ পর্যন্ত শেষোক্ত ব্যক্তির ধৈর্যচ্যুতি ঘটল এবং তিনি প্রায় চটে উঠে তাঁকে প্রশ্ন করলেন যে তিনি অসুস্থ বোধ করছেন কি না।

মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না উত্তর দিলেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি সুস্থই আছি। কেন বলুন তো?'

'এমনি। এক মুহূর্তের জন্যে মনে হয়েছিল, আপনি ঠিক যেন সুস্থ নন।'

মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না অভিমানের ভাব করলেন। ভাবলেন: 'আমার আর কী! মনে হচ্ছে তাই, তোমার কাছে ব্যাপারটা যেন হাঁসের পিঠ থেকে জল ঝরে যাবার মতো। অন্য কেউ হলে দুঃখে মরত, আর তোমার স্বাস্থ্য তো দেখি উপচে পড়ছে।' নিজের মনের কাছে মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না কোনো ভদ্রতার বালাই রাখতেন না, শুধু লোকের সামনে কথা বলার সময় মার্জিত হয়ে চলতেন।

লাভরেৎস্কিকে বাস্তবিকই দেখে মনে হচ্ছিল না যে কপাল তাঁর খুব খারাপ। তাঁর গোলাপী রঙের খাঁটি রুশী মুখ, তাঁর প্রশস্ত ললাট, সামান্য মোটা ধাঁচের নাক আর সুন্দর বড় বড় ঠোঁটদুটো দেখে মনে হচ্ছিল যে তাঁর স্বদেশের স্তেপের জীবনীশক্তি ও আদিম বীর্য যেন ফেটে পড়ছে। শরীরটা তাঁর ছিপছিপে আর সুবিন্যস্ত, তাঁর সাদা চুলগুলো শিশুদের মতো কোঁকড়ানো। শুধু তাঁর নীল বড় বড় স্থির চোখদুটোয় এক বিষণ্নতা ধরা পড়ে—না কি সেটা ক্লান্তির জন্য? আর তাঁর স্বরটাও যেন অতিরিক্ত শান্ত।

ইতিমধ্যে পানশিন ঝিমিয়ে-আসা কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। চিনি শোধন করার গুণাগুণ বিষয়ে তিনি আলাপ চালালেন। এ-বিষয়ে হালে তিনি দুটি ফরাসী পুস্তিকা পড়েছিলেন। সবিনয়ে তাদের বক্তব্য বিষয়ের ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন তিনি, কিন্তু সেই পুস্তিকা সম্বন্ধে একটা কথাও বললেন না।

'আরে, ফেদিয়া না!' পাশের ঘরে যাবার আধ-খোলা দরজার ভিতর দিয়ে হঠাৎ মার্ফা তিমোফেয়েভ্নার গলা শোনা গেল: 'ফেদিয়াই তো!' বৃদ্ধা

মহিলা দ্রুত পায়ে ঘরে এলেন। লাভরেৎস্কি উঠে দাঁড়াবার আগেই তিনি তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। 'তোকে ভালো করে দেখি একবার,' চেঁচিয়ে বলে তিনি এক পা পিছিয়ে গেলেন। 'বাঃ, কী ফুটফুটে ছেলে। একটু বয়স বেড়েছে, কিন্তু হলফ করে বলতে পারি তার জন্যে মোটেই খারাপ দেখাচ্ছে না। দাঁড়া, আমার হাতে চুমো খাস না—আয় রে, আমার মুখে চুমো খা, যদি না আমার বুড়ো গালে চুমো খেতে তোর আপত্তি থাকে। মনে হচ্ছে, আমার কথা তুই জিগ্‌গেস করিস নি—পিসী কি এখনো বেঁচে? আরে, তুই তো আমার কোলে জন্মেছিলি, শয়তান ছেলে! সে-কথা যাক; কী জন্যেই বা তুই আমার কথা ভাববি! এসে কিন্তু খুব ভালো করেছিস। শোনো,' মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌নার দিকে ফিরে তিনি বললেন: 'একে কিছু খেতে দাও নি?'

লাভরেৎস্কি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আমি কিছু খেতে চাই না।'

'কিন্তু অন্তত এক পেয়ালা চা খা। কী কাণ্ড! ভগবান জানেন কোথা থেকে ও এসেছে, আর ওকে কি না এক পেয়ালা চাও দেওয়া হয় নি! লিজা, গিয়ে চায়ের ব্যবস্থা কর, তাড়াতাড়ি করিস! আমার মনে আছে, যখন ছোট্টটি ছিল তখন ছিল দারুণ পেটুক। এখনো ও খেতে ভালোবাসে দেখলে আমি অবাক হব না।'

'নমস্কার, মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌না,' উত্তেজিত বৃদ্ধা মহিলার কাছে আড়ষ্টভাবে গিয়ে ঝুঁকে অভিবাদন করে পানশিন বললেন।

মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌না উত্তর দিলেন, 'আমাকে ক্ষমা করবেন, মশাই। আনন্দের চোটে আপনাকে আমি লক্ষ্যই করি নি। তোর মায়ের মতোই তোকে দেখাচ্ছে, বাছা,' লাভরেৎস্কির দিকে ফিরে আবার তিনি বলে চললেন। 'শুধু তোর নাকটা ছাড়া, নাকটা তোর বাপের মতোই ছিল আর এখনো তাই আছে। ভালো কথা, অনেক দিনের জন্যে এসেছিস কি?'

'কাল আমি চলে যাচ্ছি পিসী।'

'কোথায় যাচ্ছিস?'

'ভাসিলিয়েভ্‌স্কয়েতে, আমার বাড়িতে।'

'কাল?'

'কাল।'

'তা, যদি কাল যেতে হয় তো কালই যাবি। ঈশ্বর তোর সহায় হোন, তুই-ই ভালো বুঝিস। কিন্তু মনে রাখিস, তুই যাবার আগে বিদায় নিয়ে যেন

যাস!' বৃদ্ধা মহিলা তাঁর গাল চাপড়ালেন। 'তোর সঙ্গে যে আবার দেখা হবে সে-কথা কখনো কল্পনা করি নি; আমি যে মরে যাব তা নয়; আরে না, আমার ধারণা, অন্তত আরো দশ বছর আমি বাঁচব: আমরা, পেস্তোভ্‌রা, হলাম তাগড়াই বংশ; তোর ঠাকুরদা বলতেন যে আমাদের দুটো করে আয়ু আছে; কিন্তু ঈশ্বরই শুধু জানেন বিদেশে কতকাল তুই ঘুরে বেড়াতিস। বাস্তবিক, তোকে দেখে দারুণ ভালো লাগছে; এখনো কি তুই আগের মতো এক হাতে দশ পুদ* তুলতে পারিস? তোর বাপ, যদিও তিনি পাগলাটে ধরনের ছিলেন—এ-কথা বলছি বলে কিছু মনে করিস না—তোর শিক্ষার জন্যে সেই সুইস লোকটাকে রেখে ভালো করেছিলেন; তোরা দুজনে যে ঘুষোঘুষি করতিস সে-কথা মনে পড়ে; তাকে বোধ হয় বলে জিম্‌ন্যাস্‌টিক্‌স্‌? হা কপাল, আমি এখানে বকবক করে মিঃ পানচিনের আলোচনায় শুধু বাধা দিচ্ছি।' (তাঁকে কখনো সঠিক উচ্চারণে তিনি পানশিন বলতেন না।) 'যাই হোক, চা খাওয়া যাক; এসো, বারান্দায় চা খাওয়া যাক; আমাদের চমৎকার ক্রিম আছে, তোমাদের লণ্ডনে আর প্যারিসে যে-রকম পাওয়া যায় সে-রকম নয়। চলে এসো, চলে এসো, আর ফেদিয়া, তোর হাতটা দে। সত্যি, কী ভারি রে! তুই সঙ্গে থাকলে পড়ার ভয় নেই।'

সবাই উঠে বারান্দায় গেলেন, শুধু গেদেওনভ্‌স্কি ছাড়া; চুপিসারে তিনি সরে পড়লেন। লাভরেৎস্কি যতক্ষণ বাড়ির কর্ত্রীর সঙ্গে, পানশিনের সঙ্গে এবং মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌নার সঙ্গে কথা কইছিলেন, তিনি বসেছিলেন এক কোণে, তাঁর চোখ মিটমিট করছিল, মন দিয়ে তিনি শুনছিলেন, শিশুসুলভ কৌতূহলে তাঁর মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছিল: এখন তিনি দ্রুত পায়ে চললেন নতুন আগন্তুকের খবর সহরের মধ্যে ছড়াতে।

সেই দিনই রাত্রি এগারটার সময় মাদাম কালিতিনার বাড়িতে নিম্নোক্ত ঘটনা ঘটেছিল। নীচের তলায় বৈঠকখানার দরজার কাছে এক ফাঁকে ভ্লাদিমির নিকোলাইচ লিজার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন এবং তার হাত ধরে বলছিলেন: 'আপনি তো জানেন কেন এখানে আসি; আপনি জানেন

* ১ পুদ—১৬ কিলোগ্রামের কিছু বেশী।

কেন আমি বারবার আপনাদের বাড়িতে আসি; এ-কথাটা যখন এতোই পরিষ্কার তখন সেটা মুখ ফুটে বলার কী দরকার?' লিজা উত্তর দিল না, হাসল না, শুধু সামান্য ভ্রূ কুঁচকে মেঝের দিকে চেয়ে আরক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু নিজের হাতটা সে সরিয়ে নিল না। এদিকে উপরতলায় মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌নার ঘরে, পুরনো নিষ্প্রভ আইকনের সামনে-ঝোলা অনুজ্জ্বল তেলের বাতির পাশে লাভরেৎস্কি বসেছিলেন একটা হাতলওলা চেয়ারে, তাঁর কনুইদুটো হাঁটুর উপর খাড়া করা আর হাত দিয়ে মুখটা ঢাকা; বৃদ্ধা মহিলা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে তাঁর চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। গৃহকর্ত্রীকে শুভরাত্রি জানাবার পর এক ঘণ্টার উপর তিনি এই বৃদ্ধার কাছে রয়েছেন; এই দয়ালু বৃদ্ধা বন্ধুর সঙ্গে তিনি প্রায় কথাই বলেন নি, আর বৃদ্ধাও তাঁকে কোনো প্রশ্ন করেন নি... বাস্তবিকই বলবার মতো আর কী বা আছে, প্রশ্নেরই বা প্রয়োজন কী? এমনিতেই তো বৃদ্ধা সবই বুঝছেন, ওঁর বুকের মধ্যে কী চলেছে, তার সবকিছুর জন্যই তো তাঁর সমবেদনা।

৮

ফিওদর ইভানভিচ লাভরেৎস্কির (কিছুক্ষণের জন্য গল্পের সূত্র ছিন্ন করার জন্য পাঠকের কাছে আমাদের নিশ্চয়ই ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে) জন্ম প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশে। লাভরেৎস্কি বংশের প্রথম জন প্রাশিয়া থেকে এসেছিলেন ভাসিলি তিওম্‌নির* রাজত্বকালে এবং বেজেৎস্ক-বের্খে দু'শ বিঘা জমি পেয়েছিলেন। নানা সুদূর প্রদেশে তাঁর বহু বংশধর নানা চাকরি করেছিলেন এবং প্রিন্স নোব্‌লদের অধীনে কাজ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউই কিন্তু খানসামার চেয়ে বড় পদ অথবা বেশি ধনদৌলত পান নি। লাভরেৎস্কিদের সকলের মধ্যে সবচেয়ে ধনী আর বিখ্যাত ছিলেন ফিওদর ইভানভিচের প্রপিতামহ আন্দ্রেই—তিনি ছিলেন নিষ্ঠুর, উদ্ধত, বিচক্ষণ আর ধূর্ত লোক। আজ অবধি তাঁর অত্যাচার, তাঁর দুর্দান্ত প্রকৃতির, তাঁর অসম্ভব বদান্যতা এবং তাঁর অতৃপ্ত ধনলিপ্সার খ্যাতি বেঁচে আছে। তিনি ছিলেন বেজায় মোটা আর লম্বা, তাঁর গায়ের রঙ ছিল গাঢ়, দাড়ি তাঁর ছিল

* ভাসিলি তিওম্‌নি (অন্ধ ভাসিলি)—রুশ প্রিন্স।

না, কথা বলতেন তিনি আধো-আধো স্বরে আর তাঁকে ঘ্নমন্ত লোকের মতো দেখাত; কিন্তু তাঁর স্বর যত নরম হত তাঁর আশেপাশের লোকরা তত উঠত কেঁপে। যে স্ত্রীটিকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন তিনিও ছিলেন তাঁরই মতো। তাঁর চোখগন্লো ছিল ড্যাবডেবে, নাকটা ঈগল পাখির ঠোঁটের মতো বাঁকা, মন্খটা গোল আর ফ্যাকাশে হলদে রঙের, তাঁর জন্ম জিপসি পরিবারে। তিনি ছিলেন কন্দন্লে আর প্রতিহিংসাপরায়ণ। কখনোই তিনি স্বামীর বশ মানতেন না। স্বামী তাঁকে প্রায় খন্ন করতে বাকি রেখেছিলেন। স্বামীর সঙ্গে চিরকাল কামড়াকামড়ি করা সত্ত্বেও তাঁর স্বামীর আগেই তিনি মারা যান। আন্দ্রেই-এর ছেলে পিওতর—ফিওদরের পিতামহ—বাপের সঙ্গে তাঁর কোনো সাদৃশ্য ছিল না; তিনি ছিলেন গ্রাম্য সরল জমিদার, সামান্য মাথা মোটা, বকাবকি করতেন, জড়ভরত গোছের স্বভাবের, অভদ্র কিন্তু মন্দ প্রকৃতির নন, অতিথিবৎসল এবং শিকারী কুকুর নিয়ে শিকার করতে তিনি ভালোবাসতেন। তাঁর বয়স যখন ত্রিশের উপর তখন তিনি দন্'হাজার অধীনস্থ ভূমিদাস-সন্দ্ধ এক চমৎকার জমিদারী উত্তরাধিকারসন্ত্রে পান। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তা ছত্রখান হয়ে গেল, জমিদারীর একাংশ করলেন বিক্রি এবং চাকর-বাকরদের দিলেন বিগড়ে। তাঁর বিরাট, উদার এবং এলোমেলো বাড়িতে আরশোলার মতো ভীড় করে আসত সব রকমের পরিচিত-অপরিচিত নীচু স্তরের লোক। এই সব লোক উদার অতিথিসেবককে প্রশংসা ও আশীর্বাদ করতে করতে যা পেত তাই পেট ভরে খেত, মদ পান করে হত মাতাল এবং হাতের কাছে যা পেত তাই করত চুরি। অতিথিসেবকের মেজাজ যখন খারাপ থাকত তখন অতিথিদের তিনি বলতেন নীচ তোষামন্দে আর প্রতারক, কিন্তু তারা না এলে তাঁর একঘেয়ে লাগত। পিওতর আন্দ্রেইচের স্ত্রী ছিলেন কোমল আর শান্ত প্রকৃতির মানন্ষ, পিতার আদেশে ও পছন্দে তাঁকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন এক প্রতিবেশীর পরিবার থেকে। তাঁর নাম ছিল আন্না পাভলভ্না। কোনো ব্যাপারে তিনি প্রতিবন্ধক হতেন না এবং সানন্দে অতিথি-সৎকার করতেন, নিজেও সাগ্রহে যেতেন লোকের বাড়ি, যদিও প্রসাধন করাটা তাঁর কাছে ছিল মরার সামিল। তাঁর বৃদ্ধ বয়সে প্রায়ই তিনি বলতেন, 'ওরা মাথায় পরাত ফেল্টের টুপি, সব চুলগন্লো দিত আঁচড়ে ওপরে তুলে, তাতে মাখাত চর্বি, ময়দার গন্ড়ো ছড়াত, আর সব জায়গায় লাগাত লোহার কাঁটা--পরে আর ধন্য়ে সাফ করা যেত না। কিন্তু প্রসাধন না করে লোকের বাড়ি যাওয়া যেত না—লোকে তাহলে মনে করত তাদের অপমান

করা হচ্ছে। কিন্তু কী যন্ত্রণার ব্যাপারই না সেটা ছিল!' দুরন্ত জাতের ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চড়ে বেড়াতে তিনি ভালোবাসতেন, সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত তাস খেলায় তাঁর আপত্তি ছিল না; আর যখনই তাঁর স্বামী তাস খেলার টেবিলে আসতেন, সর্বদাই তিনি তাঁর সামান্য জিতের হিসেব লেখা কাগজটাকে ঢেকে ফেলতেন। তবু তাঁর সমস্ত যৌতুক, তাঁর সমস্ত টাকা তাঁর স্বামীকে একেবারে দিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর দুই সন্তান হয়: একটি ছেলে, ইভান, ফিওদরের পিতা এবং একটি মেয়ে গ্লাফিরা। বাড়িতে ইভান মানুষ হন নি, প্রিন্সেস কুবেন্‌স্কায়া নামে এক ধনী খুড়ীর সঙ্গে তিনি থাকতেন; তিনি তাঁকে করেছিলেন নিজের উত্তরাধিকারী (তা না হলে ইভানের বাবা ইভানকে সেখানে থাকতে দিতেন না)। তাঁকে তিনি পুতুলের মতো করে সাজাতেন, তাঁর জন্য রেখেছিলেন নানা ধরনের মাস্টার এবং এক গৃহ-শিক্ষকের কাছে করেছিলেন তাঁকে সমর্পণ। এই শিক্ষকটি ফরাসী, ভূতপূর্ব এক ধর্মযাজক — জাঁ-জাক রুসোর চেলা। তাঁর নাম ছিল m-r Courtin de Vaucelles, তিনি ছিলেন চতুর আর ফন্দিবাজ, তাঁকে কুবেন্‌স্কায়া বলতেন এক দেশ থেকে অন্য দেশে বসবাস করতে আসা লোকদের মধ্যে fine fleur* । এই 'fine fleur'কে প্রায় সত্তর বছর বয়সে তিনি বিয়ে করেন; সমস্ত সম্পত্তি তাঁর নামে তিনি লিখে দিয়েছিলেন। তার অল্প দিন পরে, রুজ আর à la Richelieu সেণ্ট-মাখা অবস্থায়, নিগ্রো চাকর, কোল-কুকুর আর শব্দকারক টিয়া পরিবৃত হয়ে তিনি মারা যান পঞ্চদশ লুই-এর আমলের রেশম মোড়া এক বাঁকা ডিভানে, হাতে তাঁর ছিল 'পেটিটো' এনামেল-করা নস্যির ডিবে। মৃত্যু হয় স্বামী-পরিত্যক্ত অবস্থায় — সেই মুখ-মিষ্টি মঁসিয়ে কুর্তেন কুবেন্‌স্কায়ার টাকাগুলো নিয়ে প্যারিসে পাড়ি দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেছিলেন। ইভানের বয়স তখন প্রায় কুড়ি বছর, যখন তাঁর এই অপ্রত্যাশিত বিপদ ঘটে (অর্থাৎ প্রিন্সেসের বিবাহ, তাঁর মৃত্যু নয়); খুড়ীর বাড়িতে থাকতে তাঁর আর প্রবৃত্তি হল না। সেখানে ধনী উত্তরাধিকারী থেকে অকস্মাৎ নিজেকে তিনি আবিষ্কার করলেন সংসারের ভার-স্বরূপ। সেণ্ট পিটার্সবুর্গের যে সমাজের মধ্যে তিনি বড় হয়েছিলেন, সেই সমাজের দ্বার তাঁর কাছে রুদ্ধ হয়ে গেল, বেসামরিক চাকরির সামান্য পদ ও কঠিন খাটুনিতে তাঁর বিতৃষ্ণা ছিল (এটা হচ্ছে সম্রাট আলেক্সান্দরের

* ফরাসী ভাষায় — শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

রাজত্বের একেবারে গোড়ার দিকের কথা)। তিনি গ্রামে তাঁর বাবার বাড়িতে ফিরতে বাধ্য হলেন; নিজের পুরনো বাড়িটাকে তাঁর মনে হল নোংরা, গরিব আর কুৎসিত; প্রতিপদেই সহর-থেকে-দূরের এই অপরিষ্কার স্তেপের একঘেয়েমি আর মলিনতায় তিনি ঘৃণায় কুঁকড়ে উঠতেন; তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলেন, এদিকে তাঁর মা ছাড়া আর সবাই তাঁর দিকে সন্দিগ্ধভাবে তাকাত। তাঁর বাবা তাঁর সহরের আদব-কায়দা, তাঁর ফ্রক কোট, গলাবন্ধ, বই, তাঁর বাঁশী, তাঁর পরিচ্ছন্নতার জন্য খুঁতখুঁত করা—যার থেকে স্পষ্টই ঘৃণার ভাব প্রকাশ পেত—অপছন্দ করতেন; প্রায়ই তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে তিনি অনুযোগ ও গজগজ করতেন। তিনি বলতেন, 'এখানকার সব জিনিস নিয়েই ও নাক সিট্‌কোয়। খাবার নিয়ে ও খুঁতখুঁত করে, খেতে চায় না, মানুষের গন্ধে কিংবা ঘরের বন্ধ বাতাসে ওর গা ঘিনঘিন করে, মাতলামো দেখলে ও চটে যায়, আর ওর সামনে কোনো ভূমিদাসকে শাস্তি দেবার উপায় নেই; বেসামরিক কাজে ও যোগ দেবে না—ওর স্বাস্থ্য নাকি খারাপ, শোনো কথাটা, থুঃ, একেবারে মেয়েলি ধরনের! এর একমাত্র কারণ হল, ওই ভল্টেয়ার ওর মাথায় গজগজ করছে।' ভল্টেয়ারের উপর বৃদ্ধের বিশেষ করে রাগ ছিল আর ওই 'নাস্তিক' দিদেরোর উপর, যদিও তিনি তাঁদের রচনার এক বর্ণও পড়েন নি: পড়াশুনা করাটা তিনি কর্ম বলে ধরতেন না। পিওতর আন্দ্রেইচের ভুল হয় নি: দিদেরো আর ভল্টেয়ার, আর সে-কথা বলতে গেলে রুসো আর রেনাল আর হেলভেটিয়াস এবং আরো অনেক অনুরূপ লেখক তাঁর ছেলের মাথায় গজগজ করছিলেন। কিন্তু তাঁরা ছিলেন শুধু তাঁর মাথার মধ্যেই। ইভান পেত্রোভিচের ভূতপূর্ব শিক্ষক, অবসরপ্রাপ্ত ফরাসী ধর্মযাজক ও দিদেরোপন্থী, তাঁর ছাত্রের মাথায় অষ্টাদশ শতাব্দীর সব রকম জ্ঞান ভরে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করেন নি। সেগুলো মাথায় ঠেসে তিনি ঘুরে বেড়াতেন; সেগুলো তাঁর মাথার মধ্যেই ছিল, রক্তে চুইয়ে পড়ে নি কিংবা তাঁর সত্তার গভীরে প্রবেশ করে নি, রূপান্তরিত হয় নি প্রত্যয়ে... আর সত্যিই পঞ্চাশ বছর আগে কোনো যুবকের কাছ থেকে কেউ কি বাস্তবিকই প্রত্যয় আশা করত যখন, এমন কি আজকের দিনেও আমরা তেমন প্রত্যয় অর্জন করি নি? ইভান পেত্রোভিচের সামনে তাঁর বাবার অতিথিরাও অস্বস্তি পেত: তাদের সঙ্গ তিনি পরিহার করতেন, তাঁকে তারা ভয় করত। তাঁর চেয়ে বারো বছরের বড় দিদি গ্লাফিরার সঙ্গেও তাঁর একেবারে বনত না। এই গ্লাফিরা মেয়েটা ছিল অদ্ভুত জীব; দেখতে ছিল কুৎসিত, কুঁজো আর রোগা।

তার চোখগুলো ছিল গম্ভীর আর বিস্ফারিত, ঠোঁটগুলো পাতলা আর পরস্পরের সঙ্গে চাপা। চেহারায়, গলার স্বরে আর দ্রুত আঁকাবাঁকা ভাবভঙ্গীতে তাকে দেখাত তার ঠাকুমার মতো, সেই জিপসি, আন্দ্রেই-এর স্ত্রী। গোঁয়ার ও উচ্চাভিলাষী বলে বিয়ের কথা সে কানেই তুলত না। ইভান পেত্রোভিচের বাড়ি ফেরাটা তার মনঃপূত হয় নি; যতদিন তার ভাইয়ের ভার ছিল প্রিন্সেস কুবেন্‌স্কায়ার উপর, ততদিন সে আশা করেছিল তার বাপের অন্তত অর্ধেক জমিদারী পাবে বলে। কার্পণ্যের দিক দিয়েও সে তার ঠাকুমার ধারা পেয়েছিল। তাছাড়া গ্লাফিরা তার ভাইকে হিংসে করত; তার ভাই খুব শিক্ষিত, প্যারিসবাসীদের মতো উচ্চারণ করে চমৎকার ফরাসী বলেন, আর এদিকে, সে নিজে কি না প্রায় উচ্চারণ করতেই পারে না 'bonjour'* অথবা 'comment vous portez-vous?'** । এ-কথা অবশ্য সত্যি যে তার মা-বাবা একেবারেই ফরাসী জানেন না, কিন্তু তাতে মনে তৃপ্তি পাওয়া যেত না। ইভান পেত্রোভিচের সময় আর কাটতেই চায় না, একঘেয়েমিতে তিনি প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিলেন। গ্রামে এক বছরের বেশী তিনি কাটান নি, কিন্তু সেই একটা বছর তাঁর মনে হয়েছিল যেন দশ। শুধু তাঁর মা-র কাছেই তিনি মনের কথা বলতে পারতেন; তাঁর নীচু-ছাতওলা ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি বসে থাকতেন, শুনতেন এই ভালোমানুষ মহিলার সাদাসিধে কথাবার্তা আর জ্যাম খেয়ে ভরাতেন পেট। আন্না পাভলভ্‌নার পরিচারিকাদের মধ্যে মালানিয়া নামে ভারি সুন্দরী একটি মেয়ে ছিল। তার চোখদুটি স্বচ্ছ আর কোমল, মুখটি চমৎকার—চালাক আর গম্ভীর প্রকৃতির মেয়েটি। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটিকে তাঁর মনে ধরে গেল, তার প্রেমে তিনি পড়ে গেলেন: মেয়েটির ভীরু ভাবভঙ্গী, তার লাজুক উত্তর, তার শান্ত স্বর আর হাসিটি তিনি ভালোবাসতেন। মেয়েটির প্রতি তাঁর প্রেম দিনকের দিন তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগল। মেয়েটিও সর্বান্তঃকরণে ইভান পেত্রোভিচের অনুরক্ত হয়ে পড়ল, তাঁকে এমন ভালোবাসল যা একমাত্র রুশ মেয়েদের পক্ষেই সম্ভব—এবং তাঁর প্রেমে সে আত্মসমর্পণও করল। গ্রাম্য জমিদারবাড়ির গুপ্ত কথা বেশী দিন চেপে রাখা যায় না। অল্প দিনের মধ্যেই মালানিয়ার সঙ্গে তরুণ প্রভুর যোগাযোগের কথাটা সবাই জানতে পারল। এ খবর শেষ পর্যন্ত উঠল পিওতর

* ফরাসী ভাষায়—নমস্কার।

** ফরাসী ভাষায়—কেমন আছেন?

আন্দ্রেইচের কানে। অন্য যে-কোনো সময় হলে তিনি সম্ভবত এ-ধরনের তুচ্ছ ব্যাপারকে আমলই দিতেন না। কিন্তু বহুকাল ধরে নিজের ছেলের উপর তিনি রেগে ছিলেন এবং পিটার্সবুর্গের এই বিদ্যে দিগ্‌গজ ফুলবাবুটিকে অপমানিত করার সুযোগ পেয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দারুণ হৈ-চৈ পড়ে গেল; গুদাম-ঘরে মালানিয়াকে তালাবন্ধ করে রাখা হল। ইভান পেত্রোভিচের ডাক পড়ল তাঁর বাবার কাছে। হৈ-চৈ শুনে আন্না পাভলভ্‌নাও দৌড়ে এলেন। স্বামীকে শান্ত করতে তিনি একবার চেষ্টা করলেন. কিন্তু পিওতর আন্দ্রেইচ কোনো কথাই আর শুনলেন না। ছেলের উপর দারুণ হম্বিতম্বি করতে লাগলেন তিনি, নৈতিক অধঃপতন, ধর্মবিরোধী কাজ ও ছলনার জন্য তিনি করলেন দারুণ গালাগালি। এই উপলক্ষে প্রিন্সেস কুবেন্‌স্কায়ার উপর তিনি তাঁর সমস্ত অবরুদ্ধ আক্রোশ প্রকাশ করলেন, আর নিজের ছেলের উপর বর্ষণ করতে লাগলেন অপমান। প্রথমে ইভান পেত্রোভিচ কোনো কথা না বলে আত্ম-সংবরণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর বাবা যখন তাঁকে শাসাতে লাগলেন অপমানজনক শাস্তি দেবেন বলে, তখন তিনি আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। মনে মনে ভাবলেন, 'নাস্তিক দিদেরোর কথা যখন তুলেছ. তখন তারই শরণ নিচ্ছি. দাঁড়াও চমকে দিচ্ছি তোমাদের।' এই মনস্থ করে. ভিতরে ভিতরে কাঁপলেও শান্ত স্থির গলায় ইভান পেত্রোভিচ তাঁর বাবাকে জানালেন, তিনি যে ব্যভিচারের কথা বলে গালাগালি করেছেন সেটা অন্যায়ভাবে করা হয়েছে, যদিও নিজের অপরাধকে তিনি সমর্থন করতে ইচ্ছুক নন তবু তার জন্য উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করতে তিনি প্রস্তুত. তাছাড়া তিনি কোনো কুসংস্কার মানেন না—সত্যি কথা বলতে কি মালানিয়াকে বিয়ে করতে তিনি প্রস্তুত। এই কথা বলে নিঃসন্দেহে ইভান পেত্রোভিচ যা চাইছিলেন তাই পেলেন। পিওতর আন্দ্রেইচ এতো অবাক হয়ে গেলেন যে এক মুহূর্তের জন্য ভ্যাবাচাকা খেয়ে তিনি তাঁর ছেলের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু পরের মুহূর্তে সম্বিত ফিরে পেয়ে যে অবস্থায় তিনি ছিলেন—পরনে কাঠবিড়ালির লোম দেওয়া জামা পরা ও খালি পায়ে চটি—সেই অবস্থাতেই ঘুষি পাকিয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন ইভান পেত্রোভিচের উপর। আর হবি তো হ', তাঁর ছেলে সেদিন চুল আঁচড়াচ্ছিলেন à la Titus-এর* মতো, পরেছিলেন নতুন একটা বিলিতি ফ্রক কোট, ছোটো ঝুঁটি দেওয়া উঁচু

* ফরাসী ভাষায়—টিটুসের মতো চুলের ফ্যাশন।

বুট এবং আঁটসাঁট পরিপাটি হরিণের চামড়ার ব্রিচেস। আন্না পাভলভ্না দারুণ জোরে আর্তনাদ করে হাত দিয়ে মুখ ঢাকলেন, আর এদিকে তাঁর ছেলে দৌড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে উঠোনে এসে, রান্নাঘরের লাগোয়া সব্জিবাগানের ভিতর দিয়ে ছুটে বাগান পেরিয়ে রাস্তায় পড়ে প্রাণপণে দৌড়তে লাগলেন, যতক্ষণ না তাঁর বাবার তাড়া-করে-আসা ভারি পায়ের শব্দ এবং তাঁর হাঁফ-ধরা চীৎকার মিলিয়ে গেল... তিনি হুঙ্কার ছাড়ছিলেন, 'থাম! থাম বদমাস, নইলে তোকে আমি অভিশাপ দেবো!' এক প্রতিবেশী জমিদারের কাছে ইভান পেত্রোভিচ আশ্রয় পেলেন, এদিকে হাঁপাতে হাঁপাতে আর ঘামতে ঘামতে পিওতর আন্দ্রেইচ বাড়িতে ফিরলেন। হাঁপাতে হাঁপাতেই তিনি ঘোষণা করলেন যে, ছেলেকে তিনি ত্যাজ্যপুত্র করেছেন, তাঁর আশীর্বাদ ও তাঁর সম্পত্তি কিছুই সে পাবে না। তিনি আদেশ দিলেন, তাঁর ছেলের যত-সব ছাইপাঁশ বইগুলো পুড়িয়ে ফেলতে এবং মালানিয়া মেয়েটাকে তৎক্ষণাৎ এক দূর গ্রামে পাঠিয়ে দিতে। কয়েকজন ভালো লোক ইভান পেত্রোভিচকে খুঁজে বার করে তাঁকে এই সব খবর দিল। অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন তাঁর পিতার উপর প্রতিশোধ নেবেন বলে, এবং সেই রাত্রেই যে চাষার গাড়ি মালানিয়াকে নির্বাসনে নিয়ে যাচ্ছিল, সেটিকে পথে ওৎ পেতে থেকে ধরে মালানিয়াকে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে নিকটতম সহরে গিয়ে বিয়ে করলেন। তাঁর এক প্রতিবেশী তাঁকে টাকা জুগিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন দিলদরিয়া এক অবসরপ্রাপ্ত নাবিক। মদের পেয়ালা কখনো তাঁর হাত-ছাড়া হত না এবং তাঁর ভাষা অনুযায়ী, সব রকমের মহৎ ব্যাপারে তাঁর ভয়ানক আগ্রহ। পরের দিন ইভান পেত্রোভিচ পিওতর আন্দ্রেইচকে এক অতিশয় নিরুত্তাপ ও বিনীত পত্র লিখে সেই গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করলেন, যেখানে তাঁর বাবার খুড়তুতো ভাইয়ের ছেলে দ্মিত্রি পেস্তোভ থাকতেন তাঁর ভগ্নী মার্ফা তিমোফেয়েভ্নার সঙ্গে, পাঠকের সঙ্গে ইতিমধ্যেই যাঁর পরিচয় ঘটেছে। কী ঘটেছে তার বিবরণ দিয়ে, চাকরির চেষ্টায় সেণ্ট পিটার্সবুর্গে যাবার তাঁর অভিপ্রায়ের কথা তিনি জানালেন আর তাঁদের আন্তরিক অনুরোধ করলেন যে, অন্তত কিছু দিনের জন্য তাঁরা যেন তাঁর স্ত্রীকে দেখাশোনা করেন। 'স্ত্রী' এই কথাটি উচ্চারণ করার সময় তিনি দারুণ কাঁদতে লাগলেন এবং তাঁর সহুরে শিক্ষা ও দর্শন সত্ত্বেও তিনি এক গোবেচারা রুশীর মতোই দীনহীনভাবে আত্মীয়দের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন, এমন কি মাটিতেও মাথা কুটলেন। পেস্তোভ্রা দয়ালু আর কোমলস্বভাবের লোক

হওয়ার দরুন স্বেচ্ছায় তাঁর অনুরোধে সম্মত হলেন। তাঁদের সঙ্গে তিনি কাটালেন তিন সপ্তাহ। মনে মনে তিনি আশা করছিলেন যে তাঁর পিতা হয়তো সদয় হয়ে উত্তর দেবেন; কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, পাবার উপায়ও ছিল না। তাঁর পুত্রের বিবাহের কথা শুনে তিনি শয্যা গ্রহণ করলেন এবং আদেশ দিলেন যেন তাঁর নাম পর্যন্ত কেউ না উচ্চারণ করে। কিন্তু তাঁর মা লুকিয়ে পুরোহিতের কাছ থেকে ধার করে তাঁকে পাঁচ শ' রুবল এবং তাঁর স্ত্রীর জন্য একটা ছোটো বিগ্রহ পাঠিয়ে দিলেন। তিনি চিঠি লিখতে সাহস করলেন না, কিন্তু এক পেশীবহুল ছোট্টখাট্ট চেহারার চাষীকে দিয়ে—যে দিনে ষাট ভার্স্ট পর্যন্ত হাঁটতে পারে—ইভান পেত্রোভিচকে মুখের কথায় খবর পাঠালেন যে তাঁর বিশেষ দুর্ভাবনা করার কারণ নেই, ঈশ্বর সহায় হলে সবকিছুই ঠিক হয়ে যাবে এবং তাঁর বাবা ক্ষমা করবেন; জানালেন যে তাঁর নিজেরও অবশ্য অন্য কোন পুত্রবধূই বেশী কাম্য ছিল, কিন্তু দেখা যাচ্ছে এটাই যখন ঈশ্বরের ইচ্ছে, তখন তিনি মালানিয়া সের্গেয়েভ্‌নাকে মায়ের আশীর্বাদ পাঠালেন। ছোট্টখাট্ট পেশীবহুল চাষীটি পারিশ্রমিক হিসেবে পেল একটি রুবল, অনুমতি চাইল নতুন কর্ত্রীকে দেখবার—সে ছিল তার ধর্মপিতা, চুম্বন করল কর্ত্রীর হাত, তারপর চলে গেল।

ইতিমধ্যে ইভান পেত্রোভিচ হালকা মনে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে যাত্রা করেছিলেন। ভবিষ্যৎ অজানা; সম্ভবত তাঁর কপালে রয়েছে দারিদ্র্য, কিন্তু সেই ঘৃণ্য গ্রাম্য জীবন তাঁর শেষ হয়েছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হল যে তিনি তাঁর শিক্ষকদের প্রতারণা করেন নি। তিনি বাস্তবিকই কার্যে পরিণত করেছিলেন ও প্রমাণ করেছিলেন রুসো ও দিদেরোর মতবাদ এবং 'মানবাধিকার ঘোষণা'কে (la Déclaration des droits de l'homme)। কর্তব্য সম্পাদন করার উল্লাস ও গর্বের অনুভূতিতে তাঁর বুক ফুলে উঠল; স্ত্রীর বিরহে তাঁর খুব অসুবিধে হল না; আর সত্যি বলতে কি, স্ত্রীর সঙ্গে এক বাড়িতে থাকার প্রয়োজন হলেই তিনি বেশী বিচলিত হতেন। ও কাজটা সম্পন্ন হয়েছে; এখন অন্যান্য কাজে মন দিতে হবে। সেণ্ট পিটার্সবুর্গে ভাগ্য তাঁর প্রতি আশাতীত প্রসন্ন হল। প্রিন্সেস কুবেন্‌স্কায়া ইতিমধ্যেই মঁসিয়ে কুর্তেন দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তখনো ছিলেন বেঁচে। তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের ক্ষতিপূরণ করে দেবার জন্য নিজের সমস্ত বন্ধুদের কাছে তাঁর প্রশংসা করলেন আর উপহার দিলেন ৫,০০০ রুব্‌ল—তাঁর অবশিষ্ট অর্থের

প্রায় সবটাই—আর কিউপিডের মালায় মনোগ্রাম খচিত একটি 'লেপিক' ঘড়ি। তিন মাস শেষ হবার আগেই লন্ডনের রুশ দূতাবাসে তিনি একটি চাকরি পেলেন এবং জাহাজঘাট থেকে ইংরেজদের প্রথম যে জাহাজ ছাড়ল তাইতে বিদেশে পাড়ি দিলেন (তখন বাষ্পীয় পোতের কল্পনাই কেউ করে নি)। কয়েক মাস পরে পেস্তোভের কাছ থেকে তিনি একটি চিঠি পেলেন। সদাশয় জমিদারটি এক পুত্র সন্তান জন্মাবার জন্য ইভান পেত্রোভিচকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ১৮০৭-এর ২০শে আগস্ট পক্রভস্কয়ে গ্রামে সে ভূমিষ্ঠ হয়েছে এবং তার নাম দেওয়া হয়েছে ফিওদর—ফিওদর স্ত্রাতিলাত নামে 'ধার্মিক শহীদের' সম্মানে। দৈহিক দুর্বলতার জন্য মালানিয়া সের্গেয়েভ্না মাত্র কয়েক ছত্র জুড়ে দিতে পেরেছিল। কিন্তু এই কটি ছত্রই ইভান পেত্রোভিচকে বিস্মিত করেছিল। তিনি জানতেন না যে মার্ফা তিমোফেয়েভ্না তাঁর স্ত্রীকে লিখতে পড়তে শিখিয়েছিলেন। ইভান পেত্রোভিচ কিন্তু পিতৃত্ব গর্বের কোমল অনুভূতিতে বেশীক্ষণ আত্মহারা হয়ে রইলেন না: তিনি তখন ব্যস্ত ছিলেন তৎকালীন কোনো বিখ্যাত ফ্রাইন অথবা লেইসদের নিয়ে (পৌরাণিক নামের তখনো বেশ চলন ছিল)। টিলজিটের শান্তিচুক্তি তখন সবে সম্পন্ন হয়েছে, আর সবাই তখন আনন্দ লুটতে পাগল, সবাই মেতেছে এক পাগলা ঘূর্ণিতে। তাঁর মাথাও ঘুরিয়ে দিয়েছিল এক কৃষ্ণ-চক্ষু প্রগল্ভ মেয়ে। তাঁর অর্থ ছিল সামান্যই, কিন্তু তিনি তাসে খুব জিততেন। বহু লোকের সঙ্গে তিনি বন্ধুত্ব করেছিলেন, সব রকম ফুর্তিতেই তিনি যোগ দিতেন—এক কথায় তিনি আনন্দে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।

৯

বৃদ্ধ লাভরেৎস্কির হৃদয়ে বহুকাল ধরে তাঁর পুত্রের বিবাহের জন্য রাগ গুমরাতে লাগল। ছ'মাস পরে অনুতপ্ত হৃদয়ে ইভান পেত্রোভিচ যদি ফিরে তাঁর পিতার করুণার কাছে আত্মসমর্পণ করতেন তাহলে হয়তো তাঁকে তিনি ক্ষমা করতেন, প্রথমে তাঁকে ধমকে আর ভয় দেখাবার জন্য তাঁর গ্রন্থিযুক্ত লাঠি দিয়ে আস্তে দু'এক ঘা বসিয়ে। ইভান পেত্রোভিচ কিন্তু বিদেশে বাস করতে লাগলেন আর মনে হল না উক্ত কথাটা তিনি ভেবেছেন

বলে। তাঁর স্ত্রী যখনই তাঁর মনকে নরম করতে চেষ্টা করতেন ততবারই পিওতর আন্দ্রেইচ ধমকে উঠতেন, 'চুপ করো! খবর্দার! ওই কুত্তার বাচ্চাকে অভিশাপ দিই নি বলে ভাগ্যের প্রতি ওর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। আমার বাবা হলে ওই বদমাসটাকে নিজের হাতে গলা টিপে মারতেন, আর সেটাই হত উচিত কাজ।' এ-ধরনের সাংঘাতিক কথা শুনে আন্না পাভলভ্না গোপনে শুধু নিজের উপর ক্রুশ চিহ্ন আঁকতে পারতেন। আর তাঁর পুত্রবধূর বেলায়, প্রথমে পিওতর আন্দ্রেইচ তার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই রাখেন নি এবং পেস্তোভের এক চিঠির জবাবে—যেখানে এই সদাশয় লোকটি তাঁর পুত্রবধূর উল্লেখ করেছিলেন—তিনি তাঁকে জানিয়েছিলেন যে তিনি কোনো পুত্রবধূর কথা শুনতে চান না, এবং পলাতক দাসীদের আশ্রয় দেওয়া যে বে-আইনী সে-কথাটা তাঁকে জানানো নিজের কর্তব্য বলে মনে করেন। কিন্তু পরে, যখন নাতি ভূমিষ্ঠ হবার খবর পেলেন, তাঁর রাগ পড়ে গেল। তিনি আদেশ দিলেন সন্তান প্রসবের পর এই তরুণী মা কেমন আছে জানবার জন্য গোপন তদন্ত করতে এবং কে পাঠিয়েছে না জানিয়ে তাকে কিছু টাকা পাঠালেন। ফেদিয়ার তখন এক বছরও বয়স হয় নি, এমন সময় আন্না পাভলভ্না মারাত্মক অসুখে পড়লেন। মৃত্যুর কয়েক দিন আগে, শয্যাশায়ী অবস্থায়, তাঁর নিষ্প্রভ-হয়ে-আসা জল-ভরা ভীরু চোখে, স্বীকারোক্তিগ্রহণকারী পুরোহিতের সামনে তাঁর স্বামীকে তিনি বললেন যে তিনি তাঁর পুত্রবধূকে দেখতে ও তার কাছ থেকে বিদায় নিতে এবং তাঁর নাতিকে আশীর্বাদ করতে চান। উদ্বিগ্ন বৃদ্ধ তাঁকে চিন্তা করতে বারণ করলেন এবং তাঁর পুত্রবধূকে আনবার জন্য নিজের গাড়ি পাঠালেন। এই প্রথম তাকে তিনি সম্বোধন করলেন মালানিয়া সের্গেয়েভ্না বলে। তার ছেলেকে নিয়ে সে এল, সঙ্গে এলেন মার্ফা তিমোফেয়েভ্না। তার একলা যাবার কথা তিনি আমলই দিলেন না। মনে মনে তিনি স্থির করেছিলেন যে তাকে অপমানিত হতে দেবেন না। ভয়ে জীবন্মৃত অবস্থায় মালানিয়া সের্গেয়েভ্না পিওতর আন্দ্রেইচের পড়ার ঘরে ঢুকল। পিছনে চলল এক নার্স ফেদিয়াকে কোলে নিয়ে। নিঃশব্দে পিওতর আন্দ্রেইচ তাকে দেখলেন। তাঁর হাত চুম্বন করার জন্য মালানিয়া এগিয়ে গেল; কম্পিত ঠোঁটে নিঃশব্দে কোনোক্রমে চুম্বন সেরেছিল সে।

অবশেষে তিনি স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন, 'কেমন আছো, চাষী-ভদ্রলোকের বউ? চলো, কর্ত্রীর কাছে যাওয়া যাক।'

তিনি উঠে ফেদিয়ার উপর ঝুঁকে দেখলেন। শিশু হেসে তার ফ্যাকাশে ছোটো ছোটো হাতদুটি তাঁর দিকে প্রসারিত করল। এতে বৃদ্ধের হৃদয় একেবারে গেল গলে।

ফিসফিস করে বললেন, 'ওরে বাচ্চা! বাপের হয়ে বলতে এসেছিস? তোকে, বাচ্চা, আমি ত্যাগ করব না।'

আন্না পাভলভ্‌নার ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে মালানিয়া সের্গেয়েভ্‌না দরজার কাছে নতজানু হয়ে বসে পড়ল। আন্না পাভলভ্‌না ইঙ্গিতে তাকে বললেন বিছানার কাছে আসতে, আলিঙ্গন করে তার ছেলেকে করলেন আশীর্বাদ। তারপর কঠোর যন্ত্রণায় তাঁর বিকৃত মুখটা স্বামীর দিকে ফিরিয়ে তিনি কথা কইতে চেষ্টা করলেন...

বিড়বিড় করে পিওতর আন্দ্রেইচ বললেন, 'আমি জানি, আমি জানি কী তুমি বলতে চাইছ। উতলা হও না; মালানিয়া আমাদের সঙ্গে থাকবে, আর ভান্‌কাকে আমি ক্ষমা করব।'

অনেক কষ্টে আন্না পাভলভ্‌না তাঁর স্বামীর হাতটা চেপে ধরে ঠোঁটে ঠেকালেন। সেই সন্ধেয় তাঁর মৃত্যু হল।

পিওতর আন্দ্রেইচ তাঁর কথা রাখলেন। নিজের ছেলেকে তিনি জানালেন যে তাঁর মা-র শেষ ইচ্ছা এবং শিশু ফিওদরের জন্য ছেলের উপর আশীর্বাদ তিনি প্রত্যর্পণ করছেন এবং নিজের বাড়িতে মালানিয়া সের্গেয়েভ্‌নাকে আশ্রয় দিচ্ছেন। মালানিয়াকে দেড়তলায় দুটি ঘর দেওয়া হল। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু একচক্ষু ব্রিগেডিয়ার স্কুরেখিন এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মালানিয়ার পরিচয় করিয়ে দিলেন; দিলেন দুটি পরিচারিকা ও এক ছোকরা চাকর। মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌না মালানিয়ার কাছে বিদায় নিলেন। গ্লাফিরার উপর তাঁর তীব্র বিদ্বেষ ছিল। এক দিনের মধ্যে তিনি তার সঙ্গে তিনবার ঝগড়া করেছিলেন।

প্রথমে ঐ বেচারি মেয়েটি বেশ কষ্টে, অসুবিধার মধ্যে পড়ে। কিন্তু কিছু সময়ের মধ্যে তার শ্বশুর ও নিজের অবস্থা তার সহ্য হয়ে গেল। তার শ্বশুরও অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন তার উপস্থিতিতে, এমন কি তাকে তিনি ভালোও বেসে ফেললেন, যদিও তার সঙ্গে প্রায় তিনি কথাই বলতেন না, তাঁর দাক্ষিণ্যের মধ্যেও ছিল কেমন একটা অনিচ্ছাকৃত ঘৃণা। মালানিয়া সের্গেয়েভ্‌না সবচেয়ে চক্ষুশূল ছিল গ্লাফিরার। তার মা-র জীবদ্দশাতেই ধীরে ধীরে সমস্ত সংসারের উপর ইতিমধ্যেই ননদিনী গ্লাফিরা আধিপত্য

বিস্তার করেছিল: প্রত্যেকেই, এমন কি তার বাবাও, তার কথায় উঠত বসত; তার বিনা অনুমতিতে এক দানা চিনিও দেওয়া হত না। অন্য কোনো কর্ত্রীর কাছে নিজের আধিপত্যের ছিটেফোঁটা ত্যাগ করার চেয়ে সে মরতেও ছিল প্রস্তুত — আর কর্ত্রীর কী ছিরি! পিওতর আন্দ্রেইচের চেয়েও সে বেশী আহত হয়েছিল তার ভাইয়ের বিবাহে: এই ভুঁইফোঁড়ের উপর প্রতিশোধ তুলতে সে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েছিল। প্রথম থেকেই মালানিয়া সের্গেয়েভ্‌না তার বাঁদী হয়ে পড়েছিল। বাস্তবিকই, কী করে এই যথেচ্ছাচারী উদ্ধত প্রকৃতির গ্লাফিরার সঙ্গে এঁটে উঠবে সে, অমন বাধ্য প্রকৃতির, অধিকারভ্রষ্ট ও বিহ্বল, ভীরু আর দুর্বল একটা মেয়ে? এমন একটা দিনও যেত না যেদিন গ্লাফিরা তাকে তার আগেকার অবস্থার কথা স্মরণ না করিয়ে দিত, সে-কথা মনে রাখার জন্য তার তারিফ না করত। যতই তিক্ত হোক না কেন মালানিয়া সের্গেয়েভ্‌না সাগ্রহেই এই সব কথা মেনে নিতে রাজী ছিল... কিন্তু ফেদিয়াকে তার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল — দুঃখটা ছিল সেইখানে। তাকে মানুষ করতে সে অসমর্থ এই ছুতোয় মালানিয়াকে প্রায় দেখতেই দেওয়া হত না তার ছেলেকে। এ-বিষয়ে গ্লাফিরা নিজেই নজর রেখেছিল; শিশুকে রাখা হয়েছিল তার নিজের সম্পূর্ণ শাসনে। মনের দুঃখে মালানিয়া সের্গেয়েভ্‌না তার চিঠিতে ইভান পেত্রোভিচকে অনুনয় জানাল তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে; পিওতর আন্দ্রেইচও নিজের ছেলেকে দেখতে চেয়েছিলেন। ছেলে কিন্তু নানা ওজর জানিয়ে শুধু উত্তর দিলেন, তাঁর স্ত্রীর জন্য এবং তাঁকে যে টাকা পাঠানো হয়েছিল তার জন্য ধন্যবাদ জানালেন পিতাকে, কথা দিলেন শীঘ্রই ফিরবেন বলে, কিন্তু ফিরলেন না। অবশেষে ১৮১২-তে তিনি বাড়ি ফিরতে বাধ্য হলেন। ছ'বছর পরে প্রথম তাঁদের যখন দেখা হল পুরনো ঝগড়ার একটি কথাও উল্লেখ না করে পিতা-পুত্র পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন; বাস্তবিক তার সময় এটা নয়: শত্রুর বিরুদ্ধে সমস্ত রাশিয়া হাতিয়ার নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা দুজনেই অনুভব করলেন তাঁদের শিরায় রুশ রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। জাতীয় সেনাদলের পুরো একটি রেজিমেণ্টকে পিওতর আন্দ্রেইচ নিজ খরচায় সজ্জিত করলেন। যুদ্ধ কিন্তু শেষ হয়ে গেল, বিপদ গেল কেটে। আবার ইভান পেত্রোভিচের একঘেয়ে লাগতে লাগল, দূর দেশের প্রলোভন আবার জেগে উঠল তাঁর মনে। সেই জগৎ তাঁকে আকর্ষণ করল যাতে তিনি অভ্যস্ত এবং যেখানে তিনি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। মালানিয়া সের্গেয়েভ্‌না তাঁকে ধরে রাখতে পারল না; তার

দাম তাঁর কাছে সামান্যই। এমন কি তার সাধের আশাও হল চুরমার—তার স্বামীও মনে করলেন যে ফেদিয়াকে মানুষ করার ভার গ্লাফিরার উপর ন্যস্ত করাই বেশী যুক্তিসঙ্গত। এই আঘাত ইভান পেত্রোভিচের হতভাগ্য স্ত্রী আর সহ্য করতে পারল না, আর একটি বিচ্ছেদ তার সহ্য হল না। কয়েক দিনের মধ্যেই কোনো রকম অনুযোগ না করেই তার মৃত্যু হল। সমস্ত জীবন ধরে কখনোই কোনোকিছুর প্রতিবাদ সে করে নি, নিজের অসুস্থতার বিরুদ্ধে কোনো রকম লড়াইয়ের ভাবও সে দেখাল না। কথা বলতে অসমর্থ, মুখের উপর ঘনিয়ে উঠেছে মৃত্যুর ছায়া তবুও তখনো তার মুখাবয়বের উপর রয়েছে সেই আগেকার ধৈর্যশীল বিহ্বলতা আর শান্ত নম্রতা; গ্লাফিরার দিকে সে তাকাল সেই একই ধরনের মূক সহিষ্ণুতা নিয়ে এবং আন্না পাভলভ্‌নার মতো, যিনি মৃত্যুশয্যায় তাঁর স্বামীর হস্ত চুম্বন করেছিলেন, সেও সেইভাবেই গ্লাফিরার হস্ত চুম্বন করল এবং গ্লাফিরার হাতে নিজের একমাত্র ছেলেকে সমর্পণ করে দিল। শেষ হয়ে গেল এই শান্ত নিরীহ মেয়েটির জীবন—সে যেন এক জমি থেকে ওপড়ানো, রোদ্দুরে শিকড় মেলে দেওয়া এক পরিত্যক্ত চারা; নেতিয়ে পড়ে বিস্মৃতির মধ্যে মিলিয়ে গেল সে, কেউই তার জন্য শোক করল না। মালানিয়া সের্গেয়েভ্‌নার দাসীরা এবং পিওতর আন্দ্রেইচ ছাড়া আর কেউই তার জন্য দুঃখিত হল না। বৃদ্ধের বারবার মনে পড়তে লাগল তার নিঃশব্দ উপস্থিতি। 'মাফ করো, বিদায়, লক্ষ্মী মেয়ে,' গির্জায় তার সামনে শেষবারের মতো নত হবার সময় তিনি মৃদুস্বরে ফিসফিস করে বললেন। তার কবরের উপর এক মুঠো মাটি ফেলবার সময় তিনি কাঁদলেন।

তার মৃত্যুর পর বেশী দিন তিনি বাঁচেন নি। ১৮১৯-এর শীতকালে শান্তভাবে তাঁর মৃত্যু হয় মস্কোতে; এখানে তিনি গ্লাফিরা ও তাঁর নাতিকে নিয়ে চলে এসেছিলেন। তিনি অনুরোধ জানিয়েছিলেন আন্না পাভলভ্‌না ও মালানিয়ার পাশে যেন তাঁকে কবর দেওয়া হয়। সে-সময় ইভান পেত্রোভিচ প্যারিসে ফুর্তি করছিলেন; ১৮১৫-এর অল্প পরেই চাকরিতে তিনি ইস্তফা দিয়েছিলেন। তাঁর পিতার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে রাশিয়ায় ফিরতে তিনি মনস্থ করলেন। জমিদারী পরিচালনার ব্যবস্থা করা দরকার, এবং গ্লাফিরার চিঠিমতো ফেদিয়া এখন তেরোয় পড়েছে, সময় হয়েছে তার শিক্ষার জন্য গভীর মনোযোগ দেবার।

১০
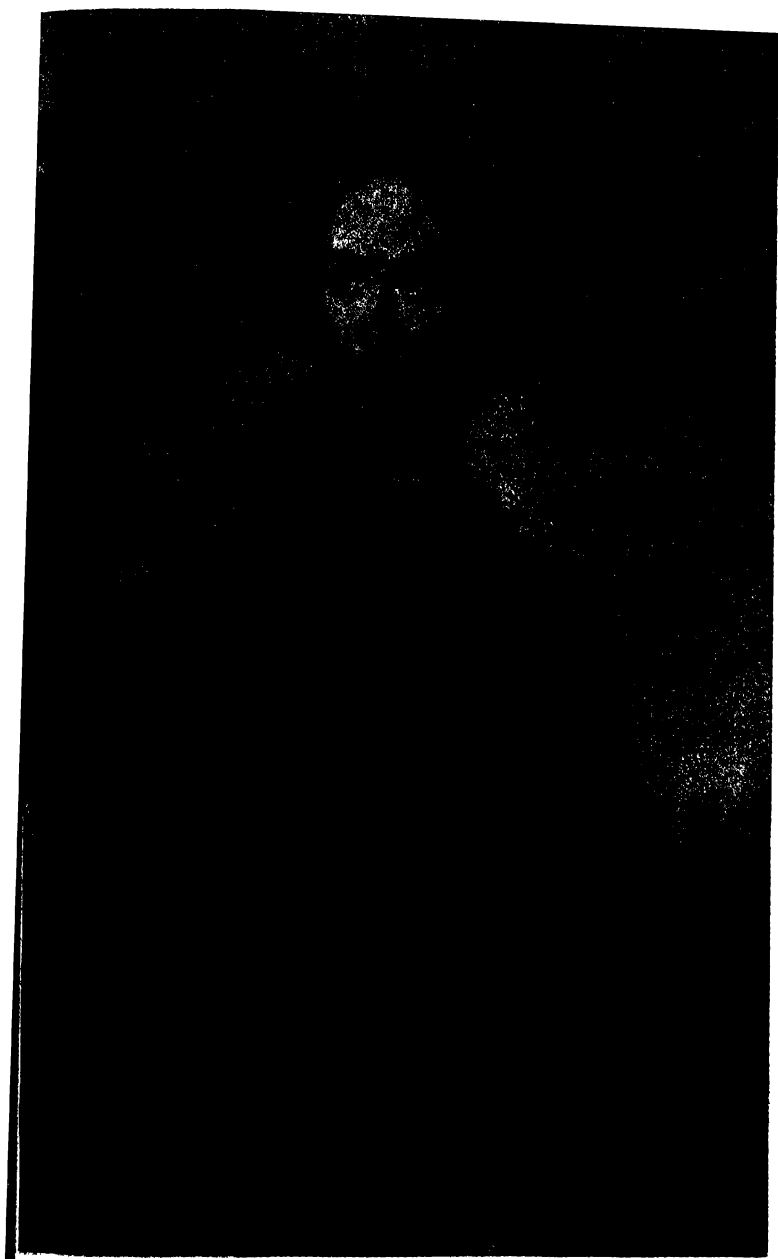
দারুণ ইংরেজ হয়ে ইভান পেত্রোভিচ রাশিয়ায় ফিরলেন। তাঁর ছোটো করে ছাঁটা চুল, মাড়-দেওয়া জামার সামনেটা, কড়াইশুঁটির মতো সবুজ দীর্ঘ ফ্রক কোট আর বহুসংখ্যক স্কন্ধাবরণ, তাঁর মুখের কঠোর ভাব, একই সঙ্গে রূঢ় এবং উদাসীন ব্যবহার, দাঁতের ভিতর দিয়ে তাঁর কথা বলার অভ্যেস, তাঁর অকস্মাৎ কাষ্ঠহাসি, তাঁর গম্ভীর মুখ, তাঁর কথাবার্তার এক এবং অপরিবর্তনীয় বিষয় — রাজনীতি অথবা অর্থনীতি বিজ্ঞান — আধ-ঝল্‌সানো গোমাংস এবং পোর্ট মদের প্রতি তাঁর অতিশয় আগ্রহ — তাঁর সবকিছুই গ্রেট ব্রিটেনের আভাস দিত। কিন্তু এটা অদ্ভুত শোনালেও, ওই ধরনের উগ্র সাহেব হওয়া সত্ত্বেও ইভান পেত্রোভিচ স্বদেশপ্রেমিকও হয়ে উঠেছিলেন — অন্তত নিজেকে তাই তিনি বলতেন, যদিও রাশিয়ার সঙ্গে তাঁর ভালো পরিচয় ছিল না, টিকে ছিল না একটিও রুশ অভ্যাস এবং রুশ বলতেন অদ্ভুতভাবে: সাধারণ কথাবার্তার সময় তাঁর কথাগুলো ছিল জড়ানো, ক্লান্ত আর ফরাসী কথায় ভরা; কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে কথার মোড় ঘোরবার সঙ্গে সঙ্গে ইভান পেত্রোভিচ 'আত্ম-অধ্যবসায়ের নতুন পরীক্ষাদান', 'পরিস্থিতির প্রকৃতিবিরুদ্ধ' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করতেন। রাষ্ট্রের সংগঠন ও তার উন্নতি বিষয়ক কয়েকটি পরিকল্পনার পাণ্ডুলিপি ইভান পেত্রোভিচ বিদেশ থেকে এনেছিলেন; যাকিছু দেখেছিলেন সবকিছুর উপরেই তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। বিশেষ করে, অব্যবস্থার জন্য তিনি রেগে উঠেছিলেন। তাঁর বোনের সঙ্গে দেখা হবার পর প্রথমেই তিনি ঘোষণা করলেন গুরুতর সংস্কার প্রবর্তন করতে তিনি কৃতসংকল্প, তাকে সাবধান করে দিলেন যে এখন থেকে নতুন পদ্ধতিতে সবকিছু পরিচালিত হবে। গ্লাফিরা পেত্রোভ্‌না কিছু বলল না; সে শুধু দাঁতে দাঁত ঘষে ভাবল, 'কে জানে কপালে কী আছে?' কিন্তু তার ভাই আর ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে গ্রামে ফেরার পর তার ভয় অল্প দিনের মধ্যেই মিলিয়ে গেল। বাড়ির মধ্যে কতক কতক পরিবর্তন অবশ্য করা হল: গলগ্রহ ও নীচ চাটুকারদের বিনাবাক্যব্যয়ে দূর করে দেওয়া হল বাড়ি থেকে। তাদের মধ্যে ছিল দুটি বৃদ্ধা — একজন অন্ধ, অন্যজন পক্ষাঘাতাক্রান্ত; আর ছিল ওচাকভ আমলের এক থুড়থুড়ে মেজর, তার ছিল সত্যিকারের রাক্ষুসে ক্ষিদে, সেজন্য তাকে কালো রুটি আর মাষকলাই ছাড়া আর কিছু খেতে দেওয়া হত না। আগেকার অতিথিদের যাতে আমল দেওয়া না হয় এই মর্মে

এক আদেশ ঘোষিত হল, তাদের সবাইকার স্থান অধিকার করল এক দূর প্রতিবেশী, সোনালী চুলওলা খোস-পাঁচড়া রোগাক্রান্ত এক ব্যারন, অতি ভদ্র ও অতি বোকা এক ভদ্রলোক। মস্কো থেকে এল নতুন নতুন আসবাবপত্র; আনা হল পিকদানি, ঘণ্টা আর হাতমুখ ধোবার স্ট্যাণ্ড। প্রাতরাশ পরিবেষিত হতে লাগল নতুনভাবে। ভোদকা এবং গৃহনির্মিত পানীয়ের স্থান গ্রহণ করল বিদেশী মদ। চাকরদের জন্য তৈরী করা হল নতুন উর্দি। কুলচিহ্নের সঙ্গে যুক্ত করা হল নতুন একটি সূত্র: 'In recto virtus...'*। বাস্তবিকই গ্লাফিরার প্রতিপত্তি একেবারেই ক্ষুণ্ণ হল না: সবকিছু কেনাকাটি এবং বণ্টনের কাজ তখনো ছিল তার শাসনে। যে অ্যালসেসীয় চাকরকে বিদেশ থেকে আনা হয়েছিল, কর্তার পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও গ্লাফিরার আধিপত্য অমান্য করার জন্য তার চাকরি গেল। জমিদারীর পরিচালনা ও ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারেও গ্লাফিরা পেত্রোভ্‌নার কথা শোনা হত। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে নবরূপ আনয়নের জন্য ইভান পেত্রোভিচের বারংবার ঘোষিত ইচ্ছা সত্ত্বেও সবকিছুই রইল আগের মতো — সবকিছুই, শুধু কয়েক জায়গায় খাজনা বাড়ানো, বেগার কাজ জোর করে আদায় এবং ইভান পেত্রোভিচের কাছে চাষীরা যাতে সরাসরি আবেদন করতে না পারে সে-সম্বন্ধে অনুজ্ঞা জারি করা ছাড়া। দেখা গেল, এই দেশপ্রেমিকের মনে তাঁর দেশবাসীদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা রয়েছে। শুধু ফেদিয়ার উপর ইভান পেত্রোভিচের পদ্ধতি চূড়ান্তভাবে প্রয়োগ করা হল; বাস্তবিকই তার শিক্ষাপদ্ধতির হল 'আমূল পরিবর্তন'। অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে তার বাবা এই কাজে নিজেকে নিয়োগ করলেন।

১১

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ইভান পেত্রোভিচ যখন বিদেশে ছিলেন ফেদিয়া ছিল গ্লাফিরার তত্ত্বাবধানে। যখন তার মা-র মৃত্যু হয় তখন তার বয়স আট বছরও হয় নি। মা-কে সে মাঝেমাঝে দেখতে পেত আর দারুণ ভালোবাসত; তার মা-র শান্ত ফ্যাকাশে মুখ, তার করুণ চাউনি আর ভীরু আদরের স্মৃতি ফেদিয়ার মনে চিরকালের জন্য আঁকা হয়ে গিয়েছিল। সংসারে

* ল্যাটিন ভাষায় — 'নিয়মনিষ্ঠাতেই পুণ্য'।

তার মা-র পদমর্যাদার কথা সে শুধু অস্পষ্টভাবে অনুভব করত; তাদের মধ্যে যে প্রতিবন্ধক খাড়া হয়ে ছিল, সে সম্বন্ধে সে ছিল সচেতন। এই প্রতিবন্ধককে ভাঙতে তার মা সাহস করে নি আর সেটা করা ছিল তার সাধ্যের অতীত। বাবাকে সে আমল দিত না, এবং এ-কথা বলতেই হবে যে তিনি কখনো তাকে আদর করতেন না। ঠাকুর্দা মাঝেমাঝে তার মাথায় হাত বুলোতেন এবং নিজের হস্ত চুম্বন করতে তাকে দিতেন, কিন্তু তাকে তিনি বলতেন অমার্জিত ছোকরা, মনে করতেন তাকে আহাম্মক বলে। মালানিয়া সের্গেয়েভ্‌নার মৃত্যুর পর সম্পূর্ণভাবে সে গিয়ে পড়ল তার পিসীর খপ্পরে। ফেদিয়া তাকে ভয় পেত; ভয় পেত তার উজ্জ্বল তীব্র চোখগুলো আর তার তীক্ষ্ন স্বরকে; তার সামনে কথা বলতে তার ভয় করত; নিজের চেয়ারের মধ্যে সামান্য নড়লেই তার পিসী ফুঁসিয়ে উঠত, 'আবার কী হল? স্থির হয়ে বোস্‌!' রবিবারের উপাসনার পর খেলবার অনুমতি সে পেত, অর্থাৎ তাকে দেওয়া হত একটা মোটা রহস্যময় বই, কোন এক মাক্সিমোভিচ-আম্বদিকের লেখা, যেটার নাম 'প্রতীক ও চিহ্ন'। এই বইয়ের মধ্যে ছিল প্রায় হাজারটি ছবি, অধিকাংশই দুর্বোধ্য, এবং পাঁচটি ভাষায় তাদের সমসংখ্যক রহস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা। এই ছবিগুলির মধ্যে একটি মোটাসোটা উলঙ্গ মদনদেব এক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। 'জাফরান এবং রামধনু' শীর্ষক উক্ত ছবিগুলির অন্তর্গত একটির তলায় এই ব্যাখ্যা লেখা ছিল: 'ইহার প্রভাব সুদূরপ্রসারী', আর একটির তলায় — যেটি চিত্রিত করেছিল 'একটি বক একটি ভায়োলেট ফুল ঠোঁটে নিয়ে উড়ছে' — এই কথাগুলো লেখা ছিল, 'তোমার কাছে সবকিছুই জানা'। 'মদনদেব এবং ভালুক যে তার বাচ্চাকে চাটছে' তার অর্থ 'অল্পে অল্পে'। এই ছবিগুলি ফেদিয়া বারবার দেখেছিল; সেগুলোকে সে পুঙখানুপুঙখভাবে জানত; তাদের কতকগুলি, এবং বারবার সেই একই ছবিগুলি, তাকে ভাবাত আর তার কল্পনাকে করত বন্ধনমুক্ত; অন্য কোনো খেলা সে জানত না। তার যখন ভাষা এবং সঙ্গীত শেখার সময় হল খুব সামান্য বেতনে গ্লাফিরা পেত্রোভ্‌না নিযুক্ত করল এক বুড়িকে — খরগোশের মতো চোখওলা এক সুইডেনবাসিনী, ভাঙা ভাঙা ফরাসী আর জার্মান সে জানত, অতি সামান্যই পারত পিয়ানো বাজাতে এবং সর্বোপরি নুন দিয়ে শসা জারানোর ব্যাপারে ছিল পারদর্শিনী। এই শিক্ষয়িত্রী, তার পিসী এবং ভাসিলিয়েভ্‌না নামে বুড়ি দাসীর সাহচর্যে ফেদিয়া পুরো চার বছর কাটিয়েছিল। প্রায়ই তাকে দেখা যেত তার 'চিহ্নগুলো' নিয়ে কোণে বসে

থাকতে; বহু দীর্ঘ দীর্ঘ দিন সেখানে সে বসে থাকত। নীচু ছাতওলা ঘর থেকে নিঃসৃত হত জেরানিয়ামের গন্ধ, একটি মাত্র চর্বির বাতি মিটমিট করে কাঁপত, ক্লান্ত তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে ডাকত ঝিঁঝিঁপোকা, দেয়ালের উপর দ্রুত টিকটিক শব্দ করত ছোটো ঘড়িটা, ঘরের কাঠের দেয়ালটার পিছনে কোথাও একটা ইঁদুর গোপনে আঁচড়াত আর কাটত, আর তিনটি বুড়ি বসে থাকত ভাগ্যদেবীদের মতো; নিঃশব্দে দ্রুত চালাত তাদের বোনার কাঁটাগুলো; অন্ধকারের মধ্যে তাদের হাত থেকে চঞ্চল ভুতুড়ে নানা আকারের ছায়া পড়ত—শিশুর মনেও সেই ধরনের নানা অদ্ভুত আর বিষণ্ন চিন্তা জমে উঠত। ফেদিয়াকে অবশ্যই চিত্তাকর্ষক শিশু বলা যেত না। তার রঙ ছিল খুব ফ্যাকাশে, কিন্তু শরীরটা মোটা, জবড়জং, আনাড়ী-গোছের—গ্লাফিরা পেত্রোভ্‌না বলত, হুবহু যেন চাষা। তাকে যদি আরো ঘন ঘন মুক্ত বাতাসে যেতে দেওয়া হত, তাহলে গালে তার শীঘ্রই রঙ দেখা দিত। প্রায়ই অলস হওয়া সত্ত্বেও লেখাপড়া সে ভালোই করত। কখনো সে কাঁদত না, কিন্তু মাঝেমাঝে তার উপর ভর করত একটা বেয়াড়া একগুঁয়েমি, আর তখন কেউ তাকে সামলাতে পারত না। তার চারপাশের কাউকে ফেদিয়া ভালোবাসত না... ছেলেবেলায় যে কাউকে ভালোবাসে নি তার কপালে দুঃখ আছে!

ইভান পেত্রোভিচ এই অবস্থায় তাকে আবিষ্কার করলেন এবং সময় নষ্ট না করে প্রয়োগ করলেন তাঁর পদ্ধতিকে। গ্লাফিরা পেত্রোভ্‌নাকে তিনি বললেন, 'প্রথমত এবং প্রধানত আমি একে চাই মানুষ করে তুলতে, un homme* , আর শুধুই মানুষ নয়, স্পার্টানের মতো মানুষ করতে।' ইভান পেত্রোভিচ তাঁর পরিকল্পনাকে শুরু করলেন তাঁর ছেলেকে স্কচ পোষাক পরিয়ে; বারো বছরের ছেলেটি খোলা হাঁটু আর মাথায় পালক লাগানো টুপি পরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সুইডিশ মহিলার বদলে এলেন এক সুইস শিক্ষক, ব্যায়ামে তিনি পটু। পুরুষোচিত নয় বলে সঙ্গীতকে একেবারেই বাতিল করে দেওয়া হল; জাঁ-জাক রুসোর মত অনুসারে প্রকৃতি-বিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক আইন, গণিত, ছুতোরের কাজ এবং বীরোচিত অনুভূতি উদ্রেক করার জন্য কুলচিহ্নবিদ্যা — ভবিষ্যৎ 'মানুষের' জন্য এইগুলি হল বরাদ্দ কাজ। ভোর চারটেয় তাকে ঘুম ভাঙিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা জলে করানো হত স্নান, তারপর দড়ির সঙ্গে বেঁধে তাকে দৌড় করানো হত এক উঁচু খুঁটির

* ফরাসী ভাষায়—মানুষ।

চারিধারে। দিনে মাত্র একবার এক ধরনের খাবার তাকে দেওয়া হত, চড়ত ঘোড়ায় এবং এক ধনুকের সাহায্যে শিখত তীর ছুঁড়তে। প্রতিটি সুযোগে তার বাবার আদর্শ অনুসারে তার ইচ্ছাশক্তিকে করা হত উদ্দীপিত এবং প্রতি সন্ধ্যায় একটি বিশেষ খাতায় সমস্ত দিনের ঘটনা এবং তার নিজের ধারণার কথা সে লিখত। তার নিজের তরফ থেকে ইভান পেত্রোভিচ ফরাসী ভাষায় তাকে উপদেশাবলী লিখে দিতেন। ফরাসী ভাষায় তাকে তিনি বলতেন mon fils* এবং তাকে ডাকতেন vous** বলে। রুশ ভাষায় ফেদিয়া তার বাবাকে সম্বোধন করত 'তুমি' বলে, কিন্তু তাঁর সামনে বসতে সাহস করত না। এই 'পদ্ধতিতে' ছেলেটি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল, তার মাথার মধ্যে সবকিছু গেল তালগোল পাকিয়ে এবং তার মন হয়ে গেল আড়ষ্ট। কিন্তু এই নতুন ধরনের জীবনযাত্রায় তার স্বাস্থ্যের হল উন্নতি: প্রথমে সে জ্বরে পড়েছিল, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই সেরে উঠে সে শক্ত ছেলে হয়ে উঠল। তার জন্য তার বাবা গর্ব বোধ করতেন এবং নিজের বিশিষ্ট ভাষায় তাকে ডাকতেন 'প্রকৃতির সন্তান', 'আমার হাতে-গড়া'। ফেদিয়ার যখন ষোল বছর বয়স হল ইভান পেত্রোভিচ মনে করলেন সময় থাকতে তার মনে নারী জাতি সম্পর্কে একটা ঘৃণার ভাব জাগ্রত করা যুক্তিসঙ্গত — আর আমাদের এই তরুণ স্পার্টান, বুকে যার লজ্জা, সবে যার গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে, পুরুষত্ব, শক্তি ও তরুণ রক্ত যার ভিতর উপচে পড়ছে — তার মধ্যে দেখা গেল নির্বিকার, নিরুত্তাপ, রুক্ষ একটা ভাব দেখানোর চেষ্টা।

ইতিমধ্যে সময় কেটে যেতে লাগল। বছরের অধিকাংশ সময় ইভান পেত্রোভিচ কাটাতে লাগলেন লাভরিকিতে (তাঁর প্রধান পৈতৃক তালুকের এই নাম), কিন্তু শীতকালে একলা তিনি যেতেন মস্কোতে। সেখানে তিনি উঠতেন এক সরাইখানায়, অধ্যবসায় সহকারে যেতেন ক্লাবে, নানা বৈঠকখানায় সবাইকার কাছে বলতেন, ব্যাখ্যা করতেন তাঁর পরিকল্পনাগুলি, এবং প্রতিবারেই বেশী করে নিজেকে প্রচার করতেন ইংরেজ ভক্ত, অসন্তুষ্ট ব্যক্তি এবং রাজনীতিজ্ঞ বলে। তারপর এল ১৮২৫***, তার পিছনে পিছনে এল

* ফরাসী ভাষায় — আমার ছেলে।

** ফরাসী ভাষায় — আপনি।

*** ডিসেম্বরীদলের বিদ্রোহের কথা বলা হচ্ছে। অভিজাত সম্প্রদায়ের এই বিপ্লবীরা ১৮২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে স্বৈরতন্ত্র ও ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

দুঃখ-কষ্ট। ইভান পেত্রোভিচের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিচিত লোকদের অদৃষ্ট খুব খারাপ হল। তাড়াতাড়ি ইভান পেত্রোভিচ তাঁর গ্রাম্য বাড়ির নির্জনতায় গা ঢাকা দিলেন, একেবারেই বাইরে বেরুতেন না। এক বছর কেটে গেল। অকস্মাৎ ইভান পেত্রোভিচের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে শুরু করল; তিনি অসুস্থ ও অকর্মণ্য হয়ে পড়লেন। নাস্তিক লোকটি গির্জায় যেতে ও প্রার্থনা করতে শুরু করলেন; ইংরেজটি রুশ দেশের বাষ্পীয় স্নানাগারে যেতে, দুপুর দু'টোয় খেতে, রাত্রি ন'টায় শুতে এবং পুরনো চাকরের বকবকানি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তে শুরু করলেন; এই রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিটি তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা ও চিঠিপত্র দিলেন পুড়িয়ে, রাজ্যপালের সামনে তিনি চিঁচিঁ করতেন এবং পুলিশ ইন্সপেক্টর দেখলে উঠতেন সিঁটিয়ে। সেই কঠিন মানসিক শক্তিসম্পন্ন মানুষটি ফোড়া হলে কিংবা সুপ ঠাণ্ডা দেখলে কাতরাতেন কিংবা ঘ্যান-ঘ্যান করতেন। আবার সমস্ত সংসারের সর্বেসর্বা হয়ে উঠল গ্লাফিরা পেত্রোভ্না; আবার পিছনের দরজা দিয়ে দেখা যেতে লাগল নায়েব, গোমস্তা এবং যত রাজ্যের সাধারণ লোকেরা আসছে 'কুঁদুলে বুড়ির' সঙ্গে কথা কইবার জন্য — বাড়ির চাকরবাকররা তাকে এই নাম দিয়েছিল। ইভান পেত্রোভিচের এই পরিবর্তনে তাঁর ছেলে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ছিল। তার বয়স তখন উনিশ হতে চলেছে এবং সে তখন ভাবতে এবং তার পিতার পীড়াদায়ক কবল থেকে মুক্তি পেতে শুরু করেছে। আগেই সে তার বাবার কথায় ও কাজের মধ্যে, উদারনীতির স্বপক্ষে তাঁর গালভরা কথা এবং তাঁর কুৎসিত উৎপীড়নের মধ্যে অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছিল। কিন্তু এ-ধরনের দারুণ পরিবর্তন সে আশা করে নি। চরম স্বার্থপর মানুষটির আসল রূপ এখন প্রকাশিত হয়ে পড়ল। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার জন্য তরুণ লাভরেৎস্কির মস্কো যাত্রার ঠিক আগেই ইভান পেত্রোভিচের আর একটি বিপদ ঘটল: তিনি অন্ধ হয়ে গেলেন, এক দিনের মধ্যে হয়ে গেলেন একেবারে অন্ধ।

রুশ ডাক্তারদের দক্ষতার উপর আস্থা না থাকায় বিদেশে যাবার অনুমতির জন্য তিনি দরখাস্ত করলেন। কিন্তু সেটা না-মঞ্জুর হল। তারপর তিনি তাঁর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে পুরো তিন বছর রাশিয়ার সর্বত্র ঘুরলেন, গেলেন এক ডাক্তারের কাছ থেকে অন্য ডাক্তারের কাছে, ক্রমাগত ঘুরতে লাগলেন সহর থেকে সহরে এবং তাঁর ভীরুতা ও খিটখিটে মেজাজ দিয়ে ডাক্তারদের, তাঁর ছেলে ও চাকরবাকরদের পাগল করে তুললেন। লাভরিকিতে তিনি ফিরলেন

এক ঘৃণিত জীবের মতো, নাকে-কাঁদা অসন্তুষ্ট শিশু হয়ে। বাড়ির সবাইকার জন্যই এল দুর্দিন। শুধু খাবার সময়েই ইভান পেত্রোভিচ শান্ত থাকতেন; ইতিপূর্বে কখনো তিনি অত বেশী পরিমাণ এবং অমন পেটুকের মতো খান নি। বাকী সময় তিনি নিজেকে কিংবা বাড়ির আর কাউকে শান্তি দিতেন না। তিনি প্রার্থনা করতেন, ভাগ্যের উপর দোষ চাপাতেন, গালাগাল করতেন নিজেকে, রাজনীতিকে, তাঁর পদ্ধতিকে; এ পর্যন্ত যাকিছু নিয়ে তিনি গর্ব ও স্পর্ধা করে এসেছেন, একদা তাঁর ছেলেকে তিনি শিখিয়েছিলেন যে-সব জিনিসকে শ্রদ্ধা করতে — সবকিছুকে দিতেন তিনি অভিশাপ। তিনি নিশ্চয় করে বলতেন যে কোনোকিছু তিনি বিশ্বাস করেন না; তারপর আবার শুরু করতেন প্রার্থনা করতে। তিনি মুহূর্তের জন্যও নিঃসঙ্গতা সহ্য করতে পারতেন না, দাবি করতেন যেন তাঁর পরিবারবর্গ দিবারাত্র তাঁর সঙ্গে থাকে এবং গল্প বলে তাঁর মনোরঞ্জন করে। গল্পতে তিনি থেকে থেকে বাধা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠতেন, 'কী সব বাজে বকছ, যত গাঁজাখুরি!'

গ্লাফিরা পেত্রোভ্‌নাকে সব ঝক্কি সইতে হত। তাকে ছাড়া তাঁর একেবারেই চলত না। অসুস্থ লোকটির সব রকম খেয়াল শেষ পর্যন্ত সে সহ্য করেছিল, যদিও মাঝেমাঝে তাঁর কথার জবাব সে সঙ্গে সঙ্গে দিত না, পাছে যে রাগ তার কণ্ঠরোধ করে দিচ্ছে সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এইভাবে আরো দু'বছর তিনি বেঁচেছিলেন। মে মাসের প্রথম দিকে বারান্দায় সূর্যালোকে তাঁকে বয়ে নিয়ে যাবার পর তাঁর মৃত্যু হয়। 'গ্লাশা, গ্লাশকা! আমার সুরুয়া কোথায়, ওরে বুড়ি হারাম...'—আড়ষ্ট জিভে তিনি তোৎলাচ্ছিলেন কিন্তু কথাটা শেষ করবার আগেই চিরকালের মতো তিনি নির্বাক হয়ে গেলেন। ভৃত্যের হাত থেকে গ্লাফিরা পেত্রোভ্‌না সুরুয়ার পেয়ালাটা ছিনিয়ে নিয়েছিল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে, চাইল ভাইয়ের মুখের দিকে, তারপর ধীরে ধীরে বড় করে নিজের উপর ক্রুশ চিহ্ন এঁকে নিঃশব্দে সরে গেল। ফেদিয়াও সেখানে উপস্থিত ছিল; সেও কিছু বলল না। বারান্দার পাঁচিলের উপর ভর দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে সে বাগানের দিকে চেয়ে রইল — বসন্তের সোনালী সূর্যালোকে বাগানের সুগন্ধী সবুজ আর সমুজ্জ্বল। তার বয়স তেইশ; কী ভয়ঙ্কর আর নিষ্ঠুর দ্রুতবেগে ঐ তেইশটা বছর কেটে গেছে!.. তার সামনে জীবনের দ্বার উন্মুক্ত হচ্ছে।

১২

বাবাকে কবর দেবার পর সাংসারিক কাজ ও নায়েবদের তত্ত্বাবধানের ভার সদা-বর্তমান গ্লাফিরা পেত্রোভ্‌নার উপর অর্পণ করে তরুণ লাভরেৎস্কি মস্কোতে গেলেন। এক অজ্ঞাত অথচ অদম্য আকর্ষণ তাঁকে সেখানে টেনেছিল। তাঁর শিক্ষার দোষ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যে-সময় নষ্ট হয়েছে যথাসম্ভব সেটাকে পুষিয়ে নিতে হবে। গত পাঁচ বছরে অনেক তিনি পড়েছিলেন এবং অনেককিছু ভেবেছিলেন; তাঁর মাথায় বহু কল্পনা গেঁজিয়ে উঠেছিল। তাঁর কিছু কিছু জ্ঞান দেখে অধ্যাপকরা হয়তো বাস্তবিকই হিংসে করতে পারতেন, তবু এমন নানা বিষয়ে তিনি অজ্ঞ ছিলেন, যেগুলি ইস্কুলের প্রত্যেকটি ছেলে জানে। লাভরেৎস্কি বুঝতে পারলেন তিনি স্বাধীন নন; মনে মনে টের পেতেন যে তিনি এক অদ্ভুত জীব। সেই বিলেত-পাগল লোকটি তাঁর ছেলের উপর এক নিষ্ঠুর পরিহাস করে গেছেন; তাঁর উদ্ভট শিক্ষার ফল ফলেছে। বহু বছর ধরে তিনি তাঁর পিতার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন; অবশেষে যখন তিনি তাঁর বাপের স্বরূপ বুঝতে শুরু করলেন, তখন ইতিমধ্যেই অপকারটা ঘটে গেছে, তাঁর অভ্যাসগুলো পরিণত হয়েছে তাঁর দ্বিতীয় প্রকৃতিতে। লোকের সঙ্গে তিনি মানিয়ে চলতে পারেন না; তেইশ বছর বয়সে তাঁর লাজুক হৃদয়ে ভালোবাসা পাবার এক অনির্বাণ আকাংক্ষা প্রজ্বলিত, তবুও তখন পর্যন্ত কোনো মেয়ের মুখের দিকে চাইবার দুঃসাহস তাঁর হয় নি। খানিকটা ভোঁতা ধরনের হলেও তাঁর পরিষ্কার মেধা, বিচার-বুদ্ধি, গোঁয়ার্তুমি, ভাবুকতা এবং আলস্য প্রবণতার জন্য জীবনের ঘূর্ণাবর্তে আগেই তার এসে পড়া উচিত ছিল; তার পরিবর্তে তাঁকে রাখা হয়েছিল অস্বাভাবিক নির্জনতায়... এখন সেই যাদু গেছে ভেঙে, কিন্তু তবুও তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন সেই একই জায়গায়, নির্বাক এবং নিজের মধ্যেই নিজে আবদ্ধ হয়ে। তাঁর বয়সে ছাত্রের পোষাক পরা হাস্যকর, কিন্তু ব্যঙ্গকে তিনি ভয় করতেন না — তাঁর স্পার্টান শিক্ষার অন্তত এই ফল ফলেছিল যে অন্যদের মতামতকে তিনি গ্রাহ্য করতেন না; একটুও লজ্জা না পেয়ে তিনি ছাত্রদের পোষাক পরলেন। প্রবেশ করলেন পদার্থবিদ্যা ও গণিত বিভাগে। তাঁর চেহারাটা ছিল বলিষ্ঠ, মুখটা গোলাপী, কথা তিনি বলতেন কম, দাড়িও তাঁর পূর্ণবয়স্কদের মতো। সহপাঠী ছাত্রদের মনে তিনি এক অদ্ভুত ধারণার

সৃষ্টি করলেন। কী করে তারা অনুমান করতে পারে যে এই গম্ভীর প্রকৃতির মানুষটি, যে যথাসময়ে পাঠের সময় উপস্থিত থাকে, যে দু'ঘোড়ায়-টানা বড় গ্রাম্য স্লেজে চড়ে আসে, সে প্রায় শিশুর মতো। তারা তাঁকে মনে করেছিল এক অদ্ভুত পাণ্ডিত্যাভিমানী; তারা তাঁর সংসর্গ চায় নি এবং তাদের সেটা প্রয়োজনও ছিল না; তিনিও কারুর সঙ্গে মিশতেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম দু'বছরের মধ্যে একটি ছাত্রের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলেন: তার কাছে তিনি ল্যাটিন শিখতেন। এই ছাত্রটির নাম মিখালেভিচ, সে ছিল উৎসাহী প্রকৃতির এবং কবি। বাস্তবিকই সে লাভরেৎস্কির অনুরক্ত হয়ে উঠেছিল এবং তাঁর ভবিতব্যের এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের হয়ে উঠেছিল নিরপরাধ হেতু।

একদিন থিয়েটারে (মচালভ তখন যশের শীর্ষসীমায় এবং লাভরেৎস্কি তাঁর কোনো অভিনয়ই বাদ দিতেন না) তিনি ড্রেস সার্কেলে একটি মেয়েকে দেখলেন, আর যদিও তাঁর গম্ভীর চেহারার সামনে দিয়ে গেলে এমন কোনো মেয়েই নেই যে তাঁর বুকের মধ্যে আলোড়ন তুলত না, তবু তাঁর বুকটা এবারের মতো কখনো অমন দারুণ ধকধক করে নি। বক্সের মখমলের উপর কনুইদুটি রেখে মেয়েটি নিশ্চল হয়ে বসেছিল; তার গাঢ় গোলাপী রঙ, গোলগাল সুন্দর মুখটির প্রতিটি অংশে যৌবনের উত্তপ্ত হিল্লোল কম্পিত হচ্ছিল; তার সরু ভ্রূজোড়ার নীচেকার সুন্দর চোখগুলির নম্র দৃষ্টি, তার অর্থবোধক ঠোঁটদুটির চঞ্চল হাসি, তার মাথার বিশিষ্ট ভঙ্গী, তার বাহু এবং গলায় প্রতিফলিত হচ্ছিল এক মার্জিত মনের ছবি; বেশভূষা তার অতি চমৎকার। তার পাশে বসেছিলেন বছর পঁয়তাল্লিশের এক শুকনো হলদেটে রঙের মহিলা। তাঁর পরনে গলা-খোলা জামা, মাথায় কালো টোক টুপি, তাঁর উদ্বেগ সহকারে গদগদ ভাব-ফোটানো ফাঁকা মুখে ফোকলা হাসি; এদিকে বক্সের পিছন দিকটায় বয়স্ক একটি লোককে চোখে পড়ে, পরনে তাঁর ঢিলে ফ্রক কোট আর উঁচু গলাবন্ধ, মুখের ভাবে নির্বোধ গাম্ভীর্য, ক্ষুদে ক্ষুদে গোল গোল উজ্জ্বল চোখে মোলায়েম অথচ সন্দেহজনক গোছের দৃষ্টি, গোঁফ এবং গালের দু'পাশের জুলপিতে কলপ, কপালটা ভারি ও ছোটো, গালগুলোয় ভাঁজ-পড়া — তাঁর প্রতিটি ভাবভঙ্গীতে বোঝা যায় যে তিনি অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল। ঐ সুন্দর মেয়েটির উপর থেকে লাভরেৎস্কি চোখ ফেরালেন না। অকস্মাৎ বক্সের দরজা খুলে গেল এবং প্রবেশ করল মিখালেভিচ। যে মেয়েটি তাঁর সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল তার সান্নিধ্যে মস্কোতে নিজের একমাত্র বন্ধুর আবির্ভাবটা লাভরেৎস্কির মনে হল অদ্ভুত এবং ইঙ্গিতপূর্ণ।

উক্ত বক্সের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তিনি লক্ষ্য করলেন যে সেখানকার সবাই মিখালেভিচের সঙ্গে পুরনো বন্ধুর মতো ব্যবহার করছে। রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে লাভরেৎস্কির আর কোনো উৎসাহ রইল না; এমন কি মচালভও — সেই সন্ধ্যায় যিনি সুন্দর অভিনয় করেছিলেন — সচরাচর তাঁর মনে যে-রকম প্রভাব বিস্তার করে থাকেন সে-রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারলেন না। রঙ্গমঞ্চের উপর এক অতি করুণ মুহূর্তে লাভরেৎস্কি অনিচ্ছা সত্ত্বেও উপরের সেই সুন্দরীর দিকে তাকালেন: উত্তেজিত হয়ে সে সামনে ঝুঁকে পড়েছে, আরক্ত হয়ে উঠেছে তার গালগুলো; তাঁর সনির্বন্ধ দৃষ্টির দরুন রঙ্গমঞ্চের উপর নিবদ্ধ মেয়েটির চোখদুটি ধীরে ধীরে ঘুরে তাঁর উপর নিবদ্ধ হল... সমস্ত রাত ধরে সেই চোখদুটি বারবার তাঁর মনে হানা দিতে লাগল। অবশেষে ভেঙে গেল সেই কৃত্রিম বাঁধ: সর্বাঙ্গ তাঁর থরথর করতে লাগল, দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন তিনি। পরের দিনই মিখালেভিচের সঙ্গে তিনি দেখা করতে গেলেন। তার কাছ থেকেই তিনি জানলেন যে ঐ সুন্দরী মহিলাটির নাম হল ভারভারা পাভলভ্না করোব্ইনা; যে বৃদ্ধ দম্পতি বক্সে তার সঙ্গে ছিলেন তাঁরা হল তার বাবা-মা এবং সে, অর্থাৎ মিখালেভিচ, গত বছর মস্কোর কাছে কাউণ্ট ন... র কাছে শিক্ষকতার জন্য বাস করার সময় তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। উৎসাহী লোকটি ভারভারা পাভলভ্নার প্রশাংসা করে তাকে আকাশে তুলল। স্বভাবসুলভ মৃদু গলায় সে চীৎকার করে উঠল, 'শোনো বন্ধু, আমি বলছি ঐ মেয়েটি এক আশ্চর্য সৃষ্টি, ভারি প্রতিভাশালী, শিল্পী বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই, এবং প্রকৃতিটিও ভারি নরম।' লাভরেৎস্কির প্রশ্নাবলী থেকে ভারভারা পাভলভ্না তাঁর মনে কী রকম দাগ কেটেছে বুঝতে পেরে নিজে থেকেই সে প্রস্তাব করল তাঁকে মেয়েটির কাছে নিয়ে যাবে, বলল যে তাকে তাঁরা মনে করে পরিবারেরই একজন, উক্ত জেনারেলটি মোটেই নাক-উঁচু ধরনের লোক নয় এবং মেয়েটির মা এতোই বোকা যে মনে করে চাঁদটা তৈরী সবুজ পনির দিয়ে। লাভরেৎস্কি আরক্ত হয়ে উঠলেন, তোৎলাতে তোৎলাতে যে-সব কথা বললেন সেগুলো বোঝা গেল না, তারপর গেলেন চলে। পাঁচ দিন ধরে তিনি লড়াই করে চললেন নিজের ভীরুতার সঙ্গে; এবং ষষ্ঠ দিনের দিন এই তরুণ স্পার্টানটি নতুন পোষাক পরে মিখালেভিচের হাতে আত্মসমর্পণ করলেন। শেষোক্ত জন পরিবারের একজন হওয়ায় শুধু চুলটা আঁচড়ে নিল, তারপর দুজনেই চলল করোব্ইনদের বাড়ি।

১৩

ভারভারা পাভলভ্‌নার বাবা পাভেল পেত্রোভিচ করোব্‌ইন হলেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর-জেনারেল। সেণ্ট পিটার্সব্‌র্গে চাকরিতে তিনি সমস্ত জীবন কাটিয়েছিলেন। যৌবনে তাঁর নাম ছিল ভালো নাচিয়ে আর তুখোড় সৈন্য হিসেবে। অবস্থাবিপাকে দ্'ু কিংবা তিনটি সাধারণ জেনারেলের অধীনে তিনি অ্যাডজ্‌ুট্যাণ্ট হিসেবে কাজ করেছিলেন এবং তাঁদেরই একজনের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন পঁচিশ হাজার র্‌ুবল যৌতুক নিয়ে। অতি নিখ্‌ুঁতভাবে তিনি আয়ত্ত করেছিলেন সামরিক কুচকাওয়াজ এবং সামরিক ড্রিল; এইভাবে তিনি ঘষ্‌টে ঘষ্‌টে চলছিলেন; কুড়ি বছর ধরে চাকরি করার পর তিনি মেজর-জেনারেলের পদ এবং একটি রেজিমেণ্টের উপর প্রভুত্ব পান। এবার গা ছেড়ে দিয়ে ধীরে-স্‌ুস্থে অর্থ সঞ্চয়ে মন দেওয়া যেত। তিনিও ভেবেছিলেন তাই, কিন্তু বিশেষ সাবধান না হয়েই এগ্‌ুলেন। সেনাদলের অর্থকে কারবারে খাটানোর তিনি একটি নতুন উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন — উপায়টা খ্‌ুব ভালোই মনে হয়েছিল। কিন্তু ঠিক সময়মতো ঘ্‌ুস দিতে পারেন নি: ফলে তিনি অভিয্‌ুক্ত হন। ব্যাপারটা শ্‌ুধ্‌ু অপ্রীতিকর হয়ে দাঁড়াল না — অত্যন্ত কুৎসিত হয়ে উঠল। কোনোমতে উক্ত জেনারেল নিজেকে ম্‌ুক্ত করতে পারলেন বটে, কিন্তু তাঁর ভবিষ্যৎ গেল মাটি হয়ে: তাঁকে উপদেশ দেওয়া হল অবসর গ্রহণ করার। আরো দ্'ুবছর সেণ্ট পিটার্সব্‌র্গে তিনি নানা জায়গায় ঘোরাঘ্‌ুরি করলেন, আশা করেছিলেন একটি আরামের চাকরি জ্‌ুটে যাবে; কিন্তু কিছ্‌ুই তিনি পেলেন না। ইতিমধ্যে তাঁর মেয়ে এক মেয়েদের কলেজ থেকে পাস করে বেরিয়েছে আর প্রতি দিনই বেড়ে চলেছে খরচ... নিজের ইচ্ছার খ্‌ুব বির্‌ুদ্ধে তিনি মস্কোতে আসা স্থির করলেন, যেখানে শস্তায় থাকা যাবে। স্তারো-কনিউশেন্নি স্ট্রিটে তিনি একটা নীচু ছোট্ট বাড়ি ভাড়া করলেন। তার মাথার ওপর বসানো হল একটা তকমা এবং অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলের মতো মস্কো-জীবনে কায়েমি হয়ে বসলেন বছরে ২৭৫০ র্‌ুবল ব্যয় করে। মস্কো হল অতিথিবৎসল সহর, সবাইকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত, একজন জেনারেলকে তো বটেই। এইভাবে স্থ্‌ূলকায়, তখনো সৈনিকদের মতো চেহারা, পাভেল পেত্রোভিচ অল্প দিনের মধ্যেই মস্কোর সবচেয়ে ভালো ভালো বৈঠকখানায় দেখা দিতে শ্‌ুর্‌ু করলেন। নাচের সময় বিষণ্ণ পাণ্ডুর যে-সব য্‌ুবকেরা তাসের টেবিলের পাশে ঘোরাঘ্‌ুরি করত তাদের কাছে পরিচিত হয়ে উঠল তাঁর

ঘাড়ের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গ্নচ্ছ গ্নচ্ছ কলপ-মাখা চুল এবং অর্ডার অব সেণ্ট অ্যানের নোংরা ফিতেটা, যেটাকে তিনি তাঁর কুচকুচে কালো গলাবন্ধের উপর কোণাকুণিভাবে লাগাতেন। সমাজের কাছে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দাবি কী করে করতে হয় পাভেল পেত্রোভিচ সে-কথা জানতেন। তিনি কথা বলতেন অল্প এবং অভ্যেসগ্নণে অবশ্যই নাকীস্নরে; উচ্চপদস্থদের সঙ্গে কথা বলার সময় এই স্বরকে তিনি বদলাতেন; তাস খেলতেন সাবধানে, বাড়িতে করতেন স্বল্পাহার এবং নিমন্ত্রণে খেতেন ছ'জন লোকের মতো। তাঁর স্ত্রীর নাম কাল্লিওপা কারলভ্না — এছাড়া তাঁর বিষয়ে আর কিছ্ন বেশী বলার নেই। তাঁর বাঁ চোখ থেকে জল বেরিয়ে আসত, যার ফলে কাল্লিওপা কারলভ্না (প্রসঙ্গত, তিনি ছিলেন জার্মান বংশের) নিজেকে মনে করতেন ভাবাবেগসম্পন্না মহিলা বলে; সব সময়েই উৎকণ্ঠায় তিনি থাকতেন চঞ্চল, যেন তাঁকে যথেষ্ট খেতে দেওয়া হয় নি। পরতেন আঁটসাঁট মখমলের পোষাক, একটা টোক টুপি এবং ফাঁপা সর্ন ব্রেসলেট। পাভেল পেত্রোভিচ এবং কাল্লিওপা কারলভ্নার একমাত্র কন্যা ভারভারা পাভলভ্না কলেজ থেকে যখন পাস করে বের্নল তখন তার বয়স সতেরো। কলেজে তাকে বলা হত সবচেয়ে স্নন্দরী যদিই বা না হয়, সবচেয়ে ব্নদ্ধিমতী ছাত্রী এবং সবচেয়ে ভালো গায়িকা। সেখানে সে পেয়েছিল সাইফার*; লাভরেৎস্কি প্রথম যখন তাকে দেখেছিলেন, তার বয়স তখন উনিশও প্নরো হয় নি।

১৪

মিখালেভিচ যখন করোব্ইনদের অপরিচ্ছন্ন ধরনের বৈঠকখানায় তাঁকে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিল তখন এই স্পার্টানের হৃৎকম্প হচ্ছিল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর ভয় কেটে গেল: জেনারেলের মধ্যে ছিল সেই ধরনের দিলদরিয়া ভাব সমস্ত র্নশীদের যা জন্মগত। সেটা বর্ধিত হয়েছিল সেই অদ্ভুত সৌজন্যের দ্বারা যেটা বদনামওলা লোকদের বৈশিষ্ট্য। অল্পক্ষণের মধ্যেই জেনারেলের স্ত্রী কেমন যেন চুপ্সে গেলেন। ভারভারা পাভলভ্নার মধ্যে এমন একটি শান্ত মধ্নর ভাব ছিল যে তার সামনে যে-কোনো লোকই

সোনার মনোগ্রাফ করা বৈশিষ্ট্যের একটি পদক, তার উপর রাজকীয় সঙ্কেত চিহ্ন।

সহজ বোধ করতে পারে; বাস্তবিকই তার অপরূপ সৌষ্ঠব, তার হাসি হাসি চোখ, তার সুডৌল কাঁধ আর গোলাপী বাহু, তার হালকা অথচ অলসভাবে হাঁটার ভঙ্গী, এমন কি তার মিষ্টি কণ্ঠস্বরের রেশের মধ্যে এমন একটি মন-মাতানো যাদু ছিল, যেটা অস্পষ্ট সুগন্ধের মতো ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, যেটা মৃদু এবং কোমল হওয়া সত্ত্বেও লাজুক এবং অলস-মধুর ধরনের, এমন একটা ভাব ভাষায় যাকে প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু তবু সেটা নাড়া দেয় আর জাগিয়ে তোলে — অবশ্যই ভীরুতাকে নয়। লাভরেৎস্কি থিয়েটার সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলেন, গতকালের অভিনয় সম্বন্ধে; সঙ্গে সঙ্গে ভারভারা পাভলভ্না মচালভ সম্বন্ধে কথা বলতে শুরু করল, আর শুধুই সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল না বা আহা মরি গোছের উক্তি করে থামল না, তাঁর অভিনয় সম্বন্ধে এমন সব প্রাসঙ্গিক মতামত প্রকাশ করল যার মধ্যে নারীসুলভ বুদ্ধির পরিচয় ছিল। মিখালেভিচ সঙ্গীতের কথা তুলল; অতি সহজভাবে ভারভারা পাভলভ্না পিয়ানোর সামনে বসে নিখুঁতভাবে শোপাঁ-র কতকগুলি মাজুরকা বাজাল, এটা তখন সবে ফ্যাশন হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। দুপুরের আহারের যখন সময় হল লাভরেৎস্কি বিদায় চাইলেন, কিন্তু তাঁকে থেকে যেতে রাজী করানো হল। দুপুরের আহারের সময় জেনারেল তাঁকে উৎকৃষ্ট 'লাফিত' দিয়ে পরিতৃপ্ত করলেন, যার জন্য জেনারেলের ভৃত্যকে তাড়া দিয়ে ভাড়াগাড়িতে পাঠানো হয়েছিল দেপ্রে-র মদের দোকানে। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হবার পর লাভরেৎস্কি বাড়ি ফিরে, অনেকক্ষণ বেশ পরিবর্তন না করে বসে রইলেন হাত দিয়ে চোখ ঢেকে, মন্ত্রমুগ্ধের মতো। মনে হল, এই প্রথম তিনি অনুভব করছিলেন কোন জিনিস জীবনকে সুষমামণ্ডিত করে তোলে; তাঁর সমস্ত ধারণা ও প্রতিজ্ঞা, যতকিছু আহাম্মুকি মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল; তাঁর সমস্ত সত্তার মধ্যে জেগে রইল একটিমাত্র অনুভূতি, একটিমাত্র কামনা — আনন্দের, ভোগ করার, প্রেমের কামনা, একটি মেয়ের মধুর প্রেমের কামনা। সেই দিন থেকে করোব্ইনদের বাড়িতে তিনি ঘন ঘন যেতে লাগলেন। ছ'মাস পরে ভারভারা পাভলভ্নার কাছে তিনি প্রেম নিবেদন করলেন এবং অনুরোধ করলেন তাঁকে বিয়ে করতে। তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হল; বহুকাল আগেই, লাভরেৎস্কির প্রথমবার আসার প্রায় পরেই, মিখালেভিচকে জেনারেল প্রশ্ন করেছিলেন লাভরেৎস্কির কতগুলো ভূমিদাস আছে; এই যুবকের পূর্বরাগ এবং এমন কি প্রেম-নিবেদন করার সময়েও, বরাবরই ভারভারা পাভলভ্না তার চরিত্রগত প্রশান্তি ও স্থৈর্য রক্ষা করে এসেছিল — এই

ভারভারা পাভলভ্‌নাও বেশ ভালো করে জানত যে তার পাণিপ্রার্থী এক ধনী লোক; আর কাল্লিওপা কারলভ্‌না ভাবলেন, 'Meine Tochter macht eine schöne Partie'* এবং নিজের জন্য কিনলেন একটা নতুন টোক।

১৫

তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হল, কিন্তু কয়েকটি শর্তে। প্রথমত, সঙ্গে সঙ্গে লাভরেৎস্কিকে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করতে হবে। ছাত্রকে কেউ বিয়ে করে না কি, আর ছাব্বিশ বছর বয়সের ধনী জমিদার ইস্কুলের ছাত্রদের মতো লেখাপড়া শিখবে, সে আবার কী কথা! দ্বিতীয়ত, ভারভারা পাভলভ্‌না স্বয়ং ভার নিল সে নিজেই বিয়ের পোষাকের ফরমাশ দেবে, কেনাকাটা করবে এবং এমন কি পাত্রের উপহারগুলিও সে-ই পছন্দ করে দেবে। মেয়েটির বিষয়বুদ্ধি আর সুরুচি ছিল প্রচুর; সে ছিল খুব আরামপ্রিয়, আর সে আরাম আদায় করার দক্ষতাও তার ছিল সমান। বিয়ে হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ভারভারা পাভলভ্‌নার কেনা আরামদায়ক গাড়িতে তাঁরা দুজনে লাভরিকির উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময় লাভরেৎস্কি তাঁর স্ত্রীর উক্ত ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁর চারিধারের প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যেই ভারভারা পাভলভ্‌নার পূর্ব-পরিকল্পনা, যত্ন ও প্রস্তুতির পরিচয় সুস্পষ্ট! নানা সুবিধেজনক কোণে পরিচ্ছদের বাক্সগুলো কী সুন্দর, কী চমৎকার অঙ্গ-সজ্জার জিনিসপত্র আর কফি পাত্রগুলো, আর সকালবেলায় কী মনোরমভাবেই না ভারভারা পাভলভ্‌না নিজে হাতে কফি তৈরী করেছিল! সে-সময় পর্যবেক্ষণশীল হবার মনোভাব লাভরেৎস্কির ছিল না: গভীর আনন্দে তিনি ছিলেন ডুবে, আনন্দে যেন তাঁর নেশা ধরে গিয়েছিল; শিশুর মতো তিনি আত্মসমর্পণ করেছিলেন... বাস্তবিকই তিনি ছিলেন শিশুর মতোই সরল, এই তরুণ অ্যালসাইডস। আর তাঁর এই মনোহর তরুণী স্ত্রীটি কি আনন্দের প্রতিমূর্তি নয়; তার মধ্যে কি তীব্র ইন্দ্রিয়সুখের অবর্ণনীয় আনন্দের এক গুপ্ত সম্ভাবনা নেই? এই সম্ভাবনাকে সে অতিরিক্তভাবে পূরণ

* জার্মান ভাষায়—মেয়ের চমৎকার বর হয়েছে।

করেছিল। ভরা-গ্রীষ্মের মধ্যে লাভরিকিতে পৌঁছে সে দেখল যে বাড়িটা ঘুপচি আর অপরিষ্কার, ভৃত্যের দল পুরাতন-পন্থী আর হাস্যকর, কিন্তু সে ভাবল এ-বিষয়ে তার স্বামীর কাছে উল্লেখ করা সুবিবেচনার কাজ হবে না। যদি লাভরিকিতে বসবাস করতে সে মনস্থ করত, তাহলে সেখানকার সবকিছুকে সে বদলাত, শুরু করত অবশ্যই বাড়িটা থেকে। কিন্তু সেই পাণ্ডব-বর্জিত জায়গায় থাকবার কল্পনা মুহূর্তের জন্যও তার মনে স্থান পায় নি; এক ছাউনিতে থাকার মতো সেখানে সে রইল, সব রকম অসুবিধে সহ্য করে এবং সেই অসুবিধেগুলোকে খামখেয়ালীভাবে বিদ্রূপ করে। মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌না এলেন তাঁর ভূতপূর্ব আশ্রিতটিকে দেখতে; তাঁকে ভারভারা পাভলভ্‌নার খুব পছন্দ হল, কিন্তু তিনি ভারভারা পাভলভ্‌নাকে পছন্দ করলেন না। গ্লাফিরা পেত্রোভ্‌নার সঙ্গে নতুন কর্ত্রীর বনিবনাও হল না; গ্লাফিরাকে হয়তো সে শান্তিতে থাকতে দিত যদি বুড়ো করোবৃইন তাঁর জামাতার বিষয়-সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে ইচ্ছুক না হতেন। তিনি বলেছিলেন যে তাঁর জামাতার মতো এমন নিকট আত্মীয়ের জমিদারী দেখাশোনা করাটা এমন কি এক জেনারেলের পক্ষেও মর্যাদাহানিকর নয়। বোঝা যায় যে কোনো সম্পূর্ণ অনাত্মীয় ব্যক্তির সম্পত্তির দেখাশোনার কাজ নিতেও পাভেল পেত্রোভিচ গররাজী হতেন না। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ভারভারা পাভলভ্‌না আক্রমণকে পরিচালনা করল; পুরোভাগে নিজেকে প্রকাশ না করে, এবং আপাতদৃষ্টিতে মধুচন্দ্রিকার পরম সুখ, গ্রাম্য জীবনের প্রশান্ত আনন্দ, সঙ্গীত ও লেখাপড়ার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত থেকে ধীরে ধীরে গ্লাফিরাকে সে এমন ক্ষেপিয়ে তুলল যে এক সকালে শেষোক্তজন রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে লাভরেৎস্কির পড়ার ঘরে ঝড়ের মতো প্রবেশ করে তাঁর টেবিলের উপর চাবির থোপাটা ছুঁড়ে ফেলে জানাল যে সংসার চালাতে এবং সেখানে থাকতে সে পারবে না। এ-ধরনের ঘটনার সম্ভাবনার জন্য লাভরেৎস্কিকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল; সঙ্গে সঙ্গে তার গৃহত্যাগের কথায় তিনি রাজী হয়ে গেলেন। গ্লাফিরা পেত্রোভ্‌না এটা প্রত্যাশা করে নি। চোখ তার কালো হয়ে উঠল। বলল, 'ভালো কথা, আমার জায়গা দেখছি এখানে নেই! আমি জানি এখান থেকে, আমার সাতপুরুষের ভিটে থেকে কে আমাকে তাড়াচ্ছে। ভাইপো, আমার কথাটা শুধু শুনে রাখ্ — তুইও কোথাও কখনো কোনো আশ্রয় পাবি না, চিরকাল তোকে ভবঘুরের মতো কাটাতে হবে। এই তোকে বলে দিলাম।' সেই দিনই নিজের ছোটো গ্রাম্য বাড়িতে সে যাত্রা করল,

আর এক সপ্তাহ পরে জেনারেল করোব্‌ইন এলেন এবং চলনে-বলনে একটা সানন্দ বিষাদের ভাব করে সমস্ত জমিদারীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিজের হাতে তুলে নিলেন।

সেপ্টেম্বরে ভারভারা পাভলভ্‌না সেণ্ট পিটার্সবুর্গে তার স্বামীকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। সেণ্ট পিটার্সবুর্গের এক সুন্দর, খোলামেলা, সুসজ্জিত ফ্ল্যাটে দুটি শীত তাঁদের কাটে (গ্রীষ্মকালে তাঁরা যেতেন জারস্কয়ে সেলোতে থাকতে)। মধ্যবিত্ত এবং এমন কি সম্ভ্রান্ত সমাজের মধ্যে বহু লোকের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়, অনেকের বাড়িতে তাঁরা যান, বহু লোককে নিমন্ত্রণ করেন, এবং সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক মন-মাতানো গানের জলসা ও নাচের আসরের অনুষ্ঠান করেন। অগ্নিশিখা যেমন পতঙ্গকে আকর্ষণ করে, ভারভারা পাভলভ্‌না সেই-রকম অতিথিদের আকর্ষণ করত। এই-ধরনের উন্মত্ত জীবনযাত্রা ফিওদর ইভানিচের রুচিবিরুদ্ধ ছিল। তাঁর স্ত্রী উপদেশ দিল কোনো সরকারি চাকরি নিতে। তাঁর বাবার কথা বিবেচনা করে এবং নিজের ইচ্ছাবিরুদ্ধ বলে সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করতে তাঁর বিতৃষ্ণা হল, তবে ভারভারা পাভলভ্‌নার খাতিরে তিনি সেণ্ট পিটার্সবুর্গে রইলেন। কিন্তু অচিরেই তিনি টের পেলেন যে তাঁর নির্জনতাপ্রিয়তার পথে কেউই বাধা দেবে না; সেণ্ট পিটার্সবুর্গের মধ্যে তাঁর লেখাপড়া করার ঘরটা যে এতো শান্ত ও আয়েসী সেটা অকারণে নয়, তাঁর উৎসুক স্ত্রীও তাঁর নির্জনতায় সাহায্য করতে প্রস্তুত। অতএব এরপর থেকে সবকিছুই ভালোভাবে চলল। যেটাকে তিনি নিজের অসমাপ্ত শিক্ষা বলে মনে করতেন সে-বিষয়ে আবার তিনি আত্মনিয়োগ করলেন, আবার তিনি লেখাপড়া শুরু করলেন, এমন কি ইংরেজি শিখতে লাগলেন। তাঁর মজবুত চওড়া-কাঁধওলা শরীরটাকে সব সময় লেখার টেবিলের উপর ঝুঁকে থাকতে এবং তাঁর দাড়িভরা লালচে পুরন্ত মুখটাকে অভিধানের পৃষ্ঠা অথবা নোটবইয়ের পিছনে আধ-ঢাকা অবস্থায় দেখতে অদ্ভুত লাগত। সকালটা তিনি লেখাপড়া করে কাটাতেন, তারপর তিনি উত্তম মধ্যাহ্ন ভোজ করতেন (ভারভারা পাভলভ্‌না ছিলেন দক্ষ গৃহিণী) এবং সন্ধেয় তিনি প্রবেশ করতেন এক যাদুময়, সুগন্ধী, চোখ-ধাঁধানো জগতে যেখানে থাকত প্রফুল্ল তরুণ মুখের ভীড় — আর এই জগতের মধ্যমণি সর্বদাই হয়ে থাকত সেই অধ্যবসায়ী গৃহকর্ত্রী, তাঁর স্ত্রী। একটি সন্তান প্রসব করে সে তাঁকে খুশি করেছিল। কিন্তু ছেলেটি বেশী দিন বাঁচে নি; বসন্তকালে তার মৃত্যু হয়। গ্রীষ্মকালে ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে লাভরেৎস্কি তাঁর

স্ত্রীকে নিয়ে গেলেন বিদেশের এক স্বাস্থ্যকর জায়গায়। উক্ত দুর্ঘটনার পর তার চিত্তবিক্ষেপের প্রয়োজন ছিল এবং তার স্বাস্থ্যের জন্যও প্রয়োজন ছিল উষ্ণ আবহাওয়ার। গ্রীষ্ম ও শরৎ তাঁরা কাটালেন জার্মানি ও সুইজারল্যাণ্ডে, আর শীতকালে, যেমন আশা করা যায়, তাঁরা চলে এলেন প্যারিসে। প্যারিসে গোলাপের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল ভারভারা পাভলভ্না, এবং সেণ্ট পিটার্সবুর্গে যে-রকম অল্প সময় ও দক্ষতার সঙ্গে সে ছোট্ট এক বাসা বেঁধেছিল, এখানেও সে-রকম বাঁধল। এক নির্জন অথচ আধুনিক রাস্তায় সে খুব সুন্দর ফ্ল্যাট খুঁজে বার করল; তাঁর স্বামীর জন্য এমন এক ড্রেসিং গাউন করিয়ে দিল যে-রকমটি ইতিপূর্বে কখনো তিনি পরেন নি; নিযুক্ত করল এক পরিপাটী পরিচারিকা, নিপুণ পাচিকা আর চটপটে ভৃত্য; কিনল চমৎকার এক গাড়ি আর একটি অপূর্ব পিয়ানো। এক সপ্তাহের মধ্যে আসল ফরাসী মেয়েদের মতো রাস্তা পার হতে, শাল জড়াতে, ছাতা খুলতে এবং দস্তানা পরতে সে শুরু করল, এবং অল্প দিনের মধ্যে এক বন্ধু-চক্র গঠন করে ফেলল। প্রথমে শুধু রুশীরাই তার বাড়িতে আসত, তারপর দেখা দিল ফরাসীরা, ভারি শিষ্টাচারী, ভদ্র, অবিবাহিত তরুণের দল। তাদের আদব-কায়দা নিখুঁত আর নামগুলো শ্রুতিমধুর; তারা সবাই কথা বলত বেশী আর দ্রুতভাবে, সহজ ও সুন্দরভাবে ঝুঁকে করত অভিবাদন আর সুন্দরভাবে চোখ তুলে তাকাত; তাদের গোলাপী ঠোঁটের ভিতর দিয়ে সাদা দাঁতগুলো ঝকঝক করে উঠত — আর কী অপরূপই না ছিল তাদের হাসি! প্রত্যেকেই নিয়ে আসত তাদের বন্ধুদের। অল্প দিনের মধ্যেই Chaussée d'Antin থেকে Rue de Lille* পর্যন্ত la belle madame de Lavretzki** সুপরিচিত হয়ে পড়ল। সাংবাদিক ও ভাষ্যকারদের যে দলটা এখন মাটি খোঁড়া পিঁপড়ে-ঢিবির পিঁপড়ের মতো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, তা তখনকার দিনে (১৮৩৬ সালে) তখনো ডিম ফুটে বেরোয় নি। তাহলেও তখনই মঁসিয়ে জুল্স নামে এক ভদ্রলোক ভারভারা পাভলভ্নার বৈঠকখানায় দেখা দিলেন। তাঁর চেহারাটা বিতৃষ্ণার উদ্রেক করত এবং তাঁর খ্যাতিও ছিল জঘন্য ধরনের। ডুয়েলে মার খাওয়া সব লোকেদের মতোই তিনি ছিলেন উদ্ধত ও নীচ প্রকৃতির। মঁসিয়ে জুল্সকে ভারভারা পাভলভ্নার অত্যন্ত বিরক্তিজনক লাগত, কিন্তু তবু

* দ্য আঁতে' সড়ক থেকে লিল স্ট্রিট পর্যন্ত।

** ফরাসী ভাষায় — মনোহারিণী শ্রীমতী লাভরেৎস্কায়া।

তাঁকে সে আসতে দিত কারণ নানা সংবাদপত্রে তিনি লিখতেন এবং ক্রমাগত তার নাম উল্লেখ করতেন, কখনো তার নাম দিতেন Madame de L...tzki, কখনো Madame de.., cette grande dame russe si distinguée, qui demeure rue de P...;* বিশ্বসুদ্ধ সকলকে — কিংবা সঠিকভাবে বলতে গেলে Madame de L... tzki সম্বন্ধে যাদের বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছিল না এমন কয়েক শ' গ্রাহকের কাছে বর্ণনা করতেন, কী সুন্দরী ও লাবণ্যময়ী মহিলা সে, ফরাসী মহিলাদের মতো কী রকম তার বুদ্ধি (une vraie française par l'ésprit) — এর চেয়ে বেশী প্রশংসা ফরাসীরা জানে না — সঙ্গীতে তার কী আশ্চর্য জন্মগত দক্ষতা এবং কী সুন্দরভাবে সে ওয়াল্‌জ নাচতে পারে (বাস্তবিক, ভারভারা পাভলভ্‌না এমনভাবে ওয়াল্‌জ নাচত যে তার উড়ন্ত স্কার্টের প্রান্তদেশে সবাইকার হৃদয় প্রলুব্ধ হয়ে জমা হত)... এক কথায় তার খ্যাতি তিনি বিদেশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, এবং অবশ্যই সেটা বেশ সুখকর অনুভূতি। মাদমোয়জেল মার্‌স তখন রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন এবং মাদমোয়জেল র‍্যাশেল তখনো আত্মপ্রকাশ করেন নি; তা সত্ত্বেও ভারভারা পাভলভ্‌না নিয়মিত থিয়েটারে যেত। ইতালীয় সঙ্গীতে সে মুগ্ধ হত আর দুর্দশাগ্রস্ত অদ্রির অভিনয় দেখে হাসত, Comedie de Française দেখে মনোরম হাই তুলত এবং অতি-রোমান্টিক মেলোড্রামায় মাদাম দরভালের অভিনয় দেখে কেঁদে ফেলত; কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা — স্বয়ং লিস্ট তার বৈঠকখানায় দু'বার বাজিয়েছিলেন, আর কী মিষ্টি লোক — একেবারে অপূর্ব! এমনি ঘোরের মধ্যে শীতকাল শেষ হল, এবং তার শেষের দিকে ভারভারা পাভলভ্‌নাকে রাজদরবারে পর্যন্ত পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। ফিওদর ইভানিচেরও একঘেয়ে লাগে নি, যদিও মাঝেমাঝে তাঁর খুব মন খারাপ হয়ে যেত — সবকিছুই এতো অন্তঃসারশূন্য। খবরের কাগজ তিনি পড়তেন, Sorbonne ও Collège de France-তে তিনি বক্তৃতা শুনতেন, জাতীয় পরিষদের বাদানুবাদ তিনি অনুসরণ করতেন, পূর্তকার্য সম্বন্ধে একটি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের প্রবন্ধ তর্জমা করতে তিনি শুরু করলেন। ভাবলেন, 'যাক, সময় তো নষ্ট হচ্ছে না, উপকার হবে। কিন্তু পরের বছর যেমন করে পারি আমি রাশিয়ায় ফিরে যাব এবং কাজে লাগব।' এই কাজটা যে কী ধরনের হবে সে-বিষয়ে তাঁর কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল

* ফরাসী ভাষায় — এই সম্ভ্রান্ত মার্জিত যে রুশ মহিলাটি প... রাস্তায় বাস করেন।

কি না সে-কথা বলা কঠিন, এবং একমাত্র ঈশ্বরই জানেন, শীতকালে রাশিয়ায় ফিরতে তিনি কৃতকার্য হতেন কি না — আপাতত সস্ত্রীক তিনি বাডেন-বাডেনে যাত্রা করলেন... আর এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তাঁর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল।

১৬

একদিন ভারভারা পাভলভ্‌নার অনুপস্থিতিতে তার সাজবার ঘরে ঢুকে লাভরেৎস্কি সযত্নে ভাঁজ-করা এক টুকরো কাগজ মেঝেয় পড়ে থাকতে দেখলেন। যন্ত্রচালিতের মতো সেটাকে তিনি তুলে নিয়ে, যন্ত্রচালিতের মতো খুলে ফরাসী ভাষায় লেখা নিম্নোক্ত কথাগুলি তিনি পড়লেন:

'প্রিয় স্বর্গের দেবী বেৎসি! (তোমাকে Barbe বা ভারভারা নামে আমি ডাকতে পারি না)। বুলভারের কোণে তোমার জন্যে আমি ব্যর্থ অপেক্ষা করেছিলাম; কাল দুপুর দেড়টায় আমাদের ছোটো ঘরে এসো। তোমার অমায়িক মোটা স্বামীটি (ton gros bonhomme de mari) সে-সময় সাধারণত তার বই নিয়ে ব্যস্ত থাকে; আমরা আবার তোমাদের কবি পুশকিন-এর সেই গানটি গাইব (de votre poëte Pouskine) যেটা আমাকে তুমি শিখিয়েছিলে: 'বুড়ো বর, নিষ্ঠুর বর!' তোমার ছোট্ট হাতে ও পায়ে সহস্র চুম্বন। অপেক্ষায় রইলাম।

আর্নেস্ট'।

যা পড়লেন, তার তাৎপর্য তৎক্ষণাৎ লাভরেৎস্কি বুঝতে পারলেন না: দ্বিতীয় বার সেটা তিনি পড়লেন — তাঁর মাথা ঘুরতে শুরু করল, টলমলে জাহাজের ডেকের মতো পায়ের তলাকার মেঝেটা দুলতে লাগল। একই সঙ্গে আর্তনাদ করে, হাঁপিয়ে তিনি কাঁদতে লাগলেন।

একেবারে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গেল। অন্ধের মতো তিনি তাঁর স্ত্রীকে বিশ্বাস করে এসেছেন। ছলনা, প্রতারণার সম্ভাবনা কখনো তাঁর মনেই আসে নি। তাঁর স্ত্রীর প্রেমিক, এই আর্নেস্ট হল সোনালী চুলওলা প্রগল্‌ভ ধরনের তেইশ বছর বয়সের একটি যুবক, নাকটা তার খাঁদা, গোঁফটা সরু; তাঁর পরিচিত লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যহীন চেহারার। কয়েক মিনিট কেটে

গেল, কেটে গেল আধ-ঘণ্টা; তখনো সেই সাংঘাতিক চিঠিটাকে হাতের মুঠোয় মোচড়াতে মোচড়াতে শূন্য দৃষ্টিতে মেঝের দিকে তাকিয়ে লাভরেৎস্কি দাঁড়িয়ে রইলেন; ঝড়ের মতো ঘুরন্ত অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ফ্যাকাশে নানা মুখ যেন ভেসে উঠতে লাগল; বুকের ভিতরটা তাঁর যন্ত্রণাদায়কভাবে কুঁকড়ে উঠল; তাঁর মনে হল তিনি যেন এক অতল গহ্বরে পড়ছেন, পড়ছেন আর পড়ছেন... এর যেন আর কোন শেষ নেই। সিল্কের পরিচিত খসখসানিতে তাঁর চমক ভাঙল; শাল এবং টুপি পরে ভারভারা পাভলভ্না সবে বেড়িয়ে ফিরেছে। লাভরেৎস্কির সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল, ঘর থেকে তিনি দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন: তিনি অনুভব করলেন যে সেই মুহূর্তে নিজের স্ত্রীর প্রতিটি অঙ্গ তিনি ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলতে পারেন, পারেন চাষাভুষোর মতো তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলতে, পারেন নিজের হাতে তাকে গলা টিপে হত্যা করতে। ভারভারা পাভলভ্না বিস্মিত হয়ে তাঁকে থামাতে চেষ্টা করল; তিনি শুধু তাকে ফিসফিস করে বললেন: 'বেৎসি' — তারপর দৌড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন।

লাভরেৎস্কি গাড়ি নিয়ে চালককে বললেন তাঁকে সহরের বাইরে নিয়ে যেতে। বাকী দিনটা এবং সমস্ত রাত ধরে তিনি ঘুরে বেড়ালেন, বারবার থামতে লাগলেন তিনি, আর হতাশার ভঙ্গী করে হাতগুলো ছুঁড়তে লাগলেন উপর দিকে: কখনো তিনি পাগলের মতো ঘুরতে লাগলেন, কখনো অকস্মাৎ ব্যাপারটা তাঁর মজার বলে বোধ হল, এমন কি স্ফূর্তিই বোধ করলেন তিনি। সকালে ঠাণ্ডায় জমে সহরের বাইরেকার এক জঘন্য সরাইখানায় গিয়ে একলার জন্য একটা ঘর ভাড়া করলেন, তারপর জানালার সামনে একটা চেয়ারে রইলেন বসে। ক্রমাগত তাঁর হাই উঠতে লাগল। তিনি আর দাঁড়াতে পারলেন না, তাঁর শরীরের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি ক্লান্তি বোধ করলেন না। ক্লান্তি কিন্তু তাঁর কাছ থেকে মাশুল আদায় করে নিচ্ছিল: তিনি বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন, কিন্তু কিছুই হৃদয়ঙ্গম হল না; তিনি বুঝতে পারলেন না তাঁর কী হয়েছে, কেন তিনি একলা, কেন তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অসাড় ও আড়ষ্ট, কেন তাঁর মুখের স্বাদটা তিক্ত আর বুকের উপর যেন পাথরের ভার, কেন তিনি রয়েছেন এক অপরিচিত ফাঁকা ঘরে; তিনি বুঝতে পারলেন না কী কারণে সে—ভারিয়া, এই ফরাসী লোকটার কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে এবং কী করে সে, নিজেকে অসতী জেনেও ঠিক শান্ত, আগের মতোই আদর-কাড়া বিশ্বাসী ব্যবহার করতে পেরেছে! তাঁর শুকনো ঠোঁটগুলো থেকে এই

কথাগুলো ফিসফিস করে বেরিয়ে এল: 'আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না! কে নিশ্চয় করে বলতে পারে সেণ্ট পিটার্সবুর্গেও সে...' প্রশ্নটাকে তিনি শেষ না করে আবার হাই তুললেন, মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাঁর কাঁপতে লাগল। ভালো মন্দ সব স্মৃতিই তাঁকে সমানে ছিঁড়ে খাচ্ছিল; অকস্মাৎ তাঁর মনে পড়ল যে কয়েক দিন আগে তাঁর এবং আর্নেস্টের উপস্থিতিতে ভারিয়া পিয়ানোর সামনে বসে গেয়েছিল: 'বুড়ো বর, নিষ্ঠুর বর!' তার মুখের ভাবটা তাঁর মনে পড়ল, মনে পড়ল তার চোখের অদ্ভুত চমক আর তার আরক্ত গালদুটো — তিনি লাফিয়ে উঠলেন। তাঁর ইচ্ছে হল তাদের দুজনের কাছে গিয়ে বলেন: 'আমাকে নিয়ে আপনাদের ঠাট্টা করা উচিত হয় নি। আমার প্রপিতামহ চাষীদের বুকে দড়ি বেঁধে ঝোলাতেন আর আমার পিতামহ ছিলেন স্বয়ং চাষী,' — আর তারপর তাদের দুজনকেই খুন করেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল এ-ব্যাপারটা সবটাই স্বপ্ন, না, এমন কি স্বপ্নও নয়, একটা ঝিম — শুধু নিজেকে ঝাঁকিয়ে চারিদিকে চাওয়া তাঁর দরকার... তিনি চারিদিকে তাকাতে লাগলেন, আর বাজপাখি যেমন তার শিকারের উপর নখ বিঁধিয়ে দেয়, সেই-রকম অসহ্য যন্ত্রণা তাঁর মনের মধ্যে গভীর থেকে গভীরতর হয়ে জেগে উঠতে লাগল। এবং সর্বোপরি, লাভরেৎস্কি আশা করছিলেন যে কয়েক মাসের মধ্যে তিনি পিতা হবেন... অতীত, ভবিষ্যৎ, তাঁর সমস্ত জীবন বিষাক্ত হয়ে উঠল। অবশেষে তিনি প্যারিসে ফিরলেন, এক হোটেলে এক ঘর ভাড়া করলেন এবং ভারভারা পাভলভ্‌নাকে লেখা মিঃ আর্নেস্টের চিঠিটা তাকে পাঠিয়ে দিলেন নিম্নোক্ত চিঠির সঙ্গে:

'এতৎসহ প্রেরিত পত্রেই সব বুঝবেন। প্রসঙ্গত বলি, আপনাকে আমি চিনতে পারি নি: আপনি সর্বদাই অমন সাবধানী অথচ এ-ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাগজ ফেলে গেলেন কী করে আশ্চর্য।' (বেচারা লাভরেৎস্কি অনেক ঘণ্টা ধরে মনে মনে এই কথাগুলো ভেবেছিলেন এবং বারবার আওড়েছিলেন।) 'আপনার সঙ্গে আর আমি সাক্ষাৎ করতে পারব না; আশা করি আপনিও আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইবেন না। আপনার জন্যে আমি বাৎসরিক পনের হাজার ফ্রাঙ্ক ভাতার ব্যবস্থা করছি — এর চেয়ে বেশী আমি দিতে অক্ষম। আমার গ্রামের কাছারি বাড়িতে আপনার ঠিকানা পাঠাবেন। যা ইচ্ছে তা-ই করুন; যেখানে ইচ্ছে থাকুন। আপনার সুখ কামনা করি। উত্তর দেবার প্রয়োজন নেই।'

লাভরেৎস্কি লিখেছিলেন যে তাঁর উত্তরের প্রয়োজন নেই... কিন্তু উত্তরের জন্য তিনি ব্যগ্র হয়ে আশা করে রইলেন, এই অচিন্তনীয়, এই দুর্বোধ্য ব্যাপারের ব্যাখ্যা তিনি জানতে চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারভারা পাভলভ্‌না ফরাসী ভাষায় তাঁকে একটি দীর্ঘ পত্র লিখল। এটাই হল চরম আঘাত; তাঁর শেষ সন্দেহও দূর হল — এবং তিনি যেকিছু সন্দেহ পোষণ করেছিলেন তার জন্য তিনি লজ্জিত বোধ করলেন। ভারভারা পাভলভ্‌না আত্ম-সমর্থন করে নি: সে শুধু চেয়েছিল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, সে মিনতি করেছিল যাতে তিনি তাঁর অপরিবর্তনীয় রায় দান না করেন। কোথাও কোথাও চোখের জলের চিহ্ন থাকলেও চিঠিটা নিরুত্তাপ ও বিড়ম্বিত ধরনের। তিক্ত হেসে লাভরেৎস্কি বার্তাবহকে বললেন যে সবকিছু ঠিক আছে। তিন দিন পরে তিনি প্যারিস ত্যাগ করলেন: কিন্তু রাশিয়ায় না গিয়ে তিনি গেলেন ইতালিতে; কেন যে তিনি ইতালিকে বেছেছিলেন সে-কথা নিজেই তিনি জানতেন না; মোট কথা কোথাও একটা গেলেই হল — সেটা নিজের বাড়ি না হলেই হয়। তাঁর স্ত্রীর ভাতার কথা নিজের গোমস্তাকে তিনি জানালেন, সেই সঙ্গে তাকে আদেশ দিলেন, হিসেব-নিকেশ করার জন্য অপেক্ষা না করে জেনারেল করোবইনের হাত থেকে জমিদারীর সবকিছু ভার সে যেন সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে নেয় এবং লাভরিকি থেকে হুজুরের যাত্রার যেন ব্যবস্থা করে। মনে মনে তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন, উৎখাত জেনারেলের নৈরাশ্য আর তাঁর হতবুদ্ধি অথচ মর্যাদাব্যঞ্জক ভাবটা, এবং নিজের দুঃখের মধ্যেও তিনি এক ধরনের বিদ্বেষমূলক তৃপ্তি উপলব্ধি করলেন। সেই সঙ্গে তিনি গ্লাফিরা পেত্রোভ্‌নাকে লিখলেন সে যেন লাভরিকিতে যায়; তার নামে এক ওকালতনামা পাঠালেন। গ্লাফিরা পেত্রোভ্‌না কিন্তু লাভরিকিতে ফিরল না এবং সংবাদপত্রে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল যে উক্ত ওকালতনামা বাতিল হয়ে গেছে; এটা তার করার কোনো দরকার ছিল না। ছোটো এক ইতালীয় সহরে লুকিয়ে থাকলেও তাঁর স্ত্রীর গতিবিধির ওপর দীর্ঘ দিন নজর না রেখে তিনি পারেন নি। সংবাদপত্র থেকে তিনি জানতে পারলেন যে তার পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁর স্ত্রী প্যারিস থেকে বাডেন-বাডেনে গেছে; অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের বন্ধু মঁসিয়ে জুল্‌সের স্বাক্ষরে তার নাম এক অনুচ্ছেদে প্রকাশিত হয়। লেখকের স্বভাবসুলভ বাচাল লিখন-পদ্ধতির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ এক সমবেদনার ভাব ছিল। উক্ত অনুচ্ছেদটি পড়ার পর ফিওদর ইভানিচের মন গভীর বিতৃষ্ণায় ভরে যায়। পরে তিনি শুনেছিলেন যে তাঁর একটি কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। দু'মাস পরে

তাঁর গোমস্তা তাঁকে জানাল যে ভারভারা পাভলভ্‌না তার বাৎসরিক ভাতার প্রথম তৃতীয়াংশ গ্রহণ করেছে। তারপর ক্রমশ খারাপ খারাপ গুজব শোনা যেতে লাগল; সেটা শেষ হল এক হাস্যকর বিয়োগান্তক গল্পে। বিদেশের সমস্ত সংবাদপত্রে তা বড় বড় হরফে ছাপা হল, সেই কাহিনীর মধ্যে তাঁর স্ত্রী এক অলোভনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সবকিছুই এবার শেষ হয়ে গেল: 'বিখ্যাত' হয়ে উঠল ভারভারা পাভলভ্‌না।

তার গতিবিধি লাভরেৎস্কি আর অনুসরণ করলেন না, কিন্তু বহুকাল ধরে তিনি সামলে উঠতে পারলেন না। মাঝেমাঝে স্ত্রীর জন্য তাঁর এমন মন কেমন করত যে তাঁর ইচ্ছে হত শুধু আর একবার তার সোহাগী কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে নিজের হাতের মধ্যে তার হাতের ছোঁয়া অনুভব করতে পারলে সবকিছু তিনি দিয়ে দিতে পারেন, এমন কি ক্ষমাও করতে পারেন তাকে। তবে সময়ের প্রলেপ বৃথা যায় নি। জন্মগতভাবেই মর্মপীড়া অনুভব করা তাঁর স্বভাব নয়; তাঁর অটুট স্বাস্থ্যের জয় হল। তাঁর চোখ খুলে গেল: এমন কি, যে আঘাত তিনি সহ্য করেছিলেন সেটাকে অত অপ্রত্যাশিত বলে মনে হল না; তাঁর স্ত্রীকে তিনি বুঝতে পারলেন — যারা আমাদের নিকটজন তাদের আমরা সত্যিকারের বুঝতে পারি যখন তাদের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ হয়। আর একবার তিনি লেখাপড়া এবং কাজ শুরু করতে পারতেন, যদিও আগেকার মতো উৎসাহের সঙ্গে নয়: তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা এবং বাল্যবয়সের শিক্ষার জন্য যে-সন্দেহবাদ জন্মেছিল তাঁর হৃদয়ে সেটা বাসা বাঁধল চিরকালের জন্য। তাঁর পারিপার্শ্বিক সবকিছু সম্বন্ধে তিনি উদাসীন হয়ে উঠলেন। চার বছর কেটে যাবার পর অবশেষে দেশে ফেরার এবং আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করার শক্তি তিনি অনুভব করলেন। সেণ্ট পিটার্সবুর্গ কিংবা মস্কোতে না থেমে তিনি এলেন ও... সহরে, যেখানে তাঁকে আমরা রেখে এসেছিলাম, এবং যেখানে আমরা এখন আমাদের অনুরাগী পাঠককে আমাদের সঙ্গে ফিরে যেতে অনুরোধ করব...

১৭

পরের দিন সকাল প্রায় দশটায় কালিতিনদের বাড়ির গাড়ি-বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে লাভরেৎস্কিকে উঠতে দেখা গেল। তাঁর সঙ্গে লিজার দেখা হল। টুপি এবং দস্তানা পরে সে বেরিয়ে আসছিল।

তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় চললেন?'
'উপাসনায়। আজ রবিবার।'
'আপনি গির্জেয় যান?'
অবাক হয়ে কথা না বলে লিজা তাঁর দিকে তাকাল।
লাভরেৎস্কি বললেন, 'আমায় ক্ষমা করুন। আমি... ও-কথা বলতে চাই নি। আপনাদের কাছে বিদায় নিতে এসেছি। এক ঘণ্টার মধ্যে আমি গ্রামে যাত্রা করব।'
লিজা প্রশ্ন করল, 'জায়গাটা বেশী দূর নয়, তাই না?'
'প্রায় পঁচিশ ভার্স্ট।'
এক পরিচারিকার সঙ্গে লেনোচ্‌কা বেরিয়ে এল।
সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে লিজা বলল, 'দেখবেন, আমাদের ভুলে যাবেন না যেন।'
'আমাকেও ভুলে যাবেন না। হ্যাঁ, ভালো কথা,' তিনি বললেন, 'আপনি যখন গির্জেয় চলেছেন — তখন সেই সঙ্গে আমার জন্যেও একটু প্রার্থনা করবেন।'
লিজা থেমে তাঁর দিকে ফিরল।
সরাসরি তাঁর দিকে তাকিয়ে সে উত্তর দিল, 'যদি বলেন তাহলে আপনার জন্যেও প্রার্থনা করব। লেনোচ্‌কা, চল যাই।'
বৈঠকখানায় লাভরেৎস্কি মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌নাকে একলা বসে থাকতে দেখলেন। তাঁর দেহ থেকে ওডিকলোন আর পুদিনা পাতার গন্ধ নিঃসৃত হচ্ছিল। তিনি বললেন যে তাঁর মাথা ধরেছে আর রাত্রে ভালো ঘুম হয় নি। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ ক্লান্ত সৌজন্যের সঙ্গে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। একটু একটু করে কথা শুরু হল।
'ভ্লাদিমির নিকোলাইচ কী চমৎকার ছেলে, তাই না?' তিনি তাঁকে প্রশ্ন করলেন।
'ভ্লাদিমির নিকোলাইচটা কে?'
'কেন, পানশিন, গতকাল যিনি এখানে ছিলেন। আপনাকে ওঁর ভয়ানক ভালো লেগেছে; আপনাকে চুপিচুপি বলি, mon cher cousin* , আমার লিজার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। ভালো বংশের ছেলে, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, চালাক,

* ফরাসী ভাষায়—প্রিয় ভাই।

আর কাম্মেরজ্ঙ্কারও, আর এটাই যদি ভগবানের ইচ্ছে হয়... তাহলে মা হিসেবে আমি বলতে পারি যে আমি খুব খুশি হব। অবশ্য এটা দারুণ দায়িত্বের ব্যাপার; কিন্তু ছেলেমেয়েদের আনন্দ তাদের বাপ-মা-র ওপর নির্ভর করে জানেন তো, এ-কথাটা না মেনে উপায় নেই: এখানে এতোগুলো বছর ধরে আমি একেবারে একলা আছি, নিজেকেই সবকিছু করতে হয়; আমি না করলে ছেলেমেয়েদের মানুষ করল কে, শিক্ষা দিল কে? এমন কি এখনো আমি এক ফরাসী শিক্ষয়িত্রী রেখেছি...'

মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না তাঁর যত্ন, দুর্ভাবনা এবং মাতৃসুলভ দরদের বিবরণ দিতে লাগলেন। হাতের মধ্যে টুপিটা মোচড়াতে মোচড়াতে লাভরেৎস্কি নিঃশব্দে শুনে চললেন। তাঁর নিরুত্তাপ ভারাক্রান্ত দৃষ্টিতে বাচাল মহিলাটি অস্বস্তি পেলেন।

প্রশ্ন করলেন, 'আর লিজাকে আপনার কেমন লাগে?'

'লিজাভেতা মিখাইলভ্না ভারি সুন্দর মেয়ে।' এই বলে লাভরেৎস্কি উঠে, বিদায় নিয়ে চলে গেলেন মার্ফা তিমোফেয়েভ্নার সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর অপসৃয়মাণ চেহারাটার দিকে বিতৃষ্ণার সঙ্গে মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না তাকিয়ে থেকে ভাবলেন: 'কী চাষাড়ে ধরনের লোক, বাস্তবিকই চাষা। এখন আমি বুঝতে পারছি কেন ওর বউ সতী হয়ে থাকতে পারে নি।'

নিজের পরিষদবর্গে পরিবৃত হয়ে মার্ফা তিমোফেয়েভ্না নিজের ঘরে বসেছিলেন। সংখ্যায় তারা পাঁচজন আর প্রত্যেকেই তাঁর সমান প্রিয়: এক তালিম পাওয়া পেটমোটা বুলফিঞ্চ — শিস্ দেওয়া আর জল-ছিটনো বন্ধ করার পর থেকে তিনি সেটাকে ভালোবাসতেন, রস্কা নামে একটা ভয়ে জড়সড় ছোটো কুকুর; মাত্রোস নামে একটা বদমেজাজী বেড়াল, শুরোচ্কা নামে শ্যামলা রঙ, বড় বড় চোখ, ছোট্ট টিকলো নাক, ছটফটে ন'বছরের একটি মেয়ে; এবং সাদা টুপি, কালো রঙের পোষাকের উপর বাদামী রঙের খাটো জ্যাকেট-পরা নাস্তাসিয়া কারপভ্না ওগার্কভা নামে বছর পঞ্চান্ন'র একটি বয়স্কা মহিলা। শুরোচ্কা গরীব বংশের মেয়ে, অনাথা। রস্কার মতোই দয়া করে মার্ফা তিমোফেয়েভ্না তাকে গ্রহণ করেছিলেন: এই শিশুটি আর কুকুরটি, দুজনকেই তিনি পথ থেকে পেয়েছিলেন; দুজনেই ছিল রোগা আর ক্ষুধার্ত, শরৎকালের বৃষ্টিতে দুজনেই ভিজে গিয়েছিল। রস্কার খোঁজ কেউ করে নি আর শুরোচ্কাকে তার খুড়ো, মাতাল এক মুচি, খুশি হয়েই দিয়ে

দিয়েছিল। এই খুড়োর নিজেরই যথেষ্ট খাবার ছিল না, খাওয়ানোর বদলে তার ভাইঝিকে সে কুঁদো দিয়ে মারত। এক মঠে প্রার্থনা করতে গিয়ে নাস্তাসিয়া কারপভ্‌নার সঙ্গে মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌নার পরিচয়; তিনি নিজেই গির্জার মধ্যে তার দিকে এগিয়ে যান (মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌নার কথায় ভারি মিষ্টি করে তিনি প্রার্থনা করছিলেন দেখে তাঁর ভালো লেগে যায়), তাঁর সঙ্গে তিনি গল্প করেন এবং তাঁকে তিনি চা-পানের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। তারপর থেকে তিনি তাঁর সঙ্গ ছাড়েন নি। নাস্তাসিয়া কারপভ্‌না ছিলেন ভারি হাসিখুশি আর শান্ত স্বভাবের, নিঃসন্তান বিধবা এবং দরিদ্র ভদ্রঘরের মেয়ে; তাঁর গোল মাথাটা পাকা চুলে ভরা, হাতগুলো নরম আর ফরসা, মুখের ভাব কোমল, বড়ো-সড়ো গড়ন আর মজার দেখতে একটা খাঁদা নাক; মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌নার উপর তাঁর ছিল অসীম শ্রদ্ধা। তাঁকে মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌না খুব ভালোবাসতেন; তাঁর কোমল হৃদয়ের জন্য তাঁকে তিনি ঠাট্টা করে বলতেন যুবকদের সম্পর্কে তাঁর দুর্বলতা আছে। অতিশয় নির্দোষ ঠাট্টায় তিনি বাচ্চা মেয়ের মতো আরক্ত হয়ে উঠতেন। তাঁর সমস্ত মূলধন মিলিয়ে ছিল ১২০০ রুব্‌ল; মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌নার খরচে তিনি থাকতেন, কিন্তু তিনি থাকতেন তাঁর সঙ্গে সমানে সমান হয়ে — কোনো রকমের দাসীর মতো আচরণ মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌না বরদাস্ত করতেন না।

লাভরেৎস্কিকে দেখেই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে ফেদিয়া যে! গত রাত্রে আমার পরিবারের সবাইকে তুই দেখিস নি -- এইখানে আমরা সবাই জড় হয়েছি চা পান করতে; এটা আমাদের ছুটির দিনের দ্বিতীয়বারের চা। তুই সবাইকার পিঠ চাপড়াতে পারিস। শুধু শুরোচ্‌কা তোকে দেবে না, আর বেড়ালটা আঁচড়াবে। তুই কি আজ চলে যাবি?'

'হ্যাঁ।' লাভরেৎস্কি একটা নীচু টুলে বসলেন। 'ইতিমধ্যে মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌নার কাছে আমি বিদায় নিয়েছি। লিজাভেতা মিখাইলভ্‌নার সঙ্গেও আমার দেখা হয়েছে।'

'ওকে লিজা বলে ডাকিস বাছা। কবে থেকে তোর কাছে ও মিখাইলভ্‌না হল! ছটফট করিস না, নইলে শুরোচ্‌কার টুলটা ভেঙে যাবে।'

লাভরেৎস্কি বলে চললেন, 'গির্জেয় যাচ্ছিল। আমি জানতাম না, কবে থেকে সে অমন ধার্মিক হয়েছে।'

'হ্যাঁ, ফেদিয়া, ও ভারি ধার্মিক। তোর আর আমার চেয়েও বেশী, ফেদিয়া।'

'আপনি কি তাহলে ধার্মিক নন?' নাস্তাসিয়া কারপভ্‌না অস্পষ্ট স্বরে

বলে উঠলেন। 'সকালের উপাসনায় আপনি যান নি, কিন্তু সন্ধ্যার উপাসনায় তো যাবেন।'

'না; তুমি একলা যাবে — আমি কুঁড়ে হয়ে পড়েছি,' মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌না উত্তর দিলেন। 'আমি চায়ে বড্ড বেশী মন দিয়েছি।' নাস্তাসিয়া কারপভ্‌নার সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি 'তুমি' বলে বলতেন, যদিও তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করতেন সমানে সমান — হাজার হলেও পেস্তোভ্‌দের পরিবারের তিনি একজন। ভয়ংকর ইভানের* কুলপঞ্জীর খাতায় তিনজন পেস্তোভের উল্লেখ আছে; মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌না তা জানতেন।

লাভরেৎস্কি আবার বলতে শুরু করলেন, 'আমি জিগ্‌গেস করতে চাইছিলাম, মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না এইমাত্র বলছিলেন... তাঁর কথা... সেই যে কী বলে? — পানশিন। কী ধরনের লোক তিনি?'

মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌না বিড়বিড় করে বললেন, 'হা ভগবান, ও মেয়েটা কী বাজে বকতেই না পারে! বোধ হয় তোকে সে চুপিচুপি বলছিল, কী সুন্দর পাত্রকে সে ধরে ফেলেছে। এ-সব কথা ঐ পুরুতের ব্যাটার কাছে গুজগুজ করেই যদি বা থামত; তা নয়, তাতে ওর মন ওঠে না। এখনো ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কিছুই ঘটে নি! আর উনি ওদিকে সবাইকে বলে বেড়াচ্ছেন।'

লাভরেৎস্কি প্রশ্ন করলেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কেন?'

'কারণ ঐ চমৎকার ছেলেটাকে আমার পছন্দ নয়। আর শুনি, খুশি হবারই বা আছে কী?'

'তাঁকে আপনার পছন্দ হয় না?'

'না, হয় না। সবাইকে সে মুগ্ধ করতে পারে না। এখানে নাস্তাসিয়া কারপভ্‌না যে তার প্রেমে পড়েছে সেটাই যথেষ্ট।'

বেচারা বিধবা ভয়-বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

'কী করে আপনি ও-কথা বলতে পারলেন, মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌না, আপনার কি ঈশ্বরে ভয় নেই!' তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, তাঁর মুখ আর গলা আরক্ত হয়ে উঠল।

মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌না বাধা দিয়ে উঠলেন, 'শয়তানটা জানে বটে কী করে মেয়েদের হৃদয় জয় করতে হয়, একে সে একটা নস্যির ডিবে উপহার দিয়েছে। ফেদিয়া, এক টিপ নস্যি চেয়ে দেখ, দেখবি জিনিসটা কী সুন্দর: ঢাকনির

ভয়ংকর ইভান — রুশ জার।

ওপর এক ঘোড়সওয়ারের ছবি। এখন আর বাছা নিজেকে ঢাকতে চেষ্টা কোরো না।'

হতাশার ভঙ্গীতে নাস্তাসিয়া কারপভ্‌না শ্‌ধ্‌ হাত ওলটালেন।

লাভরেৎস্কি প্রশ্ন করলেন, 'লিজার কী মত? সে কি তাঁকে পছন্দ করে?'

'আমার মনে হয় পছন্দ করে — কিন্তু কেবল ঈশ্বরই তাকে জানেন! জানিস তো, অন্যের হৃদয় হল অন্ধকার বনের মতো, বিশেষ করে মেয়ের। যেমন ধর শ্‌রোচ্‌কার হৃদয়টা — সেটাকে ব্‌ঝতে চেষ্টা করে দেখ! তুই আসার পর থেকে বাইরে না গিয়ে কেন সে নিজেকে ল্‌কিয়ে রেখেছে?'

শ্‌রোচ্‌কা হাসি চেপে ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। লাভরেৎস্কি উঠে পড়লেন।

ধীরে ধীরে লাভরেৎস্কি বললেন, 'হ্যাঁ, মেয়েদের মন হেঁয়ালি।' তারপর বিদায় নিতে শ্‌র্‌ করলেন।

'ভালো কথা, শীর্গাগরই তোর দেখা পাব কি?' মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌না প্রশ্ন করলেন।

'খ্‌ব সম্ভব, পিসী; আপনি তো জানেন এখান থেকে জায়গাটা দ্‌র নয়।'

'ওহো, নিশ্চয়ই তুই ভাসিলিয়েভ্‌স্কয়েতে যাচ্ছিস। লাভরিকিতে তুই থাকতে চাস না — যাক, তোর যা খ্‌শি; শ্‌ধ্‌ মনে রাখিস, সেখানে যখন যাবি তখন যেন তোর মা আর তোর ঠাকুমার কবরেও প্রণাম করতে যাস। সম্ভবত বিদেশ থেকে নানা জ্ঞান তুই পেয়েছিস, কিন্তু কে জানে, তাঁরা হয়তো কবরের ভেতর থেকে ব্‌ঝতে পারবেন যে তুই তাঁদের কাছে এসেছিস। আর গ্লাফিরা পেত্রোভ্‌নার জন্যে উপাসনা করাতে যেন ভুলিস না, ফেদিয়া; এই নে তার জন্যে এক র্‌ব্‌ল। আপত্তি করিস না, নে। আমিই চাইছি ওই উপাসনা করাতে। যখন সে বেঁচেছিল তখন তাকে আমি বিশেষ ভালোবাসতাম না; কিন্তু এ-কথাটা মানতেই হবে যে ওই মেয়েটি ছিল স্বাধীন প্রকৃতির। সে ছিল খ্‌ব চালাক; আর তোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে নি। ভালো কথা, ঈশ্বর তোর সহায় হোন, নইলে আরো খানিক যদি থাকিস, তাহলে তোকে হয়তো আমি বিরক্ত করে তুলব।'

মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌না তাঁর ভাইপোকে আলিঙ্গন করলেন।

'আব দ্‌র্ভাবনা করিস না, লিজা পানশিনকে বিয়ে করবে না; অমন বরের জন্যে সে জন্মায় নি।'

'আমি একটুও দ্‌র্ভাবনা করছি না,' বলে লাভরেৎস্কি বিদায় নিলেন।

১৮

চার ঘণ্টা পরে তিনি চললেন তাঁর গ্রামে। নরম গ্রাম্য পথ ধরে তাঁর তারান্‌তাস* দ্রুতবেগে ছুটতে লাগল। গত পনেরো দিন ধরে বৃষ্টি হয় নি; পাতলা সাদা কুয়াশা বাতাসে ভর দিয়ে দূরের অরণ্যকে আড়াল করেছে; সেখান থেকে ভেসে আসছে একটা পোড়া গন্ধ। ফিকে নীল আকাশ দিয়ে অনেক কালো কালো ছেঁড়া ছেঁড়া অস্পষ্ট কিনারওলা মেঘ ধীরে ধীরে ভেসে চলেছে; বেশ জোরোলো শুকনো বাতাস বইছে, তাতে তাপ কমছে না। কুশনে মাথা রেখে বুকের উপর হাতদুটো ভাঁজ করে লাভরেৎস্কি লক্ষ্য করছিলেন তাঁর সামনেকার হাত-পাখার মতো বিছানো মাঠগুলোকে দ্রুত চলে যেতে, ধীরে ধীরে চলে যেতে উইলো ঝোপগুলোকে, চলন্ত গাড়ির দিকে বিষণ্ণ ও সন্দিগ্ধভাবে চেয়ে-থাকা বোকা দাঁড়কাকগুলোকে, ওয়ার্মউড, আর পাহাড়ী অ্যাশ গাছে ঘেরা টুকরো টুকরো মাঠগুলোকে; আর উর্বর স্তেপের এই তাজা পরিপূর্ণ নগ্নতা, সবুজ ঘাস, দীর্ঘ ঢালু জমি, ওক ঝোপ-ভরা নালা, ধূসর ছোটো ছোটো গ্রাম, শীর্ণ বার্চ গাছ, বহুকাল না-দেখা এই সব রুশ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে তাঁর মনে এমন আবেগ জেগে উঠল, একাধারে যেটা মধুর ও করুণ; তাঁর হৃদয়ের গ্রন্থিগুলোয় মৃদু টান পড়ল। ধীরে ধীরে তাঁর ভাবনাগুলো ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে শুরু করল; মেঘগুলোর মতোই সেগুলো অনুজ্জ্বল আর অস্পষ্ট, তাদেরই মতো যেন আকাশে ইতস্তত ভেসে বেড়াচ্ছে। মনে পড়ল ছেলেবেলার কথা, মা-র কথা। মনে পড়ল তাঁর মায়ের মৃত্যুর সময়কার দৃশ্যটা — কীভাবে তাঁকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কীভাবে বুকের মধ্যে তাঁর মাথাটাকে তিনি চেপে ধরে তাঁর জন্য বিলাপ করতে শুরু করেছিলেন, তারপর গ্লাফিরা পেত্রোভ্‌নার দিকে তাকিয়ে কীভাবে করেছিলেন আত্মসংবরণ। বাবার কথা তাঁর মনে পড়ল: প্রথম দিকে ফুর্তিবাজ, সর্বদা খুঁতখুঁতে, গম্ভীর গলা, তারপর অন্ধ, করুণ, উস্কোখুস্কো পাকা দাড়ি; তাঁর মনে পড়ল, কীভাবে একদিন দুপুরের আহারের সময় বেশী মদ্যপান করে ন্যাপকিনের উপর ঝোল ফেলে অকস্মাৎ হাসতে হাসতে তাঁর অন্ধ চোখগুলো পিটপিট করে, মুখ লাল করে, তাঁর নানা নারী-হৃদয় জয় করার কাহিনী বলতে তিনি শুরু করেছিলেন; ভারভারা পাভলভ্‌নার কথা মনে পড়ল তাঁর

* তারান্‌তাস — রুশ দেশের গাড়ি।

আর হঠাৎ একটা মুহূর্তের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রণার মোচড়ে যেমন চোখ ঝাপসা হয়ে আসে তেমনি চোখ ঝাপসা হয়ে এল তাঁর; মাথা ঝাঁকালেন তিনি। তারপর তিনি লিজার কথা ভাবতে লাগলেন।

ভাবতে লাগলেন, 'এই নতুন মেয়েটি সবে সংসারে প্রবেশ করতে চলেছে। চমৎকার মেয়ে। কে জানে এর কপালে কী আছে? তাকে দেখতেও সুন্দর। মুখটা তার ফরসা আর তাজা, ঠোঁট আর চোখগুলো কী রকম গম্ভীর আর চাউনিটা সরল আর নিষ্পাপ। দুঃখের বিষয় কেমন যেন উৎসাহে ডগমগ। তার গড়নটা সুন্দর, ভারি লঘু পায়ে সে হাঁটে, তার কণ্ঠস্বর কোমল। আমার বিশেষ করে ভালো লাগে যেভাবে সে হঠাৎ থেমে, না হেসে মন দিয়ে শোনে, তারপর চিন্তান্বিত হয়ে চুলগুলো পিছন দিকে ঝাঁকায়। আমারও মনে হয় না পানশিন তার উপযুক্ত। কিন্তু তার দোষটা কী? তাছাড়া কী নিয়ে আমি দিবাস্বপ্ন দেখছি? সবাই যে-পথে যায় সে-ও সেই পথে যাবে। বরঞ্চ খানিক ঘুমনো ভালো।' লাভরেৎস্কি চোখ বুজলেন।

তিনি ঘুমুতে পারলেন না, সামান্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঢুলতে লাগলেন। অতীতের স্মৃতি ধীরে ধীরে মনে পড়ে অন্যান্য স্মৃতির সঙ্গে মিশে তাঁর হৃদয়কে আচ্ছন্ন করল। এক দুর্বোধ্য কারণে লাভরেৎস্কি রবার্ট পিলের কথা ভাবতে লাগলেন... ফরাসী ইতিহাস... তিনি জেনারেল হলে কী করে তিনি যুদ্ধে জিততেন — এমন কি তাঁর মনে হল যে তিনি যেন গোলাগুলির শব্দ এবং চেঁচানি শুনতে পাচ্ছেন... তাঁর মাথাটা ঝুলে পড়ল, তিনি চোখ মেললেন... সেই একই মাঠ, সেই একই স্তেপের দৃশ্য; বাইরের দিকের ঘোড়াদুটোর ক্ষয়ে-যাওয়া নালগুলো ধুলোর কুণ্ডলির মধ্যে দিয়ে পর্যায়ক্রমে চকমক করছে; কোচোয়ানের লাল বগল-পটিওলা হলদে কোর্তাটা বাতাসে ফুলে উঠছে... 'ভালোই হল ঘরে ফিরছি!' কথাটা হঠাৎ লাভরেৎস্কির মনে পড়ল। ঘোড়াগুলোকে উদ্দেশ্য করে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'জলদি চল!' — ক্লোকটা তিনি জড়িয়ে নিলেন, আর নড়েচড়ে গদি ঘেঁষে বসলেন। গাড়িটা ঝাঁকানি দিল: লাভরেৎস্কি সোজা হয়ে বসে চোখ খুললেন। তাঁর সামনের ছোটো পাহাড়ের উপর ছোট্ট একটি গ্রাম; ডান দিকে সামান্য দূরে দেখা যায় ছোট্ট বাঁকা অলিন্দ আর বন্ধ জানালাওলা জরাজীর্ণ চেহারার এক জমিদার-বাড়ি; ফটক থেকে চওড়া উঠোন পর্যন্ত বিছুটির আগাছায় ঢেকে গেছে, সেগুলো শণের মতো সবুজ আর ঘন; ওক কাঠের

তৈরী এবং তখনো বেশ মজবুত একটা গোলাও সেখানে রয়েছে। এটাই ভাসিলিয়েভ্স্কয়ে।

কোচোয়ান ফটকের কাছে গাড়িটা নিয়ে এল; লাভরেৎস্কির চাপরাশি চালকের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে লাফিয়ে পড়ার ভঙ্গী করে চেঁচিয়ে উঠল, 'এই!' একটা কর্কশ চাপা ঘেউ-ঘেউ শোনা গেল, কিন্তু কাউকে, এমন কি একটা কুকুরকেও দেখা গেল না; লাফাবার জন্য চাপরাশি আবার দাঁড়িয়ে উঠে চীৎকার করে উঠল, 'এই!' অস্পষ্ট ঘেউ-ঘেউ শোনা গেল আবার, আর এক মুহূর্ত পরে যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে একটা লোক উঠোনের মধ্যে দৌড়ে এল। পরনে তার বাদামী রঙের ঢিলে কামিজ, মাথাটা তুষারের মতো সাদা; সূর্যের আলো থেকে চোখ আড়াল করে উপরে হাত তুলে গাড়িটার দিকে সে তাকাল, অকস্মাৎ দুটো হাত দিয়ে চাপড়াল তার উরুগুলো, শুরু করল এদিক-ওদিক দৌড়তে, তারপর ছুটল ফটকটা খুলতে। তারানতাসটা উঠোনের মধ্যে ঢুকল, বিছুটিগুলোর উপর দিয়ে চাকাগুলো যাবার সময় মড়মড় শব্দ হতে লাগল, অলিন্দের সামনে এসে সেটা থামল। স্পষ্টতই এই রুপোলি চুলওলা লোকটি জোরে দৌড়তে পারে; ইতিমধ্যেই সে বাঁকা পাগুলো ফাঁক করে এসে দাঁড়িয়েছিল সিঁড়িটার শেষ ধাপে। গাড়ির দরজা খুলে ঝট্ করে ঢাকাটাকে ঝাঁকিয়ে পেছনে ফেলে তার প্রভুকে নামতে সাহায্য করল সে, তারপর চুম্বন করল তাঁর হাত।

লাভরেৎস্কি বললেন, 'কেমন আছো হে! তোমার নাম আন্তন, তাই না? তাহলে এখনো বেঁচে আছো?'

নিঃশব্দে বৃদ্ধ ঝুঁকে অভিবাদন করে চাবিগুলো আনতে চলে গেল। আর ততক্ষণ কোচোয়ান বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে কোমরে হাত দিয়ে স্থির হয়ে বসে রইল। উপর থেকে লাফিয়ে নামার পর লাভরেৎস্কির চাপরাশি একটা হাত চালকের আসনে রেখে সেই জায়গায় স্থির হয়ে ছবির মতো দাঁড়িয়ে রইল। বৃদ্ধ চাবিগুলো নিয়ে এসে, কনুইগুলো তুলে অনাবশ্যকভাবে সাপের মতো নিজের শরীরটা দুমড়ে-মুচড়ে তালা খুলল, তারপর এক পা পিছিয়ে নীচু হয়ে অভিবাদন করল আর একবার।

ছোটো হল-ঘরে ঢুকে লাভরেৎস্কি ভাবলেন, 'তাহলে বাড়ি ফিরলাম, আবার তাহলে ফিরলাম।' এদিকে ক্যাঁচক্যাঁচ দুমদাম করে জানালাগুলো খোলা হতে লাগল এবং খালি ঘরগুলোর মধ্যে আলোর স্রোত লাগল প্রবেশ করতে।

১৯

যে ছোটো বাড়িতে লাভরেৎস্কি এলেন এবং যেখানে দু'বছর আগে গ্লাফিরা পেত্রোভ্‌নার মৃত্যু হয়েছিল, সেটি গত শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল শক্ত পাইন কাঠ দিয়ে; দেখতেই শুধু জীর্ণ, কিন্তু আরো পঞ্চাশ বছর কিংবা আরো বেশী টিকবে। লাভরেৎস্কি সমস্ত ঘরগুলো ঘুরে এলেন। দরজার উপরের কাঠে স্থির হয়ে বসে-থাকা ধুলো-ঢাকা অবশ মাছিগুলোর দারুণ বিরক্তি উৎপাদন করে তিনি সব জায়গার জানালাগুলো খুলতে হুকুম দিলেন: গ্লাফিরা পেত্রোভ্‌নার মৃত্যুর পর কেউ সেগুলো খোলে নি। বাড়ির কোনোকিছুই কেউ স্পর্শ করে নি: বৈঠকখানার ধূসর চকচকে দামাস্কের গদিমোড়া, ছেঁড়াখোঁড়া, ছোটো ছোটো সরু পাওলা সাদা ডিভানগুলো ক্যাথারিন ডি গ্রেটের সময়কার কথা স্পষ্ট করে মনে করিয়ে দেয়; এই বৈঠকখানায় কর্ত্রীর প্রিয় হাতলওলা চেয়ারটা রয়েছে; সেটার পিঠটা সোজা এবং উঁচু; সেখানে তাঁর বৃদ্ধ বয়সেও কর্ত্রী কোনো দিন হেলান দেন নি। প্রধান দেয়ালটার উপর ফিওদরের প্রপিতামহ আন্দ্রেই লাভরেৎস্কির একটি পুরনো ছবি ঝুলছে; কালো-হয়ে-আসা দোমড়ানো পটভূমির উপর তাঁর গম্ভীর কর্কশ মুখটা ভালো করে বোঝা যায় না; ভারি ভারি অবসন্ন চোখের পাতার ভিতর দিয়ে ছোটো ছোটো ভ্রূকুটি করা চোখগুলো গম্ভীরভাবে তাকিয়ে রয়েছে; তাঁর পাউডারবিহীন কালো চুলগুলো এক চিন্তিত রুক্ষ কপালের উপর খোঁচা খোঁচা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রেমের এক কোণ থেকে ঝুলছে ধূলিধূসর এক ইম্মোর্তেল ফুলের মালা। আন্তন ঘোষণা করল, 'ওই মালাটি গ্লাফিরা পেত্রোভ্‌না স্বয়ং বানিয়েছিলেন।' শোবার ঘরে ভালো পুরনো কাপড়ের ডোর-কাটা চন্দ্রাতপের তলায় একটি সরু উঁচু খাট রয়েছে; বিছানার উপর পড়ে রয়েছে এক রাশ রঙ-ওঠা বালিস আর একটা জীর্ণ বিছানার কম্বল; শিয়রের কাছে ঝুলছে 'গির্জায় পবিত্র মেরি মাতার আবির্ভাব'-এর ছবি, সেই একই ছবি যেটি সেই বৃদ্ধা তার নিঃসঙ্গ মৃত্যু-শয্যায় শেষবারের মতো হিম-হয়ে-আসা ঠোঁটে চেপে ধরেছিল। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোটো একটি তামার সাজ-সরঞ্জাম সমেত খোদাই-করা কাঠের এবং গিল্টির কাজ করা কালো-হয়ে-আসা ফ্রেমের মধ্যে বাঁকাচোরা এক আয়না সংবলিত একটি প্রসাধন টেবিল। শোবার ঘরের লাগোয়া রয়েছে ঠাকুরঘর; সে-ঘরটি ছোটো, দেয়ালগুলো শূন্য এবং কোণে বিগ্রহ রাখার এক বিরাট বাক্স; মেঝেয় পড়ে রয়েছে মোম-মাখা

জীর্ণ একটি গালিচা; এর উপর উপাসনার সময় গ্লাফিরা পেত্রোভ্না নতজানু হয়ে বসত। লাভরেৎস্কির চাপরাশির সঙ্গে আন্তন বেরিয়ে গেল আস্তাবল আর গাড়ি-ঘরটা খুলতে; তার জায়গায় দেখা দিল কপালের উপর নীচু করে রুমাল বাঁধা এক ছোট্টখাট্ট বুড়ি, তার বয়স প্রায় আন্তনেরই কাছাকাছি; তার মাথাটা কাঁপছে আর চোখের দৃষ্টিটা ফাঁকা হলেও সেখানে রয়েছে একটা ব্যগ্রভাব — বহু বছর ধরে মুখ বুজে কাজ করার অভ্যেস — আর তারই সঙ্গে এক ধরনের শ্রদ্ধা-মিশ্রিত আক্ষেপ। লাভরেৎস্কির হাতের উপর নিজের ঠোঁট স্পর্শ করে দরজার কাছে সে দাঁড়িয়ে রইল আদেশের অপেক্ষায়। কিছুতেই তিনি তার নামটা কিংবা আগে কখনো দেখেছেন কি না সে-কথাটা মনে করতে পারলেন না; জানা গেল তার নাম আপ্রাক্সিয়া; চল্লিশ বছর আগে গ্লাফিরা পেত্রোভ্না তাকে বাড়ি থেকে বার করে মুরগী-ঘরে চালান করেছিল; কথা সে বলে কম — যেন তার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে, সে শুধু তাঁর দিকে তার সেই ভীরু চোখ তুলে তাকিয়ে রইল। এই দুটি বৃদ্ধ প্রাণী, তিনটি পেট-মোটা লম্বা পাজামা-পরা ছেলেমেয়ে — আন্তনের প্র-পৌত্রেরা ছাড়া এক-হাত-কাটা ছোট্টখাট্ট একটি কৃষকও সেই জমিদার বাড়িতে বাস করে, তাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল; বন্য মোরগের মতো বিড়বিড় করতে করতে সে ঘুরে বেড়ায়, কোনো কাজেই লাগে না। লাভরেৎস্কির প্রত্যাগমনকে যে ঘেউ-ঘেউ করে অভিনন্দন জানিয়েছিল সেই অথর্ব কুকুরটাও কোনো কাজে লাগে না: গ্লাফিরা পেত্রোভ্নার আদেশে কেনা এক ভারি চেনে বদ্ধ অবস্থায় দশ বছর সে কাটিয়েছে, এখন সে নড়তে চড়তে, চেনের ভারটা টানতে প্রায় অক্ষম। বাড়ি পরিদর্শন করার পর লাভরেৎস্কি বাগানে গেলেন, বাগান দেখে খুশি হলেন। সর্বত্র জন্মেছে আগাছা, বার্দক, গুজবেরি আর রাস্পবেরি ঝোপ, কিন্তু বেশ ছায়াময়। এই ছায়া ফেলছে কতকগুলো প্রাচীন লাইম গাছ, আকার আর অদ্ভুত শাখাবিন্যাসের জন্য সেগুলো বিস্ময়কর; রোপণ করা হয়েছিল খুব ঘেঁষাঘেঁষি করে, এবং কবে যে তাদের ডালপালা ছাঁটা হয়েছিল কে জানে, — হয়তো একশ' বছর আগে। বাগানের শেষে রয়েছে একটি ছোটো স্বচ্ছ পুকুর, চারিধারে তার লম্বা ও সরু সরু বাদামী রঙের নলখাগড়া। মানুষের জীবনের চিহ্ন তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যায়: গ্লাফিরা পেত্রোভ্নার আবাসভূমি এখনো জনশূন্য হয়ে পড়ে নি, কিন্তু মনে হল তা যেন সেই শান্ত ঘুমের মধ্যে ডুবে গেছে যার মধ্যে পৃথিবীর সবকিছুই বিশ্রাম করে, যেখানে ব্যস্ত জনতার কলঙ্ক তাকে স্পর্শ করে নি। গ্রামের মধ্য দিয়েও ফিওদর

ইভানিচ ঘুরে এলেন; গালে হাত দিয়ে চাষী মেয়েরা নিজেদের কুটিরের দ্বারদেশ থেকে তাঁকে লক্ষ্য করতে লাগল; পুরুষরা দূর থেকে ঝুঁকে তাঁকে অভিবাদন করল, শিশুদের দল দৌড়ে পালাল, আর কুকুরগুলো ডাকতে লাগল উদাসভাবে। অবশেষে তাঁর খিদে পেতে শুরু করল, কিন্তু তাঁর ভৃত্যের দল ও পাচকের সন্ধের আগে পোঁছবার কথা নয়। খাদ্য-সম্ভার নিয়ে লাভরিকি থেকে গাড়িগুলো তখনো পোঁছয় নি — তাই তিনি আন্তনের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হলেন। এ লোকটি তাড়াতাড়ি তার প্রভুর ইচ্ছা পালন করতে লেগে গেল: একটা বুড়ি মুরগী ধরে, মেরে, তার পালক ছাড়াল। সসপ্যানে রাখবার আগে আপ্রাক্সিয়া সেটাকে কাপড়ের মতো ঘষে, পরিষ্কার করে জল দিয়ে ধুল। রান্না শেষ হবার পর আন্তন ঢাকা বিছিয়ে টেবিল সাজাল, রাখল একটা ছুরি আর কাঁটা, তিনপেয়ে কলঙ্কিত একটা নুন-দানি আর সরু গলা ও কাঁচের গোল ছিপিওলা কাট্-গ্লাসের একটা ডিকাণ্টার; তারপর সে টানা টানা স্বরে প্রভুকে জানাল যে খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। একটা ন্যাপকিন দিয়ে নিজের ডান হাতের মুষ্টিটা জড়িয়ে সে তাঁর চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে রইল। একটা তীব্র পুরনো ধরনের গন্ধ নিঃসৃত হতে লাগল তার শরীর থেকে, সে-গন্ধটা সাইপ্রেস গাছের মতো। লাভরেৎস্কি খানিকটা সুপ খেয়ে মুরগীটার দিকে হাত বাড়ালেন; সেটার চামড়া বড় বড় ফুস্কুরিতে ভরা, প্রত্যেকটা পায়ের ভিতর দিয়ে গিয়েছে শক্ত একটা কণ্ডরা, মাংসটার গন্ধ ছাড়ছে কাঠ আর ক্ষারের মতো। খাওয়া শেষ হবার পর লাভরেৎস্কি বললেন এক পেয়ালা চা পান করতে তাঁর আপত্তি নেই, যদি... 'এক্ষুনি আমি নিয়ে আসছি,' বাধা দিয়ে বৃদ্ধ বলল, আর তার কথা রাখল। এক টুকরো লাল কাপড়ে-মোড়া এক চিমটে চা খুঁজে বার করা হল; বার করা হল একটা ছোটো অথচ খুব শব্দকারক সামোভার আর ভেজা ভেজা চেহারার ছোটো ছোটো দানার চিনি। একটা বড় পেয়ালা থেকে লাভরেৎস্কি চা পান করলেন; ছেলেবেলা থেকে এই পেয়ালাটা তাঁর মনে আছে: তার বাইরে তাসের ছবি আঁকা আর এটা ব্যবহার করা হত শুধু অতিথিদের জন্য — এখন তিনি সেটা থেকে অতিথির মতোই পান করছেন। সন্ধেয় ভৃত্যরা পোঁছল। লাভরেৎস্কি তাঁর পিসীর বিছানায় শুতে চাইলেন না; খাবার-ঘরে তিনি একটা বিছানা পাতালেন। ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে দেবার পর অনেকক্ষণ চারিধারে তিনি তাকাতে লাগলেন, মন ভরে গেল নানা উদাস ভাবনায়। সেই ধরনের অনুভূতির অভিজ্ঞতা তাঁর হল, যেটা বহুকাল অব্যবহৃত জায়গায় রাত্রিবাস যাদের করতে

হয়েছে তাদেরই কাছে সুপরিচিত। চতুর্দিক থেকে যে-অন্ধকার তাঁর উপর ঘনিয়ে এল, মনে হল তা যেন এই নতুন বাসিন্দার উপস্থিতিতে আপত্তি জানাচ্ছে, মনে হল বাড়ির দেয়ালগুলো পর্যন্ত যেন চমকে উঠেছে। অবশেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কম্বলটা টেনে নিয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। বাড়ির আর সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর আন্তন জেগে ছিল; আপ্রাক্সিয়ার সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে সে ফিসফিস করে কথা বলল, নীচু গলায় আহা উহু করল এবং বার দুই নিজের গায়ে আঁকল ক্রুশ চিহ্ন। যখন অত কাছে অত সুন্দর এক জমিদারী আর অত চমৎকার একটা প্রাসাদ তাঁর রয়েছে, তখন তাদের কেউই আশা করে নি যে প্রভু ভাসিলিয়েভ্স্কয়েতে থাকবেন। এ-কথাটা তাদের মাথায় এল না যে উক্ত জায়গাটাকে তিনি ঘৃণা করেন — সেখানটা দুঃখের স্মৃতিতে খুব বেশী করে ভরা। ফিসফিসানি শেষ করে আন্তন লাঠি দিয়ে রাত-পাহারাওলার কাঠের তক্তাটা ঠুকল। খামারের কাছে সেটা ঝুলছিল, বহুকাল ঠোকা হয় নি। তারপর উঠোনে তার সাদা মাথাটা অনাবৃত রেখে ঘুমোবার জন্য শুয়ে পড়ল। মে মাসের রাত্রিটি ছিল মৃদু ও শান্ত, খুব আরামে ঘুমল বৃদ্ধ।

২০

পরের দিন লাভরেৎস্কি সকাল-সকাল উঠলেন, মোড়লের সঙ্গে আলাপ করলেন, দেখে এলেন ফসল মাড়াইয়ের জায়গাটা এবং আদেশ দিলেন বাড়ির কুকুরটার শিকল খুলে দিতে। কুকুরটা শুধু একবার উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘেউ-ঘেউ করে উঠল, কিন্তু নিজের বাসস্থান থেকে বেরুল না। তারপর বাড়ি ফিরে তিনি এক ধরনের শান্তিময় জড়তায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন এবং সে-অবস্থায় রইলেন সমস্ত দিন। একাধিকবার মনে মনে বললেন, 'এইতো নদীর গভীরতম তলদেশ।' তিনি স্থির হয়ে জানালার পাশে বসে রইলেন, যেন শুনতে লাগলেন তাঁর চারিপাশের বয়ে-যাওয়া শান্তিময় জীবন-স্রোতকে, শুনতে লাগলেন গ্রাম্য প্রশান্তির বিরল ধ্বনিগুলো। বিছুটি ঝোপের কোনো এক জায়গা থেকে শোনা গেল অস্পষ্ট একটা শব্দ; একটা মশা তার সঙ্গে সুর মেশাল। শব্দটা থেমে গেল, কিন্তু মশাটা চলল গুনগুনিয়ে; মাছিগুলোর মাপা, অপরিবর্তিত, বিষণ্ণ ভনভনানির ভিতর থেকে মোটা একটা মৌমাছির জোরালো গুনগুন শব্দ শোনা গেল, ক্রমাগত সে ঘরের ছাতে মাথা ঠুকে

চলেছে; বাইরে মোরগ ডেকে উঠল, তার স্বরের কর্কশ রেশটা রইল অনেকক্ষণ ধরে; শব্দ করে একটা গাড়ি চলে গেল; গ্রামের কোথাও একটা ফটক ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল। এক চাষী নারীর কর্কশ স্বর শোনা গেল, 'কী বললে?' 'কী গো,' একটি দু'বছরের মেয়েকে কোলে দোলাতে দোলাতে আন্তন বলল। 'ক্ভাসটা নিয়ে এসো,' সেই নারীকণ্ঠ আবার শোনা গেল — আর অকস্মাৎ সবকিছু চুপচাপ হয়ে গেল; কোনো রকম খড়খড় শব্দ শোনা গেল না, একটি আওয়াজও নয়; বাতাসে একটি পাতাও নড়ল না; মাঠের উপর নিঃশব্দে সোয়ালোগুলো একের পর এক মাটির কাছাকাছি ঘুরতে লাগল; তাদের নিঃশব্দে উড়ে যেতে দেখে মন বিষণ্ণতায় ভরে ওঠে। 'এইতো নদীর গভীরতম তলদেশ,' লাভরেৎস্কি আবার ভাবলেন। 'আর এইখানে জীবন সর্বদাই অপরিবর্তনীয়ভাবে শান্ত আর মন্থর,' মনে মনে বললেন তিনি। 'যে-কেউই এর আওতায় এলে এর ক্ষমতার উপর নিজেকে সমর্পণ করে দিতে হবেই: এখানে দুর্ভাবনা নির্বাসিত, আর মনের মধ্যে কোনোকিছুই হানা দেয় না; এখানে শুধু সেই লোকেরই কপাল ভালো যে লাঙ্গলের রেখার পিছনে-চলা চাষীর মতো নিজের পথকে স্থির প্রচলিত ধারায় চালাবে। এই নিভৃত নিস্তব্ধতার মধ্যে কী দারুণ ক্ষমতা, কী শক্তিই না নিহিত আছে! এখানে জানালার তলায় ঘন ঘাসের ভিতর থেকে সতেজ বার্দক ওপরের দিকে ওঠে; তার উপর লোভেজ তার রসালো ডাঁটা বিছোয়, এবং তারও ওপরে আদিম নিকুঞ্জ তার লালচে লতা-তন্তুগুলো লতিয়ে দেয়; সামনের মাঠে মাঠে রাই পাকতে শুরু করেছে আর যবের ইতিমধ্যেই মঞ্জরী ধরেছে; প্রত্যেক গাছের প্রতিটি পাতা আর বোঁটার ওপর প্রতিটি ঘাস বাড়ছে এবং যথাসাধ্য বিকশিত হচ্ছে।' লাভরেৎস্কি আবার ভাবতে শুরু করলেন, 'আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলো একটি মেয়েকে ভালোবাসতে গিয়ে কেটে গেল। নির্জনতার একঘেয়েমি আমার মাথা ঠাণ্ডা করুক, আমাকে শান্ত করুক এবং আমার কাজকে ধীরেসুস্থে শুরু করার জন্যে আমাকে প্রস্তুত করে তুলুক।' আর একবার নিস্তব্ধতার মধ্যে তিনি কান পাতলেন, কিছুরই প্রত্যাশা নেই তাঁর, তবু সেই সঙ্গেই কিসের যেন একটা অবিরাম আশা: চতুর্দিক থেকে নিস্তব্ধতা তাঁকে গ্রাস করল, প্রশান্ত নীল আকাশকে সূর্য ধীরে ধীরে অতিক্রম করে চলল আর মেঘগুলো চলল মাথার উপর দিয়ে ধীরে ধীরে ভেসে; মনে হল, তারা জানে কোথায় এবং কেন তারা ভেসে চলেছে। ঠিক এই মুহূর্তে অন্যত্র জীবন চলেছে বিক্ষুব্ধ হয়ে, দ্রুতবেগে, সংঘাতের ভিতর দিয়ে; এখানে সেটা বয়ে চলেছে নিঃশব্দে,

যেন জলাজমির ঘাসের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে জল; সন্ধে অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরেও এই যে জীবন ইন্দ্রিয়ের অগোচরে বয়ে চলেছে, তার চিন্তা থেকে লাভরেৎস্কি নিজেকে ছিন্ন করতে পারলেন না। বসন্তের তুষারের মতো তাঁর হৃদয়ে বিগত দিনের দুঃখ গলে যেতে লাগল—আর আশ্চর্য, স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা ইতিপূর্বে কখনো এমন গভীর ও তীব্রভাবে তাঁর মনকে দোলা দেয় নি।

২১

সপ্তাহ দুইয়ের মধ্যে গ্লাফিরা পেত্রোভ্‌নার বাড়িটাকে ফিওদর ইভানিচ গুছিয়ে ফেললেন, পরিষ্কার করালেন উঠোন আর বাগানটা; লাভরিকি থেকে আনা হল আয়েসী আসবাবপত্র, সহর থেকে এল মদ, বই আর পত্রিকা; আস্তাবলে ঘোড়া দেখা যেতে লাগল। এক কথায়, ফিওদর ইভানিচ তাঁর নিজের যে-সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করলেন এবং এমন একটি জীবন শুরু করলেন যেটা গ্রাম্য জমিদারের, না ঋষির জীবন, বলা শক্ত। বৈচিত্র্যহীনভাবে তাঁর দিনগুলো কাটতে লাগল, কিন্তু তাঁর একঘেয়ে লাগল না, যদিও কারুর সঙ্গে তিনি দেখা করতেন না; জমিদারী সংক্রান্ত কাজে তিনি অধ্যবসায়ের সঙ্গে আত্মনিয়োগ করলেন, ঘোড়ায় চড়ে দেখে বেড়াতে লাগলেন গ্রামাঞ্চল, আর খানিক পড়াশুনোও করতে লাগলেন। কিন্তু পড়তেন তিনি অল্পই; বৃদ্ধ আন্তনের কাছ থেকে গল্প শুনতে তিনি বেশী পছন্দ করতেন। সাধারণত লাভরেৎস্কি জানালার পাশে এক পেয়ালা ঠাণ্ডা চা ও পাইপ নিয়ে বসতেন, আর দরজার কাছে পিছনে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আন্তন পুরনো দিনের তার এলোমেলো গল্প শুরু করত, পুরাকালের সেই সব আজগুবি গল্প, যখন যব আর রাই মেপে বিক্রি হত না, বিক্রি হত দুই তিন কোপেকে বড় বড় এক-একটা ছালায় ভরে; যখন চারিদিকে কেবল দুর্গম বন আর অকর্ষিত স্তেপ, এমন কি শহর থেকে দু'পা বাড়ালেও তাই। 'আর এখন,' অনুযোগ করল বৃদ্ধ যে ইতিমধ্যেই আশি পেরিয়েছে, 'এতো গাছ কাটা আর জমি চষা হয়েছে যে কোথাও গাড়ি যাবার জায়গা নেই।' তার কর্ত্রী গ্লাফিরা পেত্রোভ্‌না সম্বন্ধেও সে নানা গল্প বলত: সে কী রকম মিতব্যয়ী আর হিসেবী ছিল; কেমন করে এক ভদ্রলোক, তরুণ এক প্রতিবেশী, এখানে তোষামোদ করে অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করেছিল, ঘোড়ায় চেপে তার সঙ্গে

প্রায়ই দেখা করতে আসত, আর তার কর্ত্রী প্রসন্ন হয়ে কেমন করে তার গাঢ় লাল ফিতে-লাগানো ছুটির দিনের টুপি ও হলদে রঙের গ্রু-গ্রু-লেভাস্তিন গাউন তার জন্য পরত; কিন্তু একদা উক্ত ভদ্রলোক অভদ্রের মতো জিজ্ঞেস করেছিল: 'তা জমিদার গিন্নি, বলুন তো দেখি আপনার পুঁজি কতো?' তাতে দারুণ রেগে গিয়ে সে তাকে বাড়িতে আসতে নিষেধ করে দিয়েছিল; এবং সংক্ষেপে আদেশ দিয়েছিল যে তার মৃত্যুর পর সবকিছুর শেষ টুকরোটি পর্যন্ত যেন ফিওদর ইভানিচ পান। আর বাস্তবিকই তাঁর পিসীর সবকিছু পারিবারিক জিনিসপত্র লাভরেৎস্কি পেয়েছিলেন অক্ষত অবস্থায়, তার মধ্যে ছিল সেই গাঢ় লাল ফিতে-লাগানো ছুটির দিনের টুপি আর সেই হলদে রঙের গ্রু-গ্রু-লেভাস্তিন গাউনটা। লাভরেৎস্কি যে-সমস্ত পুরনো কাগজ আর চিত্তাকর্ষক নথিপত্র পাবেন বলে আশা করেছিলেন তার কিছুই পেলেন না, শুধু একটা পুরনো বই ছাড়া। সেটার মধ্যে এক জায়গায় তাঁর ঠাকুর্দা, পিওতর আন্দ্রেইচ লিখেছিলেন: 'তুরস্কের রাজার সঙ্গে মহামান্য প্রিন্স আলেক্সান্দর আলেক্সান্দ্রভিচ প্রজোরভ্স্কি শান্তি স্থাপন করায় সেণ্ট পিটার্সবুর্গ সহরে আনন্দোৎসব', আর এক জায়গায় বক্ষঃরোগের ওষুধের ব্যবস্থাপত্রের সঙ্গে এই মন্তব্য ছিল: 'এই নির্দেশাবলী জেনারেলের স্ত্রী, প্রাসকভিয়া ফিওদরভনা সালতিকভাকে, পবিত্র ট্রিনিটি গির্জার প্রধান পুরোহিত ফিওদর আভ্ক্সেন্তিয়েভিচ দিয়েছিলেন', অন্যত্র ছিল এক রাজনৈতিক খবর: 'মনে হচ্ছে ফরাসী বাঘদের আর কোনো খবর নেই',* এবং তারপরেই ছিল নিম্নোক্ত কথাগুলি: 'মস্কোভ্স্কিয়ে ভেদোমস্তি সিনিয়র মেজর মিখাইল পেত্রোভিচ কলিচেভের মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করেছে। ইনি কি পিওতর ভাসিলিয়েভিচ কলিচেভের পুত্র?' কিছু পুরনো পাঁজি, স্বপ্নব্যাখ্যাকারী পুস্তক এবং মিঃ আম্বোদিকের সেই রহস্য-রচনাও লাভরেৎস্কি আবিষ্কার করলেন। বহুকাল আগে ভুলে-যাওয়া কিন্তু পরিচিত এই সব 'প্রতীক ও চিহ্নের' বহু স্মৃতি তাঁর মনে জেগে উঠল। গ্লাফিরা পেত্রোভ্নার প্রসাধন টেবিলের মধ্যে লাভরেৎস্কি একটি ছোটো প্যাকেট আবিষ্কার করলেন, সেটি কালো ফিতে দিয়ে বাঁধা এবং কালো গালা দিয়ে শিলমোহর করা। ড্রয়ারের একেবারে পিছন দিকে তা গোঁজা ছিল। সেই প্যাকেটের মধ্যে মুখোমুখি ছিল তাঁর বাবার যুবক বয়সের একটি রঙীন খড়ি দিয়ে আঁকা ছবি — কপালের উপর নরম

* অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ফরাসী বিপ্লবের ঘটনাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে।

চুলের গুচ্ছ ঝুলছে, বাদামের আকারের তাঁর চোখগুলো ক্লান্ত আর ঠোঁটদুটি বিচ্ছিন্ন — এবং সাদা পোষাক-পরা ও হাতে সাদা গোলাপ-ধরা একটি ফ্যাকাশে চেহারার মেয়ের প্রায় মুছে আসা ছবি — তাঁর মা-র। গ্লাফিরা পেত্রোভ্না কখনো তার নিজের ছবি আঁকাতে রাজী হয় নি। লাভরেৎস্কিকে আন্তন বলত, 'যদিও তখন এ-বাড়িতে আমি থাকতাম না, তবুও আপনার প্রপিতামহ আন্দ্রেই আফানাস্য়েভিচকে আমার এখনো মনে আছে, কর্তা। সঠিকভাবে বলতে গেলে, তাঁর যখন মৃত্যু হয় আমি তখন আঠারোয় পড়েছি। একবার বাগানে তাঁর সামনে আমি পড়ে যাই, দেখে তো আমার সর্বাঙ্গ ভয়ে থরথর করে কেঁপে ওঠে। কিন্তু কিছুই তিনি করেন নি, শুধু আমার নাম জিগ্গেস করে আমাকে তাঁর ঘরে পাঠিয়েছিলেন একটা পকেট-রুমাল আনবার জন্যে। হ্যাঁ, জমিদার বটে, কাউকে তিনি বড়ো বলে মানতেন না। তার কারণ, আপনার প্রপিতামহের ছিল একটা আশ্চর্য রক্ষাকবচ। এই রক্ষাকবচটি আফন পাহাড়-থেকে-আসা এক সন্ন্যাসী তাঁকে দিয়েছিলেন। আর এই সন্ন্যাসী তাঁকে বলেছিলেন, 'তোর জন্যে দিলাম রাজা, পরে থাকিস, ভয় থাকবে না কিছুর।' আপনি তো জানেন, কর্তা, তখন দিন-কাল কেমন ছিল: কর্তা যা খুশি তাই করতে পারতেন; এমন কি জমিদার বাবুদের মধ্যেও যদি কেউ কোনো দিন তাঁর ওপর কথা বলেছে তো তার দিকে শুধু তাকিয়ে বলতেন: 'অল্প জলে ফড়ফড়ানি দেখছি।' — এটা ছিল তাঁর প্রিয় বুলি। আপনার প্রপিতামহ — ঈশ্বর তাঁর আত্মার শান্তি করুন — থাকতেন কাঠের একটা বাড়িতে। আর তিনি যে-সব জিনিস রেখে গিয়েছেন — রুপোর থালা, আরো কত কী — মাটির তলার ভাঁড়ার ঘরগুলো ছিল সে-সবে ঠাসা। তিনি ছিলেন খুব হিসেবী লোক। যে-ডিকাণ্টারটা আপনি বলছিলেন আপনার ভালো লাগে, সেটাও তাঁরই। ওটায় তিনি ভোদকা পান করতেন। কিন্তু আপনার ঠাকুর্দার কথা ধরুন, পিওতর আন্দ্রেইচের — তিনি একটা পাথরের বাড়ি তৈরী করিয়েছিলেন বটে; কিন্তু তিনি কিছুই করে উঠতে পারেন নি; সবকিছুই চুলোয় যায়; দিন কাটে অনেক খারাপ অবস্থায়, বেঁচে কোনো আনন্দ পান নি। সব টাকা তিনি উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এমন কোনো জিনিস তিনি রেখে যান নি যা থেকে তাঁর কথা মনে পড়ে। তাঁর কাছ থেকে একটা রুপোর চামচও পাওয়া যায় নি — যাকিছুই বাকী আছে তা গ্লাফিরা পেত্রোভ্নার মিতব্যয়িতার জন্যে।'

লাভরেৎস্কি বাধা দিয়ে উঠলেন, 'আচ্ছা, লোকে তাকে কুঁদুলে বুড়ি বলে ডাকত নাকি?'

আন্তন অসন্তুষ্ট স্বরে আপত্তি জানাল, 'কে না কে বলত তা জানি না বাপ্‌!'

একবার বৃদ্ধ সাহস করে প্রশ্ন করল, 'তা কর্তা, গিন্নিমার খবর কী? কোথায় তিনি থাকবেন?'

লাভরেৎস্কি চেষ্টা করে উত্তর দিলেন, 'আমার স্ত্রীকে আমি ত্যাগ করেছি। দয়া করে তার কথা জিগ্‌গেস কোরো না।'

বিষণ্ণ স্বরে বৃদ্ধ উত্তর দিল, 'যে আজ্ঞা।'

তিন সপ্তাহ কেটে যাবার পর কালিতিনদের সঙ্গে দেখা করার জন্য লাভরেৎস্কি ঘোড়ায় চড়ে ও... সহরে গেলেন এবং সন্ধেটা কাটালেন তাঁদের সঙ্গে। লেম্‌ সেখানে ছিলেন; তাঁকে লাভরেৎস্কির খুব ভালো লাগল। যদিও তাঁর বাবার জন্য কোনো যন্ত্র তিনি বাজাতেন না তবু সঙ্গীত তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল, আসল ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীত। সেই সন্ধেয় পানশিন কালিতিনদের বাড়িতে ছিলেন না। কোনো কাজে সহরের বাইরে গভর্নর-জেনারেল তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। অত্যন্ত নিখুঁতভাবে লিজা একলা বাজাল; লেম্‌ অনুপ্রাণিত ও প্রফুল্ল হয়ে উঠে এক টুকরো কাগজকে গোল করে পাকিয়ে সেটিকে ব্যাটন হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করলেন। তা দেখে প্রথমে মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না হেসে উঠলেন, তারপর চলে গেলেন শুয়ে পড়তে; তিনি বলতেন যে তাঁর স্নায়ুকে বিটোফেন অত্যন্ত উত্তেজিত করে তোলে। মধ্যরাত্রে লেম্‌কে লাভরেৎস্কি বাড়িতে পৌঁছে দিলেন এবং সেখানে তাঁর সঙ্গে রইলেন ভোর তিনটে পর্যন্ত। লেম্‌ অনেক গল্প করলেন; তাঁর ঝুঁকে-পড়া দেহটা সোজা হয়ে উঠল, চোখগুলো হয়ে উঠল বড়-বড় আর উজ্জ্বল; এমন কি তাঁর কপালের উপরে চুলগুলো পর্যন্ত উঠল খাড়া হয়ে। বহুকাল তাঁকে নিয়ে কেউ উৎসাহ প্রকাশ করে নি; স্পষ্টতই লাভরেৎস্কির মনোযোগ তাঁর উপর পড়েছে। অত্যন্ত উৎসাহ ও সহানুভূতির সঙ্গে তাঁকে তিনি নানা প্রশ্ন করছিলেন। এতে বৃদ্ধের হৃদয় গলে গেল; শেষ পর্যন্ত আগন্তুককে তিনি তাঁর রচিত সঙ্গীত দেখালেন, এমন কি নিজের রচনা থেকে কয়েকটি অংশ তিনি বাজালেন ও নিষ্প্রাণ কণ্ঠে গাইলেন। তার মধ্যে ছিল শিলার-এর 'ফ্রিডোলিন' নামে সম্পূর্ণ কবিতাটি; তাতে তিনি সুরসংযোগ করেছিলেন। লাভরেৎস্কি তাঁকে অভিনন্দন জানালেন, তাঁকে দিয়ে কয়েকটি সঙ্গীত আবার বাজালেন এবং যাবার আগে তাঁকে নিমন্ত্রণ জানালেন তাঁর বাড়িতে গিয়ে কয়েক দিন থাকার। লেম্‌ তাঁর সঙ্গে বাড়ির বাইরে পর্যন্ত এলেন; তিনি সঙ্গে

সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন এবং আন্তরিকভাবে করমর্দন করলেন; কিন্তু তাজা ভিজে বাতাসের মধ্যে, ঊষার প্রথম রশ্মির মধ্যে একলা দাঁড়িয়ে, নিজের চারিধারে তিনি তাকালেন, ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন, কাঁপলেন এবং অপরাধীর মতো ভাব নিয়ে গুটিগুটি ঘরের ভিতর চলে এলেন: 'Ich bin wohl nicht klug' (নিশ্চয়ই আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে), তাঁর ছোটো শক্ত বিছানায় ঢুকতে ঢুকতে বিড়বিড় করে বললেন। কয়েক দিন পরে লাভরেৎস্কি তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য যখন তাঁর গাড়িতে চেপে এলেন তখন তিনি অসুখের ভান দেখাতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু ফিওদর ইভানিচ তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর যাবার মত করালেন। লেম্ সবচেয়ে অভিভূত হয়েছিলেন এই ব্যাপারে যে বিশেষ করে তাঁর জন্য সহর থেকে একটি পিয়ানো আনাবার আদেশ লাভরেৎস্কি দিয়েছিলেন। তাঁরা দুজনেই কালিতিনদের বাড়িতে গিয়ে সন্ধেটা কাটালেন, কিন্তু আগের বার যে-রকম আনন্দে কেটেছিল সে-রকম আনন্দে নয়। পানশিন সেখানে ছিলেন, তাঁর হালের সফরের নানা গল্প তিনি করছিলেন এবং গ্রাম্য যে-সব জমিদারদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল অত্যন্ত হাস্যকরভাবে তাঁদের বলন-চলনের তিনি অনুকরণ করছিলেন। লাভরেৎস্কি হাসলেন, কিন্তু এক কোণে মুখ ভার করে বসে রইলেন লেম্, তাঁর দোমড়ানো-মোচড়ানো চেহারাটা মাকড়সার মতো মাঝেমাঝে নড়তে লাগল; লাভরেৎস্কি যখন বিদায় নেবার জন্য উঠলেন শুধু তখনই তাঁর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এমন কি গাড়ির মধ্যেও বৃদ্ধ চুপচাপ জড়সড় হয়ে বসেছিলেন; কিন্তু কোমল উষ্ণ হাওয়া, সুগন্ধী ফুরফুরে বাতাস, অস্পষ্ট ছায়াগুলো, ঘাস ও বার্চকুঁড়ির গন্ধ, চন্দ্রহীন নক্ষত্র-উজ্জ্বল রাত্রির প্রশান্ত ঔজ্জ্বল্য, ঘোড়াদের খুরের নিয়মিত ছন্দ, তাদের নাসিকাধ্বনি, পথিপার্শ্বের সবকিছু যাদু, বসন্ত ও রাত্রির মোহ এই বেচারা জার্মানটির হৃদয়কে দোলা দিল, এবং তিনিই প্রথম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন।

২২

শুরু করলেন সঙ্গীত সম্বন্ধে, লিজা সম্বন্ধে এবং আবার সঙ্গীত সম্বন্ধে কথা বলতে। মনে হল লিজা সম্বন্ধে কথা বলার সময় তিনি কথাগুলো আরো ধীরে ধীরে উচ্চারণ করছিলেন। তাঁর রচনা সম্পর্কে লাভরেৎস্কি আলোচনা শুরু করলেন এবং ঠাট্টাচ্ছলে প্রস্তাব করলেন তিনি একটি গীতিনাট্য রচনা করুন।

লেম্‌ বললেন, 'হুম, গীতিনাট্য! না, সেটা আমার ক্ষমতার বাইরে: অপেরার জন্যে যে তীব্র ক্ষমতা, কল্পনার যে বিস্তারের দরকার আমার মধ্যে তা আর নেই; আমার ক্ষমতায় ভাটা পড়তে শুরু করেছে... কিন্তু এখন যদি কোনোকিছু আমি করতে পারি তাহলে রোমান্স* রচনা — তা নিয়েই আমি খুশি থাকব; অবশ্যই আমি চাইব কথাগুলো যাতে লাগসই হয়...'

আকাশের দিকে চোখ তুলে চুপ করে নিশ্চলভাবে অনেকক্ষণ ধরে তিনি চেয়ে রইলেন।

তারপর তিনি বললেন, 'যেমন ধরুন, এই ধরনের কোনোকিছু — ওগো তারা। ওগো অকলঙ্ক তারা!..'

লাভরেৎস্কি তাঁর দিকে সামান্য ফিরে তাকিয়ে রইলেন।

'ওগো তারা, ওগো অকলঙ্ক তারা,' লেম্‌ কথাগুলো আবার আওড়ালেন। 'তোমরা সৎ এবং অসৎ, উভয়ের দিকেই চেয়ে থাকো... কিন্তু শুধু নিষ্পাপ হৃদয়, কিংবা ওই ধরনের কোনো কথা — বুঝতে পারে — না, তা নয় — ভালোবাসতে পারে তোমাদের। কিন্তু আমি কবি নই! তবে এই ধরনের কোনোকিছু, উচ্চাঙ্গের কিছু।'

মাথার পিছনে লেম্‌ টুপিটা ঠেলে দিলেন। স্বচ্ছ রাত্রির অস্পষ্ট আলোয় তাঁর মুখটা আরো ফ্যাকাশে আর ছেলেমানুষ বলে মনে হল।

'আর তোমরাও,' তিনি বলে চললেন, তাঁর কণ্ঠস্বরও ক্রমশ পরিণত হল মর্মরধ্বনিতে, 'তোমরা জানো কে ভালোবাসে, কে পারে ভালোবাসতে, কারণ তোমরা হলে অকলঙ্ক, তোমরাই শুধু আনতে পারো শান্তি... না, ঠিক হল না! আমি কবি নই,' তিনি বললেন, 'যাই হোক, এই ধাঁচের কোনোকিছু...'

লাভরেৎস্কি বললেন, 'আমি কবি নই বলে দুঃখিত।'

'যত বাজে স্বপ্ন!' লেম্‌ বললেন, তারপর গাড়ির কোণে গা ঢেলে দিলেন। তিনি চোখ বুজলেন, যেন ঘুমের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

খানিকক্ষণ কাটল... লাভরেৎস্কি শুনতে লাগলেন... 'তারা, অকলঙ্ক তারা, ভালোবাসা,' ফিসফিস করে বলছেন বৃদ্ধ।

'ভালোবাসা,' নিজের মনে আবৃত্তি করলেন লাভরেৎস্কি। চিন্তায় তিনি ডুবে গেলেন, তাঁর মন খারাপ হয়ে গেল।

'ক্রিস্তোফার ফিওদরিচ, ফ্রিডোলিনে আপনি যে সুর রচনা করেছেন সেটা

* রোমান্স — করুণ প্রেমগীতি।

চমৎকার,' তিনি বললেন উচ্চ স্বরে; 'আপনার কী মনে হয় — কাউণ্ট তাকে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর এই ফ্রিডোলিন কি সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রেমিক হয়ে ওঠে?'

লেম্ উত্তর দিলেন, 'আপনি তাই ভাবছেন কারণ হয়তো আপনার অভিজ্ঞতা...' হঠাৎ তিনি থেমে অপ্রতিভভাবে মুখ ফেরালেন। কাষ্ঠহাসি হেসে লাভরেৎস্কি মুখ ফিরিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে রইলেন।

ভাসিলিয়েভ্স্কয়ের ছোটো গাড়ি-বারান্দার কাছে গাড়িটা যখন পেঁছিল তারাগুলো তখন অনুজ্জ্বল আর আকাশটা ফ্যাকাশে হতে শুরু করেছে। অতিথিকে লাভরেৎস্কি তাঁর ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে নিজের পড়ার ঘরে ফিরে জানালার পাশে বসলেন। বাইরের বাগানে ঊষার আগমনের আগে নাইটিঙ্গেলটা তার শেষ প্রভাত-ফেরি গাইছিল। কালিতিনদের বাগানে যে-নাইটিঙ্গেলটা গাইছিল তার কথা লাভরেৎস্কির মনে পড়ল; তার প্রথম স্বর শোনা যাবার পর অন্ধকার জানালার দিকে মুখ ফেরাবার সময় লিজার চোখের শান্ত গতিভঙ্গীর কথাটাও তাঁর মনে পড়ল। তার কথা তিনি ভাবতে শুরু করলেন, আর তাঁর হৃদয় আবার শান্ত হয়ে এল। অস্ফুট স্বরে তিনি বললেন, 'নিষ্পাপ মেয়ে'; 'অকলঙ্ক তারা,' হেসে যোগ করে তিনি চুপিচুপি বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

কিন্তু হাঁটুর উপর এক সঙ্গীতের বই রেখে লেম্ বহুক্ষণ ধরে বিছানায় বসে রইলেন। এক মিষ্টি আর আশ্চর্য সুর বারবার তাঁর মনে হানা দিতে লাগল; তিনি উদ্বুদ্ধ ও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, সেটির ভাসমান উপস্থিতির অলস মাধুর্যকে তিনি অনুভব করছিলেন... কিন্তু সেটাকে ধরতে পারছিলেন না।

অবশেষে তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'কবিও নই, সঙ্গীতজ্ঞও নই।'

আর তাঁর ক্লান্ত মাথাটা বালিশের উপর ঢুলে পড়ল।

২৩

পরের দিন অতিথির সঙ্গে গৃহকর্তা বাগানের এক প্রাচীন লাইম গাছের নীচে চা পান করলেন।

লাভরেৎস্কি কথাচ্ছলে বললেন, 'ওস্তাদ! শীগগিরই আপনাকে উৎসবের জন্যে এক কান্টাটা রচনা করতে হবে।'

'কী উপলক্ষে?'

'মিঃ পানশিন আর লিজার বিয়ের উপলক্ষে। গতকাল আপনি লক্ষ্য করেছিলেন, কীভাবে তিনি লিজার দিকে মনোযোগ দিচ্ছিলেন? মনে হয় ব্যাপারটা অনেক দূর এগিয়েছে।'

'কখনই তা হতে পারে না!' লেম্ চীৎকার করে উঠলেন।

'কেন নয়?'

'কারণ এটা অসম্ভব। যদিও,' মুহূর্তের জন্য থেমে তিনি বললেন, 'পৃথিবীতে সবকিছুই সম্ভব। বিশেষ করে আপনাদের এই রাশিয়ার লোকেদের পক্ষে।'

'কিছুক্ষণের জন্যে এর থেকে রাশিয়াকে বাদ দেওয়া যাক; এই বিয়ের দোষটা কী?'

'এটা ভুল, সবটাই ভুল। লিজাভেতা মিখাইলভ্না হল সরল, অচপল, উন্নত চরিত্রের মেয়ে, আর তিনি... অল্প কথায় বলতে গেলে তিনি হলেন ওপর-চালাক ধরনের।'

'কিন্তু লিজা তো তাঁকে ভালোবাসে, তাই না?'

লেম্ দাঁড়িয়ে উঠলেন।

'না, তাঁকে সে ভালোবাসে না, অর্থাৎ আমি বলতে চাই যে সে ভারি সরল প্রকৃতির। সে জানে না ভালোবাসা বলতে কী বোঝায়। মাদাম ফন্ কালিতিন তাকে বলেছেন যে তিনি সুন্দর যুবক, আর সে উনিশ বছরের হলেও এখনো নেহাৎ শিশু, তাই সে মাদাম ফন্ কালিতিনের কথাটা মেনে নিয়েছে। সকাল-সন্ধেয় সে উপাসনা করে — খুব ভালো কথা। কিন্তু তাঁকে সে ভালোবাসে না। যা সুন্দর, শুধু তাকেই সে ভালোবাসতে পারে, কিন্তু তিনি সুন্দর নন, মানে তাঁর মনটা সুন্দর নয়।'

মাটির উপর তাকাতে তাকাতে চায়ের টেবিলের সামনে ছোটো ছোটো পদক্ষেপে পায়চারি করতে করতে গড়গড় করে আগ্রহভরে লেম্ এই ছোট্ট বক্তৃতাটা দিলেন।

অকস্মাৎ লাভরেৎস্কি বলে উঠলেন, 'প্রিয় ওস্তাদ! আমার স্থির বিশ্বাস যে আমার এই আত্মীয়ার প্রেমে আপনি স্বয়ং পড়েছেন।'

লেম্ হঠাৎ থেমে গেলেন।

কাঁপা গলায় তিনি শুরু করলেন, 'দয়া করে ও-ভাবে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা

করবেন না। আমার মাথা খারাপ হয় নি। আমি কবরের দিকে মুখ ফিরিয়ে আছি, সোনালী ভবিষ্যতের দিকে নয়।'

লাভরেৎস্কি মনে মনে দুঃখ পেলেন। বৃদ্ধের কাছে তিনি ক্ষমা-প্রার্থনা করলেন। চা পানের পর তাঁকে লেম্ নিজের কান্টাটা বাজিয়ে শোনালেন এবং দুপুরের খাবার সময় লাভরেৎস্কি স্বয়ং কথাটা তোলায় আবার তিনি লিজার কথা বলতে শুরু করলেন। মনোযোগের সঙ্গে কৌতূহলী হয়ে লাভরেৎস্কি শুনতে লাগলেন।

অবশেষে তিনি বললেন, 'ক্রিস্তোফার ফিওদরিচ, আপনি কী বলেন? এখানে সবকিছুই এখন গুছিয়ে তোলা গেছে বলে মনে হয়, বাগানটা ফুলে ফুলে ভরে গেছে... একদিনের জন্যে তার মা আর আমার বুড়ি পিসীর সঙ্গে তাকে এখানে নেমন্তন্ন করলে কেমন হয়? আপনি পছন্দ করবেন?'

প্লেটের উপর লেম্ মাথাটা নীচু করলেন।

'বেশ কথা,' অত্যন্ত অস্পষ্ট ফিসফিসে গলায় তিনি বললেন।

'পানশিনকে না হলেও চলবে, কী বলেন?'

'না হলেও চলবে,' প্রায় শিশুর মতো হেসে বৃদ্ধ উত্তর দিলেন।

দু'দিন পরে কালিতিনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য ফিওদর ইভানিচ ঘোড়ায় চড়ে সহরে গেলেন।

২৪

বাড়িতে তাঁদের সবাইকার দেখাই তিনি পেলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কথাটা তিনি পাড়লেন না। লিজার সঙ্গে প্রথমে একান্তে তিনি সে-বিষয়ে আলোচনা করতে চাইলেন। একটা সুযোগ জুটে গেল: বৈঠকখানায় তাঁরা একা হয়ে পড়লেন। কথা কইতে শুরু করলেন তাঁরা। ইতিমধ্যেই তাঁর সঙ্গে লিজা বেশ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল — বাস্তবিকই, কারুর সামনেই সে সাধারণত লাজুক হয়ে পড়ত না। লাভরেৎস্কি তার কথা শুনতে লাগলেন, ভালো করে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন তার মুখ, তারপর মনে মনে লেমের কথা স্মরণ করে তিনি তাঁর সঙ্গে একমত হলেন। মাঝেমাঝে এ-রকম ঘটে থাকে যে দুজন পরিচিত ব্যক্তি, যাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ নয়, অকস্মাৎ কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং এই ঘনিষ্ঠতা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিফলিত হয়

পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি, শান্ত বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি এবং এমন কি ভাবভঙ্গীর মধ্যে। ঠিক এই ঘটনাই ঘটল লাভরেৎস্কি আর লিজার মধ্যে। 'মানুষটা তাহলে এই রকম,' তাঁর দিকে কোমল দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে লিজা ভাবল। 'তুমি তাহলে এই মানুষ,' তিনিও ভাবতে লাগলেন। অতএব লিজা যখন সামান্য দ্বিধা করে বলল যে, বহুকাল ধরে একটা কথা সে জানতে চায় অথচ পাছে তিনি অসন্তুষ্ট হন এই ভয়ে প্রশ্ন করে নি — লাভরেৎস্কি তখন খুব একটা আশ্চর্য হলেন না।

'ভয় নেই, বলুন,' তিনি উত্তর দিয়ে তার সামনে দাঁড়ালেন।

লিজা তার নির্মল দুটি চোখ তুলে তাঁর দিকে তাকাল।

'আপনি ভারি ভালো,' সে বলতে শুরু করল এবং এই চিন্তাটা তার মনের মধ্যে খেলে গেল: 'বাস্তবিকই, ইনি ভালো লোক...' 'আমাকে ক্ষমা করবেন, বাস্তবিকই এ প্রশ্নটা আপনাকে করার ধৃষ্টতা আমার উচিত নয়... কিন্তু কী করে আপনি... কেন আপনার স্ত্রীকে আপনি ত্যাগ করলেন?'

লাভরেৎস্কি চমকে উঠে, লিজার দিকে তাকিয়ে তার কাছে বসলেন।

তিনি বলতে শুরু করলেন, 'শুনুন, দয়া করে ঐ ক্ষতস্থানটা স্পর্শ করবেন না। আপনার হাত নরম, কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যথা লাগবে।'

'আমি জানি,' লিজা বলে চলল, যেন তাঁর কথাগুলো সে শুনতে পায় নি, 'তিনি আপনার প্রতি অন্যায় করেছেন, আমি তাঁকে সমর্থন করতে চাইছি না; কিন্তু ঈশ্বর যাঁদের মিলিত করেছেন কী করে কেউ সেই সম্বন্ধ ছিন্ন করতে পারে?'

'লিজাভেতা মিখাইলভ্‌না, এ-বিষয়ে আমাদের মতামতের কোনো মিল নেই,' খানিকটা তীক্ষ্নভাবেই লাভরেৎস্কি উত্তর দিলেন; 'আমরা পরস্পরকে বুঝতে পারব না।'

লিজার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল, তার শরীরটা সামান্য কেঁপে উঠল, কিন্তু সে চুপ করে রইল না।

মৃদু শান্ত স্বরে সে বলল, 'আপনাকে ক্ষমা করতেই হবে, যদি আপনি নিজে ক্ষমা পেতে চান।'

বাধা দিয়ে লাভরেৎস্কি বলে উঠলেন, 'ক্ষমা! যার হয়ে আপনি কথা বলছেন প্রথমে সেই মানুষটিকে আপনার জানা দরকার! সেই মেয়েমানুষকে ক্ষমা করা, তাকে নিজের বাড়িতে আবার ফিরিয়ে আনা, সেই অন্তঃসারশূন্য,

হৃদয়হীন মানুষকে! আর কে আপনাকে বলেছে, সে ফিরে আসতে চায়? কেন, সে তো নিজের অবস্থায় বেশ খুশি... আঃ, সে-কথা আলোচনা করে লাভ কী? তার নাম মুখে আনা আপনার উচিত নয়। আপনি ভারি নিষ্কলঙ্ক, আপনি বুঝতেই পারবেন না সে কী ধরনের জীব।'

'গালাগালি দিচ্ছেন কেন?' চেষ্টা করে লিজা বলল। তার হাতদুটো কাঁপতে দেখা গেল। 'ফিওদর ইভানিচ, আপনি নিজেই তো তাকে ত্যাগ করেছেন।'

অসহিষ্ণু লাভরেৎস্কি বাধা দিয়ে উঠলেন, 'কিন্তু আপনাকে আমি বলছি, সে যে কী ধরনের জীব সে-কথা আপনি জানেন না!'

'তাহলে কেন তাকে আপনি বিয়ে করেছিলেন?' চোখ নামিয়ে লিজা ফিসফিস করে বলল।

লাভরেৎস্কি সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

'কেন আমি বিয়ে করেছিলাম? আমার বয়স ছিল অল্প, আর অভিজ্ঞতাও কম; বাইরের সৌন্দর্য দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। মেয়েদের আমি চিনতাম না, কোনোকিছুই জানতাম না। ঈশ্বর করুন, আপনার বিয়ে যেন এর চেয়ে সৌভাগ্যজনক হয়! কিন্তু, বিশ্বাস করুন, গ্যারাণ্টি দিতে পারে না কেউ।'

'আমার কপালেও দুর্ভাগ্য ঘটতে পারে,' লিজা বলল (তার গলাটা ধরা-ধরা); 'কিন্তু কপালে যা আছে তার ওপর হাত নেই; আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারি না, কিন্তু যদি মেনে না নিই...'

লাভরেৎস্কি শক্ত করে মুঠি পাকিয়ে মেঝেতে পা ঠুকলেন।

'রাগ করবেন না, আমাকে ক্ষমা করুন,' তাড়াতাড়ি লিজা বলে উঠল।

সেই মুহূর্তে মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না ঘরে ঢুকলেন। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার জন্য লিজা উঠে দাঁড়াল।

অকস্মাৎ লাভরেৎস্কি বললেন, 'এক সেকেণ্ড, আপনার মা ও আপনার কাছে একটা অনুরোধ আছে — আপনারা কি আমার বাড়িতে এসে গৃহপ্রবেশ উৎসবে যোগ দেবেন না? জানেন তো, আমি একটা পিয়ানো আনিয়েছি। লেম্‌ আমার বাড়িতে আছেন। লাইলাক সবে ফুটেছে। গ্রামের বাতাস খানিক খেয়ে সেই দিনই ফিরে আসবেন — কী বলেন, রাজী তো?'

লিজা তার মা-র মুখের দিকে তাকাল; আর মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌নার মুখের ভাব হয়ে উঠল অসহায় ধরনের। কিন্তু লাভরেৎস্কি তাঁকে মুখ খোলবার অবসর দিলেন না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দুই হাতে চুম্বন করলেন। মারিয়া

দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না সর্বদাই মর্মস্পর্শী অভিব্যক্তিতে মুগ্ধ হতেন, এবং সেই 'চাষার' কাছ থেকে একেবারেই এটা আশা করেন নি। তিনি খুশি হয়ে মত দিলেন। যখন দিন স্থির করা নিয়ে তিনি ভাবছিলেন লাভরেৎস্কি লিজার কাছে গেলেন; তখনো তাঁর অত্যন্ত বিচলিত অবস্থা। তাকে তিনি ফিসফিস করে বললেন: 'ধন্যবাদ, আপনি খুব ভালো মেয়ে; আমার দোষ...' লিজার ফর্সা মুখ আরক্ত হয়ে উঠল আনন্দিত ও লাজুক হাসিতে; তার চোখগুলোও যেন হেসে উঠল—এতক্ষণ পর্যন্ত সে ভয়ে মরছিল, বুঝি বা তাঁকে সে চটিয়ে দিয়েছে।

'ভ্লাদিমির নিকোলাইচ কি আমাদের সঙ্গে আসতে পারেন?' মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না প্রশ্ন করলেন।

'নিশ্চয়ই,' লাভরেৎস্কি উত্তর দিলেন, 'কিন্তু এটা শুধু পারিবারিক পার্টি হলেই কি ভালো হয় না?'

'কিন্তু আমি ভেবেছিলাম...' মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না বলতে শুরু করলেন... 'যাই হোক, আপনার যা ইচ্ছে,' তিনি যোগ করে দিলেন।

লেনোচ্‌কা আর শুরোচ্‌কাকে নিয়ে যাওয়া হবে বলে স্থির হল। মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌না যেতে অস্বীকার করলেন।

তিনি আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'আমার পক্ষে কঠিন। আমার বুড়ো হাড়গুলো ধকল সইতে পারবে না; আর আমার মনে হয় না, তোর বাড়িতে কোথাও শোবার জায়গা আছে; তাছাড়া নতুন বিছানায় আমি ঘুমুতে পারি না। ছোটোরাই দাপাদাপি করুক।'

লিজার সঙ্গে নিভৃতে মিলিত হবার আর কোনো সুযোগ লাভরেৎস্কি পেলেন না; কিন্তু এমনভাবে তার দিকে তিনি তাকাতে লাগলেন যেটা লিজার ভালো লাগল, খানিক লজ্জা হল তার, লাভরেৎস্কির জন্য খানিকটা দুঃখও। বিদায় নেবার সময় তার হাতটায় তিনি চাপ দিলেন; যখন আর কেউ রইল না, তখন চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল লিজা।

২৫

বাড়ি ফেরার পর বৈঠকখানার দরজার কাছে লাভরেৎস্কির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল লম্বা ছিপছিপে একটি লোকের। গায়ে তার ময়লা নীল কোট, রেখাঙ্কিত কিন্তু প্রফুল্ল মুখ, পাকা জুলপি এলোমেলো, লম্বা সোজা নাক আর ছোটো ছোটো চোখদুটো অসুস্থ লোকের মতো উজ্জ্বল। লোকটা মিখালেভিচ,

বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পুরনো বন্ধু। লাভরেৎস্কি প্রথমে তাকে চিনতে পারেন নি, কিন্তু তার নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাকে তিনি আন্তরিকভাবে আলিঙ্গন করলেন। মস্কোর পর থেকে তাঁদের পরস্পরের দেখা হয় নি। বহু প্রশ্ন ও বিস্ময়সূচক ধ্বনি তারপর শোনা গেল; বহু পুরনো স্মৃতিকে টেনে বার করা হল। দ্রুত পাইপের পর পাইপ টেনে, মাঝেমাঝে চায়ে চুমুক দিতে দিতে এবং তার দীর্ঘ হাতদুটো নানাভাবে নাড়াতে নাড়াতে লাভরেৎস্কিকে মিখালেভিচ তার ভ্রমণের গল্পগুলো বলে যেতে লাগল। সে গল্পগুলোর মধ্যে বিশেষ কোনো উল্লাসজনক কিছু ছিল না, সে যে-সব কাজ করেছিল তার কোনো বিষয়ে কৃতকার্য হয়েছে বলে সে গর্ব করতে পারল না — কিন্তু ক্রমাগত সে হেসে চলল শুকনো ভীরু হাসি। এক মাস আগে এক ধনী ঠিকাদারের কাছারিতে সে চাকরি পেয়েছে। ও... সহর থেকে সেটা প্রায় তিন শ' ভার্স্ট দূরে। বিদেশ থেকে লাভরেৎস্কি ফিরে এসেছে খবর পেয়ে অসুবিধে সত্ত্বেও এসেছে পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। যৌবনে যে-রকম প্রচণ্ড আবেগের সঙ্গে মিখালেভিচ কথা বলত সেভাবেই সে কথা বলতে লাগল। লাভরেৎস্কি নিজের কথা বলতে শুরু করলেন, কিন্তু মিখালেভিচ বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল: 'আমি শুনেছি বন্ধু, শুনেছি — কে এটা কল্পনা করতে পেরেছিল?' এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ ব্যাপার নিয়ে সে কথাবার্তার মোড় ঘোরাল।

বলল, 'বন্ধু, কাল আমাকে যেতেই হবে। আজ কিন্তু, তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে অনেক রাত পর্যন্ত আমরা গল্প করব। তুমি কী রকম হয়ে উঠেছ, তোমার মতামত কী, তোমার বিশ্বাস কী, তুমি কী রকম বদলে গেছ, জীবনের কাছ থেকে তুমি কী শিক্ষা পেয়েছ — এ-সব জানতে আমার খুব ইচ্ছে করছে।' (মিখালেভিচ তখনো অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শব্দগুলো ব্যবহার করত।) 'আমার কথা যদি বলো, বন্ধু, আমি অনেক বদলে গেছি... জীবনের ঢেউ আমার বুকের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে — কে এই কথাটা বলেছিল? — কিন্তু সার ব্যাপারে, আসল জিনিসে আমি একেবারেই বদলাই নি; এখনো শিব ও সত্যে আমার বিশ্বাস আছে। কিন্তু শুধু আমার বিশ্বাসই নেই — আমার আস্থাও আছে, হ্যাঁ, আস্থা আছে। শোনো, তুমি তো জানো যে আমি কবিতা-টবিতা লিখে থাকি; আমার কবিতার মধ্যে কবিত্ব নেই, কিন্তু সেগুলো সত্য। আমার শেষ কবিতাটা তোমায় পড়ে শোনাব। তার মধ্যে আমার আন্তরিক আস্থাকে প্রকাশ করেছি। শোনো।'

মিখালেভিচ তার কবিতা পড়তে শুরু করল। কবিতাটি বেশ বড় এবং তার শেষের পংক্তিগুলো নিম্নোক্ত:

নব-নব অনুভূতির সম্পূর্ণ বশীভূত আমার হৃদয়,
মনে মনে শিশুর মতো হয়ে উঠেছি:
আর যাকিছুই আমি পুজো করেছি সবকিছুই পুড়িয়েছি,
আর যে-সব আমি পুড়িয়েছি সে-সবকেই পুজো করি।

শেষের দুটি পংক্তি উচ্চারণ করার সময় মিখালেভিচের গলা ধরে এল; তার চওড়া ঠোঁটটা সামান্য কুঁচকে উঠল, সেটা গভীর অনুভূতির লক্ষণ, আর তার সাধারণ মুখটা উঠল উজ্জ্বল হয়ে। লাভরেৎস্কি বসে বসে শুনে চললেন — তাঁর মনের মধ্যে জেগে উঠল একটা প্রতিবাদের ভাব। মস্কোর এই ছাত্রের সর্বদা টগবগ-করা উৎসাহ দেখে তাঁর বিরক্ত ধরে গেল। পনেরো মিনিট যেতে-না-যেতেই তাঁদের মধ্যে তর্ক লাগল, সেই শেষহীন তর্ক যা শুধু রুশী লোকরাই করতে পারে। বহু বছরের বিচ্ছেদ এবং বহু বছর সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে কাটাবার পর, অন্যদের ধারণার কথা বা নিজেদের ধারণাগুলোকেও না বুঝে — তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে অতি জটিল বিষয় নিয়ে চুল-চেরা বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। এমনভাবে তর্ক করে চললেন যেন তার উপর তাঁদের জীবন-মরণ নির্ভর করছে: এমন চীৎকার আর হৈ-চৈ জুড়ে দিলেন যে বাড়ির সবাই উঠল চমকে। বেচারা লেম্‌ মিখালেভিচ আসার পর নিজের ঘর থেকে বেরোন নি। তিনি হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। এমন কি সামান্য প্রমাদ গুণতেও শুরু করলেন।

'তাহলে তারপর তুমি কী হয়ে উঠেছ? মোহমুক্ত?' মাঝরাত পেরিয়ে যাবার পর মিখালেভিচ চীৎকার করে উঠল।

লাভরেৎস্কি উত্তর দিলেন, 'আমাকে কি মোহমুক্ত মানুষের মতো দেখাচ্ছে? ও-ধরনের লোকদের সব সময়েই দেখায় ফ্যাকাশে আর অসুস্থ — দেখবে, এক হাত দিয়ে তোমাকে তুলে ধরব?'

'ভালো কথা, যদি মোহমুক্ত লোক না হও তাহলে তুমি হচ্ছ সন্দেহবাদী — সেটা আরো খারাপ।' (মিখালেভিচের উচ্চারণে ইউক্রেন দেশের টান আছে।) 'কী কারণে তুমি সন্দেহবাদী হতে পার? মানলাম — তোমার কপালটা খারাপ। এতে তোমার দোষ নেই — আবেগময় প্রেমিক মন নিয়ে তুমি জন্মেছিলে এবং জোর করে মেয়েদের কাছ থেকে তোমাকে দূরে রাখা হয়েছিল।

স্বভাবতই, প্রথম যে-মেয়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় সে-ই তোমাকে বোকা বানিয়েছে।'

বিষণ্নভাবে লাভরেৎস্কি উত্তর দিলেন, 'তোমাকেও সে বোকা বানিয়েছিল।'

'মানলাম, মানলাম। নিয়তির ক্রীড়নক হয়েছিলাম — চুলোয় যাক, ও-সব বাজে কথা — এর মধ্যে নিয়তি নেই; মুখ দিয়ে ঠিক যথাযথ কথাটা না বেরনোর সেই পুরনো অভ্যেস আর কি। কিন্তু এর থেকে কী প্রমাণ হয়?'

'এর থেকে প্রমাণ হয় ছেলেবেলাতেই আমাকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছিল।'

'ভালো কথা, সে-ভুলটা শোধরাও! — তুমি তো পুরুষ তাই না? নিশ্চয়ই অন্যের কাছ থেকে শক্তি ধার করার দরকার নেই! যাই হোক না কেন, কোনো একটা বিশেষ ব্যাপারকে সাধারণ, অপরিবর্তনীয় নিয়মে পরিণত করা চলবে না।'

'এর সঙ্গে নিয়মের কী সম্পর্ক?' লাভরেৎস্কি বাধা দিয়ে উঠলেন। 'আমি মানি না...'

'না, এটা তোমার বানানো নিয়ম, তোমার নিয়ম...' মিখালেভিচ বাধা দিয়ে উঠল।

এক ঘণ্টা পরে সে চেঁচাচ্ছিল, 'আসলে তুমি স্বার্থপর লোক! নিজের আনন্দ চেয়েছিলে, জীবন থেকে চেয়েছিলে আনন্দ, চেয়েছিলে নিজের জন্যে বাঁচতে...'

'নিজের আনন্দ আবার কী জিনিস?'

'আর সবাই তোমাকে ঠকিয়েছে; সবকিছু হয়ে গেছে চুরমার।'

'তোমাকে জিগ্‌গেস করছি, নিজের আনন্দটা কী জিনিস?'

'আর সেটাকে চুরমার হয়ে যেতে হয়েছে। কারণ যেখানে তুমি পা রাখবার জায়গা চেয়েছিলে সেখানে সেটা ছিল না। যেহেতু চোরা-বালির ওপর তুমি বাড়ি তৈরী করতে চেয়েছিলে...'

'স্পষ্ট করে কথা বলো, উপমা দিয়ে বলো না, তোমার কথা বুঝতে পারছি না।'

'কারণ — ভালো কথা, ইচ্ছে হয় যদি তো হাসো — তোমার কোনোকিছুতে আস্থা নেই, হৃদয়ের কোনো রকম উত্তাপ নেই; তুমি বুদ্ধি-সর্বস্ব লোক, শুধু কানাকড়ি দামের বুদ্ধি... তুমি শুধু এক নীচ, পুরনোপন্থী ভল্টেরিয়ান — এছাড়া কিছু নও!'

'কে, আমি — ভল্টেরিয়ান?'

'হ্যাঁ, ঠিক তোমার বাবা যেমনটি ছিলেন, আর সেটা তোমার সন্দেহও হয় নি।'

'তাহলে বলব তুমি উন্মাদ!' লাভরেৎস্কি চেঁচিয়ে উঠলেন।

দুঃখিত হয়ে মিখালেভিচ উত্তর দিল, 'হায়! দুর্ভাগ্যক্রমে এখনো ওই ধরনের গালভরা আখ্যা পাবার মতো কোনো কাজ করি নি...'

ভোর দুটোর পর মিখালেভিচ চীৎকার করে উঠল, 'এখন বুঝতে পারছি তুমি কী। তুমি সন্দেহবাদীও নও, মোহমুক্তও নও, ভল্টেয়ারিয়ানও নও — তুমি হচ্ছ কুঁড়ে লোক, হ্যাঁ, ঠিক তাই—দারুণ কুঁড়ে, বুদ্ধিমান কুঁড়ে। যারা বুদ্ধিমান কুঁড়ে নয় তারা কিছু না করার জন্যেও ছুটোছুটি করে, কারণ তারা কিছুই করতে পারে না; তারা এমন কি ভাবতেও পারে না। কিন্তু তোমার মাথায় অনেক বুদ্ধি ঘোরে -- আর তুমি অলসভাবে সময় কাটাও; তুমি করিতকর্মা হতে পার — কিন্তু তা হও না; পেট ভরে খেয়ে তুমি শুধু শুয়ে থাক আর বলে চল: ও-ধরনের ঘটারই কথা, কারণ মানুষ যা করে সবকিছুই একেবারে বাজে, কোনো মানে হয় না।'

লাভরেৎস্কি আপত্তি জানালেন, 'কী করে তোমার ধারণা হল যে আমি শুয়ে থাকি? কী জন্যে তুমি ভাবলে যে আমার ধারণা ও-ধরনের?'

মিখালেভিচ কিছুতেই ভগ্নোৎসাহ হয় না। সে বলে চলল, 'তাছাড়া, তোমাদের জাতের সবাই হচ্ছে শুধু শিক্ষিত কুঁড়ে। জার্মানদের কোন পা'টা খোঁড়া সে তোমরা খুবই জান। জান ইংরেজ আর ফরাসীরা কিসে ভুগছে — আর নিজেরা তোমরা ঐ লজ্জাকর আলসেমি, তোমাদের জঘন্য কুঁড়েমির সাফাই গাও তোমাদের ঐ নীচ শিক্ষাদীক্ষাকে প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। তোমাদের মধ্যে এমন কি কেউ-কেউ এ-ব্যাপার নিয়ে গর্ব করে যে কিছু-না-করে বুদ্ধিমান লোকেদের মতো তারা শুয়ে থাকে, এদিকে অন্যরা, যারা বোকা, তারা দৌড়োদৌড়ি করে জুতো ক্ষইয়ে ফেলে। ঠিক তাই! আমাদের মধ্যে এমন অনেক শৌখীন লোক আছে — মনে রেখো, তোমাকে ইঙ্গিত করছি না — যারা একঘেয়েমির বিহ্বলতায় সমস্ত জীবন কাটায়, তাতে তাদের অভ্যেস হয়ে যায়, তাতে তারা লেগে থাকে ঠিক... যেন ননীতে ব্যাঙের ছাতা,' গড়গড় করে বলে নিজের উপমায় মিখালেভিচ নিজেই হেসে উঠল। 'হায়, একঘেয়েমির ঐ বিহ্বলতা — এতে রুশীদের সর্বনাশ হচ্ছে! ওই জঘন্য কুঁড়েটা চিরকাল শুধু মনস্থির করে আসছে কাজ শুরু করবে বলে...'

'ধমকাচ্ছ কেন?' এবার লাভরেৎস্কির পালা চীৎকার করার। 'কাজ করা

নিয়ে... নানা কাজ করছি বলে বড়াই করাটা খুব ভালো কথা, কিন্তু পল্‌তাভার ডেমস্‌থিনাস, না ধমকে বরঞ্চ বলো কী করা দরকার!'

'ইস্‌, কী আবদার! সে-কথা, ভায়া তোমাকে বলতে পারব না। প্রত্যেক লোকের নিজে থেকে সেটা জানার কথা,' ব্যঙ্গ করে ডেমস্‌থিনাস বলল। 'জমিদার! নোব্‌ল! আর সে নিজে জানে না কী করতে হবে। তোমার বিশ্বাস বলে কিছু নেই, নইলে জানতে। বিশ্বাস না থাকলে প্রত্যাদেশ পাওয়া যায় না।'

'গোল্লায় যাও, আমাকে অন্তত বিশ্রাম করার সময় দাও, চারধারে দাও তাকাতে,' অনুনয় করে লাভরেৎস্কি বললেন।

প্রভুত্বব্যঞ্জক ভঙ্গী করে মিখালেভিচ উত্তর দিল, 'এক মিনিটের জন্যেও বিশ্রাম নয়, এক সেকেন্ডও নয়! এক সেকেন্ডও নয়। কারুর জন্যে মৃত্যু অপেক্ষা করে না, জীবনেরও অপেক্ষা করা উচিত নয়।'

'আর কুঁড়েমির কথাটা উঠছে কোন সময়, কোন জায়গায়?' ভোর চারটের সময় সে চেঁচিয়ে উঠল। চেঁচানোর দরুন গলাটা তার সামান্য ভেঙে গেছে। 'উঠছে এইখানে! এখন! রাশিয়ায়! যখন ঈশ্বরের, জাতির এবং নিজের সামনে প্রত্যেক লোকের কর্তব্য করার অতি গুরুতর দায়িত্ব রয়েছে! আমরা ঘুমুচ্ছি, এদিকে সময় যাচ্ছে বয়ে; আমরা ঘুমুচ্ছি...'

লাভরেৎস্কি বললেন, 'শোনো, আমরা নিশ্চয়ই এখন ঘুমুচ্ছি না, বরঞ্চ অন্যদের ঘুমের ব্যাঘাত করছি। দুটো মোরগের মতো আমরা তারস্বরে চেঁচাচ্ছি। শোনো, যেটা ডাকছে সেটা তৃতীয় মোরগের ডাক।'

এই রসিকতায় মিখালেভিচ হেসে শান্ত হল। 'ভালো, কাল পর্যন্ত তোলা রইল,' হেসে বলে সে পাইপটা সরাল। 'কাল পর্যন্ত,' লাভরেৎস্কিও বললেন। কিন্তু বন্ধুরা এক ঘণ্টারও বেশী গল্প করলেন... তাঁরা আর চীৎকার করলেন না, নীচু বিষণ্ণ গলায় কথা কইতে লাগলেন, তাতে লেগে রইল কোমল রেশ।

ধরে রাখার সব রকম চেষ্টা সত্ত্বেও পরের দিন মিখালেভিচ চলে গেল। ফিওদর ইভানভিচ তাকে থাকতে রাজী করাতে পারলেন না, কিন্তু তাঁরা প্রাণভরে কথা বলেছিলেন। বোঝা গেল মিখালেভিচের কাছে কানাকড়িও ছিল না। লাভরেৎস্কি আগের সন্ধেয় সখেদে তার বহুদিনকার দারিদ্র্যের স্পষ্ট চিহ্ন ও অভ্যাস লক্ষ্য করেছিলেন: তার জুতোর গোড়ালিটা ক্ষয়ে গেছে, কোটের পিছনকার একটা বোতাম নেই, হাতে দস্তানা নেই, চুলগুলো পেঁজা তুলোর মতো। আসবার পর স্নান করার কথাটা পর্যন্ত জিগ্‌গেস করতে সে ভুলে গিয়েছিল; রাতে খাবার সময় সে খাচ্ছিল পেটুকের মতো, হাত দিয়ে

মাংস ছিঁড়ে আর তার শক্ত কালো কালো দাঁতগুলো দিয়ে কুড়মুড় করে হাড়গুলো চিবুতে চিবুতে। এটাও বোঝা গেল যে বেসামরিক কাজে সে বিশেষ কিছু পায় নি এবং তার বর্তমান চাকরি-দাতার উপরেই তার সমস্ত আশা নির্ভর করছে। সে তাকে শুধু নিয়েছিল আফিসে এক 'লেখাপড়া-জানা লোক' রাখার জন্য। তা সত্ত্বেও মিখালেভিচ বিচলিত হয় নি, আগেকার মতোই সিনিক, আদর্শবাদী ও কবির জীবন সে যাপন করছিল; মানুষের এবং তার নিজের বৃত্তির নিয়তি নিয়ে সে ছিল আন্তরিক উৎসুক ও উৎকণ্ঠিত, নিজের দারিদ্র্যের দিকে সামান্যই সে লক্ষ্য দিত। মিখালেভিচ বিয়ে করে নি, কিন্তু অসংখ্যবার প্রেমে পড়েছিল এবং সব প্রেমিকাদের উদ্দেশ্য করে কবিতা লিখেছিল। একটি বিশেষ অনুপ্রাণিত কবিতাকে উৎসর্গ করা হয়েছিল কালো-চুলওলা এক রহস্যময় 'পোলিশ মহিলাকে'... সত্যি বটে, গুজব ছিল যে এই পোলিশ মহিলাটি অশ্বারোহী বাহিনীর বহু অফিসারের সুপরিচিতা এক সাধারণ ইহুদী... কিন্তু ভেবে দেখলে, তাতে সত্যিই কি কিছু এসে যায়?

লেমের সঙ্গে মিখালেভিচের বনে নি: তার চীৎকার করে কথা বলা আর অশিষ্ট ব্যবহারে এই জার্মানটি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। এ-ধরনের ব্যবহারে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না... এক দরিদ্র লোক অন্য দরিদ্র লোককে দূর থেকে চট করে দেখতে পায়, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে কদাচিৎ তারা বন্ধু হয় — তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই: ভাগাভাগি করার মতো তাদের কিছুই নেই, এমন কি আশাও নেই।

যাত্রার আগে লাভরেৎস্কির সঙ্গে মিখালেভিচ আর একবার দীর্ঘ আলোচনা করল, যদি তাঁর চৈতন্য না হয় তাহলে তাঁর সর্বনাশ হবে বলে সে ভবিষ্যদ্বাণী করল, চাষীদের অবস্থার উন্নতির জন্য তাঁকে গভীর মনোযোগ দিতে অনুনয় করল। নিজেকে যেন উদাহরণস্বরূপ করে তুলে বলল, সে দুঃখের আগুনে পুড়ে শুদ্ধ হয়ে উঠেছে। একই নিশ্বাসে বারবার বলল যে সে সুখী লোক এবং নিজেকে তুলনা করল আকাশের পাখি আর লিলির সঙ্গে...

লাভরেৎস্কি বললেন, 'যাই বলো না কেন, কালো লিলি।'

প্রত্যুত্তরে উদারভাবে মিখালেভিচ বলল, 'রাখো ভায়া, বড় লোকের মতো নাক উঁচু করো না। ঈশ্বরকে এজন্যে ধন্যবাদ জানাও যে তোমার শিরাতেও সাধারণ লোকের সৎ রক্ত বইছে। আমি বুঝতে পারছি ঔদাস্য থেকে টেনে তোলার জন্যে তোমার দরকার কোনো নিষ্পাপ স্বর্গীয় প্রাণীর...'

লাভরেৎস্কি বললেন, 'ধন্যবাদ বন্ধু, এই ধরনের স্বর্গীয় প্রাণীদের কাছে আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।'

মিখালেভিচ বলল, 'চুপ করো, সিনেক।'

লাভরেৎস্কি সংশোধন করে দিলেন, 'সিনিক।'

লজ্জিত না হয়ে মিখালেভিচ আবার বলল, 'সিনেক।'

তারান্‌তাসে বসার পরেও সে কথা বলছিল। সেখানে তার চ্যাপ্টা, হলদে এবং আশ্চর্য হালকা বাক্সটা বয়ে আনা হয়েছিল। পুরনো তামাটে কলারওলা এবং সিংহের থাবার মতো আঁকড়া-যুক্ত একটা স্প্যানিশ চেহারার ক্লোক জড়িয়ে রাশিয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিজের ধারণাগুলোকে সে ব্যাখ্যা করে চলল আর তার কালো হাতটা শূন্যে এমনভাবে নাড়াতে লাগল যেন সে ভবিষ্যতের সুখের বীজ বুনছে। অবশেষে ঘোড়াগুলো চলতে শুরু করল। গাড়ির ভিতর থেকে নিজের শরীরটাকে বার করে এবং ভারসাম্য বজায় রাখতে রাখতে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার শেষ তিনটে কথা মনে রেখো -- ধর্ম, প্রগতি, মনুষ্যত্ব!.. বিদায়!' চোখের উপর পর্যন্ত টানা টুপি-সমেত তার মাথাটা হল অদৃশ্য। লাভরেৎস্কি একলা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রইলেন, আর যতক্ষণ না তারান্‌তাসটা অদৃশ্য হয় ততক্ষণ এক দৃষ্টে পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বাড়ির মধ্যে ফিরে যেতে যেতে তিনি ভাবলেন, 'মনে হয় ও ঠিকই বলেছে, মনে হয় আমি কুঁড়ে।' মিখালেভিচ তাঁকে যে কথাগুলো বলেছিল তার অনেকটা তাঁর হৃদয়ে বাস্তবিকই প্রবেশ করেছিল, যদিও তার সঙ্গে তিনি তর্ক করেছিলেন এবং একমত হন নি। লোকটা যদি ভালো হয়, তবে তার কথায় আপত্তি করতে পারে কে!

২৬

কথামতো দু'দিন পরে মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না মেয়েদের নিয়ে ভাসিলিয়েভ্‌স্কয়েতে এলেন। ছোটো মেয়েরা সোজা দৌড়ে বাগানে চলে গেল। মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না ক্লান্ত পায়ে ঘরগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন এবং ক্লান্তভাবে সবকিছুর প্রশংসা করতে লাগলেন। লাভরেৎস্কির বাড়িতে তাঁর আসাটা তাঁর দিক দিয়ে একটা বিরাট অনুকম্পার, প্রায় বদান্যতার নিদর্শন বলে তিনি মনে করছিলেন। জমিদার বাড়ির ভৃত্যদের চিরাচরিত

প্রথামতো আস্তন এবং আগ্রাফ্লিয়া যখন তাঁর হস্তচুম্বন করল তখন তিনি সদয় হাসি হাসলেন এবং ভাবাবেগহীন টানা টানা স্বরে চা তৈরী করতে অনুরোধ করলেন। এই উপলক্ষে আস্তন সাদা বোনা দস্তানা পরেছিল, কিন্তু তাকে ভয়ানক ক্ষুব্ধ করে মহিলা অতিথিকে চা পরিবেশন করল তার বদলে ভাড়াটে এক পরিচারক। আস্তনের মতো লোকটা আদব-কায়দার কিছুই বোঝে না। কিন্তু দুপুরের ভোজের সময় সে নিজের ন্যায্য দাবি বজায় রাখল: মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্নার চেয়ারের পিছনে অটলভাবে দাঁড়িয়ে রইল, কাউকেই নিজের জায়গা ছেড়ে দিল না। ভাসিলিয়েভ্স্কয়েতে অতিথি আসার বিরল দৃশ্যে বৃদ্ধ উৎফুল্ল ও উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল: কী রকম সম্ভ্রান্ত লোকজনের সঙ্গে তার প্রভু মিশে থাকেন দেখে তার ভালো লাগল। সেদিন শুধু যে সে-ই উত্তেজিত হয়েছিল তা নয়: লেম্‌ও চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। তিনি পরেছিলেন একটা খাটো ছাঁটের নস্যি-রঙের কোট, গলার রুমালটাকে বেঁধেছিলেন এঁটে, বারবার গলা খাঁকারি দিচ্ছিলেন এবং অত্যন্ত সৌজন্যের সঙ্গে লোকজনদের পথ ছেড়ে দিচ্ছিলেন। লাভরেৎস্কি সানন্দে লক্ষ্য করলেন যে তাঁর এবং লিজার মধ্যে যে-ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল সেটা তখনো রয়েছে: ভিতরে আসার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে সে তার হাত তাঁর দিকে প্রসারিত করল। দুপুরের ভোজের পর লেম্‌ তাঁর কোটের পিছনকার পকেট থেকে ছোটো একটা পাকানো কাগজে লেখা স্বরলিপি বার করে ঠোঁট চেপে মৌনভাবে সেটাকে রাখলেন পিয়ানোর উপর। পকেটটা তিনি বারবার হাতড়াচ্ছিলেন। এটি হল গত সন্ধেয় তাঁর রচিত একটি রোমান্স; কতকগুলো পুরনো ধাঁচের জার্মান কথায় তিনি সুর দিয়েছিলেন; সেই কথাগুলোর মধ্যে তার সম্বন্ধে ইঙ্গিত ছিল। লিজা সঙ্গে সঙ্গে পিয়ানোর সামনে বসে সেটিকে বাজাতে শুরু করল... হায়! দেখা গেল সঙ্গীতটি জটিল এবং অস্বস্তিকর কষ্টকল্পিত; স্পষ্টতই রচয়িতা গভীর ও অনুপ্রাণিত ধরনের কোনো ভাব প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু চেষ্টাই সার হয়েছে, আর কিছু নয়। লাভরেৎস্কি এবং লিজা উভয়েই এটা অনুভব করলেন, এবং লেম্‌ও সে-কথা বুঝলেন — কারণ কোনো কথা না বলে তিনি ঐ স্বরলিপিটিকে নিজের পকেটে রাখলেন, এবং সেটিকে আর একবার বাজাবার জন্য লিজার প্রস্তাবে তিনি শুধু মাথাটা নাড়ালেন আর অর্থপূর্ণভাবে বললেন, 'ব্যস, আর নয়!' — কাঁধদুটো কুঁজো করে নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে তিনি সরে গেলেন।

সন্ধের সময় সবাই গেলেন মাছ ধরতে। বাগানের শেষ প্রান্তের পুকুরটা

ভরা ছিল রুই ও গ্রাউন্ডলিং মাছে। পুকুরের ধারে, ছায়ায় মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্নাকে বসানো হল এক হাতলযুক্ত চেয়ারে, একটা কম্বল বিছিয়ে দেওয়া হল তাঁর পায়ের নীচে এবং সবচেয়ে ভালো ছিপটা হল তাঁকে দেওয়া। বহুকালের অভিজ্ঞ মাছ-ধরিয়ে হিসেবে আন্তন তাঁকে সাহায্য করতে চাইল। উৎসাহ ভরে বঁড়শিতে টোপ গাঁথল, হাত দিয়ে টোপের পোকা চাপড়ে দেখল, তার উপর থুথু ফেলল আর নিজের শরীরটাকে সুন্দর করে বাঁকিয়ে ছিপটা ফেলল। বোর্ডিং স্কুলে শেখা ফরাসীতে সেদিন তার সম্বন্ধে লাভরেৎস্কিকে বলার সময় মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না বলেছিলেন: 'Il n'y a plus maintenant de ces gens comme ça comme autrefois।'* ছোটো দুটি মেয়েকে নিয়ে আরো দূরের বাঁধের কাছে লেম্ গেলেন; লাভরেৎস্কি রইলেন লিজার কাছে। মাছগুলো ক্রমাগত ঠোকরাচ্ছিল; এদিকে ওদিকে ছিপগুলো টানবার সময় রুই মাছগুলো শূন্যে চমকাচ্ছিল সোনালী রুপোলি আভায়; ছোটো মেয়েরা ক্রমাগত হর্ষধ্বনি করছিল; এমন কি মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্নাও দু'বার মিহি সুরে অস্ফুট আর্তনাদ করেছিলেন। লাভরেৎস্কি আর লিজাই সবচেয়ে কম মাছ ধরেছিলেন; এর কারণ সম্ভবত অন্যদের চেয়ে তাঁরা মাছ ধরার ব্যাপারে কম মনোযোগ দিচ্ছিলেন, তাঁদের ফাতনাগুলোকে আসতে দিচ্ছিলেন একেবারে তীরের কাছে। দীর্ঘ লালচে নল-খাগড়া তাঁদের চারিপাশে মৃদু আন্দোলিত হচ্ছিল, স্থির জল মৃদু ঝিকমিক করছিল, এবং যে-স্বরে তাঁরা আলাপ করছিলেন তা-ও ছিল মৃদু। লিজা দাঁড়িয়েছিল ছোটো একটা ভেলার উপর; লাভরেৎস্কি বসেছিলেন একটা উইলো গাছের বাঁকা গুঁড়ির উপর। লিজা পরেছিল সাদা পোষাক, তাতে একটি সাদা কটিবন্ধ; তার এক হাতে দুলছিল খড়ের টুপি, অন্য হাতে ধরা ছিল টান হয়ে বেঁকে-যাওয়া ছিপ। লাভরেৎস্কি তাকিয়ে ছিলেন তার নিখুঁত, একটু বেশী তীক্ষ্ন ধরনের মুখের একটি পাশ, কানের পিছনে টেনে বাঁধা চুল, সূর্য-চুম্বিত শিশুর মতো কোমল গালের দিকে, আর ভাবছিলেন: 'আমার পুকুরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকায় কী সুন্দর দেখাচ্ছে!' লিজা দাঁড়িয়েছিল মুখ ফিরিয়ে, জলের দিকে তাকিয়েছিল, মনে হচ্ছিল কখনো যেন চোখ কোঁচকাচ্ছে কখনো যেন বা হাসছে। লাইম গাছের ছায়া এসে পড়েছিল ওদের দুজনের ওপর।

* ফরাসী ভাষায়—এই ধরনের চাকর যা সাবেক কালে পাওয়া যেত, তা আজকাল আর মেলে না।

লাভরেৎস্কি বলতে শুরু করলেন, 'আপনি কি জানেন আমরা শেষবার যে-কথাবার্তা বলেছিলাম তাই নিয়ে আমি প্রচুর ভেবেছি, তার ফলে এই সিদ্ধান্তে পেঁাছেছি যে আপনি ভারি ভালো।'

'আমি আপনাকে বোঝাতে চাই নি যে...' লিজা বলতে শুরু করে বিব্রত হয়ে উঠল।

লাভরেৎস্কি আবার বললেন, 'আপনি ভালো। আমি অমার্জিত ধরনের লোক, কিন্তু কল্পনা করতে পারি যে প্রত্যেকে আপনাকে পছন্দ করে। লেমের কথা ধরুন; তিনি একেবারে আপনার প্রেমে পড়েছেন।'

লিজার ভুরু ঠিক কুঁকড়ে উঠল না, কেঁপে উঠল; কোনোকিছু অপ্রীতিকর শুনলে সর্বদাই সে ও-রকম করে থাকে।

লাভরেৎস্কি তাড়াতাড়ি বলে চললেন, 'আজ ওঁর জন্যে আমার ভারি দুঃখ হয়েছে, ওঁর ওই হতভাগ্য রোমান্সের জন্যে। ছেলে বয়েসের অপটুতা সহনীয়: কিন্তু বুড়ো বয়েসের অসামর্থ্য ভারি করুণ। সবচেয়ে খারাপ হল, নিজে বুঝতে পারা যায় না যে নিজের ক্ষমতা কমে আসছে। বৃদ্ধের পক্ষে এমন আঘাত সহ্য করা কঠিন!.. দেখুন, আপনারটা ঠোকরাচ্ছে...' খানিক থেমে লাভরেৎস্কি বললেন, 'ভ্লাদিমির নিকোলাইচ একটি সুন্দর গান রচনা করেছেন।'

'হ্যাঁ,' লিজা বলল, 'সেটা হালকা ধরনের, কিন্তু খারাপ নয়।'

'আপনার মত কী,' লাভরেৎস্কি প্রশ্ন করলেন, 'তিনি কি ভালো সঙ্গীতজ্ঞ?'

'আমার মনে হয় সঙ্গীতে তাঁর দারুণ প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা আছে; কিন্তু এ-পর্যন্ত সেটা তিনি গভীরভাবে চর্চা করেন নি।'

'আর মানুষ হিসেবে তাঁকে কি আপনি ভালো বলবেন?'

লিজা হেসে ফিওদর ইভানিচের দিকে একবার দ্রুত তাকিয়ে নিল।

'কী অদ্ভুত প্রশ্ন!' চেঁচিয়ে উঠে ছিপ টেনে আবার সেটাকে ছুঁড়ল।

'অদ্ভুত কেন? আমি এখানে সবে এসেছি। আত্মীয় হিসেবে আপনাকে জিগ্গেস করছি।'

'আত্মীয়?'

'হ্যাঁ, আমার মনে হয় সম্পর্কে আমি আপনার মামা।'

'ভ্লাদিমির নিকোলাইচের হৃদয়টা ভালো,' লিজা বলল; 'বুদ্ধিমান লোক; maman তাঁকে খুব ভালোবাসেন।'

'আর আপনি?'

'তিনি ভালো লোক; কেন তাঁকে ভালো লাগবে না?'

'ওঃ,' অস্পষ্ট স্বরে বলে লাভরেৎস্কি চুপ করে গেলেন। আধা-খেদ আধা-ব্যঙ্গের একটা ভাব চকিতে খেলে গেল তাঁর মুখে। তাঁর তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে লিজা অস্বস্তি পেতে লাগল, কিন্তু তবু সে হেসে চলল। 'ঈশ্বর ওদের সুখী করুন!' অবশেষে যেন নিজের মনেই তিনি বিড়বিড় করে মুখ ফেরালেন।

লিজা আরক্ত হয়ে উঠল।

'ফিওদর ইভানিচ, আপনি ভুল করছেন,' সে বলল; 'আপনি ভাববেন না যে... কিন্তু ভ্লাদিমির নিকোলাইচকে আপনি পছন্দ করেন না?' অকস্মাৎ সে প্রশ্ন করল।

'না।'

'কেন?'

'আমার মনে হয় হৃদয় বলে তাঁর কিছুই নেই, সেই জন্যে।'

লিজার মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল।

'কঠোরভাবে মানুষকে বিচার করা আপনার অভ্যেস,' অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল।

'আমার তা মনে হয় না। নিজেরই তো প্রশ্রয় চাইবার দরকার। অন্যদের কঠোরভাবে বিচার করার আমার কী অধিকার আছে? না কি আপনি ভুলে গিয়েছেন যে আমাকে নিয়ে নেহাৎ অলস ছাড়া আর সকলেই হাসাহাসি করে?.. ও, হ্যাঁ,' তিনি বললেন, 'আপনি আপনার কথা রেখেছিলেন কি?'

'কোন কথা?'

'আমার জন্যে আপনি প্রার্থনা করেছিলেন?'

'হ্যাঁ, করেছিলাম। আপনার জন্যে আমি রোজই প্রার্থনা করি। কিন্তু দয়া করে এটা নিয়ে ঠাট্টা করবেন না।'

লাভরেৎস্কি লিজাকে আশ্বাস দিতে শুরু করলেন যে সে-রকম ইচ্ছে তাঁর মনে একেবারেই ছিল না এবং অন্য লোকদের বিশ্বাসকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন; তারপর তিনি ধর্ম নিয়ে আলোচনা করলেন, মানুষের ইতিহাসে তার স্থান, খ্রীস্টধর্মের তাৎপর্য...

'মানুষের খ্রীস্টান হওয়া প্রয়োজন,' চেষ্টা করে লিজা বলতে শুরু করল, 'ঈশ্বরকে অনুভব করার জন্যে নয়... কিংবা পার্থিব জিনিসকেও নয়, প্রত্যেক মানুষকে মরতে হবে বলেই।'

বিস্মিত হয়ে লাভরেৎস্কি লিজার দিকে তাকালেন এবং তার চোখে তাঁর চোখ পড়ল।

'এক্ষুনি কোন কথাটা আপনি বললেন?'

'ওটা আমার কথা নয়,' সে উত্তর দিল।

'আপনার নয়... কিন্তু কিসের জন্যে মৃত্যুর কথাটা বললেন?'

'জানি না। প্রায়ই সে-কথা ভাবি।'

'প্রায়ই?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার দিকে এখন তাকালে কেউই সে-কথা বিশ্বাস করবে না: অমন হাসিখুশি উজ্জ্বল মুখ, আপনি হাসছেন...'

'হ্যাঁ, এখন আমার ভারি খুশি লাগছে,' সরলভাবে লিজা বলল।

লাভরেৎস্কির দারুণ ইচ্ছে হল তার হাতদুটো ধরে জোরে নিষ্পেষণ করতে...

'লিজা, লিজা,' মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্‌না চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আয়, দ্যাখ কেমন একটা রুই ধরেছি!'

'আসছি maman,' বলে লিজা তাঁর কাছে গেল। লাভরেৎস্কি বসে রইলেন উইলো গাছটার উপর। 'ওর সঙ্গে এমনভাবে কথা কই যেন ইতিমধ্যেই আমার জীবনের সবকিছু শেষ হয়ে যায় নি,' তিনি ভাবলেন। যাবার আগে লিজা গাছের একটা ডালে তার টুপিটা ঝুলিয়ে রেখে গিয়েছিল। লাভরেৎস্কি তাকিয়ে রইলেন সেই টুপিটার দিকে, সেটার দীর্ঘ, ঈষৎ কুঞ্চিত ফিতেগুলোর দিকে এক অদ্ভুত, প্রায় কোমল অনুভূতি নিয়ে। অল্পক্ষণের মধ্যেই লিজা ফিরে এসে আবার সেই ভেলাটার উপর দাঁড়াল।

'কেন আপনি মনে করেন ভ্লাদিমির নিকোলাইচের হৃদয় নেই?' খানিক পরে সে প্রশ্ন করল।

'আমি তো আপনাকে বলেছি যে হয়তো আমার ভুল হয়েছে; যাক, সময়ে বোঝা যাবে।'

লিজা চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। লাভরেৎস্কি তাঁর ভাসিলিয়েভ্‌স্কয়ের জীবন, মিখালেভিচ, ও আন্তনের বিষয়ে কথা কইতে শুরু করলেন। লিজার সঙ্গে কথা বলার তাগিদ তিনি অনুভব করলেন — তাঁর মনের মধ্যে যাকিছু ঘটছে তার সবকিছু লিজাকে বলার তাগিদ: সে ভারি মনোযোগী শ্রোতা;

মাঝেমাঝে তার মন্তব্য ও কথাগুলো তাঁর মনে হল ভারি সরল আর বুদ্ধিমতীর মতো। সে-কথা তাকে তিনি বললেন।

লিজা বিস্মিত হল।

'সত্যি?' সে বলল। 'আর সব সময়েই আমার ধারণা যে আমার ঝি নাস্তিয়ার মতো আমারও নিজের বলার কোনো কথা নেই। একবার সে তার প্রেমিককে বলেছিল: 'আমাকে তোমার একঘেয়ে লাগবে। সব সময়েই তুমি ভারি সুন্দর করে আমার সঙ্গে কথা বল, কিন্তু আমার নিজের বলার মতো কোনো কথা নেই।''

'সেজন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,' লাভরেৎস্কি ভাবলেন।

২৭

ইতিমধ্যে সন্ধে ঘনিয়ে এল। মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না বললেন যে যাবার সময় হয়ে গেছে। ছোটো মেয়েদের মাছের পুকুরের পাশ থেকে অনেক কষ্টে টেনে এনে যাবার জন্য প্রস্তুত করা হল। লাভরেৎস্কি জানালেন যে অতিথিদের মাঝ-পথ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবেন। তিনি তাঁর ঘোড়াটা জুততে আদেশ দিলেন। মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌নার হাত ধরে গাড়িতে তুলে দেবার সময় অকস্মাৎ তাঁর লেমের কথা মনে পড়ল; কিন্তু বৃদ্ধকে কোথাও পাওয়া গেল না। মাছ ধরা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অদৃশ্য হয়েছিলেন। তার বয়সের পক্ষে আশ্চর্য শক্তিতে গাড়ির দরজাগুলো শব্দ করে বন্ধ করে আন্তন কঠিন স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'কোচোয়ান, চালাও!' গাড়িটা চলতে শুরু করল। পিছনের আসনে বসেছিলেন মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না আর লিজা, সামনের আসনে ছোটো মেয়েরা আর ঝি। সন্ধেটা শান্ত ও উষ্ণ, দু'ধারের জানালাগুলো তাই নামানো হল। লাভরেৎস্কি গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে লিজার পাশে পাশে ঘোড়া ছুটিয়ে চললেন। হাত দিয়ে তিনি দরজাটা ধরে ছিলেন; ঘোড়াটা দুলকি চালে চলছিল, তার গলায় তিনি লাগামগুলো রেখেছিলেন — মাঝেমাঝে তরুণীর সঙ্গে দু'একটা কথা বলছিলেন। সূর্যাস্তের আভা মিলিয়েছে; রাত হয়ে গেছে, কিন্তু মনে হয় যেন বাতাসটা হয়ে উঠেছে গরম। অল্পক্ষণের মধ্যেই মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না ঢুলতে শুরু করলেন; ছোটো মেয়েরা এবং তাদের ঝি-ও ঘুমিয়ে পড়ল। মসৃণ দ্রুত গতিতে গাড়িটা চলতে লাগল। লিজা সামনের

দিকে ঝুঁকল; চাঁদ উঠছিল; তার আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল তার মুখ, সুগন্ধী রাত্রির বাতাস লাগছিল তার চোখে আর গালে। খুশি হয়ে উঠল সে। লাভরেৎস্কির হাতের পাশেই গাড়ির দরজার উপর তার হাতটা ছিল। লাভরেৎস্কিও খুশি; রাত্রির স্তব্ধ উষ্ণতার মধ্যে দ্রুত যেতে যেতে, মিষ্টি তরুণ মুখের উপর থেকে একবারও দৃষ্টি না সরিয়ে, ভালো এবং সরল বিষয়ে ফিসফিস করে বলা সুরেলা তরুণ কণ্ঠস্বর শুনতে শুনতে টের পাবার আগেই লাভরেৎস্কি ঘোড়ার পিঠে অর্ধেক পথ অতিক্রম করলেন। মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্‌নাকে জাগাতে না চেয়ে লিজার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে তিনি বললেন, 'এখন আমরা বন্ধু, কেমন?' লিজা মাথা নাড়াল; তিনি তাঁর ঘোড়াটা থামালেন। দুলতে দুলতে ঝাঁকুনি খেতে খেতে গাড়িটা চলে গেল। পায়ে হাঁটার মতো ধীরে ধীরে লাভরেৎস্কি বাড়ির দিকে চললেন। গ্রীষ্ম-রাত্রির মাধুর্য তাঁর হৃদয় স্পর্শ করল; তাঁর চারিদিকের সবকিছুই অকস্মাৎ নতুন বলে মনে হল, কিন্তু তবু সেগুলো যেন বহুদিন ধরে মধুরভাবে পরিচিত; কাছে দূরের সবকিছুর উপরেই গভীর এক প্রশান্তি বিরাজ করছে — নজর চলে যায় অনেক দূর পর্যন্ত, যদিও সবকিছুই ঠাহর হয় না; এই প্রশান্তিকেও মনে হয় যেন যৌবন-জোয়ারে জীবন্ত। হেলেদুলে লাভরেৎস্কির ঘোড়া দ্রুত পায়ে চলল; তার দীর্ঘ কালো ছায়াটা চলল পাশে পাশে; তাঁর ক্ষুরের শব্দের মধ্যে অদ্ভুত এক মোহ আছে, কোয়েলদের সুস্পষ্ট চীৎকারের মধ্যে রয়েছে একটা মন-মাতানো ভাব। যেন একটা সাদা কুজ্‌ঝটিকার মধ্যে তারাগুলো গেছে হারিয়ে; আধখানা চাঁদ জ্বলছে তীব্র দ্যুতিতে: তার রশ্মিগুলো আকাশে ফেলছে নীলচে আভা আর ভেসে-যাওয়া হালকা মেঘগুলোর উপর ছোপ ফেলছে ধূমল-সোনালী রঙের; রাত্রির তাজা বাতাস চোখের উপর ভিজে একটা আবরণ টেনে আনে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে ধীরে ধীরে যায় ছড়িয়ে, তারপর অবাধে প্রবেশ করে ফুসফুসের মধ্যে। লাভরেৎস্কি তৃপ্তির সঙ্গে তা পান করতে লাগলেন, আর এই তৃপ্তি তাঁকে আনন্দ দিচ্ছিল। ভাবলেন, 'এখনো বেঁচে থাকব... আমাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারে নি...' বললেন না কে বা কী ধ্বংস করতে পারে নি... তারপর তিনি লিজার কথা ভাবতে লাগলেন, ভাবতে লাগলেন যে সে কিছুতেই পানশিনের প্রেমে পড়তে পারে না, যদি অন্য অবস্থায় তার সঙ্গে তাঁর দেখা হত — ঈশ্বর জানেন তাহলে কী ঘটতে পারত; ভাবতে লাগলেন যে লেমের সঙ্গে তিনি একমত, যদিও লিজার 'নিজের' কথা কিছু নেই। যাই-ই হোক না কেন, কথাটা কিন্তু সত্যি

নয় — তার নিজের কথা আছে বৈকি... 'এটা নিয়ে ঠাট্টা করবেন না,' — লাভরেৎস্কির মনে পড়ল। বহুক্ষণ তিনি মাথা নীচু করে চললেন, তারপর সোজা হয়ে বসে ধীরে ধীরে তিনি উচ্চারণ করলেন:

আর যাকিছুই আমি পুজো করেছি সবকিছুই পুড়িয়েছি,
আর যা-সব আমি পুড়িয়েছি সে-সবকেই পুজো করি...

তারপর ঘোড়াটাকে চাবুক কষিয়ে বাড়ি পর্যন্ত সমস্ত পথ এলেন ছুটে।

ঘোড়া থেকে নেমে, নিজের মনেই কৃতজ্ঞতার হাসি হেসে শেষবার চারিদিকে তিনি তাকালেন। রাত্রি — সদয় শান্ত রাত্রি, পাহাড় আর উপত্যকার উপর রয়েছে বিছিয়ে; দূর থেকে, তার সুগন্ধী গভীরতা থেকে — সেটা স্বর্গ কিংবা পৃথিবী কোথা থেকে সে-কথা কেউ বলতে পারে না — কোমল ও মৃদু এক উষ্ণতা ধীরে ধীরে আসছিল। লিজার জন্য লাভরেৎস্কি পাঠালেন একটি শেষ নিঃশব্দ অভিনন্দন, তারপর দৌড়ে উঠলেন সিঁড়ি দিয়ে।

পরের দিনটা বেশ একঘেয়েমির মধ্যে কাটল। সকালটা শুরু হল পুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি দিয়ে। লেম্ মুখ ভার করে রইলেন, আরো চেপে রইল তাঁর ঠোঁট, যেন তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন তা আর কখনো খুলবেন না। শুতে যাবার সময় লাভরেৎস্কি নিয়ে গেলেন এক রাশ ফরাসী পত্রিকা, সেগুলো দু'সপ্তাহেরও উপর টেবিলে বন্ধ অবস্থায় পড়ে ছিল। উদ্দেশ্যহীনভাবে মোড়কগুলো খুলে তিনি খবরের কাগজের স্তম্ভগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে যেতে লাগলেন, সেখানে নতুন কোনো খবর ছিল না। সেগুলোকে তিনি সরিয়ে রাখতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় অকস্মাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো বিছানা থেকে তিনি লাফিয়ে উঠলেন। একটি খবরের কাগজের এক প্রবন্ধে আমাদের পূর্বপরিচিত মঁসিয়ে জুল্‌স তাঁর পাঠকদের 'দুঃখের খবর' জানিয়েছেন: তিনি লিখেছেন, madame de Lavretzki, যিনি ছিলেন মোহিনী, মস্কোর মনোমুগ্ধকারিণী, সম্ভ্রান্ত মহিলা, ফ্যাশনের রাণীদের অন্যতমা, যিনি প্যারিসের বৈঠকখানাখুলোকে অলঙ্কৃত করতেন, তাঁর হঠাৎ মৃত্যু হয়েছে, এবং সে-খবর — হায়, নিদারুণ সত্য — এইমাত্র তাঁর, মঁসিয়ে জুল্‌সের কানে এসেছে। তিনি আরো লিখেছিলেন যে তিনি ছিলেন লোকান্তরিত মহিলার বন্ধু, বলা যায়...

পোষাক পরে লাভরেৎস্কি বাগানে গেলেন; সকাল পর্যন্ত তিনি একই বীথিতে পায়চারি করেছিলেন।

২৮

পরের দিন সকালে চা পানের সময় সহরে ফিরে যাবার জন্য লাভরেৎস্কির কাছে লেম্‌ ঘোড়া চাইলেন। 'আমার কাজ শুরু করার, অর্থাৎ শিক্ষা দেবার সময় হয়েছে,' বৃদ্ধ বললেন; 'এখানে শুধু আমি সময় নষ্ট করছি।' লাভরেৎস্কি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন না: তাঁকে অন্যমনস্ক মনে হল। অবশেষে তিনি বললেন, 'বেশ, আপনার সঙ্গে আমি নিজে যাব।' চাকরের সহায়তা না নিয়ে গজগজ করতে করতে লেম্‌ নিজের স্যুটকেসে জিনিস ভরলেন, এবং কয়েকটা স্বরলিপির কাগজ ফেললেন ছিঁড়ে ও পুড়িয়ে। ঘোড়াগুলো জোতা হল। নিজের ঘর থেকে বেরুবার সময় লাভরেৎস্কি মঁসিয়ে জুল্‌সের প্রবন্ধ সংবলিত খবরের কাগজটি পকেটে রাখলেন। সমস্ত পথ লেম্‌ এবং লাভরেৎস্কি খুব কম কথা কইলেন: প্রত্যেকেই নিজের-নিজের চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন এবং খুশি ছিলেন একে অন্যকে বিরক্ত করছেন না বলে। তাঁরা বিদায় নিলেন উদাসভাবে, প্রসঙ্গত এটা রাশিয়ায় বন্ধুদের মধ্যে প্রায়ই ঘটে থাকে। বৃদ্ধকে তাঁর ছোটো বাড়িতে গাড়ি চালিয়ে লাভরেৎস্কি পেঁছে দিলেন। বৃদ্ধ নেমে, স্যুটকেসটা নিয়ে, বন্ধুর দিকে হাত প্রসারিত না করে (তাঁর মালপত্র দু'হাত দিয়ে বুকের কাছে তিনি চেপে রেখেছিলেন), এমন কি তাঁর দিকে না তাকিয়ে রুশ ভাষায় বললেন, 'বিদায়!' 'বিদায়,' বলে লাভরেৎস্কি কোচোয়ানকে বললেন তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতে। দরকার হলে থাকবার জন্য ও... সহরে তিনি ঘর ভাড়া করেছিলেন। কয়েকটি চিঠি লেখা শেষ করে, তাড়াহুড়ো করে আহার করে তিনি গেলেন কালিতিনদের বাড়িতে। বৈঠকখানায় তিনি শুধু পানশিনকে দেখতে পেলেন; পানশিন তাঁকে জানালেন যে মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না শীঘ্রই আসবেন এবং তাঁর সঙ্গে প্রফুল্ল আন্তরিকতায় আলাপ জুড়ে দিলেন। এর আগে পর্যন্ত পানশিন তাঁর সঙ্গে প্রায় মুরুব্বির মতো চালে কথা বলতেন, কিন্তু পানশিনের কাছে লাভরেৎস্কির বাড়িতে বেড়াতে যাবার গল্প করার সময় লিজা তাঁর সম্বন্ধে বলেছিল যে তিনি চমৎকার ও বুদ্ধিমান লোক; সেটাই যথেষ্ট: এই 'চমৎকার' লোকটির হৃদয় জয় করা তাঁর প্রয়োজন। পানশিন নানা প্রশংসা করতে শুরু করলেন, বলতে লাগলেন মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌নার পরিবারের সবাই ভাসিলিয়েভ্‌স্কয়েতে গিয়ে কী রকম খুশি হয়েছেন, আর তারপর, তাঁর স্বভাব অনুযায়ী, নিজের সম্বন্ধে গড়গড় করে বলে চললেন: নিজের কাজের বিষয়ে লাগলেন কথা কইতে, জীবন,
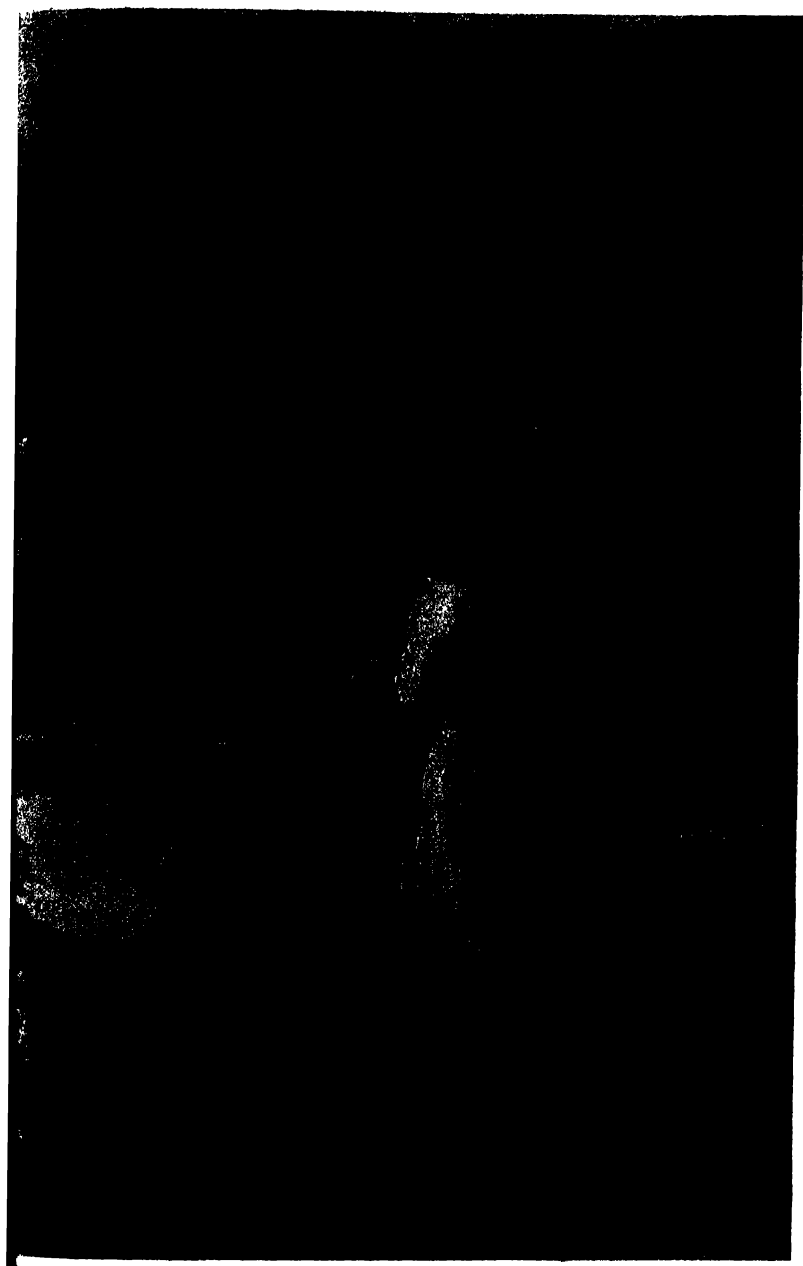
পৃথিবী এবং সরকারী চাকরি সম্বন্ধে তাঁর মতামত ব্যাখ্যা করতে লাগলেন, রাশিয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কয়েকটি উক্তি করলেন এবং বললেন যে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ভালো করে আয়ত্তের মধ্যে রাখা প্রয়োজন; নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা করে কয়েকটি পরিহাসমূলক মন্তব্য করলেন এবং কথাচ্ছলে বললেন যে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে তাঁর উপর ভার দেওয়া হয়েছে 'de populariser l'idée du cadastre' ।* অনেকক্ষণ ধরে তিনি কথা বললেন, বেপরোয়া আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে কঠিন কঠিন সমস্যার সমাধান করলেন, গুরুগম্ভীর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে এমনভাবে ভেল্কি দেখাতে লাগলেন যে সেগুলো যেন এক-একটা বল। সর্বক্ষণ তাঁর মুখে মুখে এ-ধরনের কথাগুলো ঘোরাফেরা করতে লাগল: 'আমি সরকার হলে ঠিক এইটা করতাম', 'বুদ্ধিমান লোক হিসেবে আমার সঙ্গে আপনি বিনা দ্বিধায় একমত হবেন'। নিরুত্তাপভাবে পানশিনের বাগাড়ম্বরতা লাভরেৎস্কি শুনতে লাগলেন: এই সুদর্শন, চতুর, প্রফুল্ল যুবক, তাঁর উজ্জ্বল হাসি, কোমল কণ্ঠস্বর এবং ধূর্ত চোখকে তাঁর ভালো লাগল না। পানশিনের বোধশক্তি ছিল প্রখর। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারলেন যে শ্রোতা তাঁর আলোচনা থেকে বিশেষ কোনো আনন্দ পাচ্ছেন না। তাই, এক ছুতোয় তিনি ঘর থেকে সরে পড়লেন, আর মনে মনে স্থির করলেন যে লাভরেৎস্কি চমৎকার মানুষ হতে পারেন, কিন্তু তিনি বদমেজাজী, aigri** এবং en somme*** হাস্যকর। গেদেওনভ্স্কির সঙ্গে মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না দেখা দিলেন; তারপর এলেন মার্ফা তিমোফেয়েভ্না ও লিজা এবং পরে তাঁদের পিছন পিছন পরিবারের বাকী আর সবাই। শেষে এলেন সঙ্গীত-অনুরাগী মাদাম বেলেনিৎসিনা। চেহারাটা তাঁর রোগা আর ছোট্ট, মুখটা শিশুদের মতো, সুন্দর ও ক্লান্ত ধরনের। তাঁর পরনে খসখস শব্দ-করা কালো গাউন এবং সোনার ভারি ব্রেসলেট, হাতে একটা জমকালো পাখা। তাঁর সঙ্গে তাঁর স্বামীও ছিলেন: মোটাসোটা মানুষ, লালচে গাল, হাত-পাগুলো বড়বড়, চোখের পাতাগুলো সাদা, আর পুরু পুরু ঠোঁটে সর্বদাই হাসি লেগে আছে। তাঁর স্ত্রী লোকের সামনে তাঁর সঙ্গে কখনো কথা কইতেন না, কিন্তু বাড়িতে

* ফরাসী ভাষায়—নতুন ভূমি-সংক্রান্ত আইনের প্রস্তাবকে প্রচার করা।

** ফরাসী ভাষায় — বিদঘুটে।

*** ফরাসী ভাষায় — সাধারণভাবে।

ভাবাবেগের সময় তাঁকে ডাকতেন তাঁর ছোট্ট শুয়োর-ছানা বলে। পানশিন ফিরে এলেন। ঘরটা লোকজন আর শব্দে ভরে উঠল। এতো লোক লাভরেৎস্কির ভালো লাগে না। বিশেষ করে তিনি চটে উঠলেন বেলোনিৎসিনার উপর, যিনি ক্রমাগত তাঁর হাত-চশমা দিয়ে তাঁকে দেখছিলেন। লিজা না থাকলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে চলে যেতেন: গোপনে তাকে তিনি একটা কথা বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে সুবিধে পেলেন না। তাকে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করার গোপন আনন্দ নিয়েই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হল। লিজার মুখটা এতো মিষ্টি আর কোমল বলে ইতিপূর্বে কখনো তাঁর মনে হয় নি। বেলোনিৎসিনার পাশে তাকে আরো সুন্দর দেখাচ্ছিল। প্রথমোক্ত জন সর্বদা তাঁর চেয়ারে ছটফট করছিলেন, তাঁর সরু সরু কাঁধগুলো ঝাঁকাচ্ছিলেন, গদগদভাবে হাসছিলেন, চোখগুলো কখনো কোঁচকাচ্ছিলেন কখনো অকস্মাৎ বিস্ফারিত করছিলেন। লিজা বসেছিল স্থির হয়ে, লোকেদের দিকে সে তাকাচ্ছিল পূর্ণ দৃষ্টিতে এবং একেবারেই হাসছিল না। মার্ফা তিমোফেয়েভ্না, বেলোনিৎসিনা ও গেদেওনভ্স্কির সঙ্গে গৃহকর্ত্রী তাস খেলতে বসলেন। গেদেওনভ্স্কি খেলছিলেন ধীরে ধীরে, ক্রমাগত করছিলেন ভুল, চোখগুলো করছিলেন পিটপিট এবং রুমাল দিয়ে মুছছিলেন মুখটা। পানশিনের মুখের ভাবটা বিষণ্ণ, কথা বলছিলেন নীরস, অর্থপূর্ণ গম্ভীর স্বরে — কিছুতেই যেন তাঁর মন নেই। মাদাম বেলোনিৎসিনা তাঁর সঙ্গে দারুণ প্রেমের অভিনয় করছিলেন। তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও, তিনি তাঁর রচিত গানটা গাইতে অস্বীকার করলেন: লাভরেৎস্কির উপস্থিতিতে তিনি আড়ষ্ট বোধ করছিলেন। ফিওদর ইভানিচও সামান্যই কথা বলছিলেন। তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই লিজা তাঁর অদ্ভুত মুখভাবটা লক্ষ্য করেছিল, তার মনে হয়েছিল যে তিনি তাকে কিছু বলতে চান, কিন্তু তাঁকে জিগ্গেস করতে তার ভয় হচ্ছিল, কেন সে জানে না। অবশেষে পাশের ঘরে চা ঢালতে যাবার সময় এমনি তাঁর দিকে সে মুখটা ফেরাল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার পিছন পিছন বেরিয়ে গেলেন।

'কী হয়েছে আপনার?' সামোভারের উপর চায়ের কেটলিটা চাপিয়ে সে প্রশ্ন করল।

'কেন, আপনি কি কিছু লক্ষ্য করেছেন?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

'আপনাকে অন্য দিনের মতো দেখাচ্ছে না।'

লাভরেৎস্কি টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়লেন।

'আপনাকে একটা খবর বলার জন্যে অপেক্ষা করছি, কিন্তু এখন সেটা অসম্ভব। এই প্রবন্ধের এইখানে দাগ-দেওয়া প্যারাটা পড়তে পারেন,' যে-কাগজটা তিনি সঙ্গে করে এনেছিলেন সেটা তাকে দিতে দিতে বললেন। 'দয়া করে কথাটা গোপন রাখবেন। আমি কাল সকালে আসব।'

লিজা আশ্চর্য হয়ে গেল... পানশিনকে দরজার কাছে দেখা গেল। খবরের কাগজটাকে সে পকেটে লুকিয়ে ফেলল।

'লিজাভেতা মিখাইলভ্না, আপনি কি 'ওবারমান্' পড়েছেন?' চিন্তিত স্বরে পানশিন প্রশ্ন করলেন।

বিড়বিড় করে কী যেন বলে লিজা উপরে চলে গেল। বৈঠকখানায় ফিরে লাভরেৎস্কি তাসের টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলেন। মার্ফা তিমোফেয়েভ্নার টুপির ফিতেগুলো ঢিলে হয়ে দুলছিল, আরক্ত হয়ে উঠেছিল মুখ। তাঁকে তিনি তাঁর পার্টনার গেদেওনভ্স্কির বিরুদ্ধে অনুযোগ জানালেন। বললেন যে গেদেওনভ্স্কি কোনো কাজের নন।

বললেন, 'তাস খেলা তোমার গুজব রটাবার মতো সহজ নয়, বাপু।'

অপরাধী ব্যক্তিটি মিটমিট করে তাকিয়ে মুখ মুছে চললেন। লিজা ফিরে এসে এক কোণে বসল। লাভরেৎস্কি তার দিকে তাকালেন, আর সে তাকাল তাঁর দিকে — দুজনেরই কেমন ভয় হল। লিজার চোখের মধ্যে তিনি উদ্বেগ ও এক প্রচ্ছন্ন তিরস্কার দেখতে পেলেন। বহু চেষ্টা করেও নিজের ইচ্ছেমতো কিছুতেই তিনি তার সঙ্গে কথা কইতে পারলেন না। অন্যান্য অতিথিদের মতো লিজার সঙ্গে সেই ঘরে তাঁর থাকা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠল: তিনি স্থির করলেন চলে যাবেন। বিদায় নেবার সময় কোনো রকমে আবার তিনি বললেন যে কাল আসবেন এবং আরো বললেন যে তার বন্ধুত্বকে তিনি বিশ্বাস করেন।

'আসবেন,' লিজা উত্তর দিল, তার মুখের উপর ফুটে রইল একই ধরনের উদ্বেগ।

লাভরেৎস্কি চলে যাবার পর পানশিন প্রফুল্ল হয়ে উঠলেন; গেদেওনভ্স্কিকে তিনি উপদেশ দিতে শুরু করলেন, মাদাম বেলেনিৎসিনার উপর বিদ্রূপাত্মক মনোযোগ দেখাতে লাগলেন এবং অবশেষে গান গাইলেন। কিন্তু লিজার সঙ্গে তাঁর আলাপ চলল ঠিক আগের মতোই — অর্থপূর্ণ এবং সামান্য বিষণ্ণ।

আবার লাভরেৎস্কি সমস্ত রাত ঘ্মলেন না; মন খারাপ হয় নি তাঁর, বিচলিতও বোধ করেন নি তিনি, সম্পূর্ণ শান্ত ছিলেন; কিন্তু ঘ্মতে পারলেন না। এমন কি অতীতের কথাও চিন্তা করলেন না; শুধু ভাবতে লাগলেন তাঁর জীবনটা কী রকম ছিল; ভারাক্রান্ত নিয়মিত ছন্দে স্পন্দিত হয়ে চলল তাঁর বুক, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগল, কিন্তু ঘ্মোবার কথা তিনি ভাবলেন না। মাঝেমাঝে এই চিন্তা চকিতে তাঁর মনে জাগতে লাগল: 'এটা সত্যি নয়, এ-সব একেবারে বাজে কথা,' — তারপর থেমে, মাথা নীচু করে নিজের জীবনকে তিনি আবার পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করলেন।

২৯

পরের দিন সকালে লাভরেৎস্কি যখন দেখা করতে এলেন মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না তখন বিশেষ অমায়িকতা দেখালেন না। ভাবলেন, 'দেখছি এখানে আসাটা ওঁর অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।' এমনিতেই তাঁকে তিনি বিশেষ পছন্দ করতেন না, তার উপর তিনি ছিলেন পানশিনের প্রভাবাধীন। পানশিনই গত সন্ধ্যায় দ্ব্যর্থব্যঞ্জক ভাষায় লাভরেৎস্কিকে প্রশংসা করে কয়েকটি কথা বলেছিলেন। লাভরেৎস্কিকে তিনি অতিথি বলে মনে করতেন না, আত্মীয়কে আতিথ্য প্রদর্শন করা অনাবশ্যক বলে তাঁকে প্রায় ঘরের লোকের মতো মনে করতেন। তাই আধ-ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই লাভরেৎস্কি বাগানের এক বীথিকায় লিজার সঙ্গে হাঁটতে শুরু করলেন। তাঁদের কাছেই ফুল বাগানে লেনোচ্কা আর শুরোচ্কা দৌড়োদৌড়ি করছিল।

লিজা ছিল যথারীতি শান্ত, কিন্তু সাধারণত তাকে যেমন ফরসা দেখায় তার চেয়েও বেশী ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। ছোটো করে ভাঁজ করা খবরের কাগজের পাতাটা পকেট থেকে বার করে সে লাভরেৎস্কিকে দিল।

'কী সাংঘাতিক!' সে বলল।

লাভরেৎস্কি উত্তর দিলেন না।

'কিন্তু হয়তো শেষ পর্যন্ত সত্যি নয়,' লিজা বলল।

'সেজন্যেই আপনাকে আমি অনুরোধ করেছিলাম কাউকে এ-কথা না বলতে।'

লিজা আরো খানিক সামনে এগিয়ে গেল।

'আমাকে বলুন,' সে বলতে শুরু করল, 'আপনার কি দুঃখ হয় নি? একটুও না?'

'আমি নিজেই জানি না আমার কী মনে হচ্ছে,' লাভরেৎস্কি বললেন।

'কিন্তু তাঁকে তো আগে আপনি ভালোবাসতেন, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'খুব বেশী?'

'হ্যাঁ।'

'আর তাঁর মৃত্যুতে আপনার দুঃখ হয় নি?'

'আমার কাছে এর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।'

'আপনি যা বলছেন সেটা পাপ... আমার ওপর রাগ করবেন না। আপনি আমাকে আপনার বন্ধু বলেন — বন্ধু সব কথা বলতে পারে। সত্যি, আমার কেমন যেন ভয় করছে... গতকাল আপনার মুখের ভাবটা আমার ভালো লাগে নি... সেদিন তাঁর বিরুদ্ধে আপনি যে অনুযোগ করছিলেন সে-কথাটা মনে পড়ে? — অথচ তখনই হয়ত তিনি আর বেঁচে ছিলেন না। কী সাঙ্ঘাতিক কথা। ভগবান আপনাকে শাস্তি দিয়েছেন।'

লাভরেৎস্কি করুণ হাসি হাসলেন।

'আপনার কি তাই মনে হয়?.. যাই হোক, আমি এখন মুক্ত।'

লিজা শিউরে উঠল।

'দয়া করে ওভাবে কথা কইবেন না। আপনার স্বাধীনতায় লাভ কী? সে-কথা এখন আপনার ভাবা উচিত নয়, উচিত ক্ষমার কথা ভাবা...'

'বহুকাল আগেই তাঁকে আমি ক্ষমা করেছিলাম,' তিরস্কারের ভঙ্গীতে হাত নেড়ে লাভরেৎস্কি বাধা দিয়ে উঠলেন।

আরক্ত হয়ে উঠে লিজা বলল, 'না-না, সে-কথা নয়। আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। আপনার নিজের ক্ষমা চাওয়া উচিত...'

'কার কাছ থেকে?'

'ঈশ্বরের কাছ থেকে। ঈশ্বর ক্ষমা না করলে কে আমাদের ক্ষমা করবেন?'

লাভরেৎস্কি তার হাত চেপে ধরলেন।

চেঁচিয়ে উঠলেন, 'লিজাভেতা মিখাইলভ্‌না, বিশ্বাস করুন, এমনিতেই আমি ইতিমধ্যে যথেষ্ট শাস্তি পেয়েছি। বিশ্বাস করুন, ইতিমধ্যে সবকিছুর জন্যে আমার প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে।'

মৃদুস্বরে লিজা বলল, 'সে-বিষয়ে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন না।

আপনি ভুলে গেছেন যে হালে আমার সঙ্গে আলোচনা করার সময় — তাঁকে ক্ষমা করতে আপনি প্রস্তুত ছিলেন না...'

তাঁরা চুপচাপ হে'টে চললেন।

'আপনার মেয়ের কী হবে?' দাঁড়িয়ে পড়ে অকস্মাৎ লিজা প্রশ্ন করল।

লাভরেৎস্কি চমকে উঠলেন।

'আপনি দুর্ভাবনা করবেন না! চারদিকে আমি চিঠি লিখেছি। যাকে আমার মেয়ের ভবিষ্যৎ আপনি বলছেন... তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুর্ভাবনা করবেন না।'

লিজা বিষণ্ণ হাসি হাসল।

লাভরেৎস্কি বলে চললেন, 'কিন্তু আপনি ঠিকই বলেছিলেন — আমার স্বাধীনতায় লাভ কী? এতে আমার কী উপকার হবে?'

তাঁর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে লিজা বলল, 'কবে আপনি খবরের কাগজটা পেয়েছিলেন?'

'আপনারা যেদিন এসেছিলেন তার পরের দিন।'

'আর আপনি কি বলতে চান... বলতে চান যে আপনি একবারও কাঁদেন নি?'

'না। আমি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম; আর চোখের জলই বা আসবে কোথা থেকে? আমার মনে অতীতের কথা ছাই হয়ে গেছে, তার জন্যে কাঁদব? তার অপরাধ আমার আনন্দকে নষ্ট করে নি, সেটা শুধু আমাকে দেখিয়েছিল যে সে-আনন্দ কখনোই ছিল না। কাঁদবার কী ছিল? কিন্তু ভালো কথা, কে জানে? — পনেরো দিন আগে খবরটা পেলে আমি হয়তো আরো দুঃখিত হতাম...'

লিজা প্রশ্ন করল, 'পনেরো দিন? গত পনেরো দিনে কী ঘটে থাকতে পারে?'

লাভরেৎস্কি উত্তর দিলেন না, অকস্মাৎ লিজা আরো আরক্ত হয়ে উঠল।

লাভরেৎস্কি হঠাৎ বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি ঠিক অনুমান করেছেন। এই পনেরো দিনের মধ্যে আমি নিষ্পাপ মেয়ের হৃদয়ের দাম বুঝতে পেরেছি, আর আমার অতীত আমার কাছ থেকে গেছে আরো দূরে সরে...'

অপ্রতিভ হয়ে লিজা ধীরে ধীরে ফুল বাগানের দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে লেনোচ্‌কা আর শুরোচ্‌কা খেলা করছিল।

তার পিছন পিছন যেতে যেতে লাভরেৎস্কি বললেন, 'আপনাকে এই

খবরের কাগজটা দেখিয়েছিলাম বলে আমি খুশি, আপনার কাছ থেকে কিছু লুকিয়ে না রাখার অভ্যেস আমার হয়ে গেছে, আর আশা করি প্রতিদানে আপনিও আমাকে এ-রকম বিশ্বাস করবেন।'

দাঁড়িয়ে পড়ে মৃদুস্বরে লিজা বলল, 'আপনার কি তাই ধারণা? তাহলে আমারও... কিন্তু না! সেটা অসম্ভব!'

'কী অসম্ভব? আমাকে বলুন, বলুন।'

'সত্যিই মনে হয় সেটা বলা ঠিক হবে না... ভালো কথা,' হেসে লাভরেৎস্কির দিকে ফিরে সে বলল, 'খোলাখুলিই যদি হয় তো আধাআধি কেন? জানেন, আজ আমি একটা চিঠি পেয়েছি?'

'পানশিনের কাছ থেকে?'

'হ্যাঁ... কী করে আপনি জানলেন?'

'তিনি আপনাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করেছেন?'

'হ্যাঁ,' বলে লিজা লাভরেৎস্কির চোখের দিকে পূর্ণ ও গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকাল।

লাভরেৎস্কিও গম্ভীরভাবে তাকালেন লিজার দিকে।

'তা, কী উত্তর তাঁকে দিয়েছেন?' অবশেষে তিনি বললেন।

'কী উত্তর দেবো জানি না,' তার জড়ো-করা হাতদুটো ছেড়ে দিয়ে লিজা উত্তর দিল।

'কেন? তাঁকে তো আপনি ভালোবাসেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, তাঁকে আমার ভালো লাগে; মনে হয় তিনি ভালো লোক।'

'ঠিক এই কথাগুলোই তিন দিন আগে বলেছিলেন। আমি জানতে চাই, সেই আন্তরিক আবেগের সঙ্গে কি তাঁকে আপনি ভালোবাসেন যাকে আমরা প্রেম বলি?'

'আপনি যেভাবে সেটা বোঝেন — না।'

'আপনি তাঁর প্রেমে পড়েন নি?'

'না। কিন্তু সেটার কি খুব দরকার?'

'কী বললেন!'

লিজা বলে চলল, 'মা তাঁকে পছন্দ করেন। তাঁর স্বভাব সুন্দর; তাঁর মধ্যে আপত্তিকর আমি কিছু খুঁজে পাই না।'

'তবু আপনি দ্বিধা করছেন?'

'হ্যাঁ... আর হয়তো -- আপনার জন্যে, আপনি যা বলেছিলেন তার জন্যে।

আপনার কি মনে পড়ে গত পরশু আপনি কী বলেছিলেন? কিন্তু এটা দুর্বলতা...'

'আপনি ভারি ছেলেমানুষ!' লাভরেৎস্কি চেঁচিয়ে উঠলেন আর তাঁর স্বরটা কেঁপে উঠল। 'নিজেকে ঠকাবেন না, আপনার মনের কথাটাকে দুর্বলতা বলবেন না। বিনা প্রেমে আপনার মন নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাইছে না। ও-রকম ভয়ঙ্কর দায়িত্ব সেই লোক সম্বন্ধে নেবেন না, যাকে আপনি ভালোবাসেন না অথচ যাকে বিয়ে করতে ইচ্ছে করেন...'

'আমাকে যা বলা হয় তাই করি, কিছুই আমি নিজের দায়িত্বে করি না,' লিজা বলতে শুরু করল...

'আপনার মন যা বলে তাই করুন; মনই শুধু সত্যি কথা আপনাকে বলবে,' বাধা দিয়ে লাভরেৎস্কি বলে উঠলেন। 'অভিজ্ঞতা, যুক্তি — এ-সবই একেবারে বাজে, কোনো মানে হয় না! পৃথিবীর যে শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র আনন্দ — তার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন না।'

'ফিওদর ইভানিচ, ও-কথা কেন বলছেন? আপনি নিজেই তো প্রেমের জন্যে বিয়ে করেছিলেন আর আপনি কি সুখী হয়েছিলেন?'

লাভরেৎস্কি হতাশ হয়ে হাত নাড়ালেন।

'আমার কথা আলোচনা করবেন না! আপনি কিছুতেই বুঝতে পারবেন না এক সরল, অত্যন্ত বাজেভাবে মানুষ-হওয়া অল্পবয়সী ছেলে প্রেম বলে কাকে ভুল করতে পারে!.. তাছাড়া, নিজের ওপরেই বা কেন আমি অবিচার করব? এইমাত্র আপনাকে বলেছি যে আমি জানতাম না আনন্দ জিনিসটা কী... সেটা সত্যি কথা নয়! আমি আনন্দ পেয়েছিলাম!'

'ফিওদর ইভানিচ, আমার মনে হয়,' নীচু স্বরে লিজা বলল (কোনো লোকের সঙ্গে একমত না হলে মৃদুস্বরে কথা বলা তার অভ্যেস; তাছাড়া সে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল), — 'পৃথিবীর সেই আনন্দ আমাদের ওপর নির্ভর করে না...'

'নিশ্চয়ই করে, নিশ্চয়ই করে, আমার কথা বিশ্বাস করুন,' (তার হাতদুটো তিনি নিজের হাতের মধ্যে সজোরে চেপে ধরলেন; লিজা ফ্যাকাশে হয়ে উঠে তাঁর দিকে এমনভাবে তাকাল যেন ভয় পেয়ে গেছে, কিন্তু বিচলিত হল না), — 'যতক্ষণ না আমরা আমাদের জীবনকে ধ্বংস করে ফেলি। কোনো কোনো লোকের পক্ষে প্রেম করে বিয়ে করা হয়তো দুর্ভাগ্যের কারণ হতে পারে। কিন্তু আপনার বেলায় নয়, আপনার চরিত্র দৃঢ়, আপনার হৃদয় নির্মল!

আপনাকে অনুরোধ করছি, শুধু কর্তব্য, আত্মত্যাগ, কিংবা ও-ধরনের কোনো রকম ধারণার বশবর্তী হয়ে বিয়ে করবেন না... সেটা অবিশ্বাসের চেয়ে ভালো নয়, সেটা সুবিধের জন্যে বিয়ে, এমন কি তার চেয়েও খারাপ। আমার কথা বিশ্বাস করুন — এ-কথা বলার অধিকার আমার আছে: এই অধিকারের জন্যে আমাকে চড়া দাম দিতে হয়েছে। আর আপনার ঈশ্বর যদি...'

এইখানে লাভরেৎস্কি অকস্মাৎ সচেতন হলেন যে লেনোচ্‌কা আর শুরোচ্‌কা লিজার কাছে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে। লিজার হাত ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি তিনি বলে উঠলেন: 'আমাকে ক্ষমা করবেন,' তারপর বাড়ির দিকে চললেন।

ফিরে এসে তিনি বললেন, 'আপনার কাছে শুধু আমার একটি অনুরোধ। তাড়াতাড়ি কিছু ঠিক করবেন না, কিছু অপেক্ষা করুন, আপনাকে যা বলেছি সে-কথা ভেবে দেখুন। আমার কথা যদি বিশ্বাসও না করেন, যদি স্থির করেই থাকেন সুবিধের জন্যে বিয়ে করবেন তাহলেও শ্রী পানশিনকে আপনি কখনো বিয়ে করবেন না: তিনি আপনার স্বামী হতে পারেন না... প্রতিজ্ঞা করুন তাড়াহুড়ো করবেন না, কেমন?'

লাভরেৎস্কির কথার উত্তর দিতে লিজা চাইল, কিন্তু একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারল না — তার কারণ এ নয় যে সে মনস্থির করে ফেলেছিল 'তাড়াহুড়ো করবে বলে', তার কারণ তার বুকটা ধকধক করছিল সাংঘাতিক জোরে এবং আতঙ্কের মতো একটা অনুভূতিতে তার কণ্ঠরোধ হয়ে আসছিল।

৩০

কালিতিনদের বাড়ি থেকে যাবার সময় লাভরেৎস্কির সঙ্গে পানশিনের দেখা হল; আড়ষ্টভাবে পরস্পরকে তাঁরা অভিবাদন জানালেন। লাভরেৎস্কি নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। এমন আবেগে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন আগে কখনো যা তিনি অনুভব করেন নি। 'শান্তিময় স্তব্ধতার' মধ্যে বহুকাল আগে কি তিনি পড়েছিলেন? তাঁর কথামতো, নদীর গভীরতম তলদেশে কি ছিলেন তিনি কখনো? কিসে তাঁর অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে? কিসে তিনি উঠেছেন ভেসে? খুব সাধারণ, অপরিহার্য, যদিও সব সময়েই অপ্রত্যাশিত এক ঘটনার জন্য — মৃত্যু? হ্যাঁ; কিন্তু তিনি তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু,

কিংবা নিজের স্বাধীনতার কথা অতটা ভাবছিলেন না, যতটা ভাবছিলেন লিজা পানশিনকে কী উত্তর দেবে। তিনি অনুভব করলেন যে গত তিন দিনের মধ্যে তাকে তিনি অন্য দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছেন; তাঁর মনে পড়ল কীভাবে বাড়ি ফিরে এবং রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে তার কথা ভাবতে ভাবতে নিজেকে তিনি বলেছিলেন: 'শুধু যদি!..' সেই 'শুধু যদি', যাকে তিনি অতীতের উপর, এক দুর্লভ জিনিসের উপর প্রয়োগ করেছিলেন, তা এখন বাস্তবে পরিণত হয়েছে, যদিও তিনি যেভাবে কল্পনা করেছিলেন সেভাবে নয়, -- কিন্তু শুধু তাঁর স্বাধীনতাটাই যথেষ্ট নয়। তিনি ভাবলেন, 'সে তার মা-র আদেশ মেনে নেবে, পানশিনকে বিয়ে করবে; কিন্তু তাঁকে সে যদি প্রত্যাখ্যান করে তাতে আমার কী লাভ?' আয়নার পাশ দিয়ে যেতে যেতে নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি কাঁধ ঝাঁকালেন।

এই সব চিন্তার মধ্যে দেখতে দেখতে দিনটা কেটে গেল; সন্ধ্যা হয়ে এল। লাভরেৎস্কি কালিতিনদের বাড়ি চললেন। দ্রুত পায়ে তিনি হাঁটতে লাগলেন। কিন্তু যত বাড়িটার কাছে আসতে লাগলেন তত তাঁর গতি মন্থর হয়ে উঠল। গাড়ি-বারান্দার সামনে পানশিনের দ্রজ্‌কিটা দাঁড়িয়েছিল। লাভরেৎস্কি ভাবলেন, 'আমার স্বার্থপর হওয়া উচিত নয়।' তিনি বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন। ভিতরে কারুর সঙ্গে তাঁর দেখা হল না। বৈঠকখানাতেও কোনো সাড়াশব্দ নেই। দরজা খুলে তিনি দেখলেন পানশিন মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্‌নার সঙ্গে পিকেট খেলছেন। পানশিন নিঃশব্দে ঝুঁকে পড়ে তাঁকে অভিবাদন জানালেন আর কর্ত্রী চেঁচিয়ে উঠলেন: 'আরে, এ যে একেবারে অপ্রত্যাশিত!' তিনি সামান্য ভ্রূকুটি করলেন। লাভরেৎস্কি তাঁর পাশে বসে তাসগুলো দেখতে শুরু করলেন।

'আরে, আপনি পিকেট খেলেন নাকি?' চাপা বিরক্তির সঙ্গে তাঁকে তিনি প্রশ্ন করলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন যে তিনি ভুল তাস খেলেছেন।

পানশিন নব্বই গুণে গম্ভীর ও বিনীতভাবে পিঠগুলো নিতে শুরু করলেন। কূটনীতিজ্ঞরা হয়তো সেভাবে খেলেন। সম্ভবত সেণ্ট পিটার্সবুর্গে কোনো উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে এভাবে তিনি খেলেছিলেন, নিজের দৃঢ়তা ও পরিণতি সম্বন্ধে একটা অনুকূল মত জাগাতে চেয়েছিলেন তাঁর মনে। 'এক শ' এক, এক শ' দুই, হরতন, এক শ' তিন,' মাপা গলায় একঘেয়ে সুরে তিনি বলে চললেন। লাভরেৎস্কি বুঝতে পারলেন না তার মধ্যে ভর্ৎসনা না আত্ম-তৃপ্তির ভাব রয়েছে।

'মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌নার সঙ্গে আমি কি দেখা করতে পারি?' আরো গাম্ভীর্যের সঙ্গে পানশিনকে তাস ভাঁজার উপক্রম করতে দেখে তিনি প্রশ্ন করলেন। শিল্পীর ছিটেফোঁটাও এখন আর পানশিনের মধ্যে দেখা গেল না।

'হ্যাঁ, পারেন। তিনি ওপরতলায় তাঁর ঘরে আছেন,' মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না উত্তর দিলেন; 'আপনি খোঁজ নিন।'

লাভরেৎস্কি উপরতলায় গেলেন। মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌নাকেও তিনি তাস খেলতে দেখলেন। নাস্তাসিয়া কারপভ্‌নার সঙ্গে তিনি 'ওল্‌ড মেড' খেলছিলেন। রস্কা তাঁকে দেখে ঘেউ-ঘেউ করে উঠল; কিন্তু দুই বৃদ্ধাই তাঁকে দেখে খুশি হলেন। বিশেষ করে মনে হল মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌নার মেজাজটা খুব ভালো।

তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে, ফেদিয়া! আয়, আয়! বসে পড়। এক্ষুণি আমরা খেলা শেষ করব। জ্যাম খাবি? শুরোচ্‌কা, স্ট্রবেরির জ্যামটা ওর জন্যে বার করে দে। একটুও খাবি না? ভালো, তাহলে যেমন বসে আছিস সেই রকম থাক। কিন্তু দয়া করে ধূমপান করিস না। তোদের জঘন্য তামাকের গন্ধ আমার সহ্য হয় না, আর সেটা নাকে গেলে মাত্রোস হাঁচে।'

লাভরেৎস্কি তাড়াতাড়ি তাঁকে জানালেন যে ধূমপান করার তাঁর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই।

বৃদ্ধা বলে চললেন, 'নীচে গিয়েছিলি? কে রয়েছে সেখানে? পানশিন কি এখনো আছে? লিজাকে দেখেছিস? না? সে এখানে আসতে চেয়েছিল... আরে, ঐ তো বলতেই হাজির।'

লিজা ঘরে এসে লাভরেৎস্কিকে দেখে আরক্ত হয়ে উঠল।

'মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌না, একটুক্ষণের জন্যে আমি এসেছি,' সে শুরু করল...

'একটুক্ষণের জন্যে কেন?' বৃদ্ধা বাধা দিয়ে উঠলেন। 'তোরা সব তরুণীর দল এমন চুলবুলে কেন? দেখতেই তো পাচ্ছিস, অতিথি এসেছে — বসে ওর সঙ্গে গল্প কর, আপ্যায়ন কর।'

একটা চেয়ারের ধারে বসে লিজা লাভরেৎস্কির দিকে তাকাল — সে বুঝতে পারল পানশিনের সঙ্গে তার যা কথা হয়েছে সেটা তাঁকে বলতে হবে। কিন্তু কী করে তা সে করবে? একই সঙ্গে সে অপ্রতিভ ও লজ্জিত হয়ে উঠল। এই মানুষটিকে বেশী দিন ধরে সে চেনে না, যিনি গির্জেয় প্রায় যান না এবং নিজের স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদ অমন শান্তভাবে গ্রহণ করেছেন — আর তাঁকে কি না লিজা নিজের গোপন কথা বলছে... সত্যি বটে, লিজার প্রতি

তিনি মনোযোগ দিচ্ছেন; সে নিজেও তাঁকে বিশ্বাস করে এবং তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়; কিন্তু তা সত্ত্বেও তার লজ্জা হয়, যেন এক অপরিচিত ব্যক্তি তার এক নির্মল কুমারীর ঘরে প্রবেশ করেছে।

মার্ফা তিমোফেয়েভ্না তাকে উদ্ধার করলেন।

বললেন, 'তুই ওকে আপ্যায়ন না করলে কে ও বেচারাকে করবে? ওর চেয়ে আমি অনেক বুড়ি, আর ও আমার চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান আবার নাস্তাসিয়া কারপভ্নার চেয়ে ও হল অনেক বুড়ো — নাস্তাসিয়া কারপভ্না শুধু কচিদের নিয়ে জমায়।'

'ফিওদর ইভানিচকে কী করে আমি আপ্যায়ন করব?' লিজা বলল; 'উনি চাইলে ওঁর জন্যে পিয়ানোতে কিছু বাজাতে পারি,' অব্যবস্থিতচিত্তে সে আবার বলে উঠল।

মার্ফা তিমোফেয়েভ্না বললেন, 'চমৎকার! এই তো বুদ্ধিমতীর মতো কথা; তোরা নীচে যা, বাছা। তোর বাজানো শেষ হলে ফিরে আসিস। এই করে তাসে আমার হার হয়েছে, এমন রাগ হচ্ছে, দাঁড়া না। আমাকে হারের শোধ নিতে হবে।'

লিজা উঠে দাঁড়াল। লাভরেৎস্কি তার পিছন পিছন বাইরে এলেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে লিজা থেমে গেল।

সে বলতে শুরু করল, 'মানুষের মনটা যে নানা উলটো-পালটা জিনিসে ভরা সে-কথাটা ঠিক। আপনার উদাহরণ দেখে আমার ভয় পাবার কথা, প্রেমের জন্যে বিয়ে করাকে অবিশ্বাস করার কথা, কিন্তু আমি...'

'ওঁকে আপনি প্রত্যাখ্যান করেছেন?' বাধা দিয়ে লাভরেৎস্কি বললেন।

'না; কিন্তু আমি রাজীও হই নি। আমি ওঁকে আমার মনের কথা সব বলেছি; আর বলেছি অপেক্ষা করতে। আপনি খুশি হয়েছেন?' চকিত হেসে সে বলল, তারপর সিঁড়ির রেলিঙটা আলগাভাবে স্পর্শ করে দৌড়ে নেমে গেল।

'কী বাজাব বলুন?' পিয়ানোর ঢাকাটা খুলে সে প্রশ্ন করল।

'যা আপনার খুশি,' যাতে তাকে দেখতে পান সেভাবে বসতে বসতে তিনি উত্তর দিলেন।

লিজা বাজাতে শুরু করল। অনেকক্ষণ ধরে নিজের আঙুলগুলোর উপর থেকে সে চোখ সরাল না। অবশেষে লাভরেৎস্কির দিকে মুখ তুলে সে বাজনা থামাল — লাভরেৎস্কির মুখটা কেমন অদ্ভুত অস্বাভাবিক মনে হল তার।

'কী হয়েছে আপনার?' প্রশ্ন করল লিজা।

লাভরেৎস্কি বললেন, 'কিছুই না। দিব্যি আছি আমি; আপনার জন্যে আমার আনন্দ হচ্ছে, আপনাকে দেখে — দয়া করে বাজিয়ে চলুন।'

এক মুহূর্ত থেমে লিজা বলল, 'আমার মনে হয় উনি যদি বাস্তবিক আমাকে ভালোবাসতেন তাহলে ঐ চিঠিটা লিখতেন না। তিনি বুঝতে পারতেন যে এখন আমি তাঁকে কোনো উত্তর দিতে পারি না।'

লাভরেৎস্কি বললেন, 'ওটা দরকারী কথা নয়। দরকারী কথাটা হল আপনি ওঁকে ভালোবাসেন না।'

'থামুন, এ কী কথা! আমি আপনার মৃত স্ত্রীর কথা ক্রমাগত ভাবছি আর আপনাকে দেখে আমার ভয় হচ্ছে।'

'ভোল্‌দেমার, আপনার কি মনে হয় না আমার লিজেত্‌ চমৎকার বাজায়?' পানশিনকে মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না বলছিলেন।

পানশিন বললেন, 'হ্যাঁ, বাস্তবিক ভারি সুন্দর।'

তরুণ সঙ্গীর দিকে মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না কোমল দৃষ্টিতে তাকালেন, কিন্তু পানশিন আরো গম্ভীর ও চিন্তাগ্রস্তভাবে ডাকলেন চোদ্দটা সাহেব।

৩১

লাভরেৎস্কি যুবক নন; লিজার প্রতি তাঁর মনোভাব যে কী সে-বিষয়ে বেশীক্ষণ তিনি কোনো বিভ্রমের মধ্যে থাকতে পারলেন না। অবশেষে সেই দিন হৃদয়ঙ্গম করলেন যে লিজাকে তিনি ভালোবাসেন। এই চিন্তায় তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন না। নিজেকে নিজে তিনি বললেন, 'পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে আমার হৃদয়কে এক মেয়ের কাছে গচ্ছিত রাখা ছাড়া আরো ভালোকিছু কি আমি করতে পারি না? কিন্তু লিজা 'তার' মতো নয়: অপমানকর আত্মত্যাগ সে দাবি করবে না; আমার লেখাপড়ার ব্যাঘাত সে করবে না; সে নিজেই আমাকে কঠিন, সৎ পরিশ্রম করার কাজে অনুপ্রাণিত করবে এবং এক মহৎ গন্তব্যস্থলে হাত ধরাধরি করে আমরা যাব। হ্যাঁ,' তিনি তাঁর চিন্তা এই ভেবে শেষ করলেন, 'সেটা খুব ভালো কথা, কিন্তু মুশকিল আমার সঙ্গে যাবার তার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। সে তো বলেছে তার মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করি? কিন্তু পানশিনকেও সে ভালোবাসে না... তুচ্ছ সান্ত্বনা!'

লাভরেৎস্কি ভাসিলিয়েভস্কয়েতে ফিরে গেলেন; কিন্তু সেখানে চার দিনের বেশী টিকতে পারলেন না — এতো তাঁর একঘেয়ে লাগল। উপরন্তু তিনি উৎকণ্ঠিত অবস্থায় ছিলেন: মঁসিয়ে জ়ুল্‌স ঘোষিত খবরের সমর্থন প্রয়োজন, কিন্তু তিনি কোনো চিঠি পান নি। সহরে ফিরে কালিতিনদের বাড়িতে সন্ধেটা কাটালেন। এটা বোঝা শক্ত হল না যে মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না তাঁর সঙ্গে অসন্তোষসূচক ব্যবহার করছেন; কিন্তু পিকেট খেলায় তাঁর কাছে পনেরো রুব্‌ল হেরে তাঁকে তিনি খানিকটা শান্ত করতে পারলেন — এবং লিজার সঙ্গে প্রায় আধ-ঘণ্টা কাটালেন, যদিও গত সন্ধেয় তার মা তাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন — 'qui a un si grand ridicule'* — এমন লোকের সঙ্গে বেশী অন্তরঙ্গ হওয়া উচিত নয়। লিজার মধ্যে তিনি একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন — তাকে বেশী চিন্তান্বিত বলে মনে হল। তাঁকে সে অনুপস্থিতির জন্য ভর্ৎসনা করল এবং প্রশ্ন করল আগামী কাল উপাসনায় যোগদান করবেন কি না (পরের দিনটা ছিল রবিবার)।

তিনি উত্তর দেবার আগেই সে বলল, 'নিশ্চয়ই যাবেন; আমরা দুজনে একসঙ্গে তাঁর আত্মার শান্তির জন্যে উপাসনা করব।' তারপর সে বলল কী করা উচিত বুঝতে পারছে না — মনস্থির করার জন্য পানশিনকে আরো অপেক্ষা করিয়ে রাখার তার অধিকার আছে কি না।

'কেন?' লাভরেৎস্কি প্রশ্ন করলেন।

সে বলল, 'কারণ এখন আমার একটা ধারণা হচ্ছে যে সে মতামতটা কী হবে।'

সে জানাল তার মাথা ধরেছে, তারপর অব্যবস্থিতচিত্তে আঙুলের ডগাগুলো লাভরেৎস্কিকে এগিয়ে দিয়ে উপরতলায় নিজের ঘরে চলে গেল।

পরের দিন লাভরেৎস্কি গির্জায় গেলেন উপাসনা করতে। তাঁর পৌঁছবার আগেই লিজা গির্জায় পৌঁছেছিল। তাঁকে সে লক্ষ্য করল, যদিও মাথাটা ঘোরাল না। আন্তরিকভাবে সে প্রার্থনা করে চলল: তার চোখের দৃষ্টিটা হয়ে উঠল কোমল আর ধীরে ধীরে তার মাথাটা ওঠাতে নামাতে লাগল। লাভরেৎস্কির মনে হল যে তাঁর জন্যও সে প্রার্থনা করছে — তাঁর হৃদয় এক অনির্বচনীয় মাধুর্যে শিউরে উঠল। একই সঙ্গে তিনি আনন্দিত ও সামান্য লজ্জিত হয়ে উঠলেন। তাঁর চারিপাশের স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা লোকজন,

* ফরাসী ভাষায় — যাকে নিয়ে অমন একটা সোরগোল হয়েছে।

সেই প্রিয় পরিচিত মুখগুলি, গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ, ধূপ-ধুনোর গন্ধ, জানালা থেকে আসা দীর্ঘ-তির্যক আলোকরশ্মি, এমন কি দেয়াল এবং গম্বুজাকৃতি ছাদের অন্ধকার -- সবকিছু তাঁর হৃদয় স্পর্শ করল। বহুকাল পরে তিনি গির্জায় এলেন, বহুকাল পরে তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালেন; এমন কি এখনো তিনি উপাসনার কোনো মন্ত্র উচ্চারণ করলেন না — কথা উচ্চারণ না করেও তিনি প্রার্থনা করলেন না — কিন্তু, মুহূর্তের জন্য, শরীর দিয়ে না হোক, সর্বান্তঃকরণে ভক্তিনম্রভাবে নিজেকে মাটির উপর লুটিয়ে দিলেন। মনে পড়ল শৈশবে তিনি এতোক্ষণ ধরে গির্জায় উপাসনা করতেন যে মনে হত কপালে যেন শীতল এক স্পর্শ অনুভব করছেন: ভাবতেন যে মঙ্গলময় ঈশ্বর কাছে এসেছেন, কপালে এঁকে দিচ্ছেন তাঁর করুণা-তিলক। লিজার দিকে তিনি তাকালেন... ভাবলেন, 'তুমি আমাকে এখানে এনেছ, আমাকে স্পর্শ করো, আমার হৃদয়কে স্পর্শ করো।' তখনো লিজা অস্ফুট স্বরে প্রার্থনা করছিল; তাঁর মনে হল লিজার মুখটা আনন্দে ভরে গেছে। আর একবার প্রার্থনা করলেন তিনি, অন্য আত্মাটির জন্য চাইলেন শান্তি — নিজের জন্য ক্ষমা...

বাইরের দেউড়িতে তাঁদের দেখা হল; তাঁকে লিজা অভিনন্দন করল উজ্জ্বল, কোমল গাম্ভীর্যে। গির্জার উঠোনে কচি ঘাস এবং মেয়েদের নানা রঙের পোষাক ও রুমালগুলোর উপর উজ্জ্বল রোদ ঝলমল করতে লাগল; কাছাকাছি অন্যান্য গির্জার ঘণ্টাধ্বনি এল বাতাসে ভেসে; বেড়ার উপর চড়ুইগুলো কিচিরমিচির করতে লাগল; টুপি-ছাড়া মাথায় হাসি-ভরা মুখে লাভরেৎস্কি দাঁড়িয়ে রইলেন; মৃদু বাতাসে তাঁর চুলের গুচ্ছ এবং লিজার টুপির ফিতেগুলো কাঁপতে লাগল। লেনোচ্কা ছিল লিজার সঙ্গে। তাদের দুজনকে তিনি গাড়িতে উঠতে সাহায্য করলেন, পকেটের সমস্ত অর্থ দিয়ে দিলেন ভিখিরিদের, তারপর ধীরে ধীরে চললেন বাড়ির দিকে।

৩২

ফিওদর ইভানিচের দিনকাল বড় খারাপ পড়ল। সর্বদাই তিনি উত্তেজিত অবস্থায় থাকেন। প্রতিদিন সকালে স্বয়ং পোস্ট আপিসে যান, চিঠি এবং মোড়ক অধৈর্যভাবে ছেঁড়েন, কিন্তু সেই সাংঘাতিক গুজবের সত্যি-মিথ্যে

প্রতিপন্ন করার মতো কিছুই পান না। মাঝেমাঝে নিজের উপর ঘৃণা ধরে যায়। ভাবেন: 'আমি যেন শকুনের মতো অপেক্ষা করে রয়েছি রক্তের জন্যে, আমার স্ত্রীর মৃত্যুর নিশ্চিত খবরের জন্যে!' প্রতিদিনই কালিতিনদের সঙ্গে তিনি দেখা করতে যান; কিন্তু সেখানেও স্বস্তি পান না; স্পষ্টতই কর্ত্রী তাঁকে দেখে মনে মনে গজরান; পানশিন বাড়াবাড়ি ভদ্রতা দেখিয়ে তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করেন; লেম্ এমন ভাব দেখান যেন মানুষ জাতটার উপরেই তাঁর বিদ্বেষ জন্মে গেছে, তাঁকে দেখে মাথা প্রায় নোয়ানই না, আর সবচেয়ে খারাপ হল — লিজা যেন তাঁকে এড়িয়ে চলে। ঘটনাচক্রে তাঁর সঙ্গে যখন তার একলা দেখা হয় সে হয়ে পড়ে অপ্রতিভ, আগে যেখানে অনুরূপ অবস্থায় তার ব্যবহার ছিল বিশ্বাসপূর্ণ। কী কথা যে সে বলবে তা সে ভেবে পায় না। নিজেও তিনি অপ্রস্তুত বোধ করেন। কয়েক দিনের মধ্যেই, আগে তিনি লিজাকে যেমন দেখেছিলেন তার চেয়ে সে সম্পূর্ণ বদলে গেল — তার মধ্যে দেখা গেল একটা চাপা উদ্বেগ, তার চলাফেরা, তার কণ্ঠস্বর, এমন কি তার হাসির মধ্যেও একটা চঞ্চলভাব, আগে কখনো যেটা ছিল না। মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না স্বার্থপর প্রকৃতির বলে অন্যমনস্ক, কিছুই তিনি সন্দেহ করলেন না। কিন্তু তাঁর প্রিয়পাত্রীর উপর মার্ফা তিমোফেয়েভ্না নজর রাখতে লাগলেন। লিজাকে সেই খবরের কাগজটা দেখিয়েছিলেন বলে লাভরেৎস্কি একাধিকবার অনুশোচনা করলেন: সরল প্রকৃতির মানুষের কাছে তাঁর মানসিক অবস্থার মধ্যে এমনকিছু ছিল যেটা বিরক্তিকর — এ-বিষয়ে সচেতন না হয়ে তিনি পারলেন না। এটাও তাঁর মনে হল যে লিজার পরিবর্তনের কারণ তার মানসিক দ্বন্দ্ব, পানশিনকে কী উত্তর সে দেবে সে-বিষয়ে তার সন্দেহ। একদিন ওয়াল্টার স্কটের একটি উপন্যাস লিজা তাঁর কাছে নিয়ে এল। সে নিজেই তাঁর কাছ থেকে বইটা চেয়ে নিয়েছিল।

তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আপনি এটা পড়েছেন?'

'না, এখন আমার পড়বার মতো মানসিক অবস্থা নয়,' চলে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়ে সে উত্তর দিল।

'এক মিনিট দাঁড়ান; বহুদিন আপনার সঙ্গে একলা দেখা হয় নি। মনে হচ্ছে আমাকে আপনি ভয় করেন।'

'হ্যাঁ।'

'কী কারণে, জানতে পারি কি?'

'আমি জানি না।'

লাভরেৎস্কি কিছু বললেন না।

তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, 'আমাকে বলুন, আপনি কি এর মধ্যে মনস্থির করে ফেলেছেন?'

'মানে?' সে বলল মাটির দিকে চোখ নামিয়ে।

'আপনি তো জানেন আমি কী বলতে চাই...'

অকস্মাৎ লিজা আরক্ত হয়ে উঠল।

উত্তেজিত হয়ে সে বাধা দিয়ে উঠল, 'আমাকে জিগ্‌গেস করবেন না। আমি কিচ্ছু জানি না; এমন কি নিজেকেই আমি জানি না...'

এই কথা বলে সে চলে গেল।

পরের দিন দুপুরের আহারের পর লাভরেৎস্কি কালিতিনদের বাড়িতে পেঁছে দেখলেন যে সান্ধ্য উপাসনার জন্য আয়োজন হচ্ছে। খাবার ঘরের এক কোণে দেয়ালে ঠেস দেওয়া অবস্থায় পরিষ্কার ঢাকা দেওয়া একটি টেবিলে রাখা হয়েছে সোনালী ফ্রেমের মধ্যে ছোটো ছোটো দেব-মূর্তি, তাঁদের মাথার চারিধারের জ্যোতির উপর ছোটো ছোটো নিষ্প্রভ জহরত। ধূসর ফ্রক-কোট এবং জুতো-পরা বৃদ্ধ এক পরিবেশনকারী ধীরে ধীরে এবং নিঃশব্দে ঘরের ভিতর দিয়ে গিয়ে বিগ্রহের সামনে সরু সরু বাতিদানিতে দুটি মোমবাতি রেখে, নিজের উপর ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে, সামনের দিকে একবার ঝুঁকে চুপচাপ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বৈঠকখানার আলো জ্বালানো হয় নি, সেটা শূন্য। খাবার-ঘরে পায়চারি করতে করতে লাভরেৎস্কি প্রশ্ন করলেন সেটা কোনো মহাপুরুষের দিন কি না। তাঁকে ফিসফিস করে জানানো হল যে না, লিজাভেতা মিখাইলভ্‌না এবং মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌নার ইচ্ছানুসারে সান্ধ্য উপাসনার আয়োজন করা হয়েছে; জানানো হল যে এক দৈবশক্তিসম্পন্ন বিগ্রহ আনাবার কথা ছিল, কিন্তু সেটি এখন বাইরে — ত্রিশ ভার্স্ট দূরে এক অসুস্থ লোককে সেটি সাহায্য করছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সহকারীদের সঙ্গে ধর্মযাজক হাজির হলেন। তিনি মধ্য-বয়সী লোক, তাঁর মাথায় মস্ত টাক। হল-ঘরে তিনি সশব্দে কাশলেন। তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করবার জন্য বসার ঘর থেকে সারবন্দী হয়ে ধীরে ধীরে মহিলারা এলেন। লাভরেৎস্কি নিঃশব্দে মাথা নুইয়ে তাঁদের অভিবাদন করলেন এবং তাঁরাও নিঃশব্দে তার প্রত্যুত্তর দিলেন। ধর্মযাজক খানিক অপেক্ষা করে আর একবার কেশে ভারি মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলেন:

'আমরা কি আরম্ভ করব?'

মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না বললেন, 'শুরু করুন, পুরুতমশাই।'

লোকটি ধর্মযাজকের পরিচ্ছদ পরতে শুরু করলেন। শুভ্র পরিচ্ছদ-পরা এক সহকারী মোলায়েম স্বরে জ্বলন্ত অঙ্গার চাইলেন; ধূপ-ধুনোর গন্ধ উঠল। হল-ঘর থেকে ভৃত্য আর দাসীর দল বেরিয়ে দরজার কাছে ভিড় করে দাঁড়াল। রস্কা ইতিপূর্বে কখনো নীচের তলায় আসে নি: অকস্মাৎ সে খাবার-ঘরে ছুটে গেল; তারা তাকে বার করার জন্য হুস্‌হাস্‌ করতে শুরু করল, কিন্তু সে ভয় পেয়ে এদিক ওদিক দৌড়োদৌড়ি করতে লাগল, তারপর হঠাৎ বসে পড়ল। একজন ভৃত্য তাকে তুলে বাইরে নিয়ে গেল। উপাসনা শুরু হল। লাভরেৎস্কি এক কোণে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন; তাঁর আবেগগুলো অদ্ভুত, প্রায় বিষণ্ণ; তিনি ঠিক বুঝতে পারলেন না তাঁর অনুভূতিটা কোন ধরনের। মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না একেবারে সামনে; সম্ভ্রান্ত মহিলাসুলভ আলস্যে নিজের উপর তিনি ক্রুশ-চিহ্ন আঁকলেন, এদিক ওদিক চোখ বোলালেন, তারপর অকস্মাৎ তাকালেন ছাতের দিকে: তাঁর একঘেয়ে লাগছিল। মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌নাকে উৎকণ্ঠিত দেখাতে লাগল। নাস্তাসিয়া কারপভ্‌না মাটির উপর ঝুঁকে পড়লেন, তারপর উঠলেন সতর্কভাবে, কাপড়ের খসখস শব্দ করে। একেবারে স্থির হয়ে লিজা দাঁড়িয়ে রইল যেন মাটির সঙ্গে আটকে গেছে; শুধু তার মুখের নিবিষ্ট অভিব্যক্তি দেখে বোঝা যায় যে সে স্থিরসংকল্পে ব্যগ্র হয়ে প্রার্থনা করে চলেছে। উপাসনার পর ক্রুশটিকে চুম্বন করার সময় ধর্মযাজকের বিরাট লাল হাতটাকেও একই ভাবে সে চুম্বন করল। ধর্মযাজককে মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না চায়ে নিমন্ত্রণ করলেন। তিনি তাঁর পুরোহিতের পরিচ্ছদ ত্যাগ করে, সাংসারিক লোকের মতো মহিলাদের সঙ্গে বৈঠকখানার ভেতরে চলে এলেন। চাপা আলাপ শুরু হল। ধর্মযাজক চার পেয়ালা চা পান করলেন, ক্রমাগত মুছে চললেন তাঁর টাক, তারপর কথাচ্ছলে জানালেন যে, আভোশ্‌নিকভ নামে এক ব্যবসায়ী গির্জের গম্বুজে সোনালী রঙ করার জন্য সাত শ' রুব্‌ল চাঁদা দিয়েছেন; ছুলি সারাবার এক নির্ভরযোগ্য ওষুধের কথাও বললেন। লাভরেৎস্কি সুকৌশলে লিজার পাশের আসনে বসলেন। সে কিন্তু আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল, প্রায় কঠোরভাবে দূরত্ব রক্ষা করে; একবারও তাঁর দিকে তাকাল না। মনে হল ইচ্ছে করেই যেন তাঁকে উপেক্ষা করছে; এক ধরনের নিরুত্তাপ গম্ভীর আবেগ যেন তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। হাসবার এবং মজার কিছু বলার দুর্বোধ্য এক তাগিদ লাভরেৎস্কি অনুভব করলেন, কিন্তু মনে মনে বিচলিত হয়ে পড়লেন, অবশেষে

চলে গেলেন হতবুদ্ধি হয়ে... অনুভব করলেন লিজার মধ্যে এমনকিছু রয়েছে যার নাগাল তিনি পান নি।

আর একবার তিনি বৈঠকখানায় বসে গেদেওনভ্স্কির জটিল বকবকানি শুনছিলেন, এমন সময় হঠাৎ, কেন জানেন না, লাভরেৎস্কি মাথা ঘোরাতেই চোখে পড়ল লিজার গভীর ঐকান্তিক সপ্রশ্ন দৃষ্টি... সে দুর্বোধ্য দৃষ্টি তাঁর উপরই নিবদ্ধ... সমস্ত রাত ধরে লাভরেৎস্কি তার কথা ভাবলেন। বালকের মতো তাঁর প্রেম নয়, হা-হুতাশ করা তাঁর মানায় না, আর লিজা স্বয়ং তাঁর মধ্যে সে-রকম আবেগ জাগায় না। কিন্তু প্রত্যেক বয়সেই প্রেমের যন্ত্রণা আছে, সেই যন্ত্রণা থেকে তিনি নিস্তার পেলেন না।

৩৩

একদিন অভ্যেসমতো লাভরেৎস্কি ছিলেন কালিতিনদের বাড়িতে। গুমট দিনের পর সন্ধেটা এমন চমৎকার যে মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না, বাতাসের উপর তাঁর বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও আদেশ দিয়েছিলেন বাগানের দিকের সব জানালা দরজাগুলো খুলে দিতে আর ঘোষণা করেছিলেন তাস খেলবেন না। কারণ ও-রকম আবহাওয়ায় প্রকৃতিকে উপভোগ করা উচিত; তাস খেলা হবে লজ্জার কথা। অতিথি বলতে কেবল ছিলেন পানশিন। সন্ধ্যার সৌন্দর্যে উৎসাহিত এবং শিল্প অনুভূতির এক প্রবাহে সচেতন হয়ে, কিন্তু লাভরেৎস্কির সামনে গান গাইতে না চেয়ে তিনি কিছু কবিতা পড়তে স্থির করলেন: লেরমন্তভের কিছু কবিতা (পুশকিন তখনো আবার ফ্যাশন হয়ে ওঠেন নি) তিনি ভালোই আবৃত্তি করলেন, কিন্তু তার মধ্যে ছিল মাত্রাতিরিক্ত ভাবাবেগ আর অনাবশ্যক কারিগরি। তারপর যেন অকস্মাৎ নিজের ভাবোচ্ছ্বাসে লজ্জিত হয়ে উঠে 'চিন্তা' নামে সুপরিচিত কবিতাটি উপলক্ষে তরুণ সম্প্রদায়ের উপর দোষারোপ এবং ভৎর্সনা করতে শুরু করলেন; তাঁর হাতে ক্ষমতা থাকলে সবকিছু কীভাবে তিনি পরিবর্তন করতেন সে-কথা প্রমাণ করার কোনো সুযোগই তিনি হারালেন না। বললেন, 'রাশিয়া ইউরোপের পিছনে পড়ে রয়েছে; তার সমকক্ষ আমাদের হয়ে উঠতে হবে। অনেকে বলে থাকেন আমরা এখনো নবীন — সে-কথাটা একেবারে বাজে। আমাদের অভাব হল উদ্ভাবনী শক্তির। স্বয়ং

খোমিয়াকভ স্বীকার করেন যে আমরা ইঁদুর ধরার কলও আবিষ্কার করতে পারি নি। ফলে অবশ্যই বাধ্য হয়ে অন্যদের কাছ থেকে আমাদের ধার করতে হবে। লেরমন্তভ বলেন আমরা অসুস্থ, — তাঁর সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু আধা-ইউরোপীয় হয়ে উঠেছি বলেই আমরা অসুস্থ; কিছুকাল আগে পর্যন্ত আমাদের একমাত্র ওষুধ ছিল রোগ দিয়ে রোগ সারানো...' ('Le cadastre,' লাভরেৎস্কি ভাবলেন)। 'আমাদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে বুদ্ধিমান, les meilleures têtes,' তিনি বলে চললেন, 'সে-বিষয়ে বহুকাল আগেই নিঃসন্দেহ হয়েছেন; সব জাতই মূলত এক, শুধু ভালো ভালো প্রতিষ্ঠান স্থাপন করুন, তাহলেই কাজ হাসিল হবে। সবকিছুকে প্রচলিত জাতীয় রীতিনীতির উপযোগী করে তোলা যায় বলে আমি মনে করি; সেটা হল আমাদের কর্তব্য, লোকজনের কর্তব্য... (আর একটু হলেই তিনি বলে ফেলেছিলেন রাষ্ট্রীয়) — সাধারণ কর্মচারীদের কর্তব্য; কিন্তু যদি প্রয়োজন হয়, আপনাদের দুর্ভাবনা করার দরকার নেই — ওই প্রতিষ্ঠানগুলো নিজে থেকেই জাতীয় রীতিনীতিকে নতুন করে গড়ে তুলবে।' তাঁর প্রত্যেক কথায় সবজান্তার মতো মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না মাথা নাড়তে লাগলেন। ভাবলেন, 'দেখো, আমার বৈঠকখানায় কী রকম বুদ্ধিমান লোক বক্তৃতা দিচ্ছে।' জানালায় ঠেস দিয়ে লিজা চুপ করে বসে রইল; লাভরেৎস্কিও চুপচাপ রইলেন। তাঁর সঙ্গিনীর সঙ্গে মার্ফা তিমোফেয়েভ্না এক কোণে বসে তাস খেলছিলেন, নিজের মনে কী যেন তিনি বিড়বিড় করলেন। পানশিন ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে গড়গড় করে বলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর স্বরের মধ্যে ছিল একটা চাপা রাগ: মনে হল তিনি যেন পুরো একটি যুগের মানুষদের তিরস্কার করছেন না, তিরস্কার করছেন তাঁর পরিচিত কয়েকজনকে। তাঁর বাগাড়ম্বর বক্তৃতার ছেদগুলোকে এক নাইটিঙ্গেলের সন্ধ্যাকালীন প্রথম সুর ভরে তুলতে লাগল: কালিতিনদের বাগানের এক বড় লিলাক ঝোপে সে বাসা বেঁধেছিল। লাইম গাছের স্থির চুড়োগুলোর উপরকার গোলাপী আকাশে প্রথম তারাগুলো ফুটে উঠতে লাগল। লাভরেৎস্কি দাঁড়িয়ে উঠে পানশিনের কথার প্রতিবাদ করলেন; একটা বিতণ্ডা শুরু হয়ে গেল। লাভরেৎস্কি তরুণদের এবং রাশিয়ার স্বাবলম্বনের সমর্থন করলেন; এই নতুন লোকদের বিশ্বাস ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার পক্ষ নিয়ে তিনি নিজেকে এবং তাঁর কালের লোকদের বলিস্বরূপ উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত। চটে উঠে তীব্রভাবে পানশিন ঘোষণা করলেন যে বুদ্ধিমান লোকদের দরকার সবকিছুর পরিবর্তন করা, এবং তাঁর

কাম্মেরজ্ঙ্কারের পদ ও সরকারী পেশা সম্বন্ধে অবহিত না হয়ে কথা বলতে বলতে এমন একটি জায়গায় পে'ছিলেন যখন তিনি লাভরেৎস্কিকে বললেন যে তিনি একজন পশ্চাৎপদ রক্ষণশীল মানুষ, এমন কি ইঙ্গিত করলেন — সত্যি বটে খুব ঘুরিয়ে — সমাজের মধ্যে তিনি যে কৃত্রিম স্থান অধিকার করে আছেন সে-সম্বন্ধে। লাভরেৎস্কি চটে উঠলেন না, এমন কি চে'চিয়েও কথা বললেন না (তাঁর মনে পড়ল যে মিখালেভিচও তাঁকে বলেছিল পশ্চাৎপদ তবে ভল্টেরিয়ান) — অতি স্থিরভাবে পানশিনের সমস্ত যুক্তিকে খণ্ডন করে তিনি তাঁকে পরাস্ত করলেন। সবকিছুকে একই সঙ্গে পরিবর্তন করা এবং সরকারী কর্মচারীদের দাম্ভিক মনের স্তরে যে-সব পরিবর্তনের কথা জন্মেছে সেইমতো পরিবর্তন করার অবাস্তবতাকে তিনি প্রমাণ করলেন। এই পরিবর্তনগুলোকে মাতৃভূমি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান কিংবা কোনো আদর্শে আন্তরিক বিশ্বাস, এমন কি নেতিবাচক দিক থেকেও সমর্থন করা যায় না। তিনি নিজের শিক্ষার উল্লেখ করলেন, দাবি জানালেন যে প্রথমে ও সর্বাগ্রে সাধারণের বিজ্ঞতাকে যেন বিনীত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে স্বীকার করে নেওয়া হয় — এমন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, যেটা না থাকলে দুঃসাহসিকতা ভ্রমকে সংশোধন করতে পারে না। অবশেষে সময় এবং শক্তির দারুণ অপচয় নিয়ে যে নিন্দা করা হয়েছিল সেটা তিনি সমর্থন করলেন, তাকে তিনি যথার্থ বলে মনে করলেন।

'এ-সব খুব ভালো কথা!' পানশিন চীৎকার করে উঠলেন, ইতিমধ্যে তিনি দারুণ চটে উঠেছিলেন; 'কিন্তু এইতো আপনি রাশিয়ায় ফিরে এসেছেন — আপনি কী করবেন বলে ভেবেছেন?'

লাভরেৎস্কি উত্তর দিলেন, 'জমিতে লাঙল চষব, এবং চেষ্টা করব যথাসম্ভব ভালো করে লাঙল চষতে।'

পানশিন বললেন, 'খুব প্রশংসার কথা, সন্দেহ নেই। আমি শুনেছি ও-ব্যাপারে আপনি খুব পারদর্শী। কিন্তু আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে সবাই ও-ধরনের কাজের উপযুক্ত নয়...'

বাধা দিয়ে মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না বলে উঠলেন, 'Une nature poétique* নিশ্চয়ই লাঙল চষতে পারবেন না... et puis** ভ্লাদিমির নিকোলাইচ, আপনার কাজ যে হল সবকিছু করা en grand'*** ।

---

* ফরাসী ভাষায় -- কাব্যিক প্রকৃতি।

** ফরাসী ভাষায় — তাছাড়া।

*** ফরাসী ভাষায় — জমকালো করে।

এমন কি পানশিনের কাছেও এটা খুব বাড়াবাড়ি বলে মনে হল: ভগ্নোৎসাহ হয়ে তিনি আলোচনার বিষয় পরিবর্তন করলেন। তিনি চেষ্টা করলেন নক্ষত্রমণ্ডিত আকাশের সৌন্দর্য, শুবার্টের সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনার দিকে মোড় ফেরাতে — কিন্তু আলোচনা জমল না; অবশেষে মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্নার কাছে তিনি প্রস্তাব করলেন পিকেট খেলার। 'কী! এ-রকম সুন্দর রাতে?' তিনি দুর্বলভাবে প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও আদেশ দিলেন তাস আনতে।

পানশিন সশব্দে নতুন তাসের একটা প্যাকেট খুললেন। এদিকে লিজা ও লাভরেৎস্কি, যেন একমত হয়ে সেখান থেকে উঠে মার্ফা তিমোফেয়েভ্নার কাছে গিয়ে বসলেন। তাঁরা উভয়েই অকস্মাৎ এতো খুশি হয়ে উঠেছিলেন যে দুজনে একলা থাকতে তাঁদের সামান্য ভয়ই হল — এ-কথাও তাঁরা বুঝতে পারলেন যে গত কয়েক দিনের সঙ্কোচের ভাবটা চিরকালের মতো অদৃশ্য হয়েছে। বৃদ্ধা গোপনে লাভরেৎস্কির গাল চাপড়ে, ধূর্তভাবে চোখ কুঁচকে বার কয়েক মাথা নাড়লেন, তারপর ফিসফিস করে বললেন, 'ওই সবজান্তাটাকে তুই যে একহাত নিলি — সাবাস্।' ঘরের মধ্যে সবাই চুপচাপ হয়ে গেল; শুধু শোনা যেতে লাগল মোমবাতির অস্পষ্ট চড়্চড়্ শব্দ, মাঝেমাঝে টেবিলের উপর টোকা, বিস্ময়সূচক শব্দ অথবা হিসেব গোনা; আর সেই নাইটিঙ্গেলটার তীব্র ধৃষ্ট ও মিষ্টি গান রাত্রির শিশির-স্নাত শীতলতার সঙ্গে খোলা জানালার ভিতর দিয়ে স্রোতের মতো প্রবেশ করতে লাগল।

৩৪

লাভরেৎস্কির সঙ্গে পানশিনের বিতর্কের সময় লিজা একটি কথাও বলে নি, কিন্তু মন দিয়ে সে শুনছিল আর লাভরেৎস্কির সঙ্গে একমত হয়েছিল। রাজনীতিতে তার উৎসাহ ছিল খুব কম, কিন্তু এই উচ্চবর্গীয় কর্মচারীর উদ্ধত স্বরে তার বিতৃষ্ণা ধরে গিয়েছিল (ইতিপূর্বে কখনো তিনি ও-রকম ভাবে আত্মবিস্মৃত হয়ে কথা বলেন নি)। রাশিয়ার প্রতি তাঁর ঘৃণা দেখে লিজা দারুণ আহত হয়েছিল। লিজা আগে কখনো ভাবে নি সে দেশ-ভক্ত, কিন্তু রুশ লোকদের কাছে সে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে; রুশী মনোভাবে সে আনন্দ পায়। তার মা-র জমিদারীর মোড়ল যখন সহরে আসে তখন তার

সঙ্গে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সহজভাবে গল্প করে চলে, আর গল্প করে তার সঙ্গে সমানে সমান হয়ে, বিন্দুমাত্রও শ্রেষ্ঠত্বের ভাব থাকে না। লাভরেৎস্কি এ-সব কথা অনুভব করেছিলেন: পানশিনের কথার উত্তর দেবার কষ্ট স্বীকার তিনি করতেন না; তিনি যা বলেছিলেন তা শুধু লিজার জন্য। তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলেন নি, ক্বচিৎ তাঁদের দৃষ্টি বিনিময় হয়েছিল; কিন্তু তাঁরা উভয়েই অনুভব করেছিলেন যে সেই সন্ধ্যায় তাঁরা পরস্পরের অনেক কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন। তাঁরা অনুভব করেছিলেন যে একই জিনিস তাঁরা পছন্দ বা অপছন্দ করেন। শুধু একটা বিষয়ে তাঁদের মতানৈক্য ছিল, কিন্তু লিজা গোপনে আশা করেছিল ঈশ্বরে তাঁর ভক্তি ফিরিয়ে আনতে পারবে বলে। মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌নার পাশে বসে মনে হল তাঁরা তাঁর খেলাটা দেখছিলেন; বাস্তবিকই তাঁরা খেলাটা দেখেছিলেন — কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁদের বুকের ধকধকানি বেড়ে উঠেছিল, আর সবকিছুই ছিল তাঁদের জন্য: তাঁদের জন্যই নাইটিঙ্গেল গাইছে গান, তারাগুলো করছে ঝকমক আর গ্রীষ্মকালের অবসন্নতা ও উত্তাপে যেন ঝিমিয়ে পড়ে গাছগুলো মৃদুস্বরে করছে মর্মর। তাঁর হৃদয়ে যে-অনুভূতির জোয়ার এসেছিল তার মধ্যে লাভরেৎস্কি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন — আর তাতে খুশিই হলেন। কিন্তু কুমারী মেয়ের সরল হৃদয়ে কী যে ঘটছে ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না: তার নিজের কাছেই সেটা রহস্যময়; অতএব সবাইকার কাছেই সেটা রহস্য হয়ে থাকুক। কেউ জানে না, কেউ কখনো দেখে নি বা দেখবে না, কী করে মাটির তলায় অংকুরিত ও জীবন্ত হয়ে ওঠে সেই বীজ, যার জন্ম বাঁচবার জন্য, ফুল ফোটাবার জন্য।

দশটা বাজল। নাস্তাসিয়া কারপভ্‌নার সঙ্গে মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌না উপরে গেলেন। লাভরেৎস্কি ও লিজা ঘরটা পেরিয়ে বাগানে যাবার খোলা দরজাটার কাছে দাঁড়ালেন, বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকালেন, তারপর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসলেন; তাঁদের ইচ্ছে হল পরস্পরের হাত ধরে প্রাণভরে গল্প করতে। তাঁরা ফিরে গেলেন মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্‌না ও পানশিনের কাছে। তখনো তাঁদের পিকেট খেলা শেষ হয় নি। অবশেষে শেষবারের মতো 'সাহেব' ডাকা হল এবং আরামকেদারার কুশনের উপর থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও মৃদু আর্তনাদ করে কর্ত্রী উঠলেন। পানশিন তাঁর টুপিটা নিয়ে মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্‌নার হাত চুম্বন করে বললেন যে এমন ভাগ্যবান লোক আছে যারা ইচ্ছে করলে ঘুমোতে বা সুন্দর রাত্রিকে উপভোগ করতে পারে, এদিকে

তাঁকে কিন্তু কতকগুলো বাজে কাগজ নিয়ে সকাল পর্যন্ত জেগে থাকতে হবে। তারপর লিজাকে আড়ষ্টভাবে নুয়ে অভিবাদন করে (তিনি আশা করেন নি যে বিয়ের প্রস্তাব করায় তাঁকে অপেক্ষা করতে বলা হবে — এবং সেজন্যই লিজার উপর তিনি চটে উঠেছিলেন) গৃহত্যাগ করলেন। তিনি যাবার অল্প পরে গেলেন লাভরেৎস্কি। ফটকের কাছে তাঁরা বিদায় নিলেন; নিজের ছড়ির একটা প্রান্ত দিয়ে ঘাড়ে খোঁচা মেরে পানশিন তাঁর কোচোয়ানকে জাগালেন, তারপর আসনে বসে চলে গেলেন। লাভরেৎস্কির বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে হল না: সহরকে পিছনে ফেলে তিনি উন্মুক্ত মাঠে হেঁটে গেলেন। চাঁদ না থাকা সত্ত্বেও রাত্রিটি শান্ত ও স্বচ্ছ; শিশির-স্নাত ঘাসের উপর দিয়ে লাভরেৎস্কি বহুক্ষণ ঘুরলেন; একটা সরু পায়ে-চলা-পথে পেঁছুলেন তিনি: সে পথ ধরে তিনি একটা লম্বা বেড়া ও ছোটো ফটকের কাছে এসে পড়লেন। তিনি ফটকটা ঠেলতে চেষ্টা করলেন — কেন তা তার নিজেরই জানা ছিল না: মৃদু শব্দ করে ফটক খুলে গেল, যেন সেটা তাঁর করস্পর্শের জন্য অপেক্ষা করছিল। লাভরেৎস্কি দেখলেন তিনি একটা বাগানের মধ্যে এসে পড়েছেন, এক লাইম বীথি ধরে তিনি কয়েক পা এগুলেন, তারপর বিস্মিত হয়ে অকস্মাৎ গেলেন থেমে: কালিতিনদের বাগানটা তিনি চিনতে পারলেন।

তাড়াতাড়ি তিনি এক হেজেল ঝাড়ের ছায়ায় সরে গেলেন এবং অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন স্থির হয়ে; অবাক হয়ে কাঁধ ঝাঁকাতে লাগলেন তিনি।

ভাবলেন, 'এ তো নেহাৎ খামোকা নয়।'

চারিধার নিস্তব্ধ; বাড়ি থেকে কোনো শব্দ তাঁর কানে এল না। সাবধানে তিনি হাঁটতে লাগলেন। বীথিকার এক বাঁকে অকস্মাৎ সমস্ত বাড়িটা দেখা গেল; উপরতলার দুটি জানালার আলোর শিখা ছাড়া আর সবকিছুই অন্ধকার: লিজার ঘরের সাদা পর্দার পিছনে একটি মোমবাতি জ্বলছিল আর মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌নার শোবার ঘরে বিগ্রহের সামনে জ্বলছিল ছোটো একটা লাল আলো — সোনালী ফ্রেমটার উপর সামান্য চকচক করছিল; তার নীচে বারান্দায় যাবার দরজাটা হাট করে খোলা। বাগানের এক কাঠের বেঞ্চে লাভরেৎস্কি বসলেন, হাতের উপর ভর দিয়ে রাখলেন মুখটা, তারপর চেয়ে রইলেন সেই দরজা আর লিজার জানালাটার দিকে। সহরের একটা ঘড়িতে মাঝরাতের ঘণ্টা বাজল; বাড়ির ভিতরকার ছোটো একটি ঘড়িতে তীক্ষ্ন শব্দে বাজল বারোটা। চৌকিদার লাঠি দিয়ে কয়েকবার কাঠের তক্তাটা ঠুকল। লাভরেৎস্কি কিছুই ভাবলেন না, কিছুই আশা করলেন না; লিজার কাছে

রয়েছেন, তার বাগানে বসে আছেন, সেই বেঞ্চে বসে রয়েছেন যেখানে সে বহুবার বসেছে — এই অনুভূতিতেই তিনি খুশি হয়ে উঠলেন... লিজার ঘরের আলোটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

'ওগো প্রিয়তমা মেয়ে, শুভরাত্রি,' তাঁর আসন থেকে না নড়ে লাভরেৎস্কি ফিসফিস করে বললেন, তাঁর দৃষ্টি অন্ধকার জানালার উপর আটকে রইল।

একতলার একটা জানালায় হঠাৎ একটা আলো দেখা গেল, সরে গেল সেটা আর একটায়, তারপর তৃতীয়টায়... ঘরগুলোর ভিতর দিয়ে মোমবাতি নিয়ে কেউ হাঁটছে। 'এ কি লিজা হতে পারে? অসম্ভব!..' লাভরেৎস্কি আসন ছেড়ে দাঁড়ালেন... মুহূর্তের জন্য অতি পরিচিত একটি মূর্তি তিনি দেখলেন — লিজা বৈঠকখানায় এল। পরনে তার সাদা গাউন, বিনুনি করে বাঁধা তার চুলগুলো কাঁধের উপর ঝুলছে। নিঃশব্দে সে টেবিলটার কাছে গেল, তার উপর ঝুঁকে পড়ল, মোমবাতিটা নামাল, তারপর কী যেন খুঁজতে লাগল। তারপর বাগানের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে খোলা দরজাটার দিকে এগিয়ে এসে চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে রইল — সাদা পোষাক-পরা ছিপছিপে একটি মূর্তি। লাভরেৎস্কি ভয়ংকর শিউরে উঠলেন।

'লিজা!' প্রায় শোনাই যায় না এমন ফিসফিস করে কথাটা তাঁর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল।

লিজা চমকে উঠে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে অন্ধকারের দিকে তাকাল।

'লিজা!' আরো জোরে আবার ডেকে লাভরেৎস্কি বীথিছায়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন।

লিজা আতঙ্কে গলাটা বাড়িয়েই পিছিয়ে গেল: তাঁকে সে চিনতে পেরেছে। লিজাকে তিনি তৃতীয়বার ডেকে তার দিকে হাত প্রসারিত করলেন। দরজা থেকে সরে সে বাগানে এল।

মৃদুস্বরে সে বলল, 'আপনি? আপনি এখানে?'

'আমি... আমি... একটু শুনুন,' লাভরেৎস্কি ফিসফিস করে বললেন, তারপর তার হাত চেপে ধরে সেই বেঞ্চের কাছে নিয়ে এলেন।

বিনা বাধায় তাঁর পিছন পিছন লিজা এল। তার মুখের ফ্যাকাশে রঙে, তার স্থির দৃষ্টিতে, তার প্রত্যেকটি ভাবভঙ্গীতে ফুটে উঠল দারুণ বিস্ময়। লাভরেৎস্কি তাকে বসিয়ে নিজে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলেন।

তিনি শুরু করলেন, 'আমি এখানে আসতে চাই নি। আমাকে টেনে

এনেছে... আমি... আমি... আমি আপনাকে ভালোবাসি,' একটা অনিচ্ছাকৃত আতঙ্কে তিনি বলে উঠলেন।

লিজা ধীরে ধীরে তাঁর দিকে তাকাল; মনে হল, শুধু এখনই যেন সে বুঝতে পারছে সে কোথায় এবং কী ঘটনা ঘটছে। সে উঠতে চাইল, পারল না, তারপর হাত দিয়ে মুখ ঢাকল।

'লিজা,' লাভরেৎস্কি ফিসফিস করে বললেন; 'লিজা,' আবার তিনি বললেন, তারপর তার পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসলেন...

কাঁধটা সামান্য কেঁপে উঠল লিজার, ফ্যাকাশে হাতের আঙুল দিয়ে সে আরো জোরে মুখ ঢাকল।

'কী হয়েছে?' ফিসফিস করে বললেন লাভরেৎস্কি, আর শুনতে পেলেন একটা চাপা কান্না। তাঁর বুকটা দারুণ ধকধক করতে লাগল... এই কান্নার অর্থ তিনি জানেন। 'আমাকে আপনি ভালোবাসেন এটা কি সম্ভব?' ফিসফিস করে বলে তিনি লিজার হাঁটু স্পর্শ করলেন।

লিজাকে তিনি বলতে শুনলেন, 'উঠুন, উঠুন, ফিওদর ইভানিচ। এ আমরা কী করছি?'

লাভরেৎস্কি উঠে তার পাশে বসলেন। তখন আর সে কাঁদছিল না। ভিজে চোখ দিয়ে তাঁকে সে দেখছিল মন দিয়ে।

'আমার ভয় করছে; আমরা কী করছি?' ভাঙা গলায় লিজা বলল।

আবার তিনি ফিসফিস করে বললেন, 'আমি আপনাকে ভালোবাসি; আমার সমস্ত জীবন আপনাকে দিতে প্রস্তুত।'

সে এমনভাবে শিউরে উঠল যেন কী একটা আতঙ্ক হয়েছে তার, তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলল।

বলল, 'সবকিছু ভগবানের হাতে।'

'কিন্তু আমাকে কি আপনি ভালোবাসেন, লিজা? আমরা কি সুখী হব?'

সে চোখ নামাল; তাকে তিনি ধীরে ধীরে নিজের কাছে টেনে আনলেন, মাথাটা তার এলিয়ে পড়ল তাঁর কাঁধের উপর... মুখ নামিয়ে তার ফ্যাকাশে ঠোঁটকে নিজের ঠোঁট দিয়ে স্পর্শ করলেন তিনি।

আধ-ঘণ্টা পরে বাগানের ফটকের কাছে দাঁড়ালেন লাভরেৎস্কি, দেখলেন ফটকের তালা বন্ধ। তাই বেড়াটা টপকাতে তিনি বাধ্য হলেন। সহরে ফিরে

তিনি ঘুমন্ত রাস্তা ধরে চললেন। তাঁর হৃদয় এমন এক বিরাট আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল যা তিনি আশা করেন নি; তাঁর সমস্ত সন্দেহের অবসান হল। ভাবলেন, 'দূর হও, অতীতের অপচ্ছায়া! সে আমাকে ভালোবাসে, সে আমার হবে।' অকস্মাৎ তাঁর উপরকার বাতাস এক অনির্বচনীয় উল্লসিত শব্দে যেন ভরে গেল; তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন: সঙ্গীত আরো স্বর্গীয় হয়ে উঠল এবং বয়ে চলল শক্তিশালী এক সুরের বন্যায় — সেই প্রাণবন্ত সঙ্গীতে তাঁর বিরাট আনন্দের সবটা যেন কথা কয়ে আর গান গেয়ে উঠল। তিনি তাঁর চারিধারে তাকালেন। একটি ছোটো বাড়ির উপরতলার দুটি জানালা দিয়ে সেই সঙ্গীত ভেসে আসছিল।

'লেম্!' লাভরেৎস্কি চেঁচিয়ে উঠে বাড়িটার দিকে দৌড়লেন। 'লেম্! লেম্!' জোরে জোরে তিনি ডাকতে লাগলেন।

শব্দটা থেমে গেল আর জানালায় দেখা গেল ড্রেসিং গাউন-পরা, বুক-খোলা এবং এলোমেলো চুলওলা এক বৃদ্ধের চেহারা।

মর্যাদাব্যঞ্জক গলায় তিনি বললেন, 'আরে! আপনি?'

'ক্রিস্তোফার ফিওদরিচ, কী চমৎকার বাজনা! ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে ঢুকতে দিন।'

কোনো কথা না বলে মর্যাদাব্যঞ্জকভাবে হাত বাড়িয়ে জানালার ভিতর দিয়ে সদর দরজার চাবিটা তিনি নীচে ফেলে দিলেন। লাভরেৎস্কি দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরের মধ্যে লেমের কাছে এলেন। কিন্তু শেষোক্তজন রাজকীয় ভঙ্গীতে তাঁকে একটা চেয়ার দেখিয়ে খাপছাড়াভাবে রুশ ভাষায় বললেন: 'বসুন, শুনুন,' নিজে বসলেন পিয়ানোর সামনে, চারিদিকে গর্বিত ও কঠিন দৃষ্টিতে দৃকপাত করে নিয়ে বাজাতে শুরু করলেন। এমন সঙ্গীত লাভরেৎস্কি বহুকাল শোনেন নি: একেবারে প্রথম সুরু থেকে আবেগময় কোমল মূর্ছনা তাঁর হৃদয়কে আচ্ছন্ন করল; অনুপ্রেরণা, আনন্দ এবং সৌন্দর্যের আগুনে তা দীপ্তিময় ও পরিপূর্ণ; তা যেন উঁচু হয়ে উঠছে, মিলিয়ে যাচ্ছে; পৃথিবীতে যাকিছু মহার্ঘ, যাকিছু গহন, যাকিছু পবিত্র তাকে ছুঁয়ে গেল তা; এক অমর বেদনা ঝরিয়ে তা যেন ঢলে পড়ল এক অপার্থিব মরণে। লাভরেৎস্কি উঠে আবেগে রোমাঞ্চিত ও ফ্যাকাশে হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মনে হল, এই সঙ্গীত যেন নবাবিষ্কৃত প্রেমের সুখে স্পন্দনরত তার হৃদয়কে বিদ্ধ করছে, সঙ্গীত নিজেই স্পন্দিত হচ্ছিল প্রেমে। শেষ সুর মিলিয়ে যাবার পর তিনি ফিসফিস করে বলে উঠলেন, 'আর একবার।' বৃদ্ধ তাঁর দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ

করে হাত দিয়ে নিজের বুক চাপড়ে, নিজের মাতৃভাষায় ধীরে ধীরে বললেন, 'আমি পেরেছি, কারণ আমি এক বড় গুণী।' আবার তাঁর রচিত আশ্চর্য সুন্দর সঙ্গীত তিনি বাজালেন। ঘরের মধ্যে মোমবাতি ছিল না; জানালার উপর উদীয়মান চাঁদের আলো আড়াআড়িভাবে পড়েছে; কোমল বাতাস কেঁপে উঠেছে সঙ্গীতে; দরিদ্র ছোটো ঘরটিকে মনে হল যেন এক পবিত্র পীঠ এবং ঊষার রুপোলি আবছায়ায় ফুটে উঠেছে বৃদ্ধের উন্নত ও অনুপ্রাণিত মস্তক। লাভরেৎস্কি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। প্রথমে লেম্ তাঁর আলিঙ্গনের প্রত্যুত্তর দিলেন না, তিনি এমন কি তাঁর কনুই দিয়ে তাঁকে সরিয়ে দিলেন। বহুক্ষণ ধরে সেই কঠিন, প্রায় রূঢ় মুখভাব করে স্থির হয়ে তিনি বসে রইলেন এবং শুধু দুবার বিড়বিড় করলেন: 'আহা!' অবশেষে তাঁর রূপান্তরিত মুখাবয়ব শিথিল হয়ে এল এবং লাভরেৎস্কির আন্তরিক অভিনন্দনের উত্তরে প্রথমে তিনি মৃদু হাসলেন, তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ে শিশুর মতো কাঁদতে লাগলেন দুর্বলভাবে।

তিনি বললেন, 'ঠিক এই মুহূর্তে আপনার·আসাটা খুব আশ্চর্য, কিন্তু আমি জানি, সবকিছু আমি জানি।'

'আপনি সব জানেন?' ভয় পেয়ে লাভরেৎস্কি প্রশ্ন করলেন।

লেম্ উত্তর দিলেন, 'শুনলেন তো কী বললাম। আপনি কি বুঝতে পারেন নি যে আমি সবকিছু জানি?'

সকাল না হওয়া পর্যন্ত লাভরেৎস্কি ঘুমোতে পারলেন না; সমস্ত রাত তিনি বিছানায় বসে রইলেন। আর লিজাও ঘুমোতে পারল না: সে প্রার্থনা করছিল।

৩৫

লাভরেৎস্কির শৈশব এবং তাঁর শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে পাঠক পরিচিত। এবার আমরা লিজার শিক্ষার কথা কিছু বলব। যখন তার দশ বছর বয়স তখন তার বাবার মৃত্যু হয়। কিন্তু তিনি লিজার উপর বিশেষ সময় দেন নি। ব্যবসা সংক্রান্ত দুর্ভাবনায় তিনি থাকতেন আচ্ছন্ন হয়ে, সর্বদাই ব্যস্ত থাকতেন সম্পত্তি বাড়াবার জন্য তাঁর নানা পরিকল্পনা নিয়ে। তিনি ছিলেন রাগী, অভদ্র এবং অসহিষ্ণু প্রকৃতির মানুষ। তাঁর সন্তানদের শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী,

পোষাক-পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য মুক্তহস্তে তিনি অর্থ দিতেন। তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করতেন — তাঁর কথায় — 'কাঁদুনে ছেলেমেয়েদের কোলে করে নাচাতে'। বাস্তবিক, কোলে করে নাচাবার সময় তাঁর খুব কম ছিল — তিনি কাজ করতেন, ব্যবসা দেখতেন, ঘুমুতেন কম, ক্বচিৎ কখনো তাস খেলতেন, তারপর আবার ফিরে যেতেন কাজে। নিজেকে তিনি তুলনা করতেন মাড়াই কলে জুতে দেওয়া ঘোড়ার সঙ্গে। 'হ্যাঁ, আমার জীবন খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেছে,' মৃত্যু-শয্যায় শুকনো ঠোঁটে তিক্ত হাসি হেসে তিনি বিড়বিড় করে বলেছিলেন। তাঁর স্বামীর চেয়ে লিজার উপর মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্নাও বেশী সময় দেন নি, যদিও লাভরেৎস্কির কাছে তিনি গর্ব করে বলেছিলেন যে তিনি একলাই সব ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছেন। তাকে তিনি পুতুলের মতো সাজাতেন, অতিথিদের সামনে তার মাথায় হাত বুলোতেন আর তার সামনেই তাকে বলতেন ভারি বুদ্ধিমতী ভারি মিষ্টি — এবং ঐ পর্যন্ত: এই অলস মহিলার পক্ষে সব সময় নজর রাখা অতিরিক্ত পরিশ্রমের ব্যাপার ছিল। তার পিতার জীবদ্দশায় প্যারিস থেকে আগত মাদমোয়জেল মোরো নামে এক শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে লিজা ছিল। তার বাবার মৃত্যুর পর সে ছিল মার্ফা তিমোফেয়েভ্নার তত্ত্বাবধানে। পাঠক মার্ফা তিমোফেয়েভ্নাকে চেনেন। মাদমোয়জেল মোরো ছিলেন শুকনো চেহারার ছোট্টখাট্ট জীব, তাঁর ভাবভঙ্গী এবং মগজটা ছিল পাখিদের মতো। যৌবনে তিনি খুব ফুর্তির জীবন যাপন করেছিলেন, কিন্তু আসন্ন বার্ধক্যে তাঁর ছিল দুটি ঝোঁক — মিষ্টি আর তাস। খিদে মিটে যাবার পর এবং যখন তাস খেলতেন না বা গল্প করতেন না, তখন তাঁর মুখটা দেখাত মড়ার মুখোসের মতো: বসে থাকতেন, তাকাতেন, নিশ্বাস ফেলতেন, সবই ঠিক, কিন্তু তাঁর মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যেত যে তাঁর মাথার মধ্যে কোনো ভাবনা নেই। তাঁকে ভালোমানুষও বলা যায় না: ভালোমানুষ পাখি বলে কোনো জিনিস নেই। চপলভাবে যৌবন কাটাবার জন্য, না কি আশৈশব প্যারিসের বাতাসে নিঃশ্বাস গ্রহণ করার জন্য — কী কারণে বলা যায় না, এক শস্তা সার্বজনীন সন্দেহবাদের ছোঁয়াচ তাঁর লেগেছিল যেটা এই অতি প্রচলিত কথাগুলোর মধ্যে প্রকাশ পেত 'Tout ça c'est des bêtises!'* তিনি ব্যাকরণদুষ্ট হলেও খাঁটি প্যারিসীয় অপভাষা বলতেন, পরচর্চা করতেন না এবং তাঁর কোনো খামখেয়ালিপনা ছিল

* ফরাসী ভাষায় — এ-সব বাজে কথা।

না — শিক্ষয়িত্রীর কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী আর কী আশা করা যায়? লিজার উপর তাঁর প্রভাব সামান্যই পড়েছিল। এ-কারণে তার উপর আরো বেশী প্রভাব পড়েছিল তার ধাত্রী আগাফিয়া ভ্লাসিয়েভ্‌নার।

এই মহিলাটির ইতিহাস ভারি চিত্তাকর্ষক। কৃষক পরিবারে তার জন্ম; ষোল বছর বয়সে এক চাষীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। কিন্তু সে ছিল তার অন্যান্য কৃষক বোনদের চেয়ে আশ্চর্য রকম ভিন্ন প্রকৃতির। কুড়ি বছর ধরে তার বাবা ছিল গ্রামের মোড়ল। অনেক টাকা সে করেছিল, মেয়েটিকে খুব লাই দিত। সে ছিল ভারি সুন্দরী মেয়ে, সমস্ত গ্রামের রাণী, — চালাক, সাহসী আর মুখরা। তার প্রভু, দ্‌মিত্রি পেস্তোভ, মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌নার বাবা, ছিলেন শান্ত প্রকৃতির বিনয়ী মানুষ। একবার ফসল মাড়াইয়ের সময় তাকে তিনি দেখেছিলেন, তার সঙ্গে আলাপ করেছিলেন এবং দারুণ প্রেমে পড়েছিলেন তার। শীঘ্রই সে বিধবা হল। পেস্তোভ বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তাকে বাড়িতে এনে সম্ভ্রান্ত মহিলাদের মতো তাকে সজ্জিত করেছিলেন। তার নতুন ভূমিকায় আগাফিয়া চট করে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিল যেন সে অন্যভাবে কখনো থাকে নি। মোটা আর আরো ফরসা হয়ে উঠেছিল সে; মসলিনের হাতার নীচে তার হাতগুলো ব্যাবসায়ীদের স্ত্রীদের ন্যায় 'ময়দার মতো সাদা' হয়ে উঠেছিল। টেবিল থেকে সামোভারটা কখনো সরানো হত না। সিল্ক আর মখমল ছাড়া অন্যকিছু পরতে সে চাইত না আর ঘুমুত পালকের বিছানায়। এই ধরনের আনন্দের অবস্থা ছিল পাঁচ বছর। তারপর পেস্তোভের মৃত্যু হয়। তাঁর বিধবা স্ত্রী ছিলেন দয়ালু মহিলা। তাঁর মৃত স্বামীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার জন্য নিজের প্রতিদ্বন্দ্বিনীর সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করতে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন, তার আরো কারণ হল আগাফিয়া সর্বদাই উপযুক্ত দূরত্ব বজায় রাখত। যাই হোক, এক গোয়ালের চাকরের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে তাকে তিনি দৃষ্টির আড়ালে পাঠিয়েছিলেন। তিন বছর কেটে গেল। গ্রীষ্মের এক গুমট দিনে কর্ত্রী তাঁর জন্তু-জানোয়ারের খামার পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। আগাফিয়া তাঁকে এমন সুস্বাদু ঠাণ্ডা ননী দিয়েছিল এবং এতো নম্র, পরিচ্ছন্ন, হাসিখুশি ও আত্মতৃপ্ত সে ছিল যে কর্ত্রী তাকে ক্ষমা করে নিজের বাড়িতে এনেছিলেন। ছ'মাসের মধ্যে তিনি তার এতো অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন যে তাকে তিনি ঘরকন্নার পরিচালিকা নিযুক্ত করেন এবং সমস্ত সংসার পরিচালনার ভার তার উপর ন্যস্ত করেন। আগাফিয়া সেরে উঠল, আবার সে হয়ে উঠল মোটাসোটা ও ফরসা; তার উপর তার কর্ত্রীর ছিল অখণ্ড বিশ্বাস।

এইভাবে আরো পাঁচ বছর কাটল। আর তারপর আগাফিয়ার আবার কপাল পড়ল। তার স্বামীকে সে উন্নীত করেছিল চাপরাশীর পদে। সে মদ্যপান ধরল, প্রায়ই হতে লাগল বাড়ি থেকে অনুপস্থিত এবং শেষ পর্যন্ত সে তার কর্ত্রীর ছ'টা রুপোর চামচ চুরি করে বসল। সেগুলোকে সে কিছু দিনের জন্য লুকিয়ে রেখেছিল তার স্ত্রীর সিন্দুকে। এ-ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল। তাকে আবার গোয়ালের কাজে পাঠানো হল, আগাফিয়াও তার উচ্চ পদ থেকে হল অধঃপতিত। বাড়ি থেকে তাকে নির্বাসিত করা হল না বটে কিন্তু তাকে দেওয়া হল ছুঁচের কাজ করতে এবং লেসের টুপির বদলে তাকে মাথায় রুমাল বাঁধতে বাধ্য করানো হল। যে আঘাত আগাফিয়ার উপর এসে পড়ল, তার সামনে তাকে বিনীতভাবে মাথা নোয়াতে দেখে সবাই অবাক হল। তখন তার বয়স ত্রিশের বেশী, সন্তানরা সব মৃত, স্বামীও বেশী দিন বাঁচল না। চৈতন্য হবারই তখন সময়: এবং চৈতন্যও তার হল। স্বল্পভাষী ও ধার্মিক হয়ে উঠল সে, কখনো একটিও প্রভাতী বা দ্বিপ্রাহরিক উপাসনা বাদ দিত না। তার সমস্ত ভালো জামাকাপড় সে বিলিয়ে দিল। পনেরো বছর সে চুপচাপ, নম্র ও গম্ভীরভাবে কাটাল, কারুর সঙ্গে কখনো সে ঝগড়া করল না, সবকিছু সে মেনে নিল। কেউ তাকে রূঢ় কথা বললে সে শুধু নম্রভাবে নীচু হয়ে অভিবাদন করত আর শিক্ষা পাওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত। তার কর্ত্রী বহুকাল আগেই তাকে মার্জনা করে তার প্রতি প্রসন্ন ভাব দেখিয়েছিলেন এবং এমন কি উপহার হিসেবে তাকে দিয়েছিলেন নিজের টুপি। আগাফিয়া কিন্তু তার রুমালটা পরিহার করে নি। সর্বদাই সে পরত কালো পোষাক। তার কর্ত্রীর মৃত্যুর পর সে আরো বেশী চুপচাপ আর বিনীত হয়ে উঠেছিল। রুশী লোক সহজেই ভয় পায়, সহজেই স্নেহ দেখায়। কিন্তু সহজে কেউ তার শ্রদ্ধা লাভ করতে পারে না: কাউকেই বিনা বিবেচনায় কিংবা খুব তাড়াতাড়ি শ্রদ্ধা তারা দেখায় না। বাড়ির সবাই কিন্তু আগাফিয়াকে খুব শ্রদ্ধা করত: কেউই অতীতের স্খলনের কথার উল্লেখ পর্যন্ত করত না, বৃদ্ধ প্রভুর সঙ্গেই সেগুলো যেন সমাহিত হয়েছিল।

কালিতিন যখন মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্নার স্বামীর পদে অধিষ্ঠিত হলেন, তাঁর ইচ্ছে ছিল সংসারের সমস্ত ভার আগাফিয়ার উপর ন্যস্ত করা। কিন্তু তার 'প্রলোভনের ভয়ে'র জন্য তাকে কিছুতেই রাজী করানো যায় নি। তিনি তাকে যখন ধমক দিয়েছিলেন, আগাফিয়া তখন তাঁকে নম্রভাবে নত হয়ে অভিবাদন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। মনুষ্য চরিত্রকে কালিতিন

ভালো বুঝতেন। আগাফিয়াকেও তিনি ভালো করে চিনেছিলেন, তাকে তিনি ভুললেন না। যখন তিনি বসবাসের জন্য সহরে এলেন, আগাফিয়ার সম্মতিক্রমে তাকে তিনি লিজার ধাত্রীর পদে অধিষ্ঠিত করলেন। লিজা তখন পাঁচ বছরে পড়তে চলেছে।

তার নতুন ধাত্রীর কঠোর ও গম্ভীর মুখ দেখে লিজা প্রথমে ভয় পেয়েছিল, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাকে তার সয়ে গেল এবং তাকে সে খুব ভালোবাসতে লাগল। নিজেও সে ছিল গম্ভীর প্রকৃতির শিশু; তার বাবার তেজস্বী মুখের ভাবের খানিকটা সে পেয়েছিল; তার চোখগুলো শুধু তার বাবার মতো ছিল না; তাদের মধ্যে ছিল এমন এক নম্র আর দয়ালু দৃষ্টি যা শিশুদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। পুতুলের তার শখ ছিল না, কখনো সে চড়া গলায় আর বেশীক্ষণ ধরে হাসত না, ঘুরে বেড়াত গম্ভীরভাবে। তার প্রকৃতিটা চিন্তাশীল ছিল না, কিন্তু কখনোই চিন্তা করার বিষয়বস্তুর অভাব তার হয় নি। ক্ষণিক নিস্তব্ধতার পর বড়দের প্রায়ই সে এমন প্রশ্ন করত যা থেকে বোঝা যেত যে তার মন কোনো নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। খুব অল্প বয়সেই তার আধো-আধো কথা বলা শেষ হয়েছিল। তিন বছর বয়সেই সে কথা বলত বেশ পরিষ্কার করে। বাবাকে সে ভয় করত; মা-র প্রতি তার মনোভাবটা ছিল অস্পষ্ট, তাঁকে সে ভয়ও করত না, ভালোবাসাও দেখাত না; অবশ্য বলতে গেলে, আগাফিয়ার প্রতিও সে বাহ্যত কোনো রকম ভালোবাসা দেখাত না, যদিও একমাত্র তাকেই সে ভালোবাসত। আগাফিয়া সর্বদাই থাকত তার সঙ্গে সঙ্গে। তাদের দুজনকে একত্র দেখাত অদ্ভুত। কালো পোষাক পরে, মাথায় কালো রুমাল বেঁধে, রোগা, মোমের মতো ফ্যাকাশে কিন্তু তখনো সুন্দর আর ভাবব্যঞ্জক মুখে খাড়া হয়ে বসে সে বুনে চলত মোজা, এদিকে তার পায়ের কাছে ছোটো এক হাতলযুক্ত চেয়ারে লিজা থাকত বসে, তারই মতো ব্যস্ত থাকত সে তার ছেলেমানুষী কাজ নিয়ে, কিংবা আগাফিয়া তাকে যা বলত সে-কথা সে গম্ভীরভাবে শুনত তার দিকে তার স্বচ্ছ চোখদুটো তুলে; আগাফিয়া তাকে রূপকথার গল্প বলত না, ধীরে ধীরে স্থির স্বরে বলত মেরীমাতার পবিত্র জীবনের গল্প, বলত সাধু, সিদ্ধপুরুষ, শহীদ এবং ধার্মিক নরনারীর জীবনী, বলত সাধুরা কীভাবে মরুভূমিতে বাস করতেন, কীভাবে তাঁরা মোক্ষ খুঁজতেন, ক্ষুধা এবং দারিদ্র্যে কষ্ট পেতেন এবং রাজরাজড়াদের ভয় না করে যীশু খ্রীষ্টের কাছে আত্মসমর্পণ করতেন,
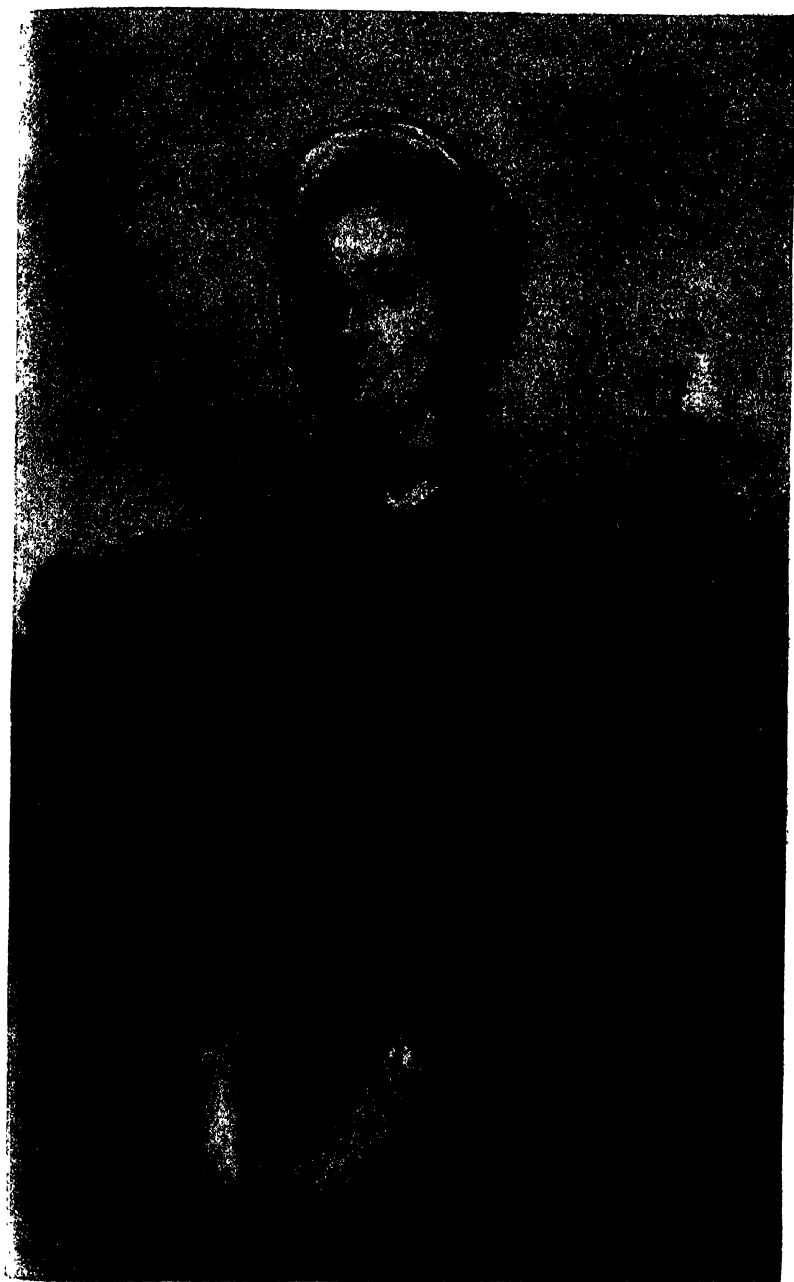
কীভাবে আকাশের পাখিরা তাঁদের জন্য নিয়ে আসত খাদ্য আর বন্য পশুরা বশ্যতা স্বীকার করত তাঁদের, কীভাবে যেখানে তাঁদের রক্তপাত হত, সেখানে ফুটে উঠত ফুল। 'দেয়াল-লতার ফুল?' একবার লিজা প্রশ্ন করেছিল—তার ফুল খুব ভালো লাগত... লিজার সঙ্গে এ-সব কথা সে বলত গম্ভীর নম্র আত্মসচেতনভাবে, যেন সে নিজেই বোঝে যে অমন পবিত্র বিষয়ের কথা উচ্চারণ করা তার উচিত নয়। লিজা উৎকর্ণ হয়ে শুনত—সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের মূর্তি অলক্ষিতে তার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করল মধুর এক শক্তি নিয়ে, তার হৃদয় ভরে উঠল পবিত্র সশ্রদ্ধ ভয়ে। যীশু খ্রীষ্ট তার কাছে এক নিকট ও অতি পরিচিত উপস্থিতি হয়ে উঠলেন, যেন তিনি তার আত্মীয়। আগাফিয়া তাকে প্রার্থনা করতেও শিখিয়েছিল। মাঝেমাঝে খুব সকালে তার ঘুম ভাঙিয়ে, তাড়াতাড়ি তাকে পোষাক পরিয়ে সে তাকে চুপিচুপি নিয়ে যেত প্রভাতের উপাসনায়; লিজা পা টিপে টিপে তার পিছন পিছন যেত রুদ্ধশ্বাসে। সকালের ঠাণ্ডা এবং অস্পষ্ট আলো, ঠাণ্ডা ও ফাঁকা গির্জা, এই আকস্মিক অনুপস্থিতির গোপনীয়তা, লুকিয়ে বিছানায় ফিরে আসা — এই সব নিষিদ্ধ, অদ্ভুত এবং পবিত্র ব্যাপারের আশ্চর্য মিশ্রণে শিশুর হৃদয়ের অন্তস্তল পর্যন্ত শিহরিত হত। আগাফিয়া কখনো কাউকে ধমকাত না এবং ঝগড়া করার জন্য লিজাকে ভর্ৎসনা করত না। অসন্তুষ্ট হলে সর্বদাই সে চুপ করে থাকত। লিজা জানত এই চুপ করে থাকার অর্থ। আগাফিয়া যখন অন্যদের উপর—মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না অথবা স্বয়ং কালিতিনের উপর অসন্তুষ্ট হত, সেটাও সে ভালো বুঝতে পারত শিশুসুলভ তীক্ষ্ন বুদ্ধি দিয়ে। মাদমোয়জেল মোরো তার স্থান গ্রহণ করার আগে তিন বছরের বেশী আগাফিয়া লিজার দেখাশোনা করেছিল। এই চিন্তাশূন্য ফরাসী মহিলার ব্যবহার ছিল শুষ্ক, তাঁর প্রকৃতি ছিল হালকা ধরনের আর কথায় কথায় তিনি চেঁচিয়ে উঠতেন: 'Tout ça c'est des bêtises'। লিজার মন থেকে তিনি তার ধাত্রীর প্রতি ভালোবাসা মুছে দিতে পারেন নি। সে ভালোবাসা তার মনে তখন গভীর শিকড় চালিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া আগাফিয়া লিজার দেখাশোনা না করলেও তখনো বাড়িতেই ছিল এবং প্রায়ই লিজার সঙ্গে দেখা করত। তখনো ঠিক আগের মতোই তাকে বিশ্বাস করত লিজা।

মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌না যখন কালিতিনদের বাড়িতে বসবাস করতে এলেন, আগাফিয়া কিন্তু তখন তাঁর সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারল না। এই ভূতপূর্ব চাষী

পরিবারের মেয়ের গম্ভীর এবং মর্যাদাব্যঞ্জক চেহারা অধৈর্য ও স্বেচ্ছাচারী বৃদ্ধার ভালো লাগল না। আগাফিয়া তীর্থযাত্রা করল আর ফিরে এল না। রাসকোলনিক'দের* এক মঠে সে আশ্রয় নিয়েছে বলে কানাঘুষো শোনা গিয়েছিল। কিন্তু লিজার হৃদয়ে সে যে রেখাপাত করেছিল তা অনপনেয়। সে উপাসনায় যোগ দিয়ে চলল। উৎসব দিনের মতো সে উন্মুখ হয়ে থাকত এই উপাসনার জন্য। সানন্দে এবং এক ধরনের সংযত ও লাজুক আগ্রহের সঙ্গে সে প্রার্থনা করত। এতে মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না মনে মনে বিস্মিত হতেন। মার্ফা তিমোফেয়েভ্নাও কোনো ব্যাপারে লিজাকে কিছু বারণ না করলেও তার উৎসাহকে সংযত করতে চেষ্টা করতেন, অনাবশ্যক ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করা থেকে তাকে নিরস্ত করতেন: সেটাকে তিনি মনে করতেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ের অনুপযুক্ত। লিজা ভালো করে লেখাপড়া করত, অর্থাৎ অধ্যবসায়ের সঙ্গে। বিশেষ কোনো আশ্চর্য ক্ষমতা বা বিরাট বুদ্ধিমত্তা ভগবান তাকে দেন নি। বিনা পরিশ্রমে কিছুই তার আয়ত্তে আসত না। পিয়ানো সে ভালো বাজাত, কিন্তু শুধু লেম্‌ই জানতেন তার জন্য তাকে কী কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে। সে খুব বেশী বই পড়ত না, তার 'নিজস্ব কথা' বলতে কিছু ছিল না, কিন্তু তার নিজস্ব চিন্তা ছিল। সে চলত নিজের খুশিমতো, মিথ্যেই সে তার বাপের বেটি হয় নি: তার বাবাও কখনো কাউকে প্রশ্ন করেন নি কী করা দরকার। এইভাবে শান্তভাবে বিনা তাড়াহুড়োয় সে বড় হয়ে পড়ল উনিশে। সে ছিল খুব লাবণ্যময়ী, কিন্তু সে-কথা নিজে সে জানত না। তার প্রতিটি গতিভঙ্গি থেকে ঝরে পড়ত খানিকটা অনিচ্ছাকৃত আনাড়ি ধরনের লাবণ্য। তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে ছিল অস্পৃষ্ট যৌবনের রুপোলি সুর। সামান্যতম আনন্দজনক অনুভূতিতেই তার ঠোঁটে ফুটে উঠত মনোহর হাসি এবং চোখে চকচক করত গভীর সোহাগের দীপ্তি। তীক্ষ্ন কর্তব্যবোধ দ্বারা সে ছিল অনুপ্রাণিত। সে ভয়ে ভয়ে থাকত পাছে কাউকে বেদনা দেয়; তার অন্তঃকরণ ছিল কোমল ও নম্র, সবাইকেই সে ভালোবাসত, বিশেষ কোনো লোককে নয়। একমাত্র ঈশ্বরকেই সে ভালোবাসত পরম পুলক, ভীরুতা ও কোমলতার সঙ্গে। লাভরেৎস্কিই প্রথম তার মানসিক প্রশান্তির মধ্যে আলোড়ন তুলেছিলেন।

এই হল লিজা।

* একটি ধর্ম-সম্প্রদায়ের নাম।

৩৬

পরের দিন সকাল এগারোটার সামান্য পরে লাভরেৎস্কি কালিতিনদের বাড়ি গেলেন। পথে পানশিনের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। ভুরু পর্যন্ত টেনে টুপিটাকে নামিয়ে পানশিন তাঁর পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন। কালিতিনদের বাড়িতে কেউ তাঁকে অভ্যর্থনা করল না—তাঁদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হবার পর থেকে এ-ঘটনা এই প্রথম। চাপরাশী জানাল মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না 'বিশ্রাম করছেন', 'কর্ত্রীর' মাথা ধরেছে। মার্ফা তিমোফেয়েভ্না আর লিজাভেতা মিখাইলভ্না বাড়িতে ছিলেন না। লিজার সঙ্গে দেখা হবার ক্ষীণ আশা নিয়ে লাভরেৎস্কি বাগানে ধীরে ধীরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, কিন্তু কারুর দেখাই তিনি পেলেন না। দু'ঘণ্টা পরে ফিরে এসে সেই একই কথা শুনলেন, বাঁকা চোখে চাপরাশী তাঁর দিকে তাকাচ্ছিল। লাভরেৎস্কি ভাবলেন একই দিনে তিনবার আসাটা খারাপ দেখায়। তিনি স্থির করলেন ভাসিলিয়েভ্স্কয়েতে ফিরে যাবেন, এমনিতেই সেখানে তাঁর কাজ ছিল। পথে তিনি একের পর এক চমৎকার চমৎকার নানা পরিকল্পনা করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর পিসীর ছোটো গ্রামে পেঁাছুবার পর তাঁর উৎসাহ নিভে গেল। আন্তনের সঙ্গে তিনি আলাপ জুড়ে দিলেন; কপালগুণে বৃদ্ধের ক্রমাগত মনে পড়তে লাগল যত বিষাদময় স্মৃতি। লাভরেৎস্কিকে সে বলল মৃত্যুর আগে গ্লাফিরা পেত্রোভ্না কীভাবে নিজের হাত নিজে কামড়েছিল—আর খানিক থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলে যোগ করে দিল, 'প্রত্যেক মানুষেরই ললাট-লিখন হল—কর্তা, নিজেকেই নিজে খাওয়া।' লাভরেৎস্কি যখন সহরে ফিরে আসছিলেন তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। গতকালের সঙ্গীতের রেশ তাঁর মনে হানা দিতে লাগল আর লিজার প্রতিচ্ছবি তাঁর মনে ভেসে উঠতে লাগল তার সমস্ত খুঁটিনাটি স্বচ্ছতা নিয়ে। লিজা যে তাঁকে ভালোবাসে এই চিন্তায় তিনি রোমাঞ্চিত হলেন এবং শান্ত খুশি মনে ঘোড়ায় চেপে এলেন তাঁর সহরের বাড়িতে।

হল-ঘরে আসার পর প্রথম তিনি আক্রান্ত হলেন পাচুলি লতার গন্ধে; এই গন্ধটা তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না; এখানেও কী সব লম্বা লম্বা বাক্স আর স্যুটকেস। তাঁর ভৃত্য ছুটে এল তাঁর কাছে, তার মুখটাও অদ্ভুত বলে তাঁর মনে হল। ব্যাপারটা ভেবে দেখার জন্য না থেমেই তিনি বৈঠকখানার দরজাটা পেরুলেন... ঝালর-দেওয়া কালো রেশমী পরিচ্ছদ-পরা একটি

মহিলা তাঁর কাছে আসার জন্য সোফা থেকে উঠলেন। কেম্‌ব্রিকের একটি রুমাল ফ্যাকাশে মুখে চেপে, কয়েক পা এগিয়ে এসে, নিখুঁতভাবে কেশবিন্যাস-করা সুগন্ধী মাথা নত করে তাঁর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়লেন তিনি... শুধু তখুনি তাঁকে তিনি চিনতে পারলেন: উক্ত ভদ্রমহিলা তাঁর স্ত্রী।

তাঁর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এল... দেয়ালের উপর তিনি হেলে পড়লেন...

'থিওডর, আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না!' ফরাসী ভাষায় সে বলল। তার স্বর যেন ছুরির মতো লাভরেৎস্কির বুকে বিঁধল।

তার দিকে তিনি শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, তবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর চোখে পড়ল যে সে আরো সাদা আর ফুলো ফুলো হয়ে উঠেছে।

'থিওডর!' মাঝেমাঝে চোখ তুলে এবং গোলাপী পালিশ-করা নখ-সমেত অসাধারণ সুন্দর হাতদুটো সাবধানে মোচড়াতে মোচড়াতে সে আবার বলতে শুরু করল, 'থিওডর, আপনার প্রতি আমি অন্যায় করেছি, গভীর অন্যায় করেছি—না, তার চেয়েও বেশী, আমি অপরাধিনী, কিন্তু দয়া করে আমার সব কথা শুনুন। অনুশোচনায় আমি ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছি। নিজের কাছেই নিজে আমি একটা বোঝা হয়ে উঠেছি। আমার অবস্থা আর আমি সহ্য করতে পারি নি। বহুবার আপনার কাছে মিনতি জানাতে উদ্যত হয়েছিলাম, কিন্তু ভয় হয়েছিল আপনি রেগে উঠবেন। অতীতের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করতে আমি স্থির করেছি... puis, j'ai été si malade, আমি অত্যন্ত অসুস্থ হয়েছিলাম,' নিজের কপাল ও গালের উপর হাত বুলিয়ে সে বলে চলল—'অতীতের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করার জন্যে আমার মৃত্যু গুজবের সুবিধে নিয়েছিলাম, আমি সব ঝেড়ে ফেলেছি। এক দিন বা রাতও বিশ্রাম না নিয়ে এখানে ছুটে এসেছি। আপনি বিচারক, আপনার সামনে দাঁড়াতে বহু দিন দ্বিধা করেছি—paraître devant vous, mon juge। কিন্তু আপনার চিরকালের উদারতার কথা মনে পড়তে শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম যে মস্কো যাব; মস্কোতে আপনার ঠিকানা আমি খুঁজে বার করেছিলাম,' মেঝে থেকে উঠে হাতল-দেওয়া চেয়ারের এক প্রান্তে বসে সে ধীরে ধীরে বলে চলল, 'মৃত্যুর চিন্তা প্রায়ই আমার মনে এসেছে, ঐ সাংঘাতিক পথ অবলম্বন করতে দ্বিধা করতাম না—আঃ, এখন জীবন আমার কাছে এক অসহ্য বোঝার সামিল!—কিন্তু আমার মেয়ের চিন্তায়, আমার ছোট্ট আদার চিন্তায় আমি নিরস্ত হয়েছি। সে এখানে আছে, অন্য ঘরে ঘুমুচ্ছে, বেচারা! সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—তাকে আপনি দেখবেন,

অন্তত সে আপনার কাছে নির্দোষ, আর আমি হতভাগিনী, কী হতভাগিনী!' মাদাম লাভরেৎস্কায়া এই বলে চেঁচিয়ে উঠে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

অবশেষে লাভরেৎস্কি ধাতস্থ হলেন; দেয়াল থেকে সরে তিনি দরজার দিকে ফিরলেন।

'আপনি চলে যাচ্ছেন?' হতাশ সুরে তাঁর স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠল. 'উঃ, কী নিষ্ঠুর! একটা কথাও না বলে, এমন কি তিরস্কারও না করে... এ ঘৃণা যে অসহ্য, ভয়ঙ্কর!'

লাভরেৎস্কি থামলেন।

'কী আপনি শুনতে চান?' আবেগহীন স্বরে তিনি বললেন।

তাড়াতাড়ি তাঁর স্ত্রী বাধা দিয়ে উঠল, 'কিছু না, কিছু না। আমি জানি কোনোকিছুর ওপর আমার অধিকার নেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন. আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয় নি। কোনো আশা নেই আমার, আপনি যে আমাকে ক্ষমা করবেন সে-কথা ভাবারও সাহস নেই। শুধু দয়া করে আমাকে আদেশ দিন কী করব, কোথায় থাকব? ক্রীতদাসীর মতো আপনার আদেশ পালন করব, সে আদেশ যা-ই হোক না কেন।'

সেই একই নিষ্প্রাণ কণ্ঠে লাভরেৎস্কি বললেন, 'আপনাকে আমার আদেশ করার কিছু নেই। আপনি জানেন আমাদের দুজনের মধ্যে সব সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে গেছে... এখন আরো বেশী করে। আপনার যেখানে ইচ্ছে থাকতে পারেন। আর আপনার ভাতা যদি যথেষ্ট না হয়...'

'ওঃ, ও-রকম সাঙ্ঘাতিক কথা উচ্চারণ করবেন না,' ভারভারা পাভলভ্‌না বাধা দিয়ে উঠল; 'আমার ওপর অন্তত করুণা করুন... অন্তত এই বাচ্চাটার জন্যে...' এই কথা বলে হুড়মুড় করে সে পাশের ঘরে চলে গেল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অতি সুন্দর করে সাজানো ছোট্ট একটি মেয়েকে কোলে নিয়ে ফিরে এল। তার সুন্দর গোলাপী মুখের উপর, তার বড় বড়, কালো কালো ঘুমে ভারি চোখের উপর দীর্ঘ সোনালী চুলের গুচ্ছ পড়েছে। সে হেসে তার মায়ের গলায় সুডৌল একটি হাত রেখে আলোর দিকে মিটমিট করে তাকাতে লাগল।

'Ada, vois, c'est ton père,'* তার চোখের উপর থেকে চুলের গুচ্ছ সরিয়ে তাকে চুম্বন করে ভারভারা পাভলভ্‌না বলল, 'prie le avec moi।'**

---

* ফরাসী ভাষায়—দেখো আদা, এ তোমার বাবা।

** ফরাসী ভাষায়—আমার সঙ্গে তাঁকে অনুরোধ করো।

আধো-আধো গলায় শিশু বলে উঠল, ‘C’est ça, papa?’*

‘Oui, mon enfant, n’est-ce pas que tu l’aimes?’**

লাভরেৎস্কির অসহ্য লাগল।

‘কোন মেলোড্রামায় ঠিক এই ধরনের দৃশ্য আছে?’ বিড়বিড় করে বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

কয়েক মুহূর্ত ধরে ভারভারা পাভলভ্‌না স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল, তারপর কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে, বাচ্চা মেয়েটিকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে, জামাকাপড় খুলে বিছানায় শুইয়ে দিল। পরে একটা বই নিয়ে, আলোর পাশে বসে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

‘Eh bien, madame?’*** তার করসেটের ফিতেগুলো খুলতে খুলতে দাসী প্রশ্ন করল। দাসীটি ফরাসিনী, তাকে সে প্যারিস থেকে এনেছিল।

‘Eh bien, Justine,’**** ভারভারা পাভলভ্‌না উত্তর দিল; ‘বয়স বেড়েছে ওর, কিন্তু আমার মনে হয় আগের মতোই দয়ালু আছে। রাতের দস্তানাগুলো আমাকে দাও, কালকের জন্যে উঁচু কলারওলা ছাইরঙা গাউনটা বার করে রেখো; আর আদার জন্যে ভেড়ার মাংসের চপের কথা ভুলো না... মনে হয় এখানে ওগুলো পাওয়া খুব কঠিন হবে, কিন্তু চেষ্টা করতে হবে।’

‘A la guerre comme à la guerre,***** জুস্তিনা উত্তর দিয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিল।

৩৭

দু’ঘণ্টারও বেশী সহরের পথে পথে লাভরেৎস্কি ঘুরে বেড়ালেন। প্যারিসের সহরতলীতে যে-রাত তিনি কাটিয়েছিলেন সে-কথা তাঁর মনে পড়ল। যন্ত্রণায় তাঁর বুক ছিঁড়ে যেতে লাগল, আর তাঁর ভোঁতা ও হতবুদ্ধি মাথাটায় সেই একই ভয়ঙ্কর, অজ্ঞান, ক্রুদ্ধ চিন্তা লাগল ঘুরতে। ‘সে বেঁচে

* ফরাসী ভাষায়—এই আমার বাবা?

** ফরাসী ভাষায়—হ্যাঁরে বাছা, তুমি একে ভালোবাসো তো?

*** ফরাসী ভাষায় — কী ব্যাপার, মাদাম?

**** ফরাসী ভাষায় — একই রকম ব্যাপার, জুস্তিনা।

***** ফরাসী ভাষায় — যুদ্ধের সময় যুদ্ধের মতো ব্যবহার করা দরকার।

আছে, সে ফিরে এসেছে,' ক্রমাগত ফিরে ফিরে আসা বিহ্বলতার মধ্যে তিনি বিড়বিড় করতে লাগলেন। তিনি অনুভব করলেন যে লিজাকে হারিয়েছেন। রাগে আত্মহারা হয়ে উঠলেন তিনি; এই চরম আঘাতটা এসেছে বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো। সেই নির্বোধ প্রবন্ধটা, সেই বাজে কাগজের টুকরোকে কী করে তিনি বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন? 'কিন্তু বিশ্বাস, যদি নাও করতাম,' তিনি ভাবলেন, 'তাতেই বা তফাৎটা কী হত? আমি জানতে পারতাম না যে লিজা আমাকে ভালোবাসে, সে-ও এ-কথাটা জানতে পারত না।' তাঁর স্ত্রীর চেহারা, কণ্ঠস্বর ও চাউনি মন থেকে তাড়াতে পারলেন না... নিজেকে তিনি অভিশাপ দিতে লাগলেন, অভিশাপ দিতে লাগলেন সমস্ত পৃথিবীকে।

ক্লান্তি এবং যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ভোরের আগে তিনি লেমের কাছে গেলেন। বহুক্ষণ কেউ তাঁর দরজা ধাক্কায় সাড়া দিল না। অবশেষে রাতটুপি-পরা বৃদ্ধের মাথাটা একটা জানালায় দেখা গেল, তিক্ত বলি রেখাঙ্কিত একটা মুখ। যে অনুপ্রাণিত ও মর্যাদাব্যঞ্জক মুখ তার গরিমাময় শিল্পনৈপুণ্যের উচ্চতা থেকে লাভরেৎস্কির দিকে রাজার মতো দৃষ্টিতে চব্বিশ ঘণ্টা আগে তাকিয়েছিল তার সঙ্গে এ-মুখের কোনো মিল নেই।

লেম্ প্রশ্ন করলেন, 'কী ব্যাপার? আপনার জন্যে প্রতি রাত্রে আমি বাজাতে পারব না, আমি একটা ওষুধ খেয়েছি।'

কিন্তু লাভরেৎস্কির মুখটা নিশ্চয়ই অদ্ভুত দেখাচ্ছিল, কারণ বৃদ্ধ চোখের উপর হাত তুলে, রাতের অতিথিকে ভালো করে লক্ষ্য করে দরজা খুলে দিলেন।

ঘরে প্রবেশ করে লাভরেৎস্কি অবসন্ন হয়ে একটা চেয়ারে গা ঢেলে দিলেন। জীর্ণ রঙবেরঙের ড্রেসিং গাউনটা নিজের শরীরের উপর টেনে, কাঁপতে কাঁপতে, ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে বৃদ্ধ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

'আমার স্ত্রী এসেছে,' লাভরেৎস্কি বললেন। মাথাটা তুলে অকস্মাৎ তিনি অনিচ্ছাকৃত হাসিতে ফেটে পড়লেন।

লেমের মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল, কিন্তু তিনি হাসলেনও না। শুধু তিনি ড্রেসিং গাউনটাকে শরীরের সঙ্গে আরো এঁটে জড়ালেন।

'অবশ্যই আপনি জানেন না,' লাভরেৎস্কি বলে চললেন; 'আমি ভেবেছিলাম... আমি একটা খবরের কাগজে পড়েছিলাম যে তার মৃত্যু হয়েছে।'

‘ওহোঃ, আপনি কিছু দিন আগে সে-কথা পড়েছিলেন?’ লেম্ প্রশ্ন করলেন।

‘খুব বেশী দিন আগে নয়।’

‘ওহোঃ,’ ভ্রূ কুঁচকে বৃদ্ধ পুনরুক্তি করলেন। ‘আর তিনি এখন এখানে আছেন?’

‘হ্যাঁ, সে আমার বাড়িতে রয়েছে; আমি... আমি অভাগা।’

তিনি তিক্ত হাসি হাসলেন।

‘অভাগা আপনি,’ ধীরে ধীরে লেম্ কথাগুলোর পুনরুক্তি করলেন।

‘ক্রিস্তোফার ফিওদরিচ,’ লাভরেৎস্কি শুরু করলেন, ‘আমার হয়ে একটা চিঠি কি আপনি দিয়ে আসবেন?’

‘হুম্। জানতে পারি কাকে?’

‘লিজাকে...’

‘ওঃ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। ভালো। আর কখন সেটা দেওয়া দরকার?’

‘কাল, যত সকাল সকাল সম্ভব।’

‘হুম্। আমার রাঁধুনী ক্যাথারিনকে পাঠাতে পারি। না, নিজেই নিয়ে যাব।’

‘আর আমার জন্যে একটা উত্তর নিয়ে আসবেন কি?’

‘হ্যাঁ, নিয়ে আসব।’

লেম্ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

‘বেচারী বন্ধু; বাস্তবিকই আপনি অভাগা যুবক।’

লাভরেৎস্কি লিজাকে কয়েকটি কথা লিখলেন: তাঁর স্ত্রীর পৌঁছুবার খবর জানালেন, অনুরোধ করলেন তার সঙ্গে দেখা করতে দিতে—তারপর সরু সোফায় শুয়ে পড়ে দেয়ালের দিকে মুখ ফেরালেন। বৃদ্ধ তাঁর বিছানায় শুয়ে অস্থিরভাবে এপাশ-ওপাশ করতে লাগলেন, কাশতে লাগলেন আর তাঁর ওষুধটা ঢোকে ঢোকে পান করে চললেন।

সকাল হল। দুজনেই উঠে পড়লেন। অদ্ভুত দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকালেন তাঁরা। সেই মুহূর্তে লাভরেৎস্কির ইচ্ছে হল আত্মহত্যা করতে। রাঁধুনী ক্যাথারিন তাঁদের জন্য জঘন্য কফি নিয়ে এল। ঘড়িতে আটটা বাজল। লেম্ টুপিটা পরে বললেন যে যদিও কালিতিনদের বাড়িতে তিনি দশটার সময় শেখাতে যান, তবুও কোনো একটা বিশ্বাসযোগ্য ছুতো দেওয়া যাবে। তিনি যাত্রা করলেন। ছোট্ট সোফাটায় আবার লাভরেৎস্কি শুয়ে

পড়লেন। তাঁর হৃদয়ের অন্তস্তলে একটা দুঃখের হাসি জেগে উঠল। তিনি ভাবলেন তাঁর স্ত্রী কীভাবে তাঁকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে; লিজার অবস্থার কথা তিনি ভাবলেন, তারপর চোখ বুজে মাথার তলায় দুহাত চেপে ধরলেন। অবশেষে লেম্ ফিরে এলেন এক টুকরো কাগজ নিয়ে, লিজা তার উপর পেন্সিলে লিখেছিল: 'আজ আমাদের দেখা হওয়া সম্ভব নয়। হয়তো কাল সন্ধেয়। বিদায়।' লাভরেৎস্কি শুষ্ক ও অন্যমনস্কভাবে লেম্‌কে ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ি ফিরলেন।

গিয়ে দেখলেন তাঁর স্ত্রী প্রাতরাশ খাচ্ছে। আদার মাথার চুলগুলো ছোটো ছোটো গোলগোল করে পাকানো। পরনে তার নীল ফিতে-লাগানো সাদা ফ্রক। ভেড়ার মাংসের চপ খাচ্ছিল সে। লাভরেৎস্কি ভিতরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভারভারা পাভলভ্‌না উঠে তার কাছে যাবার জন্য বিনীতভাবে এগিয়ে এল। তাকে তিনি বললেন তাঁর সঙ্গে পড়ার ঘরে যেতে। ভিতর থেকে দরজায় চাবি দিয়ে তিনি ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন। হাত জোড়া করে বিনীতভাবে বসে সে তাঁকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করতে লাগল। সামান্য তুলি বুলানো হলেও তখনো তার চোখদুটি সুন্দর।

কিছুক্ষণ ধরে লাভরেৎস্কি চেষ্টা করেও কথা শুরু করতে পারলেন না: তিনি বুঝতে পারলেন নিজের উপর তাঁর কোনো শাসন নেই। তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারলেন যে ভারভারা পাভলভ্‌না তাঁকে দেখে একটুও ভয় পায় নি, শুধু ভান করছে যে যে-কোনো মুহূর্তে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।

'শুনুন মাদাম,' অবশেষে গভীরভাবে নিশ্বাস নিতে নিতে দাঁতে দাঁত চেপে লাভরেৎস্কি বলতে শুরু করলেন, 'পরস্পরকে প্রতারণা করার দরকার নেই। আপনার অনুশোচনায় আমি বিশ্বাস করি না; সেটা আন্তরিক হলেও আপনার সঙ্গে ফিরে যাওয়া, আপনার সঙ্গে বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব হত।'

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে চোখ কুঁচকে ভারভারা পাভলভ্‌না বসে রইল। সে ভাবছিল, 'এ যে বিতৃষ্ণা। সব শেষ হয়ে গেছে। আমি ওঁর চোখে মহিলাও নই।'

'অসম্ভব,' কোটের সব বোতামগুলো আঁটতে আঁটতে লাভরেৎস্কি বললেন। 'আমি জানি না কী জন্যে আপনি এসেছেন। সম্ভবত আপনার টাকার টান পড়েছে।'

'উঃ মা! আমাকে আপনি অপমান করছেন,' ফিসফিস করে ভারভারা পাভলভ্‌না বলল।

'যাই হোক, দুর্ভাগ্যক্রমে এখনো আপনি আমার স্ত্রী। বাস্তবিকই, আপনাকে আমি তাড়িয়ে দিতে পারি না... শুনুন, আপনার কাছে আমি এই প্রস্তাব করতে চাই। ইচ্ছে করলে আজকেই আপনি লাভরিকিতে যেতে পারেন; সেখানে থাকুন। আপনি তো জানেন সেখানে একটা ভালো বাড়ি আছে। ভাতার ওপর আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু পাবেন... আপনি রাজী?'

সুতোর কাজ করা একটা রুমাল দিয়ে ভারভারা পাভলভ্‌না মুখ ঢাকল।

'আপনাকে আমি আগেই বলেছি,' সে বলতে লাগল, তার ঠোঁটদুটো কুঁচকে উঠল, 'আমাকে নিয়ে আপনি যা করা উচিত মনে করেন তাতেই আমি রাজী হব। আমার শুধু একটিমাত্র প্রার্থনা—আপনার মহানুভবতার জন্যে আপনি কি অন্তত আমাকে ধন্যবাদ জানাতে দেবেন?'

'দয়া করে ধন্যবাদের কথাটা বাদ দিন—সেটাই ভালো,' লাভরেৎস্কি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন। 'তাহলে,' দরজার দিকে যেতে যেতে তিনি বলে চললেন, 'আমি ধরে নিতে পারি যে...'

'কাল আমি লাভরিকিতে যাব,' সসম্ভ্রমে আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ভারভারা পাভলভ্‌না মৃদুস্বরে বলল। 'কিন্তু ফিওদর ইভানিচ...' (তাঁকে আর সে থিওডর বলে সম্বোধন করল না।)

'কী আপনি চান?'

'আমি জানি এখনো আমি ক্ষমা পাবার উপযুক্ত নই, কিন্তু আমি কি অন্তত আশা করতে পারি যে ভবিষ্যতে...'

'আঃ, ভারভারা পাভলভ্‌না,' লাভরেৎস্কি বাধা দিয়ে উঠলেন, 'আপনি খুব চালাক মেয়ে, কিন্তু আমিও বোকা নই। আমি জানি ও ব্যাপারে আপনার বিন্দুমাত্রও উদ্বেগ নেই। বহুকাল আগেই আপনাকে আমি ক্ষমা করেছি, কিন্তু সর্বদাই আপনার আর আমার মাঝখানে একটা অতলস্পর্শ গহ্বর থেকে গেছে।'

মাথা নত করে ভারভারা পাভলভ্‌না উত্তর দিল, 'ভবিতব্য মেনে নিতে আমি পারি। আমার পাপকে আমি ক্ষমা করি নি; আমার মৃত্যু-সংবাদে আপনি খুশি হয়েছিলেন এ-কথা শুনলেও আমি বিস্মিত হব না,' লাভরেৎস্কি যে-খবরের কাগজটা টেবিলের উপর ফেলে গিয়েছিলেন সেটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বিনীতভাবে সে বলল।

ফিওদর ইভানিচ চমকে উঠলেন। সেই প্রবন্ধটি পেন্সিল দিয়ে দাগ দেওয়া ছিল। আরো গভীর তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে ভারভারা পাভলভ্‌না তাঁকে দেখতে

লাগল। সেই মুহূর্তে সে অপরূপ হয়ে উঠেছিল। প্যারিসের ধূসর গাউনে তার নমনীয় প্রায় সপ্তদশীসুলভ দেহখানা সুঠামভাবে জড়ানো। সাদা কলার জড়ানো তার সুগঠিত কোমল গ্রীবা, তার বক্ষদেশের মৃদু উত্থান-পতন, আংটি কিংবা ব্রেসলেটবিহীন তার দুটি বাহু — তার সমস্ত শরীরটা, তার চিক্কণ চুল থেকে প্রায় দেখা-যায়-না জুতোর ডগা পর্যন্ত সবকিছুই এমন মার্জিত...

কঠোর দৃষ্টিতে লাভরেৎস্কি তার দিকে তাকালেন, আর একটু হলেই তিনি চীৎকার করে উঠতেন: 'সাবাস!' আর একটু হলেই তার রগে তিনি ঘুষি বসিয়ে দিতেন। গোড়ালির উপর ভর দিয়ে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। এক ঘণ্টা পরে তিনি চললেন ভাসিলিয়েভ্স্কয়ের পথ ধরে, আর দু'ঘণ্টা বাদে সহরের সবচেয়ে চটকদার গাড়িটা ভাড়া করে, কালো অবগুণ্ঠন-সংবলিত সাধারণ একটা খড়ের টুপি আর ক্লোক পরে, জুস্তিনার তত্ত্বাবধানে আদাকে রেখে ভারভারা পাভলভ্না চলল কালিতিনদের বাড়ি; ভৃত্যদের কাছ থেকে যে-খবর সে বার করেছিল তাতে জানতে পেরেছিল, তার স্বামী প্রায় প্রতিদিনই তাঁদের বাড়িতে যান।

৩৮

ও... সহরে লাভরেৎস্কির স্ত্রী যে-দিন পেঁছুল সে-দিনটা লাভরেৎস্কির কাছে ছিল নিরানন্দ আর লিজার কাছেও বিষণ্ণ। নীচে নেমে তার মাকে অভিনন্দন জানাতে না জানাতেই বাইরে শোনা গেল ঘোড়ার খুরের শব্দ। কম্পিত বক্ষে সে দেখল পানশিন উঠোনে ঘোড়ায় চেপে আসছেন। 'ও এতো সকাল সকাল এসেছে, কারণ ও উত্তর পেতে চায়,' সে ভাবল, এবং ভুল তার হয় নি। বৈঠকখানায় খানিক ইতস্তত ঘুরে তিনি প্রস্তাব করলেন বাগানে যাবার। সেখানে তিনি জানতে চাইলেন তাঁর ভাগ্যের কথা। সাহস সঞ্চয় করে লিজা তাঁকে জানাল যে সে তাঁর স্ত্রী হতে পারবে না। কপালের উপর টুপিটা নামিয়ে, মুখ ঘুরিয়ে তিনি তার কথাগুলো শুনলেন; ভদ্র অথচ পরিবর্তিত কণ্ঠে তিনি জানতে চাইলেন সেটাই তার শেষ কথা কি না এবং তিনি নিজে এমনকিছু করেছেন কি না যাতে তার মত বদলেছে, তারপর হাত দিয়ে চোখ

চেপে ধরে, ক্ষুদ্র খাপছাড়া এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার তিনি হাতটা সরিয়ে নিলেন।

'গতানুগতিক পথে যেতে আমি চাই নি,' ফাঁকা স্বরে তিনি বললেন; 'আমার নিজের পছন্দমতো এক জীবনসঙ্গিনী বেছে নেবো বলে আমি ভেবেছিলাম। কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে সেটা হবার নয়। বিদায়, স্বপ্ন!' নীচু হয়ে লিজাকে তিনি অভিবাদন করে বাড়িতে ফিরে গেলেন।

সে আশা করেছিল সঙ্গে সঙ্গে তিনি চলে যাবেন। তিনি কিন্তু মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌নার ঘরে গিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা রইলেন। যাবার সময় লিজাকে তিনি বললেন, 'Votre mère vous appelle; adieu à jamais...'* উঠলেন তাঁর ঘোড়ার পিঠে, তারপর বাড়ির সিঁড়ি থেকে ছোটালেন তাঁর ঘোড়াটা। লিজা ঘরে ঢুকে দেখল মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না কাঁদছেন: পানশিন তাঁর নিজের ভাগ্যের কথা জানিয়েছিলেন।

'তুমি এ কী করে বসলে, এ কী করলে!' এই বলে ব্যথিত বিধবা বিলাপ শুরু করলেন। 'কাকে তুমি চাও? ও কি তোমার উপযুক্ত নয়? ও কাম্মেরজুঙ্কার! বড়লোকের মেয়েদের বিয়ে করার জন্যে যারা ওৎ পেতে থাকে, ও সে-জাতের নয়! সে ইচ্ছে করলে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে যে-কোনো সম্ভ্রান্ত মেয়েকে বিয়ে করতে পারত। হা কপাল, এর জন্যে কী আশাই না করেছিলাম! বহুদিন আগেই কি তোমার মত বদলেছে? এ-ঘটনা হঠাৎ ঘটতে পারে না, এই অঘটনের কলকাঠি নিশ্চয়ই কেউ নেড়েছে। কে জানে এর মূলে সেই নির্বোধ ভাই সম্পর্কের লোকটা আছে কি না? পরামর্শদাতা জুটেছে বটে!'

'আর এ বেচারা,' মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না বলে চললেন, 'কী রকম এ সম্ভ্রমশীল, নিজের দুর্ভাগ্যের মধ্যেও অন্যের প্রতি কেমন মনোযোগ! কথা দিয়েছে আমাকে ত্যাগ করবে না। হা ভগবান, এ দুঃখ আমি কাটিয়ে উঠতে পারব না! হা ভগবান, মাথাটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে! পালাশাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। এ-বিষয়ে মত না বদলালে তুমিই আমার মৃত্যুর কারণ হবে—শুনছ?' অকৃতজ্ঞ মেয়ে বলে বার দুয়েক তিরস্কার করে মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না তাকে যেতে বললেন।

লিজা নিজের ঘরে গেল। পানশিন এবং তার মা-র সঙ্গে আলাপ করার

* ফরাসী ভাষায়—আপনার মা আপনাকে ডাকছেন, চিরকালের জন্য বিদায়...

পর সবে সে নিজের স্থৈর্য ফিরে পেয়েছে, এমন সময় আবার নতুন করে তুফান উঠল। যেখান থেকে উঠল সেটা সে একেবারেই আশা করে নি। সজোরে দরজাটা বন্ধ করে মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌না তার ঘরে এলেন। বৃদ্ধার মুখটা ফ্যাকাশে, তাঁর টুপিটা বেঁকে গেছে, চোখগুলো জ্বলছে আর হাত ও ঠোঁটগুলো থরথর করছে। লিজা বিস্মিত হল: এ-রকম অবস্থায় তার বুদ্ধিমতী ও ঠান্ডা মেজাজের দিদিমাকে কখনো সে দেখে নি।

মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌না কাঁপা ফিসফিসে গলায় বিড়বিড় করে বলে চললেন, 'চমৎকার ঘটনা, চমৎকার! কোথা থেকেই বা এ-সব তুই শিখলি বাছা!.. আমাকে খানিকটা জল দে মা; আমি কথা বলতে পারছি না ।'

'দিদিমা, শান্ত হন, কী হয়েছে?' তাঁকে এক গেলাস জল দিতে দিতে লিজা বলল। 'কেন, আমার তো মনে হয়েছিল আপনি নিজেই পানশিনকে খুব একটা পছন্দ করেন না।'

মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌না গেলাসটা নাবিয়ে রাখলেন।

'না, খেতে পারব না — আমার যে কটা দাঁত অবশিষ্ট আছে তা-ও ভেঙে পড়বে। পানশিনের সঙ্গে এর সম্পর্ক কী? তুই বরং আমাকে বল্ দেখি, রাতে পুরুষ মানুষের সঙ্গে দেখা করতে কে তোকে শিখিয়েছে— অ্যাঁ? কে শিখিয়েছে?'

লিজা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'না বলার চেষ্টা করিস না,' মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌না বলে চললেন। 'শুরোচ্‌কা নিজের চোখে সবকিছু দেখে আমাকে বলেছে। তাকে বাজে বকতে বারণ করে দিয়েছি। কিন্তু সে মিথ্যেবাদী নয়।'

মৃদুস্বরে লিজা বলল, 'আমি কোনো কথা অস্বীকার করছি না।'

'ওঃ হো! তাহলে দেখছি ঠিকই বাছা? তাহলে ঐ বুড়ো গোবেচারা পাপীটার সঙ্গে তুই অভিসারে রাজী হয়েছিলি?'

'না।'

'নয়ত কী?'

'বৈঠকখানায় একটা বই আনতে যাচ্ছিলাম। উনি বাগানে ছিলেন—উনি আমায় ডেকেছিলেন।'

'আর তুই গিয়েছিলি? চমৎকার। তুই তাকে ভালোবাসিস নাকি যে গেলি?'

'আমি ওঁকে ভালোবাসি,' মৃদুস্বরে লিজা বলল।

'হা কপাল! মেয়েটা ওকে ভালোবাসে!' মার্ফা তিমোফেয়েভ্না নিজের মাথা থেকে টুপিটা ছিনিয়ে খুলে ফেললেন। 'বিবাহিত লোক! তাকে ভালোবাসিস, অ্যাঁ! ওকে ভালোবাসিস!'

'তিনি আমাকে বলেছিলেন...' লিজা বলতে শুরু করল।,

'কী তোকে বলেছে শুনি, ওই সোনার চাঁদটা, অ্যাঁ?'

'তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে।'

মার্ফা তিমোফেয়েভ্না নিজের উপর ক্রুশ-চিহ্ন আঁকলেন।

'তার আত্মা যেন শান্তি পায়,' তিনি ফিসফিস করে বললেন। 'ঠুনকো মাগী ছিল — তবে সে-সব তো মনে রাখার নয়। তাহলে এই ব্যাপার: সে তাহলে বিপত্নীক। দেখা যাচ্ছে সে পাকা লোক। এক স্ত্রীকে মেরে ফেলতে না ফেলতেই দ্বিতীয়টির খোঁজ করে। তলে তলে এতো! লিজা, তোকে একটা কথা বলি শোন: আমার কালে, আমি যখন ছোটো ছিলাম, এ-ধরনের কাজ করলে তখন মেয়েরা দারুণ ধমক খেত। আমার ওপর রাগ করিস না, বাছা। বোকারাই শুধু সত্যি কথা শুনে রাগ করে। আমি হুকুম দিয়েছি আজ যেন তাকে ঢুকতে দেওয়া না হয়। আমি তাকে ভালোবাসি, কিন্তু এজন্যে তাকে আমি কখনো ক্ষমা করব না। বিপত্নীক, ভাবো একবার! আমাকে জল দে... পানশিনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে তুই বুদ্ধিমতীর কাজ করেছিস। কিন্তু রাত্তির বেলায় ছাগল জাতের লোকদের সঙ্গে অমন বসে থাকিস না, ঐ-ধরনের পুরুষ জীবদের সঙ্গে। এ-বুড়ির বুকটাকে ভেঙে ফেলিস না। দেখবি আমার মুখ থেকে শুধু মধুই ঝরে না — আমি কামড়াতেও পারি... বিপত্নীক!'

মার্ফা তিমোফেয়েভ্না চলে গেলেন। এক কোণে বসে লিজা কান্নায় ভেঙে পড়ল। তার ভারি খারাপ লাগছিল; এ-ধরনের অপমান তার প্রাপ্য নয়। প্রেম তাকে আনন্দ দেয় নি: গত রাত্রি থেকে দু'বার সে কেঁদেছে। এই নতুন ও অপ্রত্যাশিত অনুভূতি তার হৃদয়ে জেগে উঠতে না উঠতে কী চড়া দামই না তাকে দিতে হচ্ছে! আর তার পবিত্র গোপনীয় কথা অবারিত হয়ে গেছে অবাঞ্ছিত কর্কশ করস্পর্শের কাছে! সে লজ্জিত, তিক্ত ও আহত বোধ করল, কিন্তু ভয় বা সন্দেহের কণামাত্র তার মধ্যে ছিল না — লাভরেৎস্কি আগের চেয়ে তার কাছে আরো প্রিয় হয়ে উঠল। যতদিন না নিজের মনকে সে বুঝতে পেরেছিল শুধু ততদিন সে ইতস্তত করেছিল। কিন্তু সেই সাক্ষাৎ

আর সেই চুম্বনের পর সে আর ইতস্তত করে নি; সে বুঝতে পারল যে সে ভালোবাসে—আর বাঁধা পড়ল এক খাঁটি, অকপট, দৃঢ়, চির জীবনের মতো ভালোবাসায়—হুমকির ভয় তার ছিল না। সে অনুভব করল পৃথিবীর কোনো শক্তিই সেই সম্বন্ধকে ছিন্ন করতে পারবে না।

৩৯

ভারভারা পাভলভ্‌না লাভরেৎস্কায়ার নাম যখন ঘোষিত হল মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না তখন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। তার সঙ্গে দেখা করবেন কি করবেন না সে-কথা তিনি স্থির করতে পারলেন না: ভয় হচ্ছিল কে জানে ফিওদর ইভানিচ যদি রাগ করেন। অবশেষে কৌতূহলের জয় হল। ভাবলেন, 'তাতে কী, এও তো আমাদের আত্মীয়া।' তারপর হাতলযুক্ত চেয়ারে গা ঢেলে দিয়ে চাপরাশীকে বললেন, 'ওকে নিয়ে এসো।' কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল, দরজা হল উন্মুক্ত; ভারভারা পাভলভ্‌না লঘু পায়ে দ্রুত ঘর অতিক্রম করে মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌নার কাছে গেল, তারপর তাঁকে চেয়ার থেকে ওঠবার সুযোগ না দিয়ে তাঁর সামনে প্রায় নতজানু হয়ে বসল।

'অনেক ধন্যবাদ, খুড়িমা,' রুশ ভাষায় সে নীচু কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে শুরু করল; 'অনেক ধন্যবাদ; আপনার দিক দিয়ে এমন অনুগ্রহ আশা করি নি। আপনি দেবী।'

এই বলে ভারভারা পাভলভ্‌না অকস্মাৎ মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌নার একটা হাত চেপে ধরল, তারপর সেটিকে তার ল্যাভেন্ডারের গন্ধযুক্ত ফিকে বেগনী দস্তানার মধ্যে চেপে তার সর্বাঙ্গসুন্দর গোলাপী ঠোঁটদুটির উপর আলতোভাবে তুলল। এই সুন্দরী, অপরূপভাবে সজ্জিত মহিলাকে পায়ের কাছে প্রায় লুটিয়ে থাকতে দেখে মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন না কী করা দরকার: ইচ্ছে করছিল নিজের হাতটা টেনে নিতে, তাকে বসতে বলতে, কিছু ভালো কথা বলতে; তার পরিবর্তে তিনি উঠে পড়ে ভারভারা পাভলভ্‌নার মসৃণ সুগন্ধ কপালে একটি চুম্বন এঁকে দিলেন। ভারভারা পাভলভ্‌না একেবারে গলে গেল।

'নমস্কার, bonjour,' মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না বললেন, 'অবশ্যই কল্পনাও করতে পারি নি... কিন্তু আপনাকে দেখে সত্যিই আমি খুশি হয়েছি। আপনি তো বোঝেন, স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে রায় দেয়া আমার সাজে না...'

'আমার স্বামী সম্পূর্ণ ঠিক কাজ করেছেন,' বাধা দিয়ে ভারভারা পাভলভ্‌না বলল; 'আমারই সব দোষ।'

'আপনার এ মনোভাব অত্যন্ত প্রশংসনীয়,' মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না বললেন; 'অত্যন্ত। আপনি কি এখানে বেশিকিছু দিন হল এসেছেন? তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে? কিন্তু, দয়া করে বসুন।'

'আমি গতকাল পৌঁছেছি,' বিনীতভাবে বসে ভারভারা পাভলভ্‌না উত্তর দিল; 'ফিওদর ইভানিচের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, তাঁর সঙ্গে আমি কথা বলেছি।'

'তাই নাকি! উনি কী বললেন?'

'এই রকম অপ্রত্যাশিতভাবে আসায় আমার ভয় ছিল তিনি রেগে উঠবেন,' ভারভারা পাভলভ্‌না আবার বলতে শুরু করল; 'তিনি কিন্তু তাঁর উপস্থিতি থেকে আমাকে বঞ্চিত করেন নি।'

'অর্থাৎ, তিনি... হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি বুঝেছি,' মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না বললেন; 'তাঁর বাইরেটাই শুধু রুক্ষ ধরনের, কিন্তু মনটা নরম।'

'ফিওদর ইভানিচ আমাকে ক্ষমা করেন নি, তিনি আমার কোনো কথা শুনতে রাজী নন... কিন্তু তিনি অত্যন্ত দাক্ষিণ্য দেখিয়েছেন, লাভরিকিতে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।'

'তাই নাকি! ভারি চমৎকার তালুক!'

'তাঁর আদেশ অনুসারে কাল আমি সেখানে যাত্রা করছি। কিন্তু আপনার সঙ্গে আগে দেখা করা কর্তব্য বলে মনে করলাম।'

'অনেক, অনেক ধন্যবাদ। আত্মীয়দের কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয়। জানেন, আপনার চমৎকার রুশ বলা শুনে আমি অবাক হয়ে গেছি। C'est étonnant !'*

ভারভারা পাভলভ্‌না দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'আমি জানি, মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না, বহুকাল আমি বিদেশে ছিলাম। কিন্তু আমার মনটা চিরকালই রুশী, আর নিজের দেশকেও কখনো ভুলি নি।'

'ঠিক, ঠিক; এটা খুব ভালো। ফিওদর ইভানিচ কিন্তু আপনাকে আশা করেন নি... হ্যাঁ, আমার অভিজ্ঞতায় আপনি বিশ্বাস করতে পারেন: la patrie avant tout**। বাঃ, কী সুন্দর ক্লোকটা। দেখতে পারি?'

---

* ফরাসী ভাষায়—এটা চমৎকার।

** ফরাসী ভাষায় — সবচেয়ে আগে মাতৃভূমি।
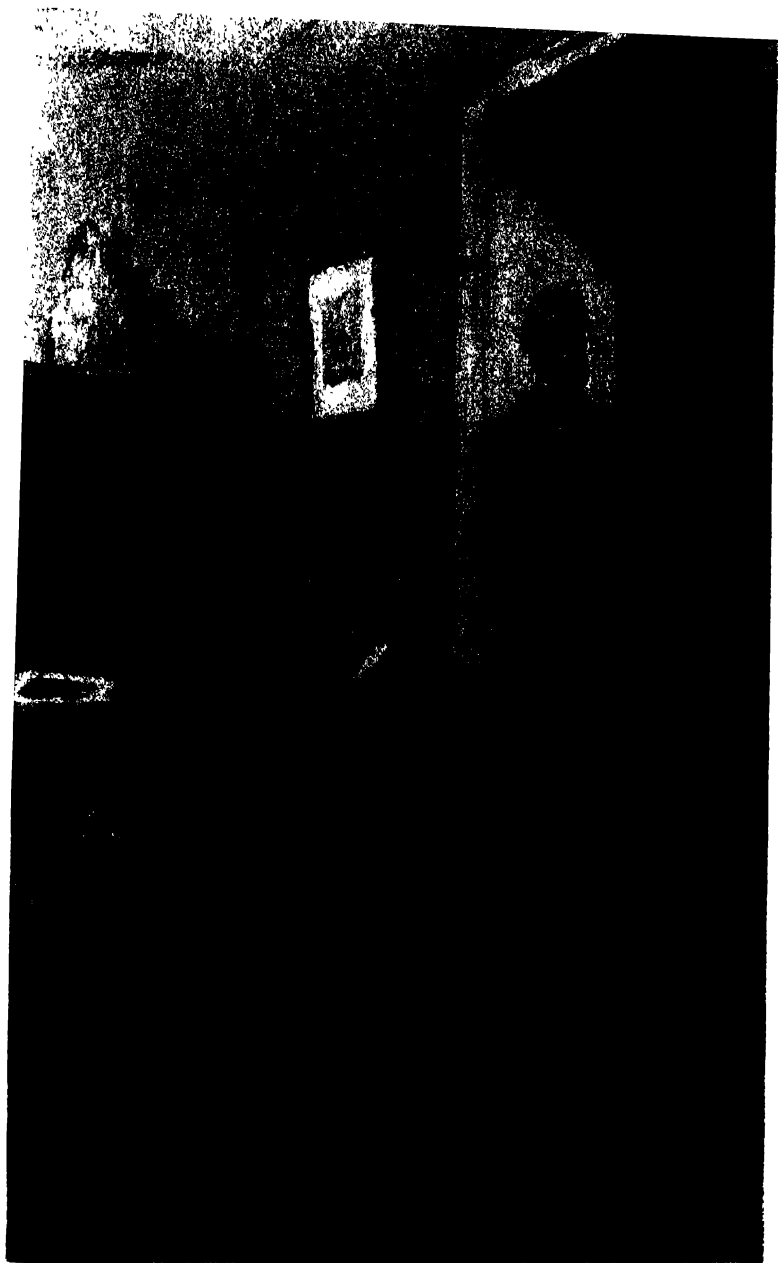
‘এটা আপনার পছন্দ?’ তাড়াতাড়ি ভারভারা পাভলভ্‌না সেটা তার কাঁধের উপর থেকে খুলে ফেলল। ‘এটা খুবই সাধারণ, মাদাম Baudran-এর দোকান থেকে কেনা।’

‘এবার বোঝা যায়। মাদাম Baudran-এর দোকান থেকে... কী চমৎকার আর কী চটকদার! নিশ্চয়ই আপনি অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস এনেছেন। সেগুলোকে শুধু একবার দেখতে ইচ্ছে করে।’

‘খুড়িমা, আমার প্রসাধনের সব জিনিসগুলোই আপনি ব্যবহার করতে পারেন। অনুমতি দিলে আপনার দাসীকে আমি কয়েকটি জিনিস দেখাতে পারি। প্যারিস থেকে আমি একজন দাসী এনেছি—সে চমৎকার পোষাক তৈরী করতে পারে।’

‘আপনার তরফ থেকে এটা খুব ভালো কথা। কিন্তু সত্যি বলছি, আপনার অসুবিধে সৃষ্টি করতে আমার ইচ্ছে নেই।’

‘আমার অসুবিধে করা...’ মৃদু তিরস্কারের সুরে ভারভারা পাভলভ্‌না বলল। ‘আমাকে আপনার দাসী বলে মনে করলে সুখী হব।’

মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না গলে গেলেন।

‘Vous êtes charmante,’* তিনি মৃদুস্বরে বললেন। ‘কিন্তু আপনার টুপি আর দস্তানাগুলো খুলছেন না কেন?’

‘খুলতে পারি?’ করুণভাবে নিজের হাতদুটো চেপে ধরে ভারভারা পাভলভ্‌না প্রশ্ন করল।

‘কেন নয়, নিশ্চয়ই; আশা করি আমাদের সঙ্গে আপনি খাবেন? আমি... আমি আমার মেয়ের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দোবো।’ মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌নার হাবভাবে অস্বস্তি ফুটে উঠল। ভাবলেন, ‘‘কতদূর গড়াবে কে জানে?’’ ‘আজ তার শরীরটা বিশেষ ভালো নেই।’

‘ও ma tante,** আপনার অনেক দয়া!’ ভারভারা পাভলভ্‌না চেঁচিয়ে উঠে তার রুমালটা চোখের উপর তুলল।

এক বালক ভৃত্য গেদেওনভ্‌স্কির আগমন ঘোষণা করল। সেই পরিচিত বুড়ো বাচাল লোকটি বারবার ঝুঁকে পড়ে অভিবাদন জানিয়ে কৃত্রিম হেসে প্রবেশ করলেন। অতিথির সঙ্গে মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না তাঁর পরিচয় করিয়ে

* ফরাসী ভাষায়—আপনি ভারি মনোহারিণী।

** ফরাসী ভাষায় — খুড়িমা।

দিলেন। প্রথমে তিনি হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন; কিন্তু ভারভারা পাভলভ্না এমন মনোমুগ্ধকর শ্রদ্ধার ভাব দেখাল যে অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে শুরু করল এবং বানানো কথা, গাল-গল্প ও তোষামোদের কথা তাঁর মুখ থেকে ঝরতে লাগল মধুর মতো। সংযত হাসি নিয়ে ভারভারা পাভলভ্না শুনতে লাগল, তারপর ক্রমশ কথাবার্তায় যোগ দিল। নম্রভাবে প্যারিসের, বাডেনের এবং তার ভ্রমণের কথা সে বলল; গল্প করে দু'বার হাসাল মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্নাকে, আর তারপরেই অল্প একটু করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে যেন অশোভন আনন্দ ফুর্তির জন্য ভর্ৎসনা করল নিজেকে। পরের দিন আদাকে সঙ্গে করে আনার অনুমতি সে চাইল; দস্তানাগুলো খুলে তার মসৃণ, à la guimauve সাবানের সুগন্ধ ভরা হাত দিয়ে সে দেখিয়ে দিল কী করে আর কোথায় ঝালর, কুঁচি, লেস আর কাপড়ের তৈরী কৃত্রিম গোলাপ পরে; কথা দিল 'ভিক্টোরিয়া এসেন্স' নামে নতুন একটি বিলিতি এসেন্স আনবে এবং উপহার হিসেবে মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না সেটি গ্রহণ করবেন শুনে শিশুর মতো খুশি হয়ে উঠল; রুশ গির্জার ঘণ্টাধ্বনি প্রথম শুনে যেভাবে সে রোমাঞ্চিত হয়েছিল সে-কথা মনে করে তার চোখে জল এসে গেল; ফিসফিস করে সে বলল, 'একেবারে আমার বুকের মধ্যে গিয়ে লেগেছিল।'

সেই মুহূর্তে লিজা ঘরে প্রবেশ করল।

সকালে যে-মুহূর্ত থেকে লাভরেৎস্কির চিঠি পড়েছিল, সে-মুহূর্ত থেকে আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে লিজা নিজেকে শক্ত করে তুলছিল তাঁর স্ত্রীর সম্মুখীন হবার জন্য। তার মনে একটা পূর্ববোধ জন্মেছিল যে তার সঙ্গে দেখা হবে। যেটাকে নিজের অপরাধী আশা বলে মনে করেছিল তার শাস্তিস্বরূপ এ সাক্ষাৎ সে এড়িয়ে যাবে না স্থির করেছিল। তার নিয়তির অকস্মাৎ বিপর্যয় তার সত্তার মূলে নাড়া দিয়েছিল; দু'ঘণ্টার মধ্যে তার মুখ শুকিয়ে উঠল, কিন্তু সে এক ফোঁটাও অশ্রু বিসর্জন করল না। 'আমার উপযুক্ত শাস্তি!' মনে মনে বলল। তিক্ত, ক্রুদ্ধ আতঙ্কের কী একটা জোয়ারকে সে অতি কষ্টে ও অতি উত্তেজনায় দমন করল। 'তাহলে যেতে হয় এবার!' লাভরেৎস্কায়ার আসার খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবল, তারপর এল নেমে... দরজা খোলার মতো সাহস সঞ্চয় করার জন্য বৈঠকখানার দরজার বাইরে অনেকক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল। 'আমি এ মেয়েটির প্রতি অন্যায় করেছি,'—এই কথা ভেবে সে বৈঠকখানায় ঢুকল, তারপর জোর করে তার

দিকে তাকাল, জোর করে হাসল। তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভারভারা পাভলভ্না কাছে এগিয়ে গেল, তারপর সামান্য ঝুঁকে, কিন্তু সম্ভ্রমের সঙ্গে তাকে অভিবাদন করল। 'নিজেই নিজের পরিচয় দিই,' মোলায়েম স্বরে সে বলল, 'আপনার মা অত্যন্ত অনুগ্রহ দেখিয়েছেন, আশা করি আপনিও... সদয় হবেন।' শেষ কথাগুলো উচ্চারণ করার সময় ভারভারা পাভলভ্নার মুখের ভাব, তার ধূর্ত হাসি, তার নিরুত্তাপ অথচ কোমল চাউনি, তার হাত এবং কাঁধের ভঙ্গী, এমন কি যে-গাউনটা সে পরেছিল সেটা—তার সমস্ত চেহারাটাই লিজার মনে এমন এক বিতৃষ্ণার উদ্রেক করেছিল যে সে উত্তর দিতে পারল না, কোনোক্রমে শুধু নিজের হাতটা তার দিকে প্রসারিত করে দিল। 'তরুণীটি আমাকে সহ্য করতে পারে না,' লিজার ঠাণ্ডা আঙুলগুলোয় চাপ দিতে দিতে ভারভারা পাভলভ্না ভাবল, তারপর মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্নার দিকে ফিরে মৃদুস্বরে বলল: 'Mais elle est délicieuse!'* লিজা সামান্য আরক্ত হয়ে উঠল: তার মনে হল যে এই বিস্ময়সূচক কথার মধ্যে বিদ্রূপ ও অপমানজনক কিছু একটা রয়েছে। নিজের ধারণাকে বিশ্বাস করবে না স্থির করে সে জানালার পাশে তার এমব্রয়ডারি করা ফ্রেম নিয়ে বসল। এমন কি এখানেও ভারভারা পাভলভ্না তাকে সুস্থির থাকতে দিল না। কাছে এসে রুচি এবং দক্ষতার জন্য ভারভারা পাভলভ্না তাকে প্রশংসা করল... লিজার বুকের স্পন্দন দ্রুত ও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠল: সব শক্তি প্রয়োগ করে সে চেষ্টা করল নিজের মুখটা তুলে রাখতে। তার মনে হল ভারভারা পাভলভ্না সবকিছু জেনে গোপন গাম্ভীর্যের সঙ্গে তাকে বিদ্রূপ করছে। গেদেওনভ্স্কি ভারভারা পাভলভ্নার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করায় এবং তার মনোযোগ অন্যদিকে আকর্ষণ করায় লিজা নিশ্চিন্ত বোধ করল। লিজা এমব্রয়ডারি করা ফ্রেমের উপর ঝুঁকে পড়ে তার দিকে আড়চোখে তাকাতে লাগল। ভাবল, 'এই মেয়েকে একদিন **তিনি** ভালোবেসেছিলেন।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লাভরেৎস্কির চিন্তা সে মন থেকে দূর করে দিল: ভয় হল নিজের স্থৈর্য সে হারিয়ে ফেলবে, সে অনুভব করল তার মাথাটা সামান্য ঘুরছে। মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করতে শুরু করলেন।

বললেন, 'আমি শুনেছি আপনি সত্যিকারের গুণী।'

* ফরাসী ভাষায়—কিন্তু চমৎকার মেয়েটি।

‘বহুকাল বাজাই নি,’ চটপট পিয়ানোর সামনে বসে, চাবিগুলোর উপর দক্ষভাবে আঙুল চালাতে চালাতে ভারভারা পাভলভ্না বলল। ‘বাজাতে বলছেন?’

‘দয়া করে বাজান।’

হের্ৎস’এর এক অনন্যসাধারণ ও কঠিন ‘এটুড’ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ভারভারা পাভলভ্না বাজাল। সেই বাজানোর মধ্যে দারুণ শক্তি ও নৈপুণ্য ছিল।

‘একেবারে পরীর মতো!’ গেদেওনভ্স্কি চেঁচিয়ে উঠলেন।

‘অসাধারণ!’ মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না তাঁর সুরে সুর মেলালেন। ‘ভারভারা পাভলভ্না,’ এই প্রথম তার নাম ধরে ডেকে তিনি বললেন, ‘আপনি যে একেবারে অবাক করে দিলেন; বাস্তবিকই আপনার কনসার্ট দেওয়া উচিত। আমাদের এখানে এক জার্মান সঙ্গীতজ্ঞ আছেন, পাগলাটে ধরনের বুড়ো, কিন্তু সঙ্গীত খুব ভালো বোঝেন। লিজাকে তিনি শেখান। আপনার বাজনা শুনলে তিনি একেবারে পাগল হয়ে যাবেন।’

‘লিজাভেতা মিখাইলভ্নাও বাজান নাকি?’ তার দিকে সামান্য মাথা ফিরিয়ে ভারভারা পাভলভ্না প্রশ্ন করল।

‘হ্যাঁ, খারাপ বাজায় না আর সঙ্গীত ভালোও বাসে, কিন্তু আপনার তুলনায় কিছুই নয়। এখানে কিন্তু আর একজন যুবক আছেন, তাঁর সঙ্গে আপনার আলাপ করা দরকার। তাঁর স্বভাব শিল্পীর মতো, ভারি চমৎকার রচনা তিনি করে থাকেন। শুধু তিনি-ই আপনাকে পুরো তারিফ করতে পারবেন।’

‘এক যুবক?’ ভারভারা পাভলভ্না বলল; ‘কে তিনি? কোনো গরীব লোক?’

‘কী যে বলেন, এখানকার নারীচিত্তজয়কারীদের মধ্যে প্রধান, আর শুধু এখানে নয়, et à Pétersbourg* । তিনি কাম্মেরজুঙ্কার, সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত সমাজে তাঁর অবারিত দ্বার। সম্ভবত তাঁর নাম আপনি শুনেছেন: পানশিন, ভ্লাদিমির নিকোলাইচ। সরকারী কাজে এখানে তিনি এসেছেন... মনে হয় ভবিষ্যৎ-মন্ত্রী।’

‘এবং সেই সঙ্গে শিল্পীও?’

‘মনটা শিল্পীর মতো আর ভারি ভদ্র। আপনি নিশ্চয়ই তাঁকে দেখতে

* ফরাসী ভাষায়—সেণ্ট পিটার্সবুর্গেও।

পাবেন। প্রায়ই এখানে তিনি এসে থাকেন। আজ সন্ধেয় তাঁকে আমি নেমন্তন্ন করেছিলাম। আশা করি তিনি আসবেন,' ছোট্ট এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এবং বাঁকা তিক্ত হাসি হেসে মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না যোগ করে দিলেন।

লিজা হাসির অর্থটা বুঝল, কিন্তু সেটা গ্রাহ্য করার মতো তার মানসিক অবস্থা তখন ছিল না।

'আর তরুণ?' পিয়ানোয় টুং-টাং আওয়াজ তুলে ভারভারা পাভলভ্‌না প্রশ্ন করল।

'আঠাশ বছর, আর ভারি সুন্দর চেহারা। বাস্তবিকই un jeune homme accompli* !'

গেদেওনভ্‌স্কি বললেন, 'আমি বলব আদর্শ যুবক।

অকস্মাৎ ভারভারা পাভলভ্‌না স্ট্রাউসের একটা হুল্লোড়ে ওয়াল্‌জ বাজাতে শুরু করল, শুরু করল এমন তীব্র শ্রুতিকটু কম্পিত সুর দিয়ে যে গেদেওনভ্‌স্কি হকচকিয়ে গলেন। ওয়াল্‌জের মাঝখানে অপ্রত্যাশিতভাবে সে করুণ রসের অবতারণা করল এবং শেষ করল 'লুচিয়া'র Fra poco... সুর দিয়ে। তার মনে পড়ল আনন্দিত সঙ্গীত তার অবস্থার উপযুক্ত নয়। ভাবালু অংশের উপর জোর দেওয়া 'লুচিয়া'র সুর মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌নাকে গভীরভাবে নাড়া দিল।

'কী আবেগ,' নীচু গলায় গেদেওনভ্‌স্কিকে তিনি বললেন।

'পরী,' চোখ বড় বড় করে গেদেওনভ্‌স্কি আবার বললেন।

দুপুরের খাবার সময় হল। মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌না যখন নীচে এলেন সুপ তখন পরিবেশিত হয়ে গেছে। নীরসভাবে ভারভারা পাভলভ্‌নাকে তিনি অভিবাদন জানালেন, 'হ্যাঁ' 'না' করে তার সৌজন্যের উত্তর দিয়ে চললেন, তার দিকে তাকালেন না। ভারভারা পাভলভ্‌না অল্পক্ষণের মধ্যেই হৃদয়ঙ্গম করল যে বৃদ্ধা মহিলার কাছ থেকে কোনো কথাই বার করা যাবে না। তাই তাঁকে আপ্যায়িত করার প্রচেষ্টা সে ত্যাগ করল; বরং মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না তাঁর অতিথির প্রতি আরো সদয় ভাব দেখাতে লাগলেন: তাঁর পিসীর অভদ্রতায় তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌না কিন্তু শুধুই ভারভারা পাভলভ্‌নাকে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন না; তিনি লিজার দিকেও তাকাচ্ছিলেন না, যদিও তাঁর চোখদুটি চকচক করছিল। হলদে, ফ্যাকাশে ও

* ফরাসী ভাষায়—নিখুঁত তরুণ।

ঠোঁটে-ঠোঁট-চাপা প্রস্তর মূর্তির মতো তিনি বসেছিলেন এবং কিছুই খাচ্ছিলেন না। লিজাকে শান্ত দেখাচ্ছিল; বাস্তবিকই তার ভিতরকার ঝড় থেমে গিয়েছিল। অদ্ভুত এক অসাড়তায় সে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল, প্রাণদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত মানুষের মতো। আহারের সময় ভারভারা পাভলভ্না বিশেষ কথা বলছিল না; তাকে নম্র বলে মনে হতে লাগল, তার মুখে ফুটে উঠল বিষণ্ণতা। একলা গেদেওনভ্স্কিই গল্প বলে কথাবার্তা চালু রেখেছিলেন। বারবার তিনি অস্বস্তিভরে মার্ফা তিমোফেয়েভ্নার দিকে তাকাচ্ছিলেন আর গলা খাঁকারি দিচ্ছিলেন—তাঁর সামনে কোনো মিথ্যে কথা বলার আগে সর্বদাই তাঁর গলা ধরে যায়। মার্ফা তিমোফেয়েভ্না কিন্তু তাঁকে বাধা দিলেন না কিংবা তাঁর কথায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করলেন না। আহার শেষ হবার পর জানা গেল যে ভারভারা পাভলভ্না হুইস্ট খেলতে খুব ভালোবাসে। এ-কথা শুনে মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না এতো উল্লসিত হয়ে উঠলেন যে তিনি সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে পড়লেন। মনে মনে তিনি বললেন: 'বাস্তবিক, ওই ফিওদর ইভানিচটা কী নির্বোধ! ভাবো একবার, এ-ধরনের মেয়ের দাম বোঝে না!'

গেদেওনভ্স্কি এবং ভারভারা পাভলভ্নার সঙ্গে তিনি তাস খেলতে বসলেন। মার্ফা তিমোফেয়েভ্না লিজাকে উপরে নিয়ে গেলেন। বললেন তার চেহারা খুব খারাপ দেখাচ্ছে, নিশ্চয়ই মাথা ধরেছে।

'হ্যাঁ, ওর দারুণ মাথা ধরে আছে,' চোখ ঘুরিয়ে ভারভারা পাভলভ্নাকে মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না বললেন, 'আমিও মাইগ্রেনে মাঝেমাঝে এমন যন্ত্রণা পাই...'

'সত্যি?' ভারভারা পাভলভ্না মৃদুস্বরে বলল।

লিজা দিদিমার ঘরে গিয়ে ক্লান্তভাবে একটা চেয়ারে এলিয়ে পড়ল। মার্ফা তিমোফেয়েভ্না তার দিকে বহুক্ষণ নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন। তারপর সামনে শান্তভাবে নতজানু হয়ে বসে নিঃশব্দে তার হস্ত চুম্বন করতে শুরু করলেন। লিজা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল, তার মুখটা আরক্ত হয়ে উঠল—তারপর সে নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করল। কিন্তু মার্ফা তিমোফেয়েভ্নাকে সে তুলে ধরে ওঠাল না, নিজের হাতও সে সরিয়ে নিল না: সে অনুভব করল সে অধিকার তার নেই, অধিকার নেই বৃদ্ধাকে তাঁর মর্মপীড়া ও সহানুভূতি জানাতে বাধা দিতে, গতকাল যা ঘটেছে তার জন্য ক্ষমা চাইতে। সেই করুণ, ফ্যাকাশে, শক্তিহীন হাতগুলোকে চুম্বন করে করে তাঁর তৃপ্তি

হল না—ক্রমাগত তাঁর ও লিজার চোখ দিয়ে নিঃশব্দে জল ঝরতে লাগল। চওড়া হাতলযুক্ত চেয়ারে বোনার উলের গোলার পাশে বসে মাত্রোস বেড়ালটা গরগর করে চলল; বিগ্রহের সামনেকার ছোট্ট বাতিটার দীর্ঘ চঞ্চল শিখা কাঁপতে লাগল। এদিকে পাশের ঘরে দরজার পিছনে নাস্তাসিয়া কারপভ্না দাঁড়িয়ে তাঁর চেক-কাটা রুমালটাকে গোলার মতো পাকিয়ে চুপিচুপি চোখ মুছে চললেন।

৪০

ইত্যবসরে নীচে বৈঠকখানায় হুইস্ট খেলা চলছিল; মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না জিতছিলেন, তাঁর মেজাজটা ভালো। একটা ভৃত্য এসে পানশিনের আগমন ঘোষণা করল।

মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না তাসগুলো ফেলে তাঁর চেয়ারে বসে ছটফট করতে শুরু করলেন। ভারভারা পাভলভ্না তাঁর দিকে চেয়ে অদ্ভুত হাসল, তারপর দরজার দিকে চোখ ফেরাল। পানশিন ঘরে এলেন। পরনে তাঁর ইংরেজদের মতো উঁচু কলার-যুক্ত কালো ফ্রক কোট, গলা পর্যন্ত বোতাম আঁটা। তাঁর সবে-দাড়ি-কামানো হাসির লেশমাত্র চিহ্নহীন মুখ থেকে যেন এ-কথাই অভিব্যক্ত হচ্ছে, 'আমার পক্ষে আড্ডা পালন করা সহজ হয় নি, তবে দেখুন এসেছি।'

মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কী ব্যাপার, ভোল্দেমার! আপনি তো নিজের নাম ঘোষণা না করেই এতো দিন আসতেন!'

পানশিন শুধু তাঁর চোখ দিয়ে মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্নার প্রশ্নোত্তর দিলেন, ভদ্রভাবে ঝুঁকে পড়ে অভিবাদন করলেন, কিন্তু তাঁর হস্ত চুম্বন করলেন না। মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না তাঁর সঙ্গে ভারভারা পাভলভ্নার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি এক পা পিছনে হটে তাকে একই রকম ভদ্রভাবে ঝুঁকে পড়ে অভিবাদন জানালেন, কিন্তু তার মধ্যে মার্জিত ভাব ও শ্রদ্ধার স্পর্শ রইল। তারপর তিনি তাসের টেবিলে বসলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই খেলা শেষ হল। পানশিন লিজাভেতা মিখাইলভ্নার কথা জিগ্গেস করলেন, শুনলেন সে অসুস্থ, দুঃখ প্রকাশ করলেন। তারপর ভারভারা পাভলভ্নার সঙ্গে আলাপ শুরু করলেন তিনি। তাঁর প্রতিটি কথা তিনি কূটনীতিজ্ঞের মতো সযত্নে

ওজন ও উচ্চারণ করে বলতে লাগলেন এবং ভারভারা পাভলভ্‌নার উত্তরগুলো ভদ্রভাবে শুনে চললেন। কিন্তু তাঁর স্বর, কূটনীতিজ্ঞদের মতো গাম্ভীর্য ভারভারা পাভলভ্‌নার উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করল না, তার হৃদয়ের কোনো তন্ত্রীকে স্পর্শ করল না। পক্ষান্তরে সে তাঁকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল সকৌতুক মনোযোগী দৃষ্টিতে, সাধারণ স্বরে বলতে লাগল কথা, আর সর্বক্ষণ তার সুন্দর নাকটা মৃদু কম্পিত হতে লাগল যেন চাপা উল্লাসে। মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না ভারভারা পাভলভ্‌নার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার প্রশংসা করতে লাগলেন। পানশিন ভদ্রভাবে তাঁর মাথা কাত করলেন, তাঁর কলারটার দরুন যতটা সম্ভব; জোর দিয়ে বললেন, 'সে বিষয়ে আগেই তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন,' এবং প্রায় মেট্‌টারনিখের প্রসঙ্গেই কথা শুরু করে দিলেন। ভারভারা পাভলভ্‌না তার মখমলের মতো চোখগুলো দিয়ে তাঁকে তীক্ষ্নভাবে পর্যবেক্ষণ করে নীচু গলায় বলল, 'কেন, আপনিও তো শিল্পী, un confrère,'* আরো মৃদু গলায় যোগ করল, 'Venez' ** পিয়ানোর দিকে মাথা হেলিয়ে। 'Venez!' — এই একটি কথা, যেটা তার মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল, পানশিনের উপর সঙ্গে সঙ্গে প্রভাব বিস্তার করল প্রায় মন্ত্রের মতো। তাঁর গম্ভীর হাবভাব অদৃশ্য হল, মুখে ফুটে উঠল হাসি, মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং কোটের বোতাম খুলে এই কথাগুলো বলতে বলতে ভারভারা পাভলভ্‌নার পিছন পিছন তিনি পিয়ানোটার কাছে গেলেন: 'দুঃখের বিষয়, বলবার মতো শিল্পী নই! কিন্তু আমি শুনেছি আপনি প্রকৃত শিল্পী।'

মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওঁকে দিয়ে ওঁর নিজের লেখা গানটা গাওয়ান—ভেসে-যাওয়া চাঁদ সম্বন্ধে।'

'আপনি গান গান?' তাঁর দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে ভারভারা পাভলভ্‌না প্রশ্ন করল। 'বসুন।'

পানশিন টালবাহানা শুরু করলেন।

'বসুন,' চেয়ারের পিছনে আঙুল দিয়ে ক্রমাগত টোকা মেরে সে আবার বলল।

বসে, কেশে, কলারটা টেনে নিজের গানটা গাইলেন পানশিন।

* ফরাসী ভাষায় — একই পথের পথিক।

** ফরাসী ভাষায় — আসুন!

'Charmant,'* ভারভারা পাভলভ্‌না বলল; 'আপনি ভারি সুন্দর গান গান, vous avez du style,** আবার ওটা গান।'

পিয়ানোর ওপাশে গিয়ে সে পানশিনের একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াল। স্বরের মধ্যে এক নাটকীয় কম্পন জুড়ে তিনি গানটা আবার গাইলেন। পিয়ানোর উপর কনুইদুটো রেখে, তার ফরসা হাতগুলো ঠোঁট বরাবর এনে ভারভারা পাভলভ্‌না তাঁর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। পানশিন শেষ করলেন।

'Charmant, charmante idée,'*** সমঝদারের মতো স্থির আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ভারভারা পাভলভ্‌না বলল। 'বলুন, আপনি কি মেয়েদের গলার জন্যে কিছু লিখেছেন, mezzo-soprano' র জন্যে?'

পানশিন বললেন, 'আমি ক্বচিৎ কদাচিৎ লিখে থাকি; জানেন তো, নিজের খেয়ালেই লিখি... কিন্তু আপনি কি গান গান?'

'হ্যাঁ।'

'তাই নাকি! কিছু একটা গেয়ে শোনান না!' মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না বললেন।

আরক্ত গালের উপর থেকে চুলগুলো পিছনে সরিয়ে ভারভারা পাভলভ্‌না তার মাথাটা ঝাঁকাল।

'আমাদের দুজনের গলার মিল হবার কথা,' পানশিনের দিকে ফিরে সে মৃদুস্বরে বলল; 'একটা দ্বৈত-সঙ্গীত গাওয়া যাক। আপনি কি Son geloso, কিংবা La ci darem, কিংবা Mira la bianca luna**** জানেন?'

পানশিন উত্তর দিলেন, 'বহুকাল আগে আমি Mira la bianca luna গেয়েছিলাম। সে কিন্তু বহুকাল আগেকার কথা। আমি সেটা ভুলে গেছি।'

'তাতে কিছু যায় আসে না, আমরা নীচু স্বরে সেটা আবৃত্তি করে নেবো। আমাকে অনুমতি দিন।'

* ফরাসী ভাষায় — চমৎকার!

** ফরাসী ভাষায় — আপনার নিজের স্টাইল আছে।

*** ফরাসী ভাষায় — চমৎকার, অপূর্ব আইডিয়া।

**** ইতালীয় প্রেমের গান — 'আমি ঈর্ষা করি' ...'আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দাও'... 'ঐ দেখ পাণ্ডুর চাঁদ'।

ভারভারা পাভলভ্‌না পিয়ানোর সামনে বসল। পানশিন দাঁড়ালেন তার পাশে। দ্বৈত-সঙ্গীতটা তাঁরা নীচু সুরে গাইলেন। ভারভারা পাভলভ্‌না তাঁকে কয়েকবার সংশোধন করে দিল। তারপর তাঁরা উচ্চ স্বরে গাইলেন এবং দু'বার করে বললেন: Mira la bianca lu... u... una । ভারভারা পাভলভ্‌নার স্বরের লাবণ্য লুপ্ত হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে খুব দক্ষতার সঙ্গে গাইল। প্রথমে পানশিন খানিক লজ্জা করছিলেন এবং মাঝেমাঝে বেসুরো হয়ে পড়ছিলেন, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি মেতে উঠলেন। তাঁর গান নিখুঁত না হলেও আসল গাইয়ের মতো তিনি কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে, শরীরটাকে দুলিয়ে এবং মাঝেমাঝে হাত তুলে সেই অভাবটা পুষিয়ে দিলেন। ভারভারা পাভলভ্‌না থালবার্গের দু'তিনটে রচনা বাজনা করল এবং ছলাকলার ভঙ্গিতে 'আবৃত্তি' করল একটি ফরাসী ariette । আনন্দ প্রকাশ করার ভাষা মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্‌না খুঁজে পেলেন না; বার কয়েক তিনি লিজাকে ডেকে পাঠাতে চাইলেন। গেদেওনভ্‌স্কিও কথা খুঁজে পেলেন না, শুধু মাথা নাড়ালেন; অকস্মাৎ তিনি হাই তুললেন, তিনি কোনক্রমে হাত দিয়ে লুকোবার অবকাশ পেলেন। এই হাই ভারভারা পাভলভ্‌নার দৃষ্টি এড়ালো না; সে অকস্মাৎ পিয়ানোর দিকে পিছন ফিরে মৃদুস্বরে বলল, 'Assez de musique comme ça,* গল্প করা যাক।' সে হাতদুটো জোড় করল। পানশিনও ফুর্তির সুরে বললেন, 'Oui, assez de musique,'** তারপর আলাপ শুরু করল তুখোড়, লঘু চালে, ফরাসী ভাষায়। 'হুবহু প্যারিসের সেরা বৈঠকখানার মতো,' তাঁদের অপ্রাসঙ্গিক গাল-গল্পের কথার মারপ্যাঁচ শুনতে শুনতে মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্‌না ভাবলেন। পানশিন প্রচুর আনন্দ পাচ্ছিলেন; তাঁর চোখগুলো জ্বলজ্বল করে উঠল, তাঁর মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হল। প্রথম প্রথম মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্‌নার সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি বিনিময় হলে তিনি নিজের মুখের উপর হাত বোলাচ্ছিলেন, ভ্রূ কুঞ্চিত করছিলেন এবং থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলেন; কিন্তু শেষের দিকে তাঁর কথা তিনি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হলেন এবং এই অর্ধ-পার্থিব ও অর্ধ-শিল্পীসুলভ সংলাপের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। মনে হল ভারভারা পাভলভ্‌না যেন বাস্তবিকই দার্শনিক: সব কথার উত্তর তার ঠোঁটের ডগায়। কখনো সে

* ফরাসী ভাষায়—সঙ্গীত যথেষ্ট হয়েছে।

** ফরাসী ভাষায়—হ্যাঁ, যথেষ্ট সঙ্গীত হল।

ইতস্তত করছিল না এবং কোনো বিষয়েই তার কোনো সন্দেহ ছিল না। যে-কেউ বুঝতে পারত যে, সব রকমের বুদ্ধিমান লোকদের সঙ্গে সে প্রচুর এবং ঘন ঘন আলোচনা করেছে। তার সমস্ত চিন্তা এবং অনুভূতি প্যারিসকে কেন্দ্র করে। সাহিত্য সম্বন্ধে পানশিন কথা পাড়লেন: দেখা গেল তাঁর মতো সে-ও একই ফরাসী বই পড়ে: জর্জ স্যান্ড তার কাছে দারুণ বিরক্তিকর, বালজাককে সে শ্রদ্ধা করে, যদিও মাঝেমাঝে তাঁর লেখা তার একঘেয়ে লাগে, তার মতে স্যু এবং স্ক্রাইবের মনুষ্য-প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ছিল; দ্যুমা ও ফেভালকে সে পুজো করে; মনে মনে কিন্তু এদের সবাইকার চেয়ে পল দ্য কক্‌কেই তার সবচেয়ে ভালো লাগে, কিন্তু, বলাই বাহুল্য, তাঁর নাম সে ঘুণাক্ষরেও মুখে আনল না। সত্যি বলতে কি, সাহিত্য সে বিশেষ পছন্দ করত না। যে-সব বিষয়ের সঙ্গে তার নিজের অবস্থার সামান্যতমও মিল আছে ভারভারা পাভলভ্‌না বেশ কায়দা করে সেগুলো এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। তার কথাবার্তার মধ্যে প্রেমের একেবারেই উল্লেখ রইল না; বরং ভাবাবেগের কথা উঠলেই সে ব্যাপারে শোনা যাচ্ছিল কঠোর মতামত, মোহভঙ্গতা ও আপসের মনোভাব। পানশিন প্রতিবাদ করলেন; ভারভারা পাভলভ্‌না তাতে আপত্তি জানাল... কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার! যখন তার মুখ থেকে ভর্ৎসনা, এবং প্রায়ই কঠোর ভর্ৎসনা ঝরছিল তখন কিন্তু তার কথার সুরে ঝরছিল সোহাগ আর প্রশ্রয়। আর তার চোখগুলো বলছিল... ঠিক কী যে সেই সুন্দর চোখগুলো বলছিল তা বলা শক্ত। কিন্তু তার মর্ম ছিল লঘু অস্পষ্ট আর মধুর। সেগুলোর নিহিত অর্থ আবিষ্কার করতে পানশিন চেষ্টা করলেন, তিনিও চেষ্টা করলেন তাঁর চোখ দিয়ে কথা বলতে, কিন্তু অনুভব করলেন তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হচ্ছে। তিনি বুঝতে পারলেন, বিদেশ থেকে আগত এক আসল সিংহীর মতো ভারভারা পাভলভ্‌না তাঁকে ছাড়িয়ে গেছে, ফলে নিজের উপর তাঁর সম্পূর্ণ আস্থাও আর রইল না। কথা বলার সময় লোকের জামার আস্তিন আলতোভাবে ধরা ভারভারা পাভলভ্‌নার অভ্যাস। এই ক্ষণিক সংস্পর্শে ভ্লাদিমির নিকোলাইচ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। লোকের সঙ্গে সহজে মেশবার ক্ষমতা ভারভারা পাভলভ্‌নার ছিল। দু'ঘণ্টার মধ্যে পানশিনের মনে হল যেন বহু বছর ধরে ভারভারা পাভলভ্‌নার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। এদিকে লিজা, সেই লিজা, যাকে তিনি সবকিছু সত্ত্বেও ভালোবাসতেন এবং যার কাছে তিনি গত সন্ধেয় বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন—সে যেন কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল। চা পরিবেশিত হল। কথাবার্তা আরো

সহজ হয়ে উঠল। মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না বালক ভৃত্যকে ডেকে বললেন লিজাকে বলতে যে, তার মাথার যন্ত্রণা কমে থাকলে যেন নীচে নামে। লিজার নাম উল্লেখিত হওয়ায় আত্মোৎসর্গ করা নিয়ে পানশিন আলোচনা করতে শুরু করলেন এবং পুরুষ ও নারীর মধ্যে কারা বেশী আত্মোৎসর্গ করতে পারে তাই নিয়ে জুড়ে দিলেন তর্ক। মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, দাবি করলেন যে এ-বিষয়ে নারীর ক্ষমতা বেশী, জোর দিয়ে বললেন সে-কথা এক্ষুনি তিনি প্রমাণ করবেন, তারপর নানা কথায় জড়িয়ে পড়লেন এবং শেষ করলেন বাজে একটা উদাহরণ দিয়ে। ভারভারা পাভলভ্না একটি সঙ্গীত-পুস্তক তুলে, সেটি দিয়ে মুখ আড়াল করে, পানশিনের দিকে ঝুঁকে, একটা কেকে ছোটো ছোটো কামড় বসাতে বসাতে, মুখে-চোখে এক ভদ্র হাসি হেসে মৃদু গলায় মন্তব্য করল: 'Elle n'a pas inventé la poudre, la bonne dame !'* ভারভারা পাভলভ্নার সাহসে পানশিন খানিকটা হকচকিয়ে উঠলেন ও বিস্মিত হলেন। কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত স্পষ্টতার ভিতর তাঁর নিজের প্রতি কতটা যে বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন ছিল পানশিন সেটা বুঝলেন না। মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না তাঁর প্রতি যত দয়া ও অনুরাগ প্রকাশ করেছেন, যত মধ্যাহ্নভোজ খাইয়েছেন এবং টাকা ধার দিয়েছেন, সে-সব কথা বিস্মৃত হয়ে ইনিও একইভাবে হেসে ও একই স্বরে বললেন (হতভাগ্য আর কাকে বলে!), 'Je crois bien' — না, তা-ও নয় বললেন, 'J'crois ben!'**

ভারভারা পাভলভ্না তাঁর দিকে অমায়িক দৃষ্টি হেনে উঠে পড়ল। লিজা ঘরে এল; মার্ফা তিমোফেয়েভ্না তাকে নিবৃত্ত করতে গিয়ে সফল হন নি: শেষ পর্যন্ত তার অগ্নি-পরীক্ষার ভিতর দিয়ে যেতে লিজা কৃতসঙ্কল্প হয়েছিল। পানশিনের সঙ্গে ভারভারা পাভলভ্না তার দিকে এগিয়ে গেল। পানশিনের মুখের উপর আবার উদয় হল কূটনীতিজ্ঞের অভিব্যক্তি।

লিজাকে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কেমন বোধ করছেন?'

সে উত্তর দিল, 'কিছুটা ভালো। ধন্যবাদ।'

'আমরা কিছু গান-বাজনা করছিলাম; দুঃখের বিষয় ভারভারা

* ফরাসী ভাষায়—এই মিষ্টি মহিলাটি বারুদ আবিষ্কার করলেন না (অর্থাৎ নতুন কথা বললেন না)।

** ফরাসী ভাষায় — হ্যাঁ, আমিও সে-কথা ভাবি।

পাভলভ্‌নার গান আপনি শ্‌নতে পেলেন না। তিনি অসাধারণ ভালো গান, en artiste consommée* ।'

'আপনি আমার কাছে একটু আস্‌ন, ma chère,'** মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না ডাকলেন।

ভারভারা পাভলভ্‌না তৎক্ষণাৎ বাধ্য শিশ্‌র মতো তাঁর কাছে এগিয়ে এলো, পায়ের কাছে ছোটো একটা টুলের উপর বসল। মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না তাকে ডেকে সরিয়ে এনেছিল যাতে অন্তত খানিকক্ষণের জন্য তাঁর কন্যা পানশিনের সঙ্গে একলা থাকতে পারে: তখনো তিনি মনে মনে আশা পোষণ করছিলেন যে লিজার স্‌বৃদ্ধি ফিরে আসবে। তাছাড়া তাঁর মাথায় একটি ব্‌দ্ধি খেলেছিলে, সঙ্গে সঙ্গে সেটা প্রকাশ করার ইচ্ছে হল তাঁর।

ভারভারা পাভলভ্‌নাকে ফিসফিস করে তিনি বললেন, 'জানেন, আপনার স্বামীর সঙ্গে মিটমাট করিয়ে দিতে আমি চাই; এ-কথা বলছি না যে আমি কৃতকার্য হব, কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে পারি। জানেন তো, আমাকে তিনি খ্‌ব শ্রদ্ধা করেন।'

ভারভারা পাভলভ্‌না ধীরে ধীরে তার চোখদ্‌টি মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌নার দিকে তুলল এবং স্‌ন্দর ভঙ্গিমা করে হাতদ্‌টি আড়াআড়িভাবে রাখল।

কর্‌ণ স্‌রে সে বলল, 'Ma tante, আপনি আমাকে বাঁচাবেন। জানি না, আমার প্রতি এতো স্নেহের জন্যে কী করে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব; কিন্তু ফিওদর ইভানিচের প্রতি আমি দার্‌ণ অন্যায় করেছি; তিনি আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন না।'

'কিন্তু আপনি কি... সত্যি...' কৌত্‌হলী হয়ে মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না শ্‌র্‌ করলেন...

চোখ নামিয়ে, বাধা দিয়ে ভারভারা পাভলভ্‌না বলল, 'আমাকে প্রশ্ন করবেন না। আমি ছিলাম নেহাৎ ছোটো আর লঘ্‌চেতা... কিন্তু নিজের হয়ে সাফাই গাইতে চাই না।'

'যাই হোক, চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী? হতাশ হবেন না,' বলে মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না তার গাল ম্‌দ্‌ভাবে চাপড়াতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ম্‌খের দিকে তাকিয়ে সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। ভাবলেন: 'বাইরের চেহারাটা ভদ্র হলে হবে কি, এ যে একেবারে সিংহী।'

---

* ফরাসী ভাষায়—নিখ্‌ত শিল্পীর মতো।

** ফরাসী ভাষায় — আমার প্রিয়।

ওদিকে পানশিন লিজাকে বলছিলেন, 'আপনার কি অসুখ হয়েছে?'

'হ্যাঁ, আমি সুস্থ বোধ করছি না।'

'আপনার অবস্থা বুঝতে পারছি,' অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি মৃদুস্বরে বললেন; 'হ্যাঁ, আপনার অবস্থা বুঝতে পারছি।'

'কী বলতে চাইছেন?'

'আপনার অবস্থা বুঝতে পারছি,' সবজান্তার মতো পানশিন আবার বললেন। বলবার মতো শুধু এ-কথাগুলোই তিনি খুঁজে পেলেন।

লিজা বিচলিত হয়ে উঠল, তারপর ভাবল: 'তাই হোক!' রহস্যময় ভাব দেখিয়ে পানশিন চুপ করলেন, মুখের একটা কঠিন ভাব করে এক পাশে রইলেন তাকিয়ে।

মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না বললেন, 'মনে হচ্ছে ইতিমধ্যে এগারোটা বেজে গেছে।'

ইঙ্গিতটা বুঝে অতিথিরা বিদায় নিতে লাগলেন। ভারভারা পাভলভ্নার কাছ থেকে কথা আদায় করে নেওয়া হল যে পরের দিন সে দুপুরের আহার করতে আসবে আর সঙ্গে করে নিয়ে আসবে আদাকে। এক কোণে বসে গেদেওনভ্স্কি প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তিনি বললেন ভারভারা পাভলভ্নাকে বাড়ি পেঁছে দেবেন। প্রত্যেককে গম্ভীরভাবে পানশিন মাথা নুইয়ে অভিবাদন করলেন, তারপর বাইরের সিঁড়িতে ভারভারা পাভলভ্নাকে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করার সময় তার হাতে চাপ দিয়ে বললেন: Au revoir!* গেদেওনভ্স্কি ভারভারা পাভলভ্নার পাশে বসলেন; সমস্তক্ষণ যেন অসাবধানতাবশত তার পরিপাটি পায়ের সামনের দিকটা গেদেওনভ্স্কির পায়ের উপর রেখে সে সানন্দে সময় কাটাল; তিনি হতবুদ্ধি হয়ে তাকে প্রশংসা করতে শুরু করলেন। ভারভারা পাভলভ্না মৃদু মৃদু হাসতে লাগল এবং রাস্তার আলো গাড়ির মধ্যে পড়ার সময় তাঁর প্রতি কটাক্ষবাণ হানতে লাগল। যে-ওয়াল্জ সে বাজিয়েছিল সেটা গুনগুন করছিল তার মাথার মধ্যে, আর উত্তেজনায় তার সমস্ত শরীর উঠছিল রিনরিন করে। যেখানেই সে থাকুক না কেন শুধু আলো, নাচঘর আর সঙ্গীতের তালে তালে ঘুরন্ত মানুষের কল্পনাতেই তার রক্তে ধরে যায় আগুন, তার চোখের দৃষ্টি হয়ে ওঠে অদ্ভুত ঝাপসা, তার ঠোঁটে ভেসে ওঠে একটা হাসি আর

* ফরাসী ভাষায়—ফের দেখা হবে।

তার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, যেন নেশা ধরে যায়। বাড়ি পেঁছুতে ভারভারা পাভলভ্‌না গাড়ি থেকে লঘু পায়ে লাফিয়ে নামল—সিংহী ছাড়া আর কেউ কি ও-রকমটি পারে? মুখ ফেরাল গেদেওনভ্‌স্কির দিকে, তারপর অকস্মাৎ একেবারে তার নাকের ডগায় ফেটে পড়ল উচ্চ হাসিতে।

'মোহিনী মেয়ে,' বাড়ির পথে পা বাড়িয়ে প্রিভি কাউন্সিলার ভাবলেন। সেখানে তাঁর ভৃত্য এক গেলাস ওপোডেলডোক নিয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল; 'তা আমিও একজন পদস্থ লোক, কিন্তু ও হাসল কেন?'

সমস্ত রাত ধরে লিজার বিছানার পাশে মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌না বসে রইলেন।

৪১

ভাসিলিয়েভ্‌স্কয়েতে লাভরেৎস্কি দেড় দিন রইলেন, অধিকাংশ সময়ই তিনি অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়ালেন কাছাকাছি নানা জায়গায়। এক জায়গায় তিনি বেশীক্ষণ থাকতে পারলেন না: শোকেদুঃখে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল; অশেষ তীব্র ও নিষ্ফল ক্রোধের সব রকমের যন্ত্রণা তিনি ভোগ করলেন। গ্রামে পেঁছুবার পরের দিন যে-সব আবেগে তাঁর হৃদয় আপ্লুত হয়েছিল সে-সব কথা তাঁর মনে পড়ল, মনে পড়ল যে-সব পরিকল্পনা তখন তিনি করেছিলেন সেগুলোর কথা; নিজের উপর তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। যেটাকে তিনি তাঁর কর্তব্য, তাঁর ভবিষ্যতের একমাত্র কাজ বলে মনে করেছিলেন—তা থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে এলেন কী করে? আনন্দের তৃষ্ণা—আবার আনন্দের তৃষ্ণা! ভাবলেন, 'মনে হচ্ছে মিখালেভিচ ঠিকই বলেছিল।' তিনি স্বগতোক্তি করলেন, 'দ্বিতীয়বার তুমি জীবনের আনন্দকে চাখতে চেয়েছিলে। তুমি ভুলে গিয়েছ যে এটা একটা বিলাসিতা, মানুষের জীবনে এমন কি একবার এলেও এটা হল অযথা অনুগ্রহের সামিল। তুমি বলবে যে সেটা ছিল অসম্পূর্ণ, সেটা ছিল মিথ্যাময়? পরিপূর্ণ ও সত্য আনন্দের অধিকার দাবি কর তুমি! তোমার চারধারে তাকাও—কার কপালে আনন্দ জুটেছে, কে সুখী? ওই চাষীকে দেখ যে তার কাস্তেটা নিয়ে ক্ষেতে চলেছে, ও-ই কি ওর ভাগ্যকে নিয়ে তৃপ্ত?.. কী বল, ওর সঙ্গে কি তুমি স্থান বিনিময় করতে রাজী? তোমার মা-র কথা ভেবে দেখ: জীবনের কাছ থেকে তিনি যা চেয়েছিলেন তা কতটুকুই বা—কিন্তু কতটুকু তিনি

পেয়েছিলেন? মনে হচ্ছে পানশিনকে যখন তুমি বলেছিলে যে তুমি রাশিয়াতে এসেছ শুধু জমিতে লাঙল চষতে, তখন তুমি শুধু বড়াই-ই করেছিলে; তোমার বৃদ্ধ বয়সে মেয়েদের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করতে তুমি এসেছ। যে-মুহূর্তে তুমি তোমার মুক্তি-সংবাদ পেয়েছিলে সে-মুহূর্তে সবকিছু ফেলে, পার্থিব সবকিছু ভুলে তুমি ছুটেছিলে, ইস্কুলের ছেলে যেমন করে প্রজাপতির পেছনে দৌড়োয়...' এই সব চিন্তার মধ্যে লিজার মূর্তি তাঁর মনে ক্রমাগত ভেসে উঠছিল; সেটিকে তিনি চেষ্টা করে ঝেড়ে ফেললেন, যেমন করে তিনি ঝেড়ে ফেলেছিলেন সেই অন্য যন্ত্রণাদায়ক মূর্তিটিকে, সেই শান্ত, ধূর্ত, সুন্দর ও ঘৃণ্য মুখাবয়বকে। বৃদ্ধ আন্তন অনুভব করল যে প্রভু কোনো কারণে বিচলিত হয়েছেন; দরজার পেছনে এবং দরজার সামনে দু'একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে, অবশেষে সাহস করে তাঁর কাছে এসে সে তাঁকে গরম কিছু পান করার উপদেশ দিল। লাভরেৎস্কি তাকে চীৎকার করে গালাগাল করলেন, বললেন বেরিয়ে যেতে, তারপর তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন; কিন্তু এতে শুধু আন্তনের মন আরো বিষণ্ন হয়ে উঠল। লাভরেৎস্কি বৈঠকখানায় টিকতে পারলেন না: তাঁর মনে হল যেন এই দুর্বলচিত্ত বংশধরের দিকে ছবির ভিতর থেকে তাঁর প্রপিতামহ বিদ্রুপভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। তাঁর বাঁকানো ঠোঁটজোড়া যেন বলছে, 'ছ্যাঃ! অল্প জলে ফড়ফড়ানি!' নিজেকে নিজে তিনি বললেন, 'আমি কি তাহলে সামলে উঠতে পারব না, হাল ছেড়ে দেবো... এই তুচ্ছ ব্যাপারে?' (যুদ্ধে মানুষ মারাত্মকভাবে আহত হলে সর্বদাই নিজের ক্ষতকে উল্লেখ করে 'তুচ্ছ ব্যাপার' বলে। নিজের কাছে নিজে ছলনা না করলে মানুষ পৃথিবীতে বাঁচতে পারত না।) 'আমি কি কচি খোকা নাকি? বেশ, না হয় আজীবন সুখী হবার সম্ভাবনাকে প্রায় আমি মুঠোর মধ্যে ধরেছিলাম—হঠাৎ সেটা অদৃশ্য হয়েছে; কিন্তু লটারিতেও দেখা যায়, চাকাটা সামান্য ঘুরলেই ভিখিরি হয়ে উঠতে পারত বড়লোক। যদি হবার নয় তো হবার নয়, সেখানেই সেটা গেল চুকে। দাঁতে দাঁত চেপে নিজের কাজে আমি লাগব আর জোর করে নিজেকে রাখব শান্ত করে। জীবনে আমায় নিজেকে সামলাতে হয়েছে সে তো এই প্রথম নয়। কিসের জন্যে চুপিচুপি আমি এসেছি পালিয়ে, কেন এখানে আমি রয়েছি উটপাখির মতো মাথাটা ঝোপের মধ্যে গুঁজে? বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস আমার নেই কি?—বাজে কথা!'

'আন্তন!' তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এক্ষুনি তারান্‌তাসটা আনাবার ব্যবস্থা

কর।' 'হ্যাঁ,' আবার তিনি ভাবলেন, 'জোর করে আমাকে শান্ত থাকতে হবেই, আত্মস্থ হতেই হবে আমাকে...'

এই ধরনের যুক্তির সাহায্যে লাভরেৎস্কি নিজের যন্ত্রণাকে প্রশমিত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু যন্ত্রণাটা ছিল গভীর ও তীক্ষ্ণ; তিনি যখন সহরে যাবার জন্য তারান্‌তাসে উঠছিলেন, তখন এমন কি আপ্রাক্সিয়াও—বৃদ্ধ হওয়ায় তার মধ্যে আবেগ না থাকলেও মন বলে একটা জিনিস ছিল—মাথা নাড়তে নাড়তে দৃষ্টি দিয়ে তাঁকে বিষণ্ণভাবে অনুসরণ করে চলল। ঘোড়াগুলো ছুটতে লাগল; আড়ষ্ট ও স্থির হয়ে বসে রইলেন লাভরেৎস্কি, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সামনেকার পথের দিকে।

৪২

আগের দিন লাভরেৎস্কিকে লিজা লিখেছিল সন্ধেয় তাদের বাড়িতে আসতে। তিনি কিন্তু প্রথমে গেলেন তাঁর ভাড়াটে বাড়িতে। বাড়িতে তিনি তাঁর স্ত্রী কিংবা কন্যা, কারুরই দেখা পেলেন না; ভৃত্যরা তাঁকে জানাল যে তারা গেছে কালিতিনদের বাড়িতে। এ-খবরে তিনি বিস্মিত ও দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। 'মনে হচ্ছে আমার জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলতে ভারভারা পাভলভ্‌না বদ্ধপরিকর,' তিনি ভাবলেন। তাঁর হৃদয় ঘৃণায় জ্বলে উঠল। তিনি পায়চারি করতে শুরু করলেন; সামনে যে-সব খেলনা, বই আর মেয়েলি জিনিস পড়তে লাগল সেগুলোকে তিনি লাথি মেরে সরিয়ে দিতে লাগলেন। জুস্তিনাকে ডেকে এই সব 'আবর্জনাকে' পরিষ্কার করতে আদেশ দিলেন। 'Oui, monsieur,'* বলে মুচকি হেসে সে ঘরটাকে গোছাতে লাগল, সে কাজ করতে লাগল বেশ একটু ললিত ভঙ্গিতে ঝুঁকে এবং তার প্রত্যেকটি হাবভাবে লাভরেৎস্কিকে বুঝিয়ে দিল যে তাঁকে সে এক বর্বর ভালুক বলে মনে করে। তিনি তার ব্যভিচারিণী কিন্তু তখনো 'ঝাঁঝালো' চটুল প্যারিসীয় মুখের দিকে ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ চোখে তাকালেন, তার সাদা আস্তিন, তার সিল্কের এপ্রণ আর হালকা টুপিটার দিকে। অবশেষে তাকে তিনি যেতে বললেন, এবং বহুক্ষণ ইতস্তত করার পর—ভারভারা পাভলভ্‌না ফিরে না আসায়—

* ফরাসী ভাষায়—ঠিক আছে, মঁসিয়ে।

তিনি স্থির করলেন কালিতিনদের বাড়িতে যেতে। মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্নার কাছে নয় (তাঁর বৈঠকখানায় তিনি কিছুতেই যাবেন না, যেখানে তাঁর স্ত্রী রয়েছে), মার্ফা তিমোফেয়েভ্নার কাছে; তাঁর মনে পড়ল ভৃত্যদের প্রবেশ-পথের সিঁড়িটা সোজা তাঁর ঘরে গেছে। তাই গেলেন তিনি। ভাগ্য তাঁর সহায় হল: উঠোনে তাঁর দেখা হল শুরোচ্কার সঙ্গে; সে তাঁকে নিয়ে গেল মার্ফা তিমোফেয়েভ্নার কাছে। তিনি তাঁকে একলা আবিষ্কার করলেন, এটা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ; এক কোণে বসেছিলেন তিনি, চুলগুলো এলোমেলো, শরীরটা তালগোল পাকানো, হাতদুটো বুকের উপর আড়াআড়ি করে রাখা। লাভরেৎস্কিকে দেখে তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, তাড়াতাড়ি উঠলেন দাঁড়িয়ে এবং ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, যেন টুপিটাকে খুঁজছেন।

'আরে, তুই এসেছিস, দেখছি,' তাঁর দিকে না চেয়ে ঘরের জিনিসপত্রগুলো তিনি ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগলেন, 'তা বেশ, শুভ দিন। তা কী করা যায় এখন? কী হবে? গতকাল তুই কোথায় ছিলি? তাহলে সে এসেছে; তাহলে তো এবার... কিছু একটা...'

লাভরেৎস্কি একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন।

'হ্যাঁ, বোস, বোস,' বৃদ্ধা বলে চললেন। 'তুই সোজা ওপরে এসেছিস? তাই তো, তা তো বটেই। তারপর? তাহলে আমার সঙ্গে এসেছিস দেখা করতে? ধন্যবাদ।'

বৃদ্ধা থামলেন। লাভরেৎস্কি ভেবে পেলেন না তাঁকে কী বলবেন। তিনি কিন্তু তাঁর কথা বুঝলেন।

'লিজা... হ্যাঁ, একটু আগেই লিজা এখানে ছিল,' জালের থলির দড়িগুলো বাঁধা-খোলা করতে করতে তিনি বলে চললেন। 'তার শরীরটা ভালো নয়। শুরোচ্কা, কোথায় গেলি? এদিকে আয়, বাছা, একটু চুপচাপ বসে থাকতে কী হয় তোর? আমারও মাথা ধরেছে। মনে হচ্ছে ঐ গান-বাজনার দরুন।'

'কোন গান পিসী?'

'হ্যাঁ, ওই যে, কী বলে... গাইছিল—মানে, কী যেন সেগুলোকে তোরা বলিস... ডুয়েট না কী। তার ওপর আবার সব ইতালীয় ভাষায়: চি-চি আর চা-চা, ঠিক যেন ম্যাগপাই পাখির মতো। সুরগুলো টেনে টেনে একেবারে বুক মুচড়িয়ে ছাড়ে। ওই ছোকরা পানশিন আর তোর অর্ধাঙ্গিনী। আর কী তাড়াতাড়িই না জমে গেল ওরা, কোনো রকম লৌকিকতার বালাই নেই,

ঠিক যেন ঘরের লোক। তা বলার আর কী আছে কুকুরও নিজের জন্যে আশ্রয় খোঁজে। লোকে কি আর তাকে বার করে দেবে।'

'তবুও এতোটা আমি আশা করি নি,' লাভরেৎস্কি বললেন, 'এর জন্যে যথেষ্ট বুকের পাটার দরকার।'

'না বাছা, বুকের পাটা নয়, এটা হল হিসেবনিকেশের কথা। ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করুন! শুনছি তুই নাকি তাকে লাভরিকিতে পাঠাচ্ছিস?'

'হ্যাঁ, ওই জমিদারীটা আমি ভারভারা পাভলভ্‌নার জন্যে রাখছি।'

'টাকাকড়ি চেয়েছে?'

'এখনো না।'

'তা চাইবে পরে। কিন্তু বাছা, এইমাত্র তোকে আমি ভালো করে দেখলাম। তোর অসুখ করে নি তো?'

'না।'

'শুরোচ্‌কা!' মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌না চেঁচিয়ে উঠলেন। 'লিজাভেতা মিখাইলভ্‌নাকে গিয়ে বল—যে, না, তাকে বল... সে নীচে রয়েছে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'ভালো কথা, তাকে জিগ্‌গেস কর্‌ আমার বইটা নিয়ে সে কোথায় রেখেছে। সে বুঝতে পারবে।'

'বলছি গিয়ে।'

বৃদ্ধা আবার ঘরের জিনিসগুলো অনর্থক হাতড়াতে লাগলেন, খোলা-বন্ধ করে চললেন আলমারির ড্রয়ারগুলো। লাভরেৎস্কি স্থির হয়ে বসে রইলেন।

অকস্মাৎ সিঁড়িতে লঘু পদশব্দ শোনা গেল। লিজা ঘরে প্রবেশ করল।

লাভরেৎস্কি দাঁড়িয়ে উঠে নত হয়ে অভিবাদন করলেন; লিজা দরজার কাছে থেমে গেল।

'লিজা, লিজা সোনা,' ব্যস্তভাবে মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌না বললেন, 'আমার বইটা কোথায়? বইটা নিয়ে গিয়ে কী করেছিস?'

'কোন বইটা?'

'হা কপাল, সেই বইটা! আমি তোকে ডাকি নি... যাক, তাতে কিছু যায় আসে না। নীচে কী হচ্ছে? এই যে, ফিওদর ইভানিচ এসেছে। তোর মাথাটা কেমন আছে?'

'ভালো আছে।'

'সব সময়েই তুই বলিস: ভালো আছে। নীচে কী হচ্ছে—আবার গান?'

'না, ওঁরা তাস খেলছেন।'

'তা সবেতেই ওস্তাদ বটে। শুরোচ্‌কা, বুঝতে পারছি বাগানে গিয়ে তুই খেলতে চাস। দৌড়ে পালা।'

'না-না, মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌না...'

'খবর্দার, এখন তর্ক করবি না, দৌড়ে পালা। নাস্তাসিয়া কারপভ্‌না একলা বাগানে গেছেন: যা, তাঁর সঙ্গে গল্প কর। লক্ষ্মী মেয়ে।' শুরোচ্‌কা চলে গেল। 'আমার টুপিটা গেল কোথায়? কোথায় গেল?'

লিজা বলল, 'আমি খুঁজে দেখছি।'

'যেখানে বসে আছিস সেখানে থাক। এখনো আমার পাগুলো পড়ে যায় নি। মনে হচ্ছে সেটা আমার শোবার ঘরে আছে।'

আড়চোখে লাভরেৎস্কির দিকে তাকিয়ে মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌না বেরিয়ে গেলেন। তিনি দরজাটা খুলে গিয়েছিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ ফিরে এসে সেটা বন্ধ করে দিলেন।

লিজা চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসে ধীরে ধীরে হাত দিয়ে মুখ ঢাকল। লাভরেৎস্কি তাঁর জায়গা থেকে নড়লেন না।

'এইভাবেই আমাদের তাহলে দেখা হল,' তিনি নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন।

লিজা মুখ থেকে হাত সরাল।

'হ্যাঁ,' নীচু গলায় সে উত্তর দিল। 'খুব তাড়াতাড়ি আমরা শাস্তি পেয়েছি।'

'শাস্তি পেয়েছি,' মৃদুস্বরে লাভরেৎস্কি বললেন। 'আপনার শাস্তি কিসের জন্যে?'

লিজা তাঁর চোখের দিকে তাকাল। তার নিজের চোখে দুঃখ কিংবা উৎকণ্ঠা, কিছুই নেই: শুধু মনে হচ্ছিল কেমন কোটরগত ও ম্লান। তার মুখ ফ্যাকাশে আর ঈষৎ স্ফুরিত ঠোঁটের উপর একটা পাণ্ডুর আভা।

করুণায় ও প্রেমে লাভরেৎস্কির বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল।

'আপনি লিখেছিলেন: সবকিছু শেষ হয়ে গেছে,' ফিসফিস করে তিনি বললেন; 'হ্যাঁ, সবকিছু শেষ হয়ে গেছে—শুরু হবার আগেই।'

'আমাদের সে-সব কথা ভুলে যেতে হবে,' মৃদুস্বরে লিজা বলল; 'আপনি এসেছেন বলে আমি খুশি হয়েছি। আপনাকে আমি চিঠি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এটাই ভালো। এই কয়েক মিনিটের সদ্ব্যবহার আমাদের

করতে হবে। আমাদের দুজনেরই যার যার কর্তব্য পালন করা দরকার। ফিওদর ইভানিচ, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনাকে মিটমাট করে নিতেই হবে।'

'লিজা!'

'আপনাকে আমি মিনতি করে বলছি ওটা করতে। এইভাবেই শুধু আমরা অন্যায়ের প্রতিকার করতে পারি... যা ঘটেছে তার জন্যে। ভেবে দেখবেন—আমার এই অনুরোধ উপেক্ষা করবেন না।'

'লিজা, ঈশ্বরের দোহাই—আপনি যা চাইছেন তা অসম্ভব। আপনি আমাকে যা আদেশ করবেন তাই-ই করব; কিন্তু তার সঙ্গে এখন মিটমাট করা!.. আমি সবকিছু সহ্য করব, সবকিছু আমি ভুলে গেছি আর ক্ষমাও করেছি; কিন্তু আমার হৃদয়কে আমি জোর করতে পারি না... না-না, সেটা নিষ্ঠুরতা!'

'আপনি যা বলছেন সেটা করতে বলছি না... যদি না পারেন তাহলে তার সঙ্গে একসঙ্গে থাকবেন না; কিন্তু তার সঙ্গে আপনি মিটমাট করে নিন,' উত্তর দিয়ে লিজা আবার হাত দিয়ে মুখ ঢাকল। 'আপনার ছোট্ট মেয়েটির কথা ভাবুন; আমার জন্যে এ-কাজ করুন।'

'বেশ,' দাঁতে দাঁত চেপে লাভরেৎস্কি বললেন, 'ধরা যাক, এ-কাজ আমি করব; এইভাবেই আমি আমার কর্তব্য করব। কিন্তু আপনার বেলায়—আপনার কর্তব্য কী?'

'আমি জানি আমার কর্তব্য কী হবে।'

লাভরেৎস্কি চমকে উঠলেন।

'আপনি ওই পানশিন ছোকরাকে বিয়ে করার কথা নিশ্চয়ই ভাবছেন না, তাই না?' তিনি জানতে চাইলেন।

লিজার মুখের উপর একটা ফিকে হাসি খেলে গেল।

'না-না,' সে বলল।

'ও, লিজা, লিজা,' লাভরেৎস্কি চেঁচিয়ে উঠলেন; 'আমরা কী সুখীই না হতে পারতাম!'

লিজা আবার তাঁর দিকে তাকাল।

'ফিওদর ইভানিচ, এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন তো যে সুখ আমাদের ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে ঈশ্বরের ওপর।'

'হ্যাঁ, কারণ আপনি...'

পাশের ঘরে যাবার দরজাটা অকস্মাৎ খুলে গেল এবং টুপি হাতে নিয়ে মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌না আবার দেখা দিলেন।

'আমি এটাকে বহুকষ্টে খুঁজে পেয়েছি,' লাভরেৎস্কি ও লিজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন। 'নিজেই কোথায় ফেলেছিলাম। বুড়ো বয়সের দোষ আর কি! সে-কথা বলতে গেলে অবশ্য যৌবনও ভালো নয়। তুইও কি তোর স্ত্রীর সঙ্গে লাভ্রিকিতে যাচ্ছিস?' ফিওদর ইভানিচের দিকে ফিরে তিনি প্রশ্ন করলেন।

'ওর সঙ্গে লাভ্রিকিতে? আমি? আমি জানি না,' খানিক থেমে তিনি মৃদুস্বরে বললেন।

'তুই নীচে যাচ্ছিস?'

'আজ নয়।'

'তা সে তুই-ই ভালো জানিস। কিন্তু লিজা, তোর নীচে যাওয়া উচিত। হা কপাল, এখনো আমি বুলফিঞ্চটাকে খাওয়াই নি। এক মুহূর্ত সবুর কর্, শীগগিরই আমি...'

টুপি না পরেই মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌না তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন।

লাভরেৎস্কি দ্রুত পায়ে লিজার কাছে এগিয়ে গেলেন।

'লিজা,' সানুনয় স্বরে লাভরেৎস্কি শুরু করলেন, 'আমরা চিরকালের জন্যে বিদায় নিচ্ছি, আমার হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে—বিদায় নেবার জন্যে আপনার হাতটা দিন।'

লিজা মুখ তুলল। ক্লান্ত প্রায় নির্বাপিত চোখ দিয়ে তাঁকে সে দেখতে লাগল...

'না,' মৃদুস্বরে বলে যে-হাতটা সে ইতিমধ্যে প্রসারিত করেছিল সেটা টেনে নিল; 'না, লাভরেৎস্কি' (এই প্রথম এই নাম ধরে তাঁকে সে ডাকল), 'আপনাকে আমার হাতটা দোবো না। এতে লাভ কী? চলে যান, আমি অনুনয় করে বলছি। আপনি জানেন আপনাকে আমি ভালোবাসি... হ্যাঁ, আপনাকে আমি ভালোবাসি,' কষ্ট করে সে যোগ করে দিল, 'কিন্তু না... না।'

রুমালটা সে তার ঠোঁটের উপর চেপে ধরল।

'অন্তত ঐ রুমালটা আমাকে দিন।'

দরজাটা শব্দ করে উঠল... রুমালটা লিজার কোলে গড়িয়ে পড়ল। পড়ে যাবার আগেই লাভরেৎস্কি সেটা লুফে নিলেন, তাড়াতাড়ি ভরলেন পকেটে,

তারপর ফিরে দাঁড়াতে মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌নার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল।

বৃদ্ধা বললেন, 'লিজা, সোনা, মনে হচ্ছে তোর মা তোকে ডাকছেন।'

সঙ্গে সঙ্গে উঠে লিজা বেরিয়ে গেল।

মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌না আবার কোণে তাঁর আসনে বসলেন। লাভরেৎস্কি বিদায় নিতে শুরু করলেন।

'ফেদিয়া,' অকস্মাৎ তিনি বললেন।

'কী, পিসী?'

'তুই কি খাঁটি লোক?'

'তার মানে?'

'আমি জিগ্‌গেস করছি—তুই কি খাঁটি লোক?'

'সে-রকমই আশা করি।'

'হুম্‌। শপথ করে বল তুই খাঁটি লোক।'

'বেশ, শপথ করছি। কিন্তু কেন?'

'কেন সে আমি বুঝব। আর বাছা, ভাবলে দেখবি তুই-ও জানিস—তুই তো বোকা নোস—আমি কী বলতে চাইছি তুই বুঝতে পারবি। এখন, বাছা, বিদায়। আমার খোঁজ নিতে আসার জন্যে ধন্যবাদ। আর মনে রাখিস, ফেদিয়া, তুই কথা দিয়েছিস। কাছে আয়, আমাকে চুমো দে। ওঃ, বেচারা, জানি তোর পক্ষে ভারি কঠিন; কিন্তু সে-কথা বলতে গেলে বলব কারুর পক্ষেই সহজ নয়। এক সময় মাছিগুলোর ওপর আমার হিংসে হত—আমি ভাবতাম, দেখ কেমন নির্ভাবনায় দিন কাটাচ্ছে তারপর এক রাত্রে এক মাকড়সার কবলে তাদের একটাকে চিঁচিঁ করতে শুনলাম। আমার মনে হল, না, ওদেরও দুঃখ আছে। ফেদিয়া, এর ওপর হাত নেই। তোর প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যাস না। এবার যা। বিদায়।'

পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে লাভরেৎস্কি ফটকের সামনে পেঁাছেছেন, এমন সময় এক চাপরাশী দৌড়ে তাঁর কাছে এল।

লাভরেৎস্কিকে সে বলল, 'মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

'তাঁকে ভায়া বলো যে এখন পারব না...' ফিওদর ইভানিচ বলতে শুরু করলেন।

'কর্ত্রী বলেছেন যে বিশেষ দরকার আছে,' চাপরাশী বলে চলল; 'তিনি আপনাকে বলতে বলেছেন যে তিনি একলা আছেন।'

'অতিথিরা চলে গেছেন?' লাভরেৎস্কি প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, কর্তা,' হেসে উত্তর দিল সে।

লাভরেৎস্কি কাঁধ-ঝাঁকানি দিয়ে তার পিছন পিছন চললেন।

৪৩

মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না একা নিজের খাস কামরায় একটা ভল্টেয়ার আমলের হাতলযুক্ত চেয়ারে বসে ওডিকোলোন শুঁকছিলেন; তাঁর পাশের ছোটো একটি টেবিলে ফ্লের দ্য অরেঞ্জ দেয়া এক গেলাস জল। তিনি উত্তেজিত এবং মনে হয় যেন কিছুটা ভীত হয়ে উঠেছিলেন। লাভরেৎস্কি ভিতরে এলেন।

'আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন,' তিনি নিরুত্তাপভাবে ঝুঁকে পড়ে অভিবাদন করে বললেন।

'হ্যাঁ,' এক ঢোক জল পান করে মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না বললেন। 'আমি শুনলাম আপনি সোজা আমার পিসীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। আমি আপনাকে এখানে আসতে বলে পাঠাই--আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চেয়েছিলাম। দয়া করে বসুন।' মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না গভীর নিশ্বাস টানলেন। 'আপনি জানেন,' তিনি বলে চললেন, 'যে আপনার স্ত্রী এসেছেন।'

'আমি সে-কথা জানি,' লাভরেৎস্কি বললেন।

'মানে ইয়ে আর কী, বলছিলাম কী, তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। এ-বিষয়েই, ফিওদর ইভানিচ, আপনার সঙ্গে আমি আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সবাই আমাকে শ্রদ্ধা করে; যা সম্মানের নয়, যা অনুপযুক্ত এমন কাজ করতে কোনোকিছুই আমাকে প্রবৃত্ত করবে না। ফিওদর ইভানিচ, যদিও আমি অনুমান করেছিলাম যে আপনি অসন্তুষ্ট হবেন, তবুও আপনার স্ত্রীকে কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করতে পারি নি। হাজার হলেও তিনি আমার আত্মীয়া--আপনার সূত্রে। নিজেকে আমার অবস্থায় কল্পনা করুন। আমার বাড়ির দরজা তাঁর জন্যে বন্ধ করার আমার কী অধিকার আছে--আপনি কি একমত নন?'

লাভরেৎস্কি উত্তর দিলেন, 'মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না, এ নিয়ে দুর্ভাবনা করার আপনার কোনো কারণ নেই। আপনি ঠিকই করেছিলেন। আমি একটুও রাগ করি নি। ভারভারা পাভলভ্নাকে আমার পরিচিত সমাজের সঙ্গে মিশতে দিতে বাধা দেবার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই; আজ আমি আপনার সঙ্গে দেখা করি নি তার একমাত্র কারণ তার সঙ্গে দেখা করতে চাই নি—এছাড়া আর কিছু নয়।'

মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না সহর্ষে বলে উঠলেন, 'আপনার কথা শুনে ভারি খুশি হলাম। অবশ্য আমাকে বলতেই হবে, আপনার উদার স্বভাবের কাছ থেকে এইটাই আমি আশা করছিলাম। আর আমার দুর্ভাবনার কথা যদি ধরেন—সেটা আশ্চর্য কিছু নয়, কারণ আমিও মেয়ে, আমিও মা। আর আপনি তো জানেন যে আপনার স্ত্রী... অবশ্য আপনার বিচারক আমি হতে পারি না—তাঁকে এ-কথা আমি নিজে বলেছি; কিন্তু তিনি এতো অমায়িক, এমন চমৎকার মহিলা যে তাঁর সঙ্গ থেকে কেবল আনন্দই পাওয়া যায়।'

লাভরেৎস্কি শ্লেষের হাসি হেসে তাঁর টুপিটা নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

তাঁর আরো কাছে সরে এসে গড়গড় করে মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না বলে চললেন, 'তাছাড়াও এ-কথাগুলো আপনাকে বলতে চাই, ফিওদর ইভানিচ—যদি আপনি দেখতেন কী রকম নম্র তাঁর আচরণ, কী রকম আত্মসম্মান তিনি রাখেন! বাস্তবিকই ভারি মর্মস্পর্শী। আর আপনার সম্বন্ধে কী রকমভাবে কথা বলেন যদি শুনতেন! তিনি বলেন, সব দোষ আমারই; বলেন, তাঁর মর্যাদা আমি বুঝতে পারি নি; বলেন, তিনি মানুষ নন, দেবতা। বাস্তবিকই এ-কথাই বলেন—দেবতা। তিনি ভারি অনুতপ্ত... আমার কথা বিশ্বাস করুন, জীবনে এ-রকম অনুতপ্ত হতে কাউকে কখনো দেখি নি!'

মৃদুস্বরে লাভরেৎস্কি বললেন, 'মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না, আমার কৌতূহল মার্জনা করবেন। আমি শুনেছি ভারভারা পাভলভ্না এখানে গান গেয়েছিল—অনুতাপ প্রকাশ করার সময়েই কি সে গান গাইছিল?..'

'এ-কথা বলতে আপনার লজ্জা করে না! তিনি গান গেয়েছিলেন আর পিয়ানো বাজিয়েছিলেন শুধু আমাকে খুশি করার জন্যে, কারণ তাঁকে আমি বারবার অনুরোধ করেছিলাম, প্রায় তাঁকে আদেশ করেছিলাম। তাঁকে মনমরা দেখাচ্ছিল, ভারি মনমরা; তখন আমি মনে মনে ভাবলাম ওঁর মন অন্য দিকে নিয়ে যেতে হলে কী করা দরকার—আর তারপর তাঁর আশ্চর্য

ক্ষমতা সম্বন্ধে যে-কথা শুনেছিলাম সেটা মনে পড়ল। ফিওদর ইভানিচ, আপনাকে জোর দিয়ে বলছি, উনি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছেন। ইচ্ছে হলে সের্গেই পেত্রোভিচকে জিগ্‌গেস করতে পারেন—তাঁর হৃদয় ভেঙে গেছে, বাস্তবিকই যাকে বলে tout-à-fait!'*

লাভরেৎস্কি শুধু কাঁধ ঝাঁকালেন।

'আর তারপর আপনার আদা ঠিক যেন দেবদূত, কী চমৎকার মেয়ে! ভারি মিষ্টি, ভারি চালাক; চমৎকার ফরাসী বলে, রুশ ভাষাও বোঝে—আমাকে খুড়িমা বলছিল। আর আপনি তো জানেন, তার বয়সী অধিকাংশ শিশুদের মতো সে একেবারেই লাজুক নয়, একেবারেই নয়। ফিওদর ইভানিচ, আপনার সঙ্গে তার চেহারার মিলটা ভারি আশ্চর্য। তার চোখ, ভুরু... ঠিক যেন আপনার প্রতিচ্ছবি। আমি স্বীকার করব ছোটো ছেলেপুলে আমার বিশেষ ভালো লাগে না, কিন্তু আপনার ছোট্ট মেয়েটিকে আমি দারুণ ভালোবেসে ফেলেছি।'

লাভরেৎস্কি বলে উঠলেন, 'মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না, জিগ্‌গেস করতে পারি আমাকে এ-সব কথা বলার উদ্দেশ্য কী?'

'আমার উদ্দেশ্য?' মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না আর একবার ওডিকোলোন শুঁকলেন এবং আর এক ঢোক জল পান করলেন। 'ফিওদর ইভানিচ, আপনাকে এ-কথা বলছি কারণ... হাজার হলেও আমি আপনার আত্মীয়া, আপনার জন্যে আমি খুব ভাবি... আমি জানি আপনার মনটা ভারি ভালো। শুনুন, mon cousin, যাই-ই হোক না কেন, আমি অভিজ্ঞ মেয়ে, আমি আবোল-তাবোল বকব না: তাঁকে ক্ষমা করুন, আপনার স্ত্রীকে ক্ষমা করুন।' অকস্মাৎ মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌নার চোখদুটো জলে ভরে উঠল। 'একবার মনে করুন তাঁর যৌবনের, তাঁর অনভিজ্ঞতার কথা... হয়তো খারাপ উদাহরণ; তাঁর মা এমন ধরনের ছিলেন না, তিনি তাঁকে সংশোধন করে দিতে পারতেন। ফিওদর ইভানিচ, তাঁকে ক্ষমা করুন, তিনি যথেষ্ট শাস্তি পেয়েছেন।'

মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌নার গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল; তিনি মুছলেন না: কাঁদতে তিনি ভালোবাসেন। লাভরেৎস্কির মনে হল তিনি যেন কাঁটার উপর বসে আছেন। তিনি ভাবলেন, 'হা ভগবান, কী যন্ত্রণা, কী সাঙ্ঘাতিক দিনটা!'

* ফরাসী ভাষায়—সম্পূর্ণ।

মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না আবার শুরু করলেন, 'আপনি উত্তর দিচ্ছেন না; এর মানে আমি কী বলে ধরব? আপনি কি এতোটা নিষ্ঠুর হতে পারেন? না, সে-কথা আমি বিশ্বাস করব না। আমি বুঝতে পারছি আমার কথা আপনার সন্দেহভঞ্জন করেছে। ফিওদর ইভানিচ, আপনার মহানুভবতার জন্যে ঈশ্বর আপনাকে পুরস্কৃত করবেন। এখন আমার কাছ থেকে আপনার স্ত্রীকে গ্রহণ করুন...'

না ভেবেচিন্তেই লাভরেৎস্কি চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন। মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌নাও উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি এক পর্দার আড়ালে গিয়ে ভারভারা পাভলভ্‌নার হাত ধরে বেরিয়ে এলেন। তার চেহারাটা পাণ্ডুর আর নির্জীব, চোখদুটো মাটির দিকে। মনে হল সে তার সমস্ত চিন্তা ও ইচ্ছা বিসর্জন দিয়ে মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌নার হাতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করেছে।

লাভরেৎস্কি এক পা পিছিয়ে গেলেন।

চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আপনি এখানে ছিলেন!'

'ওঁর কোনো দোষ নেই,' বাধা দিয়ে মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন। 'উনি কিছুতেই থাকতে রাজী হচ্ছিলেন না। আমি ওঁকে আদেশ দিয়েছিলাম থাকতে। আমি ওঁকে রেখেছিলাম পর্দার পিছনে। উনি আমাকে জোর দিয়ে বলেছিলেন যে এতে আপনি শুধু আরো চটে উঠবেন; আমি ওঁর কথায় একেবারেই কান দিই নি; ওঁর চেয়ে আপনাকে আমি ভালো চিনি। আসুন, আমার হাত থেকে আপনার স্ত্রীকে গ্রহণ করুন; আসুন ভারিয়া, ভয় পাবেন না, নতজানু হয়ে বসুন' (তিনি তার হাত ধরে টানলেন), 'আর আমার আশীর্বাদ...'

'মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না, এক মিনিট সবুর করুন,' চাপা ভয়ঙ্কর গলায় লাভরেৎস্কি বাধা দিয়ে উঠলেন। 'আপনি সম্ভবত মর্মস্পর্শী দৃশ্য পছন্দ করেন,' (লাভরেৎস্কি ভুল বলেন নি: নাটকীয় ধরনের ব্যাপারে উৎসাহ কলেজ-জীবন থেকে তখনো মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌নার মধ্যে ছিল); 'এতে আপনি খুশি হতে পারেন, কিন্তু সেটা অন্যদের পক্ষে মর্মান্তিক হতে পারে। যাই হোক, আপনার সঙ্গে আমি কথা বলতে যাচ্ছি না। এই দৃশ্যে আপনি প্রধান চরিত্র নন। মাদাম, আমার কাছে আপনি কী চান?' তাঁর স্ত্রীর দিকে ফিরে তিনি বললেন। 'আমার যথাসাধ্য আপনার জন্যে কি করি নি? আমাকে বলতে আসবেন না যে এই ষড়যন্ত্রটা আপনার নয়; আপনার কথা আমি বিশ্বাস করব না—আর আপনি জানেন আপনাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি

না। তাহলে কী চান? আপনি চালাক মেয়ে—উদ্দেশ্য না নিয়ে কোনো কাজ করেন না। নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন আগেকার মতো আপনার সঙ্গে আমার থাকার কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না; তার কারণ এটা নয় যে আপনার ওপর আমি চটে আছি, তার কারণ হল আগে আমি যে-মানুষ ছিলাম এখন আর তা নই। যেদিন আপনি ফিরে এসেছিলেন তার পর দিন এ-কথাটা আপনাকে বলেছিলাম, আর আপনিও এই মুহূর্তেও মনে মনে জানেন যে কথাটা ঠিক। কিন্তু সংসারের সামনে নিজেকে আপনি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চান; আমার বাড়িতে থাকা আপনার পক্ষে যথেষ্ট নয়, আমার সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতে আপনি চান—তাই না?'

'আমি চাই আমাকে আপনি ক্ষমা করুন,' চোখ না তুলে ভারভারা পাভলভ্না বলল।

'উনি চান আপনি ওঁকে ক্ষমা করুন,' মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না কথাগুলোর পুনরুক্তি করলেন।

'আর আমার জন্যে নয়, আদার জন্যে,' ভারভারা পাভলভ্না ফিসফিস করে বলল।

'ওঁর জন্যে নয়, আপনার আদার জন্যে,' মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না প্রতিধ্বনি করলেন।

'চমৎকার। এটাই আপনি চান?' চেষ্টা করে লাভরেৎস্কি বললেন। 'বেশ, সেটাও আমি মেনে নিলাম।'

ভারভারা পাভলভ্না তাঁর দিকে একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল। মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!' আর আবার ভারভারা পাভলভ্নার হাত ধরে টানলেন। 'এখন আমার হাত থেকে গ্রহণ করুন...'

বাধা দিয়ে লাভরেৎস্কি বললেন, 'একটু দাঁড়ান। ভারভারা পাভলভ্না, আপনার সঙ্গে বসবাস করতে আমি রাজী হচ্ছি,' তিনি বলে চললেন; 'অর্থাৎ আপনাকে আমি লাভরিকিতে নিয়ে যাব, আর যতদিন আমার শক্তিতে কুলোয় ততদিন থাকব আপনার সঙ্গে। তারপর আমি চলে যাব, মাঝেমাঝে আসব ফিরে। জানবেন, আপনাকে আমি প্রতারণা করতে চাই না; কিন্তু তার চেয়ে বেশীকিছু চাইবেন না। আমার শ্রদ্ধেয়া আত্মীয়ার কথা বিশ্বাস করে আপনাকে যদি বুকে টেনে নিতাম আর আপনাকে জোর দিয়ে বলতে শুরু করতাম যে... যা ঘটেছে তা ঘটে নি, যে কাটা-গাছে আবার ফুল ফুটতে পারে

তাহলে আপনি নিজেই হাসতেন। কিন্তু দেখছি: মেনে নিতে হবে। কথাটার মানে আপনি বুঝতে পারবেন না... কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। আবার বলছি, আপনার সঙ্গে আমি থাকব... না, সেটা আমি প্রতিজ্ঞা করতে পারছি না... আপনার সঙ্গে আমি মিটমাট করে নেব, আবার আমার স্ত্রী হিসেবে আপনাকে মেনে নেব...'

'এই কথা দেওয়া উপলক্ষে আপনার হাতটা অন্তত ওর হাতে দিন,' মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না বললেন। তাঁর অশ্রু অনেক আগেই শুকিয়ে গিয়েছিল।

লাভরেৎস্কি বললেন, 'ভারভারা পাভলভ্নাকে এখন পর্যন্ত আমি প্রতারণা করি নি। সে আমার কথা বিশ্বাস করবে। তাকে নিয়ে আমি লাভরিকি যাব। আর মনে রাখবেন ভারভারা পাভলভ্না, যে-মুহূর্তে আপনি লাভরিকি ত্যাগ করবেন সে-মুহূর্ত থেকে এই চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। এখন আপনার অনুমতি নিয়ে আমি যাব।'

উভয় মহিলাকে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করে তিনি চলে গেলেন।

'এঁকে আপনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন না?' মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না চেঁচিয়ে উঠলেন...

'ওঁকে নিজের মনে থাকতে দিন,' ফিসফিস করে ভারভারা পাভলভ্না তাঁকে বলল, তারপর তাড়াতাড়ি তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে, অনর্গল কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, তাঁর হস্তচুম্বন করে সে তাঁকে বলতে লাগল তার ত্রাণকর্ত্রী।

তার তোষামোদকে মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না অনুগ্রাহকের মতো গ্রহণ করলেন; কিন্তু মনে মনে লাভরেৎস্কি, ভারভারা পাভলভ্না এবং তাঁর পরিকল্পিত এই গোটা দৃশ্যটির উপর তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন। সেটা যে-রকম মর্মস্পর্শী হবে বলে তিনি মনে করেছিলেন সে-রকম হয় নি; তিনি ভাবলেন ভারভারা পাভলভ্নার উচিত ছিল তার স্বামীর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়া।

বললেন, 'আমার কথাটা আপনি বোঝেন নি কেন? আপনাকে যে আমি বারবার বলছিলাম: নতজানু হন।'

'এই ভালো হয়েছে, খুড়িমা; দুর্ভাবনা করবেন না — সবকিছু চমৎকার উত্‌রেছে,' ভারভারা পাভলভ্না তাঁকে অভয় দিল।

'তা সত্যি কথা, তিনিও বরফের মতো ঠাণ্ডা,' মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না মন্তব্য করলেন। 'আপনি অবশ্য কাঁদেন নি, আমি কিন্তু ওঁর সামনে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছি। তিনি তাহলে আপনাকে লাভরিকিতে বন্দী করে রাখতে

চান। তার মানে কি এই, যে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যেও আপনি আসতে পারবেন না? সব পুরুষেরই হৃদয় ভারি কঠিন,' সবজান্তার মতো মাথা নাড়িয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

'মেয়েরা কিন্তু সহৃদয়তা ও মহানুভবতার দাম দেয়,' মৃদুস্বরে বলে ভারভারা পাভলভ্না মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্নার সামনে নতজানু হয়ে বসে, হাত দিয়ে তাঁর বিশাল কটিদেশ আলিঙ্গন করে নিজের মুখটা তাঁর দেহের উপর চেপে ধরল। তার মুখে ফুটে উঠল একটা চোরা হাসি, মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্নার চোখ দিয়ে আবার জল চুইয়ে পড়তে লাগল।

বাড়ি ফিরে লাভরেৎস্কি তাঁর ভৃত্যের ঘরে নিজেকে বন্দী করলেন, শুয়ে পড়লেন একটা সোফার উপর, আর সেইভাবে পড়ে রইলেন সকাল পর্যন্ত।

৪৪

পরের দিনটা ছিল রবিবার। প্রভাতী উপাসনার জন্য গির্জার যে-ঘণ্টাগুলো বাজছিল তাতে তিনি জেগে উঠলেন না—কারণ সারা রাত তিনি চোখের পাতা এক করেন নি। কিন্তু ঐ ঘণ্টাধ্বনি সেই আর একটি রবিবারের স্মৃতি তাঁর মনে আনল, যেবার তিনি লিজার অনুরোধে গির্জায় গিয়েছিলেন। ব্যস্তসমস্ত হয়ে তিনি উঠে পড়লেন: তাঁর অন্তরে কে যেন তাঁকে বলল যে আবার সেখানে তিনি আজ লিজার দেখা পাবেন। নিঃশব্দে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ভারভারা পাভলভ্না তখনো ঘুমচ্ছিল। তার জন্য তিনি খবর রেখে গেলেন যে দুপুরের খাবারের সময় ফিরবেন। তারপর তিনি দ্রুত পা চালালেন যেখানে করুণ একঘেয়ে ঘণ্টাধ্বনি তাঁকে যেন ডাকছিল। তিনি সকাল-সকাল পৌঁছুলেন; গির্জার মধ্যে বলতে গেলে কেউই ছিল না। গায়কদের জায়গায় এক ধর্মযাজক উপাসনা করছিল; মাঝেমাঝে কাশিতে বাধা-প্রাপ্ত তার গম্ভীর একঘেয়ে স্বর ওঠানামা করছিল। দরজার পাশের এক আসন লাভরেৎস্কি অধিকার করলেন। একে-একে উপাসনাকারীরা আসতে লাগল, দাঁড়াতে লাগল দরজার কাছে, নিজেদের উপর আঁকতে লাগল ক্রুশ-চিহ্ন আর চারিদিকে ঝুঁকে ঝুঁকে করতে লাগল অভিবাদন; গির্জার শূন্য নীরবতার মধ্যে তাদের পদশব্দ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, ফাঁকা শব্দ করে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল গম্বুজওলা ছাতের নীচে।

এক জরাগ্রস্ত ছোট্টখাট্ট চেহারার মহিলা তার জরাজীর্ণ ক্লোক আর হুড পরে লাভরেৎস্কির কাছে নতজানু হয়ে বসে ব্যগ্রভাবে প্রার্থনা করছিল; তার দন্তহীন, হলদেটে শুকনো মুখটা পবিত্র আবেগে টান-টান হয়ে উঠেছে; তার আরক্ত চোখগুলো উপর দিকে পবিত্র বিগ্রহগুলোর উপর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে; ক্লোকের ভিতর থেকে অনবরত একটা জিরজিরে হাত বার করে ধীরে ধীরে কিন্তু দ্বিধাহীনভাবে সে বড় করে তার ক্রুশ-চিহ্ন আঁকছে। এক চাষী গির্জায় প্রবেশ করল; তার মুখে এক গাল দাড়ি, মুখটা গম্ভীর, দেখতে অবিন্যস্ত, পরিচ্ছদ এলোমেলো; তড়বড় করে নতজানু হয়ে বসে দ্রুত গতিতে সে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকতে শুরু করল; প্রতিবার মাটিতে লুটিয়ে পড়ার পর সে মাথাটা পিছনে হেলিয়ে ঝাঁকাতে লাগল। তার মুখ এবং তার প্রতিটি ভঙ্গির মধ্যে এমন তীব্র শোকের চিহ্ন পরিস্ফুট যে লাভরেৎস্কি তার কাছে জানতে চাইলেন তার শোকের কারণটা। চাষী ভয়ানক চমকে উঠে পিছু হটে, বিষণ্ণ মুখে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে... 'আমার ছেলে মরে গেছে,' গড়গড় করে সে বলে গেল, তারপর আবার প্রার্থনা করতে লাগল... 'এই ধরনের লোকদের জন্যে গির্জার সান্ত্বনা ছাড়া আর কী থাকতে পারে?' লাভরেৎস্কি ভাবলেন, তারপর চেষ্টা করলেন স্বয়ং প্রার্থনা করতে; কিন্তু তাঁর হৃদয় ভারাক্রান্ত ও নির্মম হয়ে উঠেছিল, আর তাঁর মন ছিল অন্যান্য জিনিসের উপর। তিনি লিজার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, কিন্তু লিজা এল না। গির্জা লোকে ভরে উঠতে লাগল, কিন্তু তবু সে এল না। উপাসনা শুরু হয়ে গেছে, ধর্মযাজক ইতিমধ্যে গসপেল পড়া শেষ করেছে, শেষ উপাসনার ঘণ্টা বাজল। লাভরেৎস্কি অন্য পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন—আর অকস্মাৎ দেখতে পেলেন লিজাকে। তিনি পেঁছুবার আগেই লিজা গির্জায় এসেছিল, কিন্তু তাকে তিনি লক্ষ্য করেন নি। দেয়াল এবং গায়কদের জায়গার মধ্যে সে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল; সে নড়ে নি কিংবা চারদিকে তাকায় নি। যতক্ষণ উপাসনা চলল লাভরেৎস্কি তার উপর থেকে দৃষ্টি ফেরালেন না: তাকে তিনি বিদায় জানাচ্ছিলেন। ধর্মসভা ভাঙতে শুরু করল, কিন্তু তবুও সে অপেক্ষা করে রইল; মনে হল লাভরেৎস্কির চলে যাবার জন্য সে অপেক্ষা করছিল। অবশেষে শেষবারের মতো নিজের উপর ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে ঘাড় না ফিরিয়ে সে চলে গেল; তার সঙ্গে ছিল এক পরিচারিকা। লাভরেৎস্কি তার পিছন পিছন গেলেন এবং পথে তাকে ধরে ফেললেন; মাথা নীচু করে ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে দ্রুত পায়ে সে হাঁটছিল।

'নমস্কার, লিজাভেতা মিখাইলভ্না,' তিনি জোর করে উচ্চ সহজ কণ্ঠে বললেন। 'আমি আপনাকে বাড়ি পেঁাছে দিতে পারি কি?'

লিজা উত্তর দিল না। তিনি তার পাশে পাশে চলতে লাগলেন।

'আমার ওপর আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন?' নীচু গলায় তিনি প্রশ্ন করলেন। 'আপনি তো শুনেছেন গতকালকার কথা?'

ফিসফিস করে সে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালো হয়েছে।'

আরো জোরে জোরে সে পা চালাল।

'আপনি তৃপ্ত হয়েছেন?'

লিজা শুধু মাথাটা নাড়াল।

স্থির অথচ ক্ষীণকণ্ঠে সে বলতে শুরু করল, 'ফিওদর ইভানিচ, আমি আপনাকে বলতে চেয়েছিলাম—আমাদের সঙ্গে আর দেখা করতে আসবেন না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যান। পরে আমরা দেখা করতে পারি—অন্য সময়ে, হয়তো এক বছর পরে। কিন্তু এখন আমার জন্যে এ-কাজ করুন; আমি যা বলছি তাই করুন, আপনাকে আমি মিনতি করে বলছি।'

'লিজাভেতা মিখাইল্ভনা, আপনার সব কথা মানতে আমি রাজী আছি—কিন্তু এইভাবেই কি আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে? আমাকে কি আপনি একটা কথাও বলবেন না?..'

'ফিওদর ইভানিচ, এখন আপনি আমার পাশে হাঁটছেন... কিন্তু ইতিমধ্যেই আপনি আমার কাছ থেকে অনেক, অনেক দূরে সরে গেছেন। আর শুধু আপনিই নন...'

লাভরেৎস্কি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বলুন, বলুন আপনাকে আমি অনুনয় করে বলছি! কী আপনি বলতে চাইছেন?'

'সে-কথা আপনি শুনতে পাবেন হয়তো... যাই-ই ঘটুক না কেন, ভুলে যাবেন... না, আমাকে ভুলবেন না, আমার কথা মনে রাখবেন।'

'আপনাকে কি আমি ভুলে যেতে পারি?..'

'ব্যস, বিদায়। আমাকে অনুসরণ করবেন না।'

'লিজা,' লাভরেৎস্কি শুরু করলেন...'

'বিদায়, বিদায়!' ওড়নাটা আরো নীচে টেনে সে বারবার বলতে লাগল, তারপর দ্রুত পায়ে, প্রায় দৌড়ে এগিয়ে গেল।

তার অপসৃয়মাণ চেহারার দিকে লাভরেৎস্কি তাকিয়ে রইলেন তারপর ফিরে চললেন মাথা নীচু করে। লেমের সঙ্গে আর একটু হলেই তিনি ধাক্কা
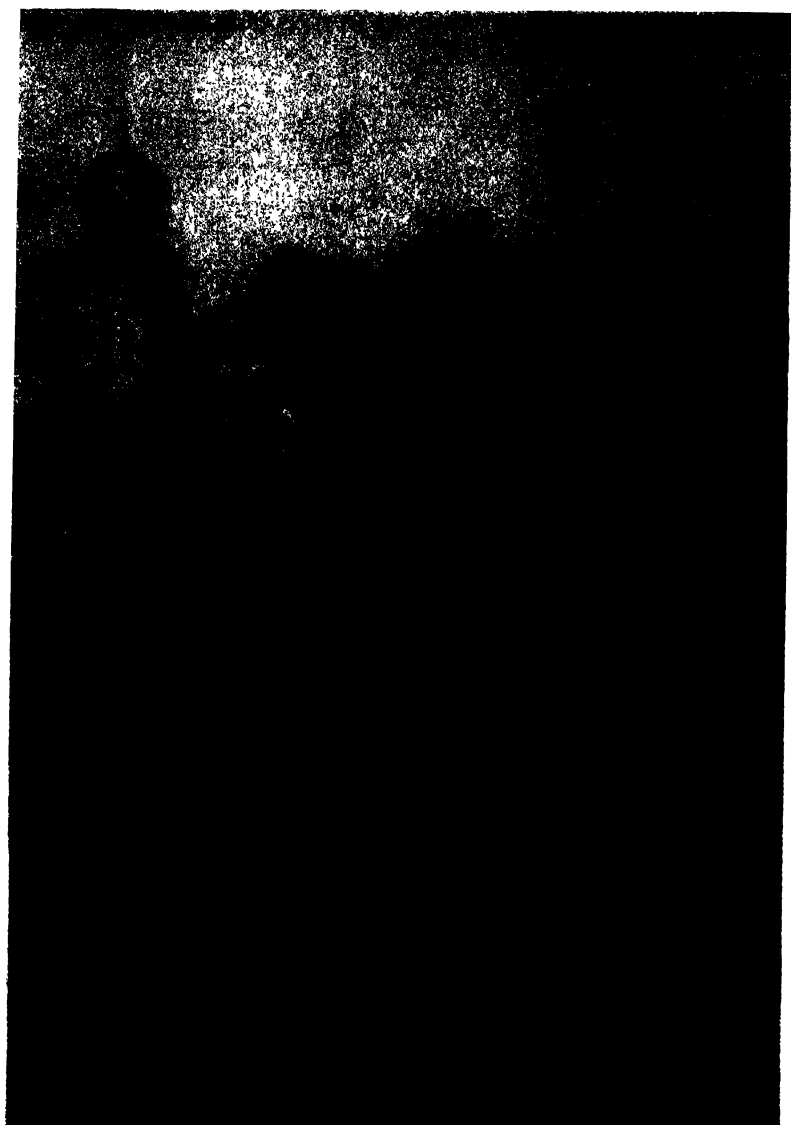
খেতেন। লেম্‌ও হাঁটছিলেন তাঁর টুপিটাকে নাকের উপর নামিয়ে মাটির দিকে চেয়ে।

পরস্পরের দিকে তাঁরা চুপচাপ তাকালেন।

'আপনি কী বলেন?' অবশেষে লাভরেৎস্কি বললেন।

বিষণ্ণ স্বরে লেম্‌ উত্তর দিলেন, 'আমি কী বলতে পারি? কিছুই আমি বলছি না। সর্বকিছুই মরে গেছে, আমরাও মরে গেছি (Alles ist todt, und wir sind todt)। আপনি ডান দিকে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমি যাচ্ছি বাঁ দিকে। বিদায়।'

পরের দিন লাভরিকির উদ্দেশ্যে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে লাভরেৎস্কি যাত্রা করলেন। তাঁর স্ত্রী আদা ও জুস্তিনার সঙ্গে আগে আগে গাড়িতে যাচ্ছিল; তিনি ছিলেন পিছনে, তাঁর তারান্‌তাসে। সুন্দর বাচ্চা মেয়েটি সমস্ত পথ জানালার পাশ থেকে নড়তে পারে নি। সর্বকিছুতেই সে আশ্চর্য হয়ে উঠছিল: চাষী, কুঁড়ে, কুয়ো, ঘোড়ার মাথার উপরকার যোয়াল, টুং টুং শব্দ-করা ঘণ্টা আর অসংখ্য দাঁড়কাক; জুস্তিনাও তারই মতো বিস্মিত হয়ে উঠেছিল। তাদের মন্তব্য ও বিস্ময়ধ্বনি শুনে ভারভারা পাভলভ্‌না কৌতুকের হাসি হাসছিল। তার মেজাজটা ভালো ছিল; যাত্রার আগে স্বামীর সঙ্গে তার কথাবার্তা হয়েছে।

'আপনার অবস্থাটা আমি বুঝি,' ভারভারা পাভলভ্‌না তাঁকে বলেছিল, আর তার চালাকি-ভরা দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে লাভরেৎস্কি জেনেছিলেন যে তাঁর অবস্থাটা সে সম্পূর্ণ বুঝেছে,—'কিন্তু অন্তত এটুকু আপনাকে স্বীকার করতে হবে যে আমার সঙ্গে বসবাস করা সহজ; আমি আপনার সঙ্গে জোর করে মিশব না কিংবা আপনাকে বাধা দেব না; আমি শুধু চেয়েছিলাম আদার ভবিষ্যৎটা নিরাপদ করতে। আর কিছু নয়।'

'আপনি যা চেয়েছিলেন সবটাই পেয়েছেন,' ফিওদর ইভানিচ মন্তব্য করেছিলেন।

'এখন শুধু একটিমাত্র জিনিসের স্বপ্ন আমি দেখি: চিরকালের জন্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেকে সমাহিত করা; আপনার মহানুভবতার কথা চিরকাল আমার মনে থাকবে...'

'ব্যস্! যথেষ্ট হয়েছে...' তিনি বাধা দিয়েছিলেন।

'আর আপনার স্বাধীনতা আর মানসিক শান্তিকে কীভাবে সম্মান দেখানো উচিত সে-কথা মনে রাখব,' যে-কথাগুলো সে ভেবে রেখেছিল সেগুলোকে সে শেষ করেছিল।

লাভরেৎস্কি তাকে নীচু হয়ে অভিবাদন করেছিলেন। ভারভারা পাভলভ্না বুঝল যে তার স্বামী তাকে মন থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

পরের দিন সন্ধেয় তাঁরা লাভরিকিতে পেঁছুলেন; এক সপ্তাহ পরে হাত-খরচের জন্য তাঁর স্ত্রীকে পাঁচ হাজার রুবল দিয়ে তিনি মস্কো যাত্রা করলেন—এবং তাঁর যাত্রার পরের দিন পানশিন—ভারভারা পাভলভ্না যাঁকে অনুরোধ জানিয়েছিল তার নির্জনাবাসের সময় তাকে যেন ভুলে না যান—এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে সে অত্যন্ত স্বাগত জানাল; বাড়ির উঁচু ঘর এবং বাইরের বাগান অনেক রাত পর্যন্ত গান-বাজনা এবং উচ্ছল ফরাসী কথাবার্তায় প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। তিন দিন ধরে পানশিন ভারভারা পাভলভ্নার আতিথেয়তা উপভোগ করলেন; বিদায় নেবার সময় তিনি তার সুন্দর হাতগুলো নিজের হাতের মধ্যে চেপে কথা দিলেন শীঘ্রই আবার আসবেন বলে। তিনি কথার খেলাপ করেন নি।

৪৫

মা-র বাড়িতে লিজার নিজের অনতিবৃহৎ ঘরটি ছিল দোতলায়। ঘরটি পরিচ্ছন্ন আর খোলামেলা; বিছানাটি সাদা, কোণে ও জানালার সামনে ফুলের টব, একটি ছোটো লেখার টেবিল, একটি বইয়ের তাক আর দেয়ালের উপর ক্রুশে-বিদ্ধ খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তি। এই ছোটো ঘরটি নার্সারি নামে পরিচিত ছিল, লিজার জন্ম এখানে। লাভরেৎস্কির সঙ্গে দেখা হবার পর, গির্জা থেকে ফিরে সাধারণত যেভাবে সাজায় তার চেয়ে আরো ভালো করে সে ঘরটি সাজাল। সব জিনিস থেকে সে ধুলো ঝাড়ল, তার প্রত্যেকটি খাতা ও মেয়ে বন্ধুদের চিঠিগুলো দেখে ফিতে দিয়ে বাঁধল, সব ড্রয়ারগুলোয় চাবি দিল, ফুলগুলোয় দিল জল, প্রত্যেকটি ফুল স্পর্শ করল তার আঙুল দিয়ে। এই সব কাজ সে করল ধীরে ধীরে ও নিঃশব্দে; তার মুখের ভাব শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন। তারপর ঘরের মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে সবকিছু

দেখে সে সেই টেবিলটার কাছে গেল যার উপর ক্রুশে-বিদ্ধ খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তি ঝুলছিল এবং নতজানু হয়ে বসে তার অঞ্জলি-বদ্ধ হাতের উপর মাথাটা রেখে সে স্থির হয়ে রইল। মার্ফা তিমোফেয়েভ্না ঘরে প্রবেশ করে তাকে উক্ত অবস্থায় দেখলেন। তাঁর প্রবেশ লিজা লক্ষ্য করে নি। বৃদ্ধা পা টিপে টিপে বেরিয়ে গিয়ে কয়েকবার জোরে জোরে কাশলেন। লিজা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে তার চোখ মুছে ফেলল; সে চোখ উজ্জ্বল না-ঝরা অশ্রুবিন্দুতে টলমল করছিল।

'দেখছি তোর ছোট্ট ঘরটা আবার তুই সাজিয়েছিস,' মন্তব্য করে মার্ফা তিমোফেয়েভ্না একটি কচি গোলাপ ফুলের উপর ঝুঁকলেন। 'কী চমৎকার গন্ধ।'

লিজা তার দিদিমার দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকাল।

'কী যেন বললেন আপনি!' সে ফিসফিস করে বলল।

'কোন কথা আবার, অ্যাঁ?' বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন। 'কী বলতে চাইছিল? এ যে ভারি সাঙ্ঘাতিক দেখছি,' তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, তারপর অকস্মাৎ তাঁর টুপিটা ছুঁড়ে ফেলে, লিজার ছোটো বিছানাটার উপর বসলেন; 'আর আমি সহ্য করতে পারছি না! আজ নিয়ে চারদিন হল আমি দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটিয়েছি; কিছু লক্ষ্য করছি না এমন ভান আর আমি করতে পারছি না—তুই যে ক্রমশ ফ্যাকাশে হয়ে উঠছিস, শুকিয়ে যাচ্ছিস আর কাঁদছিস—এ দৃশ্য আর আমি সহ্য করতে পারছি না, পারছি না, পারছি না!'

'কেন, কী হল আপনার?' মৃদুস্বরে লিজা বলল; 'আমার কিছু হয় নি...'

'কিছু হয় নি?' মার্ফা তিমোফেয়েভ্না চেঁচিয়ে উঠলেন; 'ও-কথা তুই অন্য কাউকে বল গে যা, আমাকে নয়! কিছু হয় নি! কে একটু আগে হাঁটু গেড়ে বসেছিল? কার চোখের পাতাগুলো এখনো জলে ভিজে রয়েছে? কিছু হয় নি! নিজের চেহারার দিকে একবার তাকা, তুই কী হয়ে গেছিস, নিজের মুখটাকে নিয়ে কী করেছিস—তোর মুখের দিকে তাকা, তোর চোখের দিকে তাকা। কিছু হয় নি বৈকি! আমি যেন কিছু জানি না!'

'দিদিমা, কিছুদিনের মধ্যে সব কেটে যাবে।'

'কেটে যাবে, কিন্তু কবে? হা ভগবান! তুই কি ওকে অতই ভালোবেসে বসেছিস? কিন্তু লিজা সোনা, ওর যে বয়েস হয়ে গেছে। স্বীকার করছি, ও লোক ভালো। কিন্তু আমরা সবাই ভালো; পৃথিবীটা যথেষ্ট বড়। ও-ধরনের মানুষ প্রচুর আছে।'

'আমি তো বলছি এটা কেটে যাবে, ইতিমধ্যেই কেটে গেছে।'

'আমার কথা শোন, লিজা লক্ষ্মীটি,' লিজাকে তাঁর পাশে বসিয়ে, কখনো তার চুল, কখনো তার রুমালে হাত বোলাতে বোলাতে মার্ফা তিমোফেয়েভ্না সহসা বলে উঠলেন। 'তুই শুধু এমন উত্তেজিত হয়ে আছিস যে মনে হচ্ছে শোকের কোনো সান্ত্বনা নেই। লক্ষ্মীটি আমার, শুধু মৃত্যুরই কোনো ওষুধ নেই। শুধু তুই নিজেকে একবার বল: 'আমি কিছুতেই ভেঙে পড়ব না, কিছুতেই না!' আর তুই দেখে অবাক হয়ে যাবি তোর বুক থেকে কী রকম সহজে ওটা নেমে যাবে। শুধু খানিক সহ্য করে যা।'

'দিদিমা,' লিজা উত্তর দিল, 'ও-সব কেটে গেছে, সব শেষ হয়ে গেছে।'

'সব শেষ হয়ে গেছে! সব শেষ হয়ে গেছে বৈকি! তোর নাকটা পর্যন্ত কী রকম কুঁকড়ে গেছে শুধু একবার দ্যাখ, আর তুই বলছিস কি না সব শেষ হয়ে গেছে! ভালো কথা, 'সব শেষ হয়ে গেছে'!'

'হ্যাঁ, ওটা শেষ হয়ে গেছে, শুধু যদি আপনি রাজী হন আমাকে সাহায্য করতে,' মার্ফা তিমোফেয়েভ্নার গলা জড়িয়ে ধরে লিজা অকস্মাৎ অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে বলল। 'লক্ষ্মীটি, আপনি আমার সহায় হোন, আমাকে সাহায্য করুন, রাগ করবেন না, বুঝতে চেষ্টা করুন...'

'ও কী কথা, ও কী কথা, সোনা আমার? ও-রকম ভয় পাইয়ে দিস নি বাছা, হাত জোড় করছি। আমি চেঁচাতে শুরু করব, ও-রকম করে আমার দিকে তাকাস না; কী বলবি তাড়াতাড়ি বল!'

'আমি... আমি চাই...' লিজা মার্ফা তিমোফেয়েভ্নার বুকে মুখ লুকল। 'আমি মঠে যেতে চাই,' ফিসফিস করে সে বলল।

বৃদ্ধা বিছানা থেকে প্রায় লাফ দিয়ে উঠলেন।

'লিজা, সোনা আমার, নিজের ওপর ক্রুশ-চিহ্ন আঁক! তুই কী বলছিস জানিস না! হা ভগবান, কী কথার ছিরি!' অবশেষে কথা বলার শক্তি ফিরে পেয়ে তিনি তোত্লাতে লাগলেন। 'বাছা আমার, শুয়ে পড়, একটু ঘুমো। এ-সবই তোর, বাছা, অনিদ্রা থেকে।'

লিজা মাথা তুলল; তার গাল টকটকে হয়ে উঠল।

লিজা বলল, 'না, দিদিমা, ও-কথা বলবেন না; আমি মনস্থির করে ফেলেছি, আমি প্রার্থনা করেছি, আমি ঈশ্বরের কাছে পরামর্শ চেয়েছি; সব শেষ হয়ে গেছে, আপনাদের সঙ্গে আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে। যে-শিক্ষা পেয়েছি সে তো অনর্থক নয়; আর এই প্রথম যে এ-কথা আমি ভাবছি তা

নয়। আমার জীবনে কখনো আনন্দ আসে নি; এমন কি আনন্দের যখন আশা আমার হত তখনো আমার হৃদয় ভাবী অমঙ্গলের বেদনায় ভরে থাকত। আমি সব জানি—আমার নিজের পাপ আর অন্যদের পাপের কথা, আর বাবা কী করে ঐশ্বর্য রোজগার করেছিলেন সব জানি। সব কথা আমি জানি। প্রার্থনা করে এ সবের খণ্ডন করতে হবে, খণ্ডন করতে হবে। আপনার জন্যে দুঃখ হয়, মা-র জন্যে, লেনোচ্কার জন্যে দুঃখ হয়; কিন্তু কোনো উপায় নেই; আমি বুঝতে পারছি এখানকার জীবন আমার জন্যে নয়; ইতিমধ্যেই শেষবারের মতো বাড়ির সবকিছুর কাছে আমি বিদায় নিয়েছি, সবকিছুকে প্রণাম করেছি; কে যেন আমাকে এ-বাড়ি থেকে যেতে ডাকছে; আমার হৃদয় যন্ত্রণায় পীড়িত হয়ে উঠেছে, চিরকালের জন্যে নিজেকে আমি রুদ্ধ করে রাখতে চাই। আমাকে বাধা দেবেন না, আমাকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা না করে সাহায্য করুন, নইলে আমি একলা যাব...'

আতঙ্কিত হয়ে মার্ফা তিমোফেয়েভ্না লিজার কথা শুনতে লাগলেন।

তিনি ভাবলেন, 'ও অসুস্থ হয়ে পড়েছে, ভুল বকছে। আমাদের ডাক্তার ডাকা দরকার, কিন্তু কাকে ডাকি? একজনকে সেদিন গেদেওনভ্স্কি প্রশংসা করছিল। গেদেওনভ্স্কি দারুণ মিথ্যেবাদী—তবে হয়তো এ-কথাটা সে সত্যিই বলেছিল?' কিন্তু যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে লিজা অসুস্থ নয়, ভুল বকছে না, লিজা যখন ক্রমাগতই তাঁর সমস্ত প্রতিবাদের একই উত্তর দিয়ে যেতে লাগল, মার্ফা তিমোফেয়েভ্না ভয় পেয়ে গেলেন, সত্যি সত্যি ব্যথিত হয়ে উঠলেন।

'কিন্তু সোনা, তুই বুঝতে পারছিস না,' লিজার সঙ্গে তিনি অনুনয়-বিনয় করে বোঝাতে শুরু করলেন, 'ও-ধরনের মঠের জীবনটা কী রকম! তোকে, বাছা, ওরা খেতে দেবে জঘন্য সবুজ হেম্পের তেল, তারা তোকে পরতে দেবে মোটা কাপড়ের অন্তর্বাস আর ঠাণ্ডায় পাঠাবে বাইরে; তুই যে এ-সব সহ্য করে বাঁচতে পারবি না! এ-সবই হচ্ছে আগাফিয়ার কীর্তি—সে-ই তোর মাথা খেয়ে গেছে। কিন্তু সে তো তার প্রথম জীবনটায় ভালো করেই কাটিয়েছে, সুখ ভোগ করে গেছে; তুইও তাই কর। আমাকে অন্তত শান্তিতে মরতে দে। তারপর তোর যা খুশি করিস। আর কোথায় কাকে তুই মঠে যেতে দেখেছিস কোনো এক ছাগল-দাড়ির জন্যে—ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করুন—কোনো পুরুষের জন্যে? যদি এ-ব্যাপারে তোর মন এতোই খাঁখাঁ করছে তাহলে

তীর্থে যা, কোনো মহাপুরুষের কাছে প্রার্থনা কর, উপাসনা কর, কিন্তু, বাছা আমার, কালো হুড মাথায় পরে বেড়াস নি, মা...'

মার্ফা তিমোফেয়েভ্না কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

লিজা তাঁকে সান্ত্বনা দিল, তাঁর চোখের জল মুছিয়ে দিল, নিজে কাঁদল, কিন্তু তার প্রতিজ্ঞা থেকে কিছুতেই তাকে টলানো গেল না। হতাশ হয়ে মার্ফা তিমোফেয়েভ্না ভয় দেখাতে চেষ্টা করলেন—বললেন যে তার মাকে তিনি সব কথা বলে দেবেন, কিন্তু তাতেও ফল হল না। অবশেষে বৃদ্ধার অনেক অনুনয়ে লিজা ছ'মাসের জন্য তার সঙ্কল্প মুলতুবি রাখতে রাজী হল; কিন্তু প্রতিদানে মার্ফা তিমোফেয়েভ্নার কাছ থেকে কথা আদায় করে নেওয়া হল যে, এই সময়ের মধ্যে লিজার যদি মত পরিবর্তন না হয়, তাহলে তিনি তাকে সাহায্য করবেন এবং মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্নার মত জোগাড় করে দেবেন।

শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারভারা পাভলভ্না নিঃসঙ্গতার মধ্যে নিজেকে সমাহিত করার প্রতিজ্ঞা করা সত্ত্বেও, অর্থ জোগাড় করে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে চলে এল। সেখানে ছোটো হলেও চমৎকার একটা বাড়ি ভাড়া করল। পানশিন তাকে খুঁজে দিয়েছিলেন। পানশিন আগেই ও... সহর ত্যাগ করেছিলেন। ও... সহরে তাঁর অবস্থানের শেষ দিকে তাঁর উপর মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্নার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছিল; অকস্মাৎ তাঁর বাড়িতে যাওয়া পানশিন বন্ধ করেছিলেন। লাভরিকিতে প্রায় সব সময় তিনি কাটাতেন। ভারভারা পাভলভ্না তাঁকে একেবারে গোলাম করে ফেলেছিল, একেবারে গোলাম: তাঁর উপর ভারভারা পাভলভ্না যে অসীম, অচ্ছেদ্য ও সম্পূর্ণ ক্ষমতা বিস্তার করেছিল সেটা আর অন্য কোনো কথায় প্রকাশ করা যায় না।

লাভরেৎস্কি মস্কোতে শীতকাল কাটালেন, এবং পরের বসন্তকালে খবর পেলেন যে রাশিয়ার দূরবর্তী অঞ্চলের মঠগুলোর অন্যতম ভ... মঠে লিজা ভর্তি হয়েছে।

উপসংহার

আট বছর কেটে গেছে। আবার বসন্ত এসেছে... কিন্তু প্রথমে মিখালেভিচ, পানশিন এবং মাদাম লাভরেৎস্কায়ার ভাগ্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলে তাদের কাছে থেকে বিদায় নেওয়া যাক। নানা ভাগ্য-পরিবর্তনের পর মিখালেভিচ তার সত্যকারের বৃত্তি পেয়েছিল খুঁজে: এক সরকারী স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ সে পেয়েছিল। তার ভাগ্য নিয়ে সে সম্পূর্ণ তৃপ্ত, ছাত্ররা পেছনে তাকে ভ্যাঙালেও তাকে তারা ভক্তিশ্রদ্ধা করে। সরকারী চাকরির অনেক উঁচু ধাপে পানশিন পেঁছেছেন, তাঁর লক্ষ্য এখন কোনো এক ডাইরেক্টরের পদ লাভ করা; তিনি খানিকটা কুঁজো হয়ে হাঁটেন: তিনি যে-ভ্লাদিমির ক্রশ গলায় ঝুলিয়ে রাখেন নিঃসন্দেহেই সেটা তার কারণ। তাঁর ভিতরকার সরকারী কর্মচারীটি শিল্পীর উপর অদম্য প্রভুত্ব বিস্তার করেছে; এখনো ছেলেমানুষ দেখতে তাঁর মুখ ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ হয়ে উঠেছে, চুল হয়েছে পাতলা। এখন আর তিনি গান করেন না বা আঁকেন না, কিন্তু গোপনে সাহিত্য নিয়ে খেলা করেন: প্রবাদবাক্যের ধাঁচে তিনি একটি মিলনান্তক নাটক রচনা করেছেন। বর্তমানে সব লেখকরা সর্বদাই যেমন কোনো জিনিস বা কোনো মানুষের 'নক্সা' এঁকে থাকেন, তিনিও সে-রকম উক্ত নাটকে এক ছেনাল মেয়েকে এঁকেছেন। সেটি তিনি তাঁর পরিচিত দু'তিনটি অনুরক্ত মহিলাকে নির্জনে পড়ে শোনান। তিনি কিন্তু বিয়ে করেন নি, যদিও বিয়ে করার একাধিক সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন। এর জন্য দায়ী ভারভারা পাভলভ্না। আর ভারভারা পাভলভ্না—আগেকার মতোই প্যারিসে সে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে: ফিওদর ইভানিচ তাকে অর্থ দেবার এক অঙ্গীকার-পত্র সই করে দিয়ে নিজের স্বাধীনতা লাভ করেছেন এবং ভবিষ্যতে আর এক আকস্মিক হানার হাত থেকে বেঁচেছেন। ভারভারা পাভলভ্নার বয়স বেড়েছে আর সে মোটাও হয়েছে, কিন্তু এখনো তার চেহারাটা লোভনীয় ও সুশ্রী। প্রত্যেকেরই মনে চরম উৎকর্ষের আদর্শ থাকে; ভারভারা পাভলভ্না তার আদর্শ খুঁজে পেয়েছে দ্যুমার পুত্রের নাটকের মধ্যে। সেই সব থিয়েটারে সে অধ্যবসায় সহকারে যায়, যেখানে ক্ষয়কাশগ্রস্ত ছেনাল মেয়েদের চরিত্র রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে থাকে। মাদাম দোশ হওয়াকেই সে মনুষ্য জীবনের পরমানন্দ বলে মনে করে। একবার সে ঘোষণা করেছিল যে তার কন্যার জন্য এর চেয়ে ভালো কিছু সে কামনা করে না। আশা করা যায়, নিয়তি মাদমোয়জেল আদাকে সেই

পরমানন্দের হাত থেকে বাঁচাবে: হৃষ্টপুষ্ট গোলাপী শিশু থেকে সে দুর্বল-বক্ষ পাণ্ডুর ছোট্ট চেহারার মেয়েতে রূপান্তরিত হয়েছে, ইতিমধ্যেই তার স্নায়ুগুলো খুব খারাপ। ভারভারা পাভলভ্‌নার স্তাবকবৃন্দের সংখ্যা খুব কমে গেছে, কিন্তু তবু তারা দেখা দেয়; তাদের কয়েকজনকে সম্ভবত জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে রাখবে। বর্তমানে তাদের মধ্যে সবচেয়ে একনিষ্ঠ হল জাকুর্‌দালো-স্কুবির্‌নিকভ নামে রক্ষিবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত গোঁফওয়ালা এক অফিসার। তার বয়স আটত্রিশ, অসাধারণ বলবান চেহারা। মাদাম লাভরেৎস্কায়ার বৈঠকখানায় যে-সব ফরাসীরা প্রায়ই এসে থাকে, তারা লোকটাকে বলে 'le gros taureau de l'Ukraïne'*; শৌখিন সান্ধ্য পার্টিতে ভারভারা পাভলভ্‌না কখনো তাকে নিমন্ত্রণ করে না। কিন্তু নিঃসন্দেহেই সে তার কৃপা লাভ করে থাকে।

আর এইভাবে... আট বছর কেটে গেছে। আবার আকাশ বসন্তের উজ্জ্বল আনন্দে আচ্ছন্ন হয়েছে; আবার বসন্ত হেসে উঠেছে মানুষ আর পৃথিবীর উপর; আবার তার সোহাগে পৃথিবী রূপান্তরিত হচ্ছে ফুলে, প্রেমে, গানে। এই আট বছরে ও... সহরের সামান্যই পরিবর্তন হয়েছে; কিন্তু মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌নার বাড়ির বয়সটা যেন কমে গেছে। তার নতুন রঙ-করা দেয়ালগুলো আনন্দোজ্জ্বল, অস্তোন্মুখ সূর্যের রশ্মিতে তার খোলা জানালার কাঁচগুলো গাঢ় লাল রঙে ঝকমক করছে; এই জানালাগুলোর ভিতর থেকে পথে ভেসে আসছে স্বচ্ছ তরুণ কণ্ঠস্বর আর ক্রমাগত হাসির হাল্কা ও উচ্ছল আওয়াজ। মনে হয় সমস্ত বাড়িটা যেন জীবনে স্পন্দিত হচ্ছে এবং আনন্দে উপচে পড়ছে। বাড়ির কর্ত্রীর বহুকাল আগে মৃত্যু হয়েছে: লিজা মঠে যোগ দেবার দু'বছর পরে মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌নার মৃত্যু হয়; মার্ফা তিমোফেয়েভ্‌নাও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীর মৃত্যুর পর বেশী দিন বাঁচেন নি; সহরের গোরস্থানে তাঁরা পাশাপাশি শুয়ে আছেন। নাস্তাসিয়া কারপভ্‌নাও আর নেই; এই অনুরক্ত বৃদ্ধা মহিলা তাঁর বন্ধুর কবরের উপর প্রার্থনা করার জন্য কয়েক বছর প্রতি সপ্তাহে যেতেন... তাঁরও সময় উত্তীর্ণ হয়েছিল, তাঁর হাড়গুলোকেও বিশ্রামের জন্য রাখা হয়েছিল ভিজে মাটির তলায়। মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌নার বাড়িটা কিন্তু অপরিচিত লোকেদের হাতে পড়ে নি, পরিবারের বহির্ভূত হয় নি, বাসা ভাঙে নি: ছিপছিপে সুন্দরী মেয়ে হয়ে উঠেছে

* ফরাসী ভাষায়—ইউক্রেনের মোটা মহিষ।

লেনোচ্কা, তার বাগদত্ত পুরুষ হল অশ্বারোহী সৈন্যদলের অফিসার, চুলগুলো তার সোনালী; মারিয়া দ্মিত্রিয়েভনার ছেলে সম্প্রতি সেণ্ট পিটার্সবুর্গে বিয়ে করেছে। তার তরুণী স্ত্রীকে নিয়ে বসন্ত কাটাবার জন্য এখানে সে এসেছে। তার স্ত্রীর ভগ্নী হল ষোল বছরের স্কুলের ছাত্রী, গালগুলো তার গোলাপী, চোখগুলো স্বচ্ছ; শুরোচ্কাও বড় হয়েছে ও লাবণ্যময়ী হয়ে উঠেছে—এই হল তরুণ পরিবার, তাদের আনন্দিত হাসি আর কথাবার্তায় কালিতিনদের বাড়ির দেয়ালগুলো প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। বাড়ির সবকিছুই বদলে গেছে, সবকিছুই মানিয়ে গেছে নতুন বাসিন্দাদের সঙ্গে। আগেকার দিনের গম্ভীর বৃদ্ধ ভৃত্যদের স্থান গ্রহণ করেছে দাড়িহীন হাসিখুশি, কৌতুকপ্রিয় ও লঘুচিত্ত ছোকরা চাকরেরা। রস্কা যেখানে মেদভারে মর্যাদাব্যঞ্জকভাবে হেলে-দুলে হাঁটত সে-জায়গায় রয়েছে দুটো শিকারী কুকুর, পাগলের মতো তারা ঘরের মধ্যে দৌড়ুচ্ছে আর সোফার উপর লাফ-ঝাঁপ করছে; আস্তাবলে এখন রয়েছে ছিপছিপে অ্যাম্বলার, বিনুনি-করে কেশর-বাঁধা তেজী গাড়ি-টানা এবং দন থেকে আগত চড়বার ঘোড়া। প্রাতরাশ, মধ্যাহ্নভোজ ও সান্ধ্যভোজের সময় সব গুলিয়ে একাকার হয়ে গেছে; প্রতিবেশীরা বলে, এখানকার সবকিছু চলে 'নব-কল্পিত'ভাবে।

যে-সন্ধ্যার কথা বলছি সেই সন্ধ্যায় কালিতিনদের বাড়ির বাসিন্দাদের (তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ হল লেনোচ্কার বাগদত্ত ছেলেটি, বয়স চব্বিশ) এক সহজ, কিন্তু হাসির হর্রা শুনে বোঝা যায় অতিশয় কৌতুকপ্রদ খেলায় মত্ত তারা: একে অন্যকে ধরার জন্য ঘরগুলোর ভিতর দিয়ে তারা ধাওয়া করে ছুটছিল: কুকুরগুলোও তাদের অনুসরণ করে উত্তেজিত হয়ে ডাকছিল আর জানালা-থেকে-ঝোলা খাঁচার ভিতরকার ক্যানারিগুলো সাধারণ হট্টগোলকে আরো বাড়িয়ে, একটার পর একটা তাদের উত্তেজিত তীক্ষ্ন কিচকিচ ডাকে বাতাসকে বিদীর্ণ করছিল। এই কান-ঝালাপালা-করা আমোদ যখন চরমে উঠেছে, একটি কর্দমাক্ত তারান্তাস তখন ফটকের সামনে এসে থামল, তার ভিতর থেকে ভ্রমণের পরিচ্ছদ-পরা পঁয়তাল্লিশ বছরের এক ভদ্রলোক নামলেন এবং বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন, বাড়িটার দিকে তাকালেন তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে, তারপর ফটকের ভিতর দিয়ে উঠোনে এসে ধীরে ধীরে অলিন্দের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন। হল-ঘরে কারুর দেখা তিনি পেলেন না; অকস্মাৎ বসবার ঘরের দরজাটা সশব্দে খুলে গেল আর তার ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল আরক্তমুখী

শুরোচ্কা, গলা ফাটিয়ে চীৎকার করতে করতে তাকে ধাওয়া করে এল তরুণ দলের সবাই। এক অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখে নিজেদের সামলে তারা থেমে গেল; কিন্তু যে উজ্জ্বল চোখগুলো তাঁকে খুঁটিয়ে দেখছিল তা থেকে অমায়িকতা কমে গেল না, তরুণ মুখগুলো থেকে হাসি মিলিয়ে গেল না। মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্নার ছেলে অতিথির কাছে এগিয়ে গিয়ে সৌহার্দপূর্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল তিনি কী চান।

'আমি লাভরেৎস্কি,' অতিথি বললেন।

তাঁর কথার প্রত্যুত্তর এল সমবেত চীৎকারে—এই তরুণের দল এক দূর সম্পর্কের বিস্মৃতপ্রায় আত্মীয়ের আগমনে খুব যে আনন্দিত হয়েছিল তা নয়, তবে যে-কোনো উপলক্ষে হট্টগোল ও ফুর্তি করার জন্য তারা ছিল উৎসুক। মুহূর্তের মধ্যে সবাই লাভরেৎস্কিকে ঘিরে ফেলল: পুরনো বন্ধু হিসেবে লেনোচ্কা প্রথমে নিজের পরিচয় দিল, নিশ্চয় করে জানাল যে আর একটু হলেই সে চিনতে পারত। সবাইকার, এমন কি তার বাগদত্ত ছেলেটিরও ডাক-নাম ধরে ডেকে সে পরিচয় করিয়ে দিল। খাবার ঘর থেকে সারবন্দী হয়ে সবাই এল বৈঠকখানায়। উভয় ঘরের দেয়াল-কাগজগুলো নতুন, কিন্তু আসবাবপত্রগুলো যেমন ছিল তেমনি রয়েছে; লাভরেৎস্কি পিয়ানোটা চিনতে পারলেন; এমন কি জানালার পাশে এম্ব্রয়ডারি-করা ফ্রেমগুলোও একই রকম এবং একই জায়গায় রয়েছে; মনে হল তাদের উপর রয়েছে আট বছর আগেকার সেই একই অসমাপ্ত এম্ব্রয়ডারিগুলো। এক আরামদায়ক হাতলযুক্ত চেয়ারে তাঁকে তারা বসাল; তাঁর চারদিকে গোল হয়ে শান্তশিষ্ট হয়ে বসল সবাই। তাড়াতাড়ি, একের পর এক প্রশ্ন, বিস্ময়সূচক শব্দ এবং গল্প চলতে লাগল।

'বহুকাল আপনাকে দেখি নি,' সরলভাবে লেনোচ্কা মন্তব্য করল, 'আর ভারভারা পাভলভ্নাকেও না।'

'তা তো হবেই,' তার ভাই তাড়াতাড়ি বলে উঠল। 'তোকে আমি সেণ্ট পিটার্সবুর্গে নিয়ে গিয়েছিলাম আর ফিওদর ইভানিচ সব সময়ে ছিলেন গ্রামে।'

'হ্যাঁ, আর তারপর মা মারা যান।'

'আর মার্ফা তিমোফেয়েভ্না,' মৃদুস্বরে শুরোচ্কা বলল।

'আর নাস্তাসিয়া কারপভ্না,' লেনোচ্কা মন্তব্য করল, 'আর মঁসিয়ে লেম্...'

'কী? লেম্‌ও মারা গেছেন?' লাভরেৎস্কি প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ,' তরুণ কালিতিন উত্তর দিল; 'তিনি ওদেসায় চলে যান; লোকে বলে কেউ তাঁকে লোভ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল; সেখানেই তিনি মারা যান।'

'আপনি কি জানেন তিনি কিছু সঙ্গীত রেখে গেছেন কি না?'

'আমি জানি না। মনে হয় না।'

সবাই চুপ করে দৃষ্টি বিনিময় করল। তরুণ মুখগুলোর উপর দুঃখের ছায়া খেলে গেল।

'জানেন তো, মাত্রোস বেঁচে আছে,' লেনোচ্‌কা অকস্মাৎ বলে উঠল।

'গেদেওনভ্‌স্কিও বেঁচে আছেন,' ওর ভাই যোগ করল।

গেদেওনভ্‌স্কির নামে সঙ্গে সঙ্গে অমায়িক হাসির হর্‌রা ছুটল।

'হ্যাঁ, এখনো তিনি বেঁচে আছেন, এখনো আগেকার মতোই তিনি মিথ্যে কথা বলেন,' মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌নার ছেলে বলে চলল; 'আর জানেন, এই পাগলিটা' (তার শ্যালিকা, সেই স্কুলের ছাত্রীটিকে সে আঙুল দিয়ে দেখাল) 'গতকাল তাঁর নস্যির ডিবেয় খানিকটা লঙ্কাগুঁড়ো ভরে দিয়েছিল।'

'আপনি যদি শুনতেন তাঁর হাঁচিটা!' লেনোচ্‌কা চেঁচিয়ে উঠল। আর এক দমকা অদম্য হাসিতে তার স্বরটা ঢাকা পড়ে গেল।

'হালে আমরা লিজার খবর পেয়েছি,' তরুণ কালিতিন বলল, সবাই আবার নির্বাক হয়ে গেল; 'সে ভালো আছে, তার স্বাস্থ্য এখন কিছুটা ভালো।'

'এখনো কি সে একই মঠে আছে?' চেষ্টা করে লাভরেৎস্কি প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ।'

'সে কি চিঠি লেখে?'

'না, কক্ষনো লেখে না; কিন্তু অন্য লোকের মারফত আমরা খবর পাই।'

অকস্মাৎ না ভেবেচিন্তেই সবাই একেবারে চুপ হয়ে গেল; 'উড়ে গেলেন কোনো শান্ত দেবদূত,' সবাই ভাবল।

'আপনি কি বাগানে যাবেন?' কালিতিন প্রশ্ন করল; 'সেটা এখন ভারি সুন্দর হয়েছে, যদিও কিছু কিছু আগাছা জন্মেছে।'

লাভরেৎস্কি বাগানে এলেন। প্রথমেই তাঁর চোখে পড়ল বাগানের সেই বসার জায়গাটা, সেই বেঞ্চিটা, যেখানে একদা তিনি লিজার সঙ্গে সেই ক'টি ক্ষণস্থায়ী মুহূর্ত কাটিয়েছিলেন; সেটা কালো হয়ে বেঁকে-চুরে গেছে; কিন্তু সেটাকে তিনি চিনতে পারলেন। একাধারে মাধুর্যে ও বেদনায় তাঁর বুকটা

টনটন করে উঠল,—যে-যৌবন মিলিয়ে গেছে তার জন্য তীক্ষ্ন বেদনা এবং যে-আনন্দ একদা লাভ করেছিলেন তার জন্য দুঃখ। বীথিকার ভিতর দিয়ে তিনি তরুণদের সঙ্গে বেড়াতে লাগলেন: গত আট বছরে লাইম গাছগুলো আরো লম্বা আর বুড়ো হয়েছে, তাদর ছায়াগুলো আরো ঘন হয়ে উঠেছে; সব ঝোপগুলোই কিন্তু লম্বা হয়ে উঠেছে। রাস্পবেরি ঝোপগুলো ঝাঁকড়া হয়ে উঠেছে, বাদাম গাছগুলোকে একেবারে আগাছা বলে মনে হয়। অরণ্যের তাজা গন্ধে আর ঘাস ও লাইলাকের সৌরভে সবকিছুই সুরভিত।

'এটা ঠিক বেড়াল-চোর খেলার মতো জায়গা,' লাইম গাছের ভিতরকার ঘাসে-ঢাকা ছোটো একটি জমিতে বেরিয়ে আসতে আসতে অকস্মাৎ লেনোচ্‌কা চেঁচিয়ে উঠল; 'আমরা ঠিক পাঁচজনই আছি।'

'আর ফিওদর ইভানিচকে ভুলে গেলি?' তার ভাই প্রশ্ন করল। 'নাকি নিজেকে বাদ দিয়ে গুনেছিস?'

লেনোচ্‌কা সামান্য আরক্ত হয়ে উঠল।

'কিন্তু তাঁর বয়সে ফিওদর ইভানিচ কি...' সে বলতে শুরু করল।

'তোমরা খেলতে শুরু করে দাও,' লাভরেৎস্কি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে উঠলেন; 'আমাকে নিয়ে মাথা ঘামিও না। তোমাদের ব্যাঘাত সৃষ্টি করছি না জানতে পারলে আমি ভালো থাকব। আমাকে আপ্যায়ন করারও তোমাদের দরকার নেই; আমরা যারা বুড়ো তাদের এমন একটা কাজ আছে যার কথা তোমরা এখনো জান না, কোনো রকম আমোদই তার কাছে লাগে না—সেটা হল স্মৃতি।'

হাসিমুখে ভদ্র ও নম্রভাবে তরুণরা লাভরেৎস্কির কথাগুলো শুনল — যেন কোনো শিক্ষক তাদের পড়াচ্ছেন—তারপর অকস্মাৎ তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, ছুটল সবুজ জমিটার দিকে; তাদের চারজন দাঁড়াল গাছগুলোর তলায়, একজন দাঁড়াল মাঝখানে, তারপর রঙ্গ শুরু হয়ে গেল।

লাভরেৎস্কি বাড়ি ফিরে, খাবার ঘরে গিয়ে পিয়ানোটার কাছে এসে একটা চাবি টিপলেন: বাতাসে অস্পষ্ট অথচ পরিষ্কার এক সুর কেঁপে উঠল এবং তাঁর হৃদয়ের এক তন্ত্রীকে করল স্পর্শ: এটা সেই অনুপ্রাণিত সঙ্গীতের প্রাথমিক সুর যা দিয়ে বহুকাল আগেকার সেই সবচেয়ে সুখের রাত্রে লেম্‌, বেচারা লেম্‌, তাঁকে অত আনন্দ দিয়েছিলেন। তারপর লাভরেৎস্কি বৈঠকখানায় গিয়ে বহুক্ষণ সেখানে রইলেন: এখানে লিজাকে বহুবার তিনি

দেখেছিলেন, তার মূর্তি তাঁর মনে আরো স্পষ্ট হয়ে জেগে উঠল: মনে হল যেন তিনি তার সান্নিধ্য অনুভব করছেন; কিন্তু তার জন্য তাঁর যে শোক সেটা হাল্‌কা নয়: মৃত্যু যে প্রশান্তি নিয়ে আসে এর মধ্যে সেই প্রশান্তির ছিটেফোঁটাও নেই। লিজা বেঁচে আছে, আছে দূরে কোথাও, নাগালের বাইরে; সে বেঁচে আছে বলে তিনি ভাবলেন, কিন্তু একদা যে-মেয়েটিকে তিনি ভালোবাসতেন, তপস্বিনীর পরিচ্ছদ পরিহিত অস্পষ্ট পাণ্ডুর সেই কাল্পনিক মূর্তির মধ্যে, ধূপ-ধূনোর পাকানো ধোঁয়ার মধ্যে যে ঘুরে বেড়ায়, তার মুখাবয়বকে তিনি কল্পনা করতে পারলেন না। যে-চোখ দিয়ে মনে মনে লিজাকে তিনি দেখছিলেন, সেই চোখ দিয়ে দেখলে লাভরেৎস্কি নিজেকেও চিনতে পারতেন না। এই আট বছরের মধ্যে অবশেষে তিনি তাঁর জীবনের সঙ্কটকালকে অতিক্রম করেছেন, বহু লোক আছে যারা সেই সঙ্কটকালকে অতিক্রম না করেও কাটিয়ে দেয়, কিন্তু সেই সঙ্কটকালকে অতিক্রম করতে না পারলে কেউই পুরোপুরি চরিত্রবান লোক হতে পারে না। বাস্তবিকই, নিজের আনন্দ এবং নিজের স্বার্থের কথা তিনি আর ভাবেন না। তাঁর মন হয়েছে শান্ত আর—সত্যি কথা বলতে কি—শুধু তাঁর মুখ আর শরীরটাই বুড়িয়ে যায় নি, তাঁর হৃদয়টাও গেছে বুড়িয়ে; অনেকে বলেন বৃদ্ধ বয়সে হৃদয়কে তরুণ রাখা শক্ত এবং প্রায় হাস্যকর; সাধুতা, উদ্দেশ্যসাধনের জন্য লেগে থাকা এবং কাজ করার ইচ্ছার উপর যে-আস্থা হারায় নি সে পরিতৃপ্ত থাকতে পারে। লাভরেৎস্কির পরিতৃপ্ত বোধ করার অধিকার ছিল: বাস্তবিকই তিনি ভালো চাষী হয়ে উঠেছেন, বাস্তবিকই তিনি শিখেছেন ভালো করে জমি চষতে এবং তিনি পরিশ্রম করেন কেবল নিজের স্বার্থের জন্য নয়; তাঁর কৃষকদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে স্থায়ী এবং শক্তিশালী করার জন্য তিনি চেষ্টার কোনো রকম ত্রুটি করেন নি।

লাভরেৎস্কি বাগানে এলেন, বসলেন তাঁর প্রিয় ও পরিচিত আসনে এবং বাড়িটার মুখোমুখি এই অতি প্রিয় স্থানে বসে তিনি তাঁর জীবনের দিকে পিছন ফিরে তাকালেন। এইখানে শেষবারের মতো তিনি হাত বাড়িয়েছিলেন আনন্দের সফেন ও উজ্জ্বল সোনালী মদে ভরা আকাংক্ষিত পেয়ালাটাকে মুঠো করে ধরার জন্য। তিনি নিঃসঙ্গ, গৃহহীন, মুসাফির—যে তরুণ যুগের ছেলেমেয়েরা তাঁর স্থান অধিকার করেছে তাদের আনন্দিত স্বর বাগান পেরিয়ে তাঁর কাছে ভেসে আসতে লাগল। তিনি বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন, কিন্তু তার মধ্যে তিক্ত আহত কিছু ছিল না: দুঃখ করার তাঁর অনেক কিছু

আছে, কিন্তু লজ্জিত হবার কিছু নেই। 'খেলা করো, আনন্দ করো, বড়ো হয়ে ওঠো তেজস্বী তরুণ-তরুণীর দল,' ভাবতে লাগলেন তিনি, তাঁর ভাবনার মধ্যে কোনো রকম তিক্ততা রইল না; 'তোমাদের সামনে পড়ে রয়েছে জীবন, তোমাদের জীবন হবে সহজ; নিজেদের জন্যে তোমাদের পথ খুঁজতে হবে না আমাদের মতো, সংগ্রাম করতে হবে না, অন্ধকারের মধ্যে উত্থান-পতনের প্রয়োজন হবে না; বেঁচে থাকবার চেষ্টাতেই আমরা ব্যতিব্যস্ত ছিলাম—আর আমাদের মধ্যে কত লোক তো বেঁচেও থাকে নি!—কিন্তু তোমাদের একটি কর্তব্য আছে পালন করার, কাজ আছে করার—আর আমাদের মতো বৃদ্ধদের আশীর্বাদ রইল তোমাদের উপর। আজকের দিনের পর, এই সব অভিজ্ঞতার পর বাকি আছে শুধু এগিয়ে আসা মৃত্যু এবং অপেক্ষমাণ এক ঈশ্বরের কথা স্মরণ করে বিষণ্নভাবে হলেও, কোনো হিংসা, কোনো দ্বেষ না রেখে তোমাদের কাছ থেকে শেষ বিদায় নেওয়া, বলা: 'স্বাগত, নিঃসঙ্গ বয়স! ভস্মীভূত হও অসার জীবন!''

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে উঠে নিঃশব্দে লাভরেৎস্কি চলে গেলেন; কেউ তাঁকে লক্ষ্য করল না, কেউ তাঁকে বাধা দিল না; উঁচু উঁচু লাইম গাছের সবুজ দেয়ালের ওপাশের বাগান থেকে আনন্দের চীৎকার আগের চেয়ে জোরে শোনা যেতে লাগল। লাভরেৎস্কি তাঁর গাড়িতে উঠে কোচোয়ানকে বললেন বাড়ি যেতে, আর বললেন ঘোড়াগুলোকে যেন তাড়া দেওয়া না হয়।

'আর শেষটা?' অতৃপ্ত পাঠক হয়তো প্রশ্ন করবেন। 'পরে লাভরেৎস্কির কী হল? কী হল লিজার?' কিন্তু সে-সব লোক সম্বন্ধে বলার কী আছে, যারা বেঁচে থাকা সত্ত্বেও পৃথিবী এবং তার ঘাত-প্রতিঘাতের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে? তাদের কাছে ফিরে গিয়ে লাভ কী? শোনা যায় লিজা যে-দূরবর্তী মঠে আশ্রয় নিয়েছিল লাভরেৎস্কি সেখানে একবার গিয়েছিলেন, তাকে দেখেছিলেন। একের পর এক গায়কদের জায়গাগুলো থেকে নেমে, লাভরেৎস্কির খুব কাছ দিয়ে সে হেঁটে গিয়েছিল। তপস্বিনীর নিয়মিত

নম্র-চঞ্চল ভঙ্গিতে সে পাশ দিয়ে গিয়েছিল, তাঁর দিকে তাকায় নি; চোখের পাতাগুলো শুধু সামান্য কেঁপে উঠেছিল, শীর্ণ মুখখানা নুয়ে এসেছিল আরো, জপমালা জড়ানো অঞ্জলিবদ্ধ হাতের আঙুলগুলো আরো শক্ত হয়ে চেপে বসেছিল। তাঁরা উভয়ে কী ভাবছিলেন, কী অনুভব করছিলেন? কে জানতে পারে? কে বলতে পারে? জীবনে এমন কতকগুলো মুহূর্ত আছে, এমন অনুভূতি আছে... যার দিকে শুধু অঙ্গুলি নির্দেশ করা সম্ভব—তারপর চলে যেতে হয় পাশ কাটিয়ে।

১৮৫৮